সের্গেই আন্তোনভ

বসন্ত

সের্গেই আন্তোনভের এই সংগ্রহে পাঁচটি গল্প আছে : 'বসন্ত', 'প্রভাত', 'লেনা', 'বর্ষা', 'নীনা ক্রাভ্‌ৎসোভা'। এই গুণী সোভিয়েত ঔপন্যাসিকের বিষয়ে মোটামুটি সঠিক ধারণা গল্পগুলিতে পাওয়া যায়।

প্রথম তিনটি গল্প যৌথখামার জীবনের মুখর, গীতিকাব্যময় ছবি। নায়ক-নায়িকারা — লেনা জোরিনা, আলেক্সেই ও দুস্যা — চঞ্চল, অক্লান্ত যৌবনের প্রতিমূর্তি।

বিরাট একটি নির্মাণস্থান, সাধারণ কর্মির চোখে দেখা তার মুখর, স্পন্দমান জীবন রূপায়িত হয়েছে 'বর্ষাতে'। সেক্রেটারী ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না অত্যন্ত কাজের মেয়ে, প্রধানের প্রতি তার অন্ধভক্তি, কিন্তু একদিন সে বুঝল যে তার ব্যক্তিপূজা মোটেই বৃহৎ পরিকল্পটির স্বার্থের অনুকল নয়।

নির্মাণকারীর অভিনব, দুরূহ জীবনে সবেমাত্র পা দিয়েছে নবীন এঞ্জিনিয়র, তার গল্প হল 'নীনা ক্রাভ্‌ৎসোভা'।

'জীবনের ছোটখাটো জিনিষ' সের্গেই আন্তোনভের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়েন। তাঁর গল্পগুলি মধুর সহজ, গীতিকাব্যের কোমল-অনুচ্চ সুরে স্পন্দমান, নানা বয়স, পেশা ও বৃত্তির নায়ক-নায়িকাদের প্রতি গভীর দরদে উজ্জ্বল। তারা গান গায় মানুষের শান্তিপূর্ণ মেহনতের, নতুন জীবন যারা গড়ছে তাদের।

পথনির্মাণকারী এঞ্জিনিয়র ছিলেন আন্তোনভ, বত্রিশ বছর বয়সে লিখতে শুরু করেন। ১৯৪৭-এ তাঁর প্রথম গল্প, 'বসন্ত', প্রকাশিত হয় ; এটিকে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু বলে ধরা যায়। তারপর থেকে নানা সাহিত্য পত্রিকায় নবীন লেখকটির গল্প নিয়মিতভাবে বেরোয়। দুটি সংগ্রহ — 'Vehicles on the Roads' ও 'Men of Peace' প্রকাশিত হয় ১৯৫০-এ। তারপর ১৯৫১-এ গীতিকাব্যময় একটি বড়ো গল্প 'Poddubenskiye Ditties'। — আর একটি সংগ্রহ, 'First Job', ছাপা হয় ১৯৫২-এ, তার দু'বছর পরে বেরোয় একটি বৃহদাকার গল্পসঙ্কলন।

সের্গেই আন্তোনভ প্রবন্ধও লেখেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হল সোভিয়েত গ্রামাঞ্চলের মানুষ, বাকু'র তৈল-কর্মি ও সোভিয়েত উদ্যমের অন্যান্য অনেক দিক।

সের্গেই আন্তোনভ

বসন্ত

СЕРГЕЙ АНТОНОВ

ВЕСНА

Рассказы
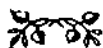
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
Москва

সের্গেই আন্তোনভ

বসন্ত

পাঁচটি গল্প

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: শেফালি নন্দী ও ছবি বসু

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: প. কারাচেন্‌ৎসোভ্‌

সূচীপত্র

বসন্ত। অনুবাদ: শেফালি নন্দী . ৯

প্রভাত। অনুবাদ: শেফালি নন্দী . . ৬৭

লেনা। অনুবাদ: শেফালি নন্দী . ৯৩

বর্ষা। অনুবাদ: ছবি বসু . . ২৪৫

নীনা ক্রাভৃৎসোভা। অনুবাদ: ছবি বসু . ৩৩১

বসন্ত

আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন সন্ধ্যাবেলায় খোলা জানলায় বসে থাকতে ভালোবাসতাম, ভালোবাসতাম প্রতিবেশীদের ঘুমিয়ে পড়ার সাড়াশব্দটুকু কান পেতে শুনতে। ঘরের ভেতরে আলো জ্বলে উঠতো, বাসন-কোসনের

টুং-টাং শব্দ তুলে মা এদিক ওদিক চলাফেরা করতেন,—আর বাইরে ছড়িয়ে থাকত নিথর প্রশান্তি।

আর আজও আমি বসে আছি জানলার ধারে। জানলার তাকে রয়েছে জিরানিয়ামের ফুলদানী, পাতাগুলি ফুটো; কাঁধের উপর দিয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে জানলার পর্দাটা। রাস্তার ওপারে সামনের বাগানে দাঁড়িয়ে আমার ধাইমা, জানলার পাল্লাগুলো বন্ধ করছেন একটা লাঠি দিয়ে।

একটু দূরে যৌথখামার আফিসের জানলায়ও একটা আলো দেখা যাচ্ছে। সভা ভেঙেছে, দরজা বন্ধ করার শব্দ আসছে কানে। যে যার পথে যাবার আগে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসিগল্প করছে, তারও শব্দ ভেসে আসছে।

বসে বসে শুনছি, থেকে থেকে জানলা দিয়ে কনকনে হাওয়া এসে জিরানিয়ামের পাতাগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন বাবা। যেভাবে জুতোর কাদা ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি আসছেন, বোঝা যাচ্ছে চটে আছেন ভয়ানক। ঘরে এসেই একটিও কথা না বলে তিনি বসে পড়লেন বেঞ্চের উপরে। পকেট থেকে বার করলেন এক

বোতল ভদ্কা। মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আচার আনতে ঢুকলেন ভাঁড়ারে।

চৌখুপী ওড়নাখানা জড়িয়ে পশুচিকিৎসিকা লিওল্‌কা খানাডোবা বাঁচিয়ে চলেছে বেড়ালের মত সাবধানী পা ফেলে ফেলে। সাধারণত রবিবারে কিংবা কোন উৎসবের দিনে সে এই রুমালখানা জড়াত। কিন্তু কেন জানি না আজকাল প্রায় সদাসর্বদাই সে এটা ব্যবহার করছে। যাবার পথে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলছে। শুনতে পেলাম যৌথখামারের সভাপতির পদ থেকে আজ বাবাকে সরানো হয়েছে।

আমি লুকিয়ে বাবার দিকে তাকালাম।

তিনি একগ্লাস ভদ্কা ঢেলে নিলেন, একটুকরো পাঁউরুটি নাকের কাছে ধরে শুঁকলেন, তারপর আরো কিছু ভদ্কা নিলেন।

টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন মা, এপ্রনের নিচে হাত দুখানি জোড় করা, আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বাবার দিকে।

বাবা বললেন, 'কাগজটা দাও তো, আর তোমরা সবাই শোন।'

পান করার সময় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাগজ পড়া তাঁর

অভ্যাস—তা সে কাগজ যত পুরনোই হোক না কেন। তাঁর সেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া শুনতে হয় মাকে আর আমাকে এতটুকুও বাধা না দিয়ে।

এবারেও তিনি ছোট্ট গোল টেবিলটির উপর থেকে একটি কাগজ তুলে নিলেন, চশমাজোড়া নাকে বসিয়ে আলোর কাছে সরে এসে পড়তে আরম্ভ করলেন:

—'পূর্বকথিত ব্যক্তিটি ছিলেন বহুদিন ধরে 'মিন্‌সেইটো' নামে প্রতিক্রিয়াশীল দলের নেতা ...'

—বুঝতে পেরেছ?—বলতে বলতে পাকা মাথাটা নিচু করে তিনি চশমার ভিতর দিয়ে তাকালেন।

বোতলে আর কতটা মদ আছে সেদিকে নজর করতে করতে মা বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

—আর তুমি?

রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া ছেলেদের গোলমাল শুনতে শুনতে আমিও জবাব দিলাম, 'বেশ পরিষ্কার বুঝেছি বাবা।'

হঠাৎ তারা যেন কারুর নির্দেশেই উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল; রাস্তার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তাদের হাসির হর্‌রা ছড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে তারা চলে গেল;

পথঘাট আবার চুপচাপ, কিন্তু আমি শুনেছিলাম যে কার্প সাভেলিচ-এর ছেলে ভাস্কা যৌথখামারের নতুন সভাপতি হবে।

আবার বাবার গলার স্বর ভেসে এল, 'বুঝেছ? পরিষ্কার?'

আমিও যথারীতি বললাম, 'হ্যাঁ বাবা।' কিন্তু আমার মনে তখন ভাসছিল — ভাস্কা হবে আমাদের নতুন সভাপতি, সেই ভাস্কা যে এইমাত্র অট্টহাসি হেসে চলে গেল। মাত্র একসপ্তাহ আগে সৈন্যবাহিনী থেকে ছাড়া পেয়েছে; সাভেলিচ সেদিন সারাদিন একটা মুরগীকে ধরার জন্য ছুটোছুটি করেছেন।

ভাস্কা বেঁটে, আমার প্রায় সমান মাথায়, চওড়া হাড় আর সাধারণ মুখ, মোটেই ভাল নয় দেখতে, নাকটা কেমন যেন ওলটানো, চিবুকটাও তাই। মনে হয় কেউ যেন তার মুখের নিচ থেকে উপরদিকে জোরে হাত বুলিয়েছে আর মুখটাও তেমনিই থেকে গিয়েছে। তাছাড়া সে মোটেই চালাকচতুর নয়। যুদ্ধের আগে একদিন সে ধাইমার বাড়ির ছাদের উপর চড়ে চিমনির ভিতর দিয়ে বিকট চিৎকার করতে থাকে, যেন একটি বাস্তভূত। ধাইমা দাঁড়িয়েছিলেন উনুনের পাশে, ভয়ে তাঁর আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। এরকম লোক যে করে সভাপতি হবে তা আমার বুদ্ধির বাইরে।

খানিকক্ষণ পড়ার পর বাবা ঘুমিয়ে পড়লেন, আমরাও একে একে শুয়ে পড়লাম। এমন মাথা ধরেছিল আমার যে সভায় যেতে পারিনি, তখনও পর্যন্ত সেই মাথা ধরা ছাড়েনি, তাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না। অনেক রাত্রে ব্যথা কিছুটা কমলে ঘুম এলো আর যেন ঠিক সেই মুহূর্তেই — অন্তত আমার তাই মনে হল — জানলার খড়খড়িতে কে ঘা দিল।

মা উঠতে উঠতে গজ্‌গজ্‌ করতে লাগলেন, 'ওদের মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?'

দেখা গেল যৌথখামারের আফিস থেকে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে আমি বার হলাম।

ছোট্ট ঘরটিতে লোক জড়ো হয়েছে মেলাই। ভাসিলি কার্পভিচ — ভাস্‌কাকে এই নামে এখন সবাই ডাকে — বসে আছে বাবার আসনে। আমি আসতেই তো মেয়েরা মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগল: বোধ হয় আমার চোখে তখনও ঘুম জড়ানো ছিল। এল আমাদের পাশের দলের নেতা বুড়ো ইভান। তার জুতোতে পরানো ছিল রবারের জুতো, ওভারকোটের নিচ থেকে ভিতরের গোলাপী রঙের ডোরাকাটা জামার আভাস চোখে পড়ে।

ভাসিলি কার্পভিচ বুড়ো ইভানকে বলল কোটটা খুলে নিতে।

মেয়েরা আবার চেপে চেপে হাসতে লাগল।

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে ইভান বলে উঠল, 'তুমি কি মানুষকে ঘুমাতেও দেবে না নাকি? মাঝরাতে লোককে ঘুম থেকে ডেকে তুলে আনার এ এক নতুন কায়দা হয়েছে বটে।'

তারপর এল মেশিন ট্রাক্টর স্টেশন থেকে ট্রাক্টর-চালিকা পাশা; তার ঝরঝরে চেহারা দেখে মোটেই মনে হল না যে সে ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

ভাসিলি কার্পভিচ জিজ্ঞেস করল, 'সবাই হাজির?'

আমাদের বাহিনীর চওড়া-কাঁধওয়ালা লিওশা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'হ্যাঁ সবাই হাজির — কিন্তু যা বলার সংক্ষেপে বলো।'

ভাসিলি কার্পভিচ বলল, 'নিশ্চয়ই। আচ্ছা বন্ধুগণ, আমরা বীজ বোনার কাজে এরকম পিছিয়ে পড়েছি কেন বলতে পারেন? কেন আমরা আমাদের বরাদ্দ কাজের অর্ধেক মাত্র পূরণ করছি দৈনিক? কি ভাবছেন আপনারা? জুনমাস পর্যন্ত বোনার কাজ চালিয়ে যাবেন নাকি? তারপর কি ফসল তুলবেন জানুয়ারিতে? আসুন, বলুন ব্যাপারটা কি; তামারুকাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিন দেখি।'

প্রথমে তো সবাই চুপ করে রইল, তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে কথা বলতে লাগল। ঘণ্টাখানেকের ওপর সোরগোল চলল। প্রথমে তার কিছু মানে ছিল, তারপর সুরু হল পরস্পরের উপর দোষারোপ এবং দোষটা পড়ল আমারই ঘাড়েও। ভাসিলি কার্পভিচ-এর বাবা কার্প সাভেলিচ আমার দলের সদস্য, তিনি সকলের চেয়ে বেশি করে আক্রমণ করলেন আমাকে। বয়সে ষাটের উপর হয়েও তিনি কমসোমলের সঙ্গে কাজ করতে চাওয়ায় তাঁকে আমি দলে ভর্তি করে নিই, আর তার ফলটা একবার দেখ দেখি। লিওশা অবশ্য আমার পক্ষ সমর্থন করল। কিন্তু এবার কাজের কথা বলার বদলে আমরা একে অন্যের খুঁত ধরতে লেগে গেলাম।

আমিও বলতে চেয়েছিলাম আমার বাহিনীর দুর্বলতার কথা। আমাদের শৃংখলা বড় শিথিল। এমন দু-একজন আছে আমাদের মধ্যে যারা কামাই করতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু দলকে কাজ দেখাতে হলে সকলকেই পুরোদমে কাজ চালাতে হবে, এটাই হল মূল কথা। কিন্তু আমি কিছু বলা সুরু করতেই সকলে এমনভাবে আমাকে আক্রমণ করল যে আমার সবকিছু গুলিয়ে গেল। আমি বসে পড়লাম।

ভাসিলি কার্পভিচ বলল, 'ঢের হয়েছে, এবার থাম, আপনাদের কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ইভান, তুমি বলতো?'

বুড়ো ইভান তার ধূসর রঙের কোটটাকে আর একটু টেনেটুনে বেশ চিন্তিতের ভঙ্গী নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কিছুদিন আগে স্থানীয় কাগজে তার প্রশংসা করে কি যেন লিখেছিল, সেটা ইভানের মাথা থেকে এখনও যায়নি।

কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে সে বলল, 'বন্ধুগণ। আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখছি: এটা সত্যি যে ন্যুশ্‌কা আর তার দলের কাজকর্মে বেশ গাফিলতি দেখা দিয়েছে, তার বাবা যখন সভাপতি ছিলেন তখন এটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করা বেশ সহজ ছিল না, কিন্তু এখন তো আমাদের করতেই হবে। ওরা এত ঢিলে যেন হাত পা ভাল করে নাড়তেই পারে না ...। তার ওপর নির্ধারিত সময় নিয়েও কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে। যেমন ধরুন—আমাদের দল এখন বীজ বুনছে 'কসোই ক্লিন'-এ। সেখানকার নির্দিষ্ট সময় হল একর পিছু সতেরো মিনিট, দুই একর করতে চৌত্রিশ মিনিট ইত্যাদি! তার দলের কাজ হল পাহাড়ে জমিতে, সেখানে ট্রাক্‌টর প্রতিটি ধাপে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে যায়, যেন নাচছে, কিন্তু ওদেরও

দেওয়া হয়েছে ঠিক আমাদেরই মত সময়—একর পিছু সতেরো মিনিট ...'

দূর থেকে ট্রেনের তীক্ষ্ণ দুটো হুইস্‌ল্ ভেসে এল। বাইরে একটা মোরগ ডাকতে সুরু করায় সবাই হেসে উঠল। পরিষ্কার বোঝা গেল ট্রেনের হুইস্‌ল্‌কে পাখীর ডাক ভেবেই মোরগটা চেঁচাতে সুরু করেছে।

বুড়ো ইভান বলে উঠল, 'ব্যাপারটা কি?—যা বলছিলাম—নির্দিষ্ট সময় হল সতেরো মিনিটে এক একর ...। মনে হচ্ছে ন্যুশ্‌কার উচিত মেয়েদের এত রাশ ছেড়ে না দিয়ে শক্ত করে ধরা—আমাদেরও আবার তাদের বরাদ্দ কাজ সম্বন্ধে কড়াকড়ি খানিকটা কমাতে হবে।'

ভাসিলি কার্পভিচ বলল, 'সমাধানটা কিন্তু ঠিক হল না, ইভান। বরাদ্দের পরিমাণ যে সমান হবে না তা অবশ্য ঠিক।—তামাক্‌কাকে ঠেলে দাও তো!—কিন্তু আমাদের যা করণীয় তা এই: 'কসোই ক্লিন'-এ তোমাদের যা বরাদ্দ কাজ তার পরিমাণ আর একটু বাড়িয়ে দেওয়া, তোমাদের উপরে আর একটু চাপ দেওয়া ...'

বেশ একটু চাঞ্চল্য এল, কিন্তু ভাসিলি কার্পভিচ দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করতেই আবার সবাই শান্ত হল। বলবার মত

বেশি কিছু তার ছিল না কিন্তু যতটুকু সে বলল বেশ লাগসই। মনে হল, যেন খামারটির সঙ্গে বেশ ভালভাবেই সে পরিচিত।

—মনে রেখো, পাঁচটার সময় প্রত্যেককেই মাঠে উপস্থিত থাকতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টাও যদি একনাগাড়ে খাটতে হয়, তাহলেও দিনের বরাদ্দ কাজ শেষ করতেই হবে। ন্যুশা যা বলতে চেয়েছিল তা ঠিকই, তবে তার কথাগুলো মাঝপথে আটকে গিয়েছে, আমি সেগুলো শেষ করে দিচ্ছি—ন্যুশার দলের প্রত্যেকটি সভ্যকে পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষেতে হাজির থাকতে হবে। ভুল না হয়। ব্যাপারটা কি, গোলমালটা কোথায় তা দেখবার জন্য সেখানে আমিও উপস্থিত থাকব।

পাশা বলে উঠল, 'যেন তোমার সাহায্য আমাদের বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে!' বাইরে বেরিয়ে আমি ভাসিলি কার্পভিচকে বললাম তার সাহায্য আমাদের দরকার নেই, ইভান বুড়োর দল সমতল ভূমিতে কাজ করেও তো আমাদের চেয়ে বেশি কিছু এগুতে পারেনি।

পাশা আরও বলল, 'গাধাবোটের মত আমাদের টেনে নিয়ে যেতে কখনো হয়নি, হবেও না।'

ভাসিলি কার্পভিচ বলল, 'বেশ, তোমরা যদি এতই

মানী আমি তাহলে ইভান বুড়োর দল দেখতেই যাব। আর ন্যুশা, মনে রেখো দুদিন সময় দিলাম, এরমধ্যে তোমাকে বরাদ্দ কাজ সমাধা করতেই হবে।'

সে চলে গেল। কমসোমল বন্ধুদের এবং সাভেলিচকে একসঙ্গে ডেকে সবাই মিলে আলাপ করে আমরা স্থির করলাম না ঘুমিয়ে আর কিছু খেয়ে সোজা ক্ষেতে ফিরে গিয়েই কাজে লেগে যাব।

আমাদের হেয় করবার জন্যই যেন সেদিন সবকিছুই কেমন উল্টো চলতে লাগল। ট্রাক্টর কিছুতেই স্টার্ট নেবে না। পাশা তো কাঁদতে সুরু করল। তার উপর আমরা আবিষ্কার করলাম একটা গোটা ক্ষেতের মোট আধখানা মাত্র চষা হয়েছে। পুরোদমে কাজ সুরু করতে আমাদের দুপুর হয়ে গেল।

রবিবারে আমরা ইভানের দলের থেকে বেশি বুনে ফেললাম। প্রায় সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত কাজ করে মেয়েরা আলোচনা করার জন্য জড়ো হল, কাজেই বাড়ি পৌঁছতে তাদের একেবারে রাত হয়ে গেল। ক্ষেতে রইল একমাত্র পাশা। সে তার ট্রাক্টরকে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খোঁচাতে লাগল আর তার নয় বছরের ভাই গারাস্কা লাগল খালি তাকে বিরক্ত

করতে। কতখানি কাজ হয়েছে হিসাব করবার পর আমি পাশার কাছে গেলাম।

গারাস্কা বলে উঠল, 'এস দেখি পান্‌কা, কে ঐ প্লাগটাকে আগে এঁটে দিতে পারে।'

পাশা অনুনয় করে আমাকে বলল, 'দোহাই তোমার, ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও, সারাটা দিন ধরে ভন্‌ভনে মাছির মত আমাকে জ্বালাতন করছে...'

গারাস্কাকে আমার গ্রামোফোনটি বাজাতে দেব বলতেই সে আমার সঙ্গে চলে এল।

হয়ত বা বসন্তের আমেজভরা প্রথম পরিষ্কার দিনটির জন্যই, কিংবা হয়ত ইভান বুড়োর দলের থেকে বেশি কাজ করার তৃপ্তির জন্যই—পাহাড়ে চড়ার কাজও আমার কাছে বেশ সহজ বলে মনে হল, যেন এইমাত্র নদীতে সাঁতার দিয়ে এলাম। পাহাড়ের উপরে উঠে চোখে পড়ল চারদিকে ছড়ানো গ্রাম, বড় রাস্তা, মাঠ। বনের পিছনে ঘনকৃষ্ণ মেঘের দল মাঠের সীমানা ছুঁয়েছে, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার, নির্মল। উজ্জ্বল সেই ঘন নীল আকাশের দিকে তাকানো যায় না। নীলের মধ্যে দাঁড়কাকগুলিকে দেখাচ্ছে কয়লার মত কালো।

গারাস্কা বলল, ‘এস তো দেখি এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কে গিয়ে আগে রাস্তায় উঠতে পারে।’

প্রায় সুরু করেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ ভাসিলি কার্পভিচকে দেখে না লাফানই সংগত মনে করলাম।

ও যাচ্ছিল বড় রাস্তা দিয়ে, মাথায় তার টুপি, হাতে ছেঁড়া দস্তানা, ওভারকোটের বোতামগুলো একেবারে খোলা। আমাদের দেখে রাস্তার মোড়ে থামল। মনে হল আমাদের দলের কাজকর্মের কথা শুনে সে আমাদের প্রশংসা করতে এসেছে।

গারাস্কা তো তীরের মত বোঁ করে নেমে এল নিচে, আমিও তার পেছন পেছন দৌড়ে এলাম।

হাঁফাতে হাঁফাতে যখন পাশে এসে দাঁড়ালাম, ভাসিলি কার্পভিচ বলল, ‘তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।’ গলার স্বরেই মনে হল এটা তিরস্কারের সুর আর এই শোনার জন্যই আমি কচি বাচচার মত ছুটে এসেছি ওর কাছে ভেবে দুঃখও হতে লাগল।

ভাসিলি কার্পভিচ বলল, ‘তোমার ক্ষেতের পনেরো একর জমির কাজ মোটেই ভাল হয়নি তা জানো?’

বললাম, ‘জানি।’

—আরও দুই ইঞ্চি গভীর হওয়া উচিত ছিল। ভেবেছ কি বল ত? কমসোমলের সভ্যা না তুমি? পনেরো একর জমিকে আবার চষার মানেটা তো তোমার জানা থাকা উচিত।

আমি বললাম, তা আমি জানি। কিন্তু ভাসিলি কার্পতিচের তথ্যে কিছু ভুল আছে। আমাদের প্রধান ভূতাত্ত্বিক যে পনেরো একর জমির কথা বলছেন তার জন্য দায়ী হল তামার্কা, আমি নই। এত দুঃখ হল আমার যে আমি ঢোক গিলতে লাগলাম, না হলে যদি কথা বলতে আরম্ভ করতাম তাহলে কেঁদে ফেলতাম। ফেরার পথে সারাটা রাস্তা ধরে সে আমাকে শোনাতে লাগল যে আমরা নিজেরাই কমসোমল তদারকী ঘাঁটি বসাবার প্রস্তাব করেছি, অথচ আর এগোইনি এ ব্যাপারে, আর কাজেও পুরো মন দিচ্ছি না। ওর পাশে পাশে চলছিলাম আমি, ওর তিরস্কারের তীক্ষ্ণতায় আমার মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল। এরপর যখন দেখলাম গারাস্কা আমার জন্য কেমন মায়া দেখাচ্ছে, বারে বারে আমার দিকে তাকাচ্ছে যেন আমি একটা পঙ্গু বা তেমন কিছু, তখন আর চুপ থাকতে পারলাম না।

বলে ফেললাম, 'সকলেই এটা বুঝবে যে তোমার পেয়ারের দলের চেয়ে আজ আমরা বেশি বুনেছি বলেই তোমার

এত রাগ। আর সেজন্যই তুমি আমাদের খুঁত বার করবার জন্য এত উৎসুক।'

সে বলল, 'বাজে বোকো না।'

—তোমার কাছে বাজে হতে পারে, আমার কাছে মোটেই তা নয়। এই তো মাত্র ঘণ্টাদেড়েক হল তুমি সভাপতি হয়েছ। দস্তানা পরে বাবুগিরি না করে ঘুরে দেখে এস না গ্রামে কি হচ্ছে আর কি হচ্ছে না।

সে জবাব দিল, কিন্তু কি রকম করে জবাব দিল সেটা আর নাই বললাম।

—আমাকে ভয় দেখিও না। আমি আমার ধাইমা নই যে ভূতের ভয়ে মূর্ছা যাব,—বললাম।

যৌথখামারের আফিসে পৌঁছলে ভাসিলি কার্পভিচ আমাকে ভিতরে যেতে বলল। আমিও গেলাম। কেনই বা যাব না? গারাস্কাও এল।

ভাসিলি কার্পভিচ দস্তানাদুটো টেনে খুলে ফেলল, ছুঁড়ে ফেলল টেবিলের উপর।

আমি ভাবলাম, ও ভীষণ চটে গিয়েছে।

—এই শেষবার আমি চাইছি...—ও সবে বলতে আরম্ভ করেছে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। ভাসিলি কার্পভিচ

তো টেলিফোনে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'হ্যালো, হ্যালো, জেলা কমিটি? হ্যাঁ, জানি। পঞ্চাশ নয় পনেরো। হ্যাঁ, পনেরো একর। তা ব্যাপারটা কি? আমরা সেটা শুধরে নেব। কি বলছেন? জোরে বলুন, শুনতে পাচ্ছি না।'

ভাসিলি কার্পভিচ আবার টেলিফোনের উপর ফুঁ দিল, যেন ওটাকে ঠাণ্ডা করে নিচ্ছে।

—কে? আমি—আমার সব দোষ। অবশ্য আমিই দলপতি। আর সময় সময় দলপতিকেই দোষের বোঝা মাথায় নিতে হয়। কি বলছেন? কাজ একটু কমলেই আমি গিয়ে পড়ব... একটা কথাও শুনতে পাচ্ছি না। দরজাটা বন্ধ করে দাও তো ... —দরজার কথাটা বলা হল গারাস্কাকে, আর তারপর অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা চলল, ওর যে হাতটা খালি ছিল সেটাকে সারাক্ষণ নেড়ে নেড়ে।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখেও সে হাতটা নামাতে ভুলে গেল। সেখানেই বসে পড়ে ভাবতে লাগল। ডেস্কের পাশ থেকে একটা দস্তানা ঝুলতে লাগল। যে কোন কারণেই হোক আমার মনে হল ভাসিলি কার্পভিচ একা তার বাবার সঙ্গে থাকে—ওদের বাড়িটা কখনও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় না—মেঝেটা হয়ত বড়দিনের পর আর মোছা হয়নি। যেদিন

ভাসিলি কার্পভিচ সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরে আসে সেদিন ওর বাবা যে ভাবে মুরগীটাকে তাড়া করে বেরিয়েছিলেন সে দৃশ্যটাও মনে হল আমার। মনে মনে নিজেকে বললাম, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই। তোমার তো উচিত ছিল চুপ করে থাকা।

ভাসিলি কার্পভিচ বলল, 'কেটে পড় দেখি।' তখনও সে চিন্তায় মগ্ন।

আমার চলে যাওয়াই উচিত ছিল কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরে ভাসিলি কার্পভিচ বলল, 'রাগ কোরো না। কমসোমলের সভ্য একবার হলে সবকিছু নিয়েই মাথা ঘামাতে হয়। আজকের মত করে রোজ তোমাকে কাজ করে যেতে হবে।'

নির্বোধের মত আমি বলে বসলাম, 'ভাসিলি কার্পভিচ তোমার দস্তানাটায় যে ফুটো হয়েছে।'

ভাসিলি কার্পভিচ দস্তানাটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টাল, 'কোথায়? আর হলেই বা কি হয়েছে? আমি তো আর নাচতে যাচ্ছি না।'

—দাও আমি সারিয়ে দেব'খন।

—কি দরকার? তাতে কি আসে যায় তোমার? তোমার কাজে যা গল্‌তি তা তুমি ঠিক করে নিও...

নিজের ব্যবহারে আমার ভয়ানক লজ্জা করতে লাগল। এতক্ষণে আমার চলে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তার বদলে আবার আমি বললাম: 'দাও ওগুলো'—যেন ওই দস্তানাগুলো নাহলে আমি রে যাচ্ছি।

—আচ্ছা, তুমি যখন এত করে চাইছ, নাও!

ওগুলো নিয়ে আমি আর গারাস্কা বাড়ি গেলাম।

ঘণ্টাখানেক বাদে মেয়েরা এসে আমাকে নিয়ে গেল ইভান বুড়োর বাড়ির আসরে। তখন আমার পিঠটা যেন ভেঙ্গে পড়ছিল ক্লান্তিতে, তবুও দস্তানাগুলো হাতে নিয়ে আমি রওনা হলাম তাদের সঙ্গে। সারা গাঁয়ে ইভান বুড়োর বাড়িটাই সবচেয়ে বড়। তাই সেখানেই আমরা আসর জমাতাম বেশির ভাগ। ওর স্ত্রী লুকেরিয়া ইলিনিচ্‌না হলেন আমার ধাইমা, তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনাই করলেন কিন্তু যেই শুনলেন মেলা লোক আসবে তিনি চটে গেলেন।

বললেন, 'তোদের আমি ভেতরে আসতে দেব না, তোরা যদি বোমা মেরে আমায় মেরে ফেলিস, তবুও না। আমার স্বামী কি ভাবছেন বল্‌ তো?'

আমি অন্য কথা বলে ওর মেজাজটা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতে লাগলাম, আর মেয়েরা টেবিল সরিয়ে খাট, ড্রয়ার সব ওদিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

ধাইমা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে চাষাগুলো! ওখানে ওগুলোকে রাখছিস্ যে? ওগুলো ডিঙ্গিয়ে আমি তাকের উপর থেকে জগটা পাড়ব কি করে শুনি? এই যদি তোদের মতলব তাহলে ওকে নিজেই এসে খাবার নিয়ে খেতে হবে। আর তোরা যদি এরকমই চালিয়ে যাস—আমি না হয় পাড়া পড়শীর বাড়িতে গিয়ে রাত্রে বসে থাকব। আরে, টেবিলটাকে আড়া-আড়ি করে নে, নাহলে দরজা দিয়ে বেরোবে না...'

যেখানে দেরাজগুলো ছিল সেখানে শুধুমাত্র একটা নড়বড়ে আয়না রইল, আর বাদবাকি সব জিনিষ আমরা বার করে নিলাম। মেঝেটা রগড়ে মুছে জানালার নিচের দিকটায় কিছু তক্তা ঠুকে টাঙ্গিয়ে দিলাম যাতে দৈবাৎ কেউ জানলার কাঁচ না ভেঙ্গে দেয়। জলের বালতিগুলো খাবার জলে ভর্তি করে দরজার বাইরে কিছু খড় বিছিয়ে দিলাম।

ধাইমা চিৎকার করে উঠছেন, 'অতগুলো বাতি এনেছিস কেন, বাড়িতে আগুন লাগাতে চাস নাকি? পাঁচটা বাতি লাগে একটা ঘরে এমন কথা কে কবে শুনেছে? এই তোদের

মতলব? যাচ্ছি তোদের নামে নালিশ করতে। আবার সবগুলো বাতি এককোণায় ঝোলাচ্ছিস কেন? ওদিকে যে একদম আলো পড়ল না।'

গোটা নয়েকের সময় লোকজন আসতে সুরু করল। প্রথমে বাচ্চারা এসে স্টোভের পাশে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে হৈ-চৈ করে খেলতে আরম্ভ করল। এবার ইভান বুড়ো কাজ থেকে বাড়ি এল। পার্টিশনের ওপাশে তাকে খাবার দেবার আগে ধাইমা খানিকক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর করতে লাগলেন। পশুচিকিৎসিকা লিওল্‌কা তার চৌখুপী রুমালখানা মাথায় জড়িয়ে এল, লিওশা এল সেনাবাহিনীতে-পাওয়া কোমরবন্ধের বোতামগুলো পালিশ লাগিয়ে সোনার মতন চকচকে করে। ঘরটা লোকে ভরে উঠতে সকলে মিলে সিগারেট খেতে আর সূর্যমুখীর বীজ চিবোতে সুরু করল। সারা ঘরটা ধোঁয়ায় আর শব্দে কেমন যেন গুমোট হয়ে গেল। লিওল্‌কা বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে গেল আর আমি বাড়ি যাব ঠিক করলাম। কিন্তু গ্রীশা একটা একর্ডিয়ান জুটিয়ে এনে 'অগ্নিশিখা' আর 'রোয়ান ট্রী' বাজাতে আরম্ভ করল আর সবাই গান গেয়ে উঠল। কাজেই আমারও আর যাওয়া হল না। সুরটা যেন আমাকে উদাস করে দিল। কে যেন জানলাটা খুলে

দিল। ঠাণ্ডা জলের মত এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে পর্দাটা উড়িয়ে দিয়ে গেল। বারান্দায় কাদের যেন কথা বলার শব্দ শোনা গেল। কান পাতবার ইচেছ্ আমার ছিল না। কিন্তু বারান্দার ঠিক লাগোয়া জানলার পাশে বসে থাকার দরুণ সব কথাই আমার কানে আসতে লাগল।

—যেভাবে আমরা চলেছি, এমনি করে যদি কাজ করে যেতে পারি তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমাদের বীজ বোনা শেষ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই—কোন কিছুতেই আমাদের কাজ বন্ধ করতে দেওয়া হবে না ... কাল গিয়ে একবার দেখব ন্যুশার কাজকর্ম কেমন চলছে।

—তোমার খালি সার আর মাটি, মাটি আর সার নিয়ে কথা। কিছুক্ষণের জন্যও তো মনটাকে কাজের বাইরে আনা উচিত। চল নাচতে যাই।

—আমি নাচতে পারি না। যুদ্ধের আগে আমি যখন একেবারে বাচ্চা ছিলাম তখন নাচ শিখতে লজ্জা করত। যুদ্ধের সময় তো আর সুযোগই পেলাম না। আর এখন তো বেজায় দেরী হয়ে গিয়েছে।

—কি যে বল, তোমার তো ত্রিশের বেশি হয়নি— হয়েছে কি?

—পঁচিশ। উনিশ শ' বাইশ সালে আমার জন্ম।

—দেখ দেখি কাণ্ডটা। বয়স তোমার বেশি হয়নি অথচ এর মধ্যেই বুড়িয়ে গেছ; তুমি মিশতে জানো না, কেমন যেন নাক উঁচু, মেয়েদের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হয়নি কখনও ...

—জানি মেয়েদের সঙ্গে আমার বেশি বনে না। নিজেই তার কারণ জানি না। আমি আত্মম্ভরী নই মোটেই, এর জন্য মাঝে মাঝে আমার নিজের উপরই ঘৃণা হয়। অন্যেরা কেমন হাসি তামাসা করে, আর আমি মুখ খুলতেই পারি না। বিশেষত মেয়েটি যদি সুন্দরী হয় তাহলে তো কথাই নেই। জিভটা তালুতে আটকে থাকে।

—তুমি তো আচ্ছা মজার লোক। আমার সঙ্গে যখন থাক তখনও কি কথা আটকে যায়?

—না। তোমার সঙ্গে আমি তো বেশ সহজভাবেই কথা বলতে পারি। মনে হয় যেন মেয়েরাও আমাকে ভয় পায়। কারোকে বলো না যেন—তোমায় একটা কথা বলছি—কেমন? কিছুদিন হল একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে আবার খানিকটা কবিতাও আছে। বেশ সুন্দর করে লেখা, ঠিক যেন বইয়ের মতন, তলায় সই করা—'তোমার প্রতিবেশী'।

আমাদের দলেরই কোন মেয়ে লিখেছে। কিন্তু কে যে সে জানি না, লেখার ধরনটাও সুন্দর, আর কবিতাটাও বেশ হয়েছে।

—হাঁ নিশ্চয় সুন্দর, কারণ এটা ব্লুকের লেখা।

—কি করে জানব এটা ব্লুকের লেখা।

এর পরেরটা আর শোনা গেল না। বড়রা এসে বাচ্চাদের তাড়িয়ে দিতে, তারা গিয়ে বেঞ্চের তলায় বড়দের পায়ের নিচে লুকিয়ে পড়তে লাগল—তাতে গোলমাল হল খুব। অবশেষে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া গেল—লিওশা একটা লাঠি নিয়ে দোর গোড়ায় পাহারা দিতে বসল। গোলমাল আবার কমে গেলে আমি আরও খানিকটা শুনতে পেলাম।

—কি করে আমি অনুমান করব?...

—তোমার উচিত ছিল...

—কি করে?...

বোধ হল দুজনে কোন ব্যাপারে একে অন্যের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। এবার বেশ বুঝতে পারলাম কেন আমাদের পশুচিকিৎসিকা লিওল্‌কা আজকাল রোজই চৌখুপী রুমালখানা ব্যবহার করছে।

আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছিল তবুও ঐ দস্তানা

দুটো হাতে নিয়ে সকলের হাসির সঙ্গে হেসে আমি সেখানেই বসে রইলাম।

গ্রীশা এবার একটা জিপসী নাচের সুর বাজাতে আরম্ভ করল। লিওশা টিউনিকটা টেনে নামাল খানিকটা, চুলটা হাত দিয়ে ঠিক করে নিল, শরীরটা একটু টান করে এমনভাবে দাঁড়াল যে ওকে আরও একফুট লম্বা দেখাতে লাগল। হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে, আঙুলে তুড়ি দিয়ে দিয়ে দ্রুততালে বৃত্তাকারে বসান বেঞ্চগুলির চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল। যারা ওর সামনে পড়ছিল তারা লাফিয়ে দেয়ালের গায়ে সরে গেল, যারা বসেছিল তারা পা গুটিয়ে নিল। লিওশা বৃত্তের চারধারে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল, মেঝের উপর হালকাভাবে পায়ের ভর দিয়ে দিয়ে। আবার হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাটিতে বসে পড়ে, লাফিয়ে ট্যাপ্ নৃত্য এমনভাবে তাড়াতাড়ি চালাতে লাগল যেন ঘরের সবগুলো আলো একসঙ্গে দপ করে উঠল।

ধাইমা বলে উঠলেন, 'আরে অপদার্থ, দাঁড়া ওখানে। লাফানো থামা বলছি গুণ্ডা কোথাকার, মেঝের ভিতর দিয়ে গলে যাবি যে।'

কিন্তু লিওশাকে থামায় কে, আর একর্ডিয়ানবাদক তো বাজনার উপর শুয়েই পড়েছে—ও থামবে না কিছুতেই,

ধাইমার কথায় কেউই কান দিল না। ইভান বুড়ো পার্টিশনএর পিছন থেকে উঁকি মারল একবার।

ধাইমা হতাশ হবার ভঙ্গীতে বললেন, 'দেখ একবার, দেখ কি করছে ওরা! এই মুহূর্তেই থামা বলছি সব...! এরকম চললে আমি তোদের সব কটাকেই বের করে দেব...'

ছেলেরা বাজনার তালে তালে তালি দিতে লাগল, গ্রীশার ফরসা আঙুলগুলো বাজনার উপর দিয়ে উড়ে চলল। কেবলমাত্র বুকের উপর আঁকড়ে থাকা বাচ্চা নিয়ে যে ছেলেমানুষ বৌরা গ্রীশার দিকে তাকিয়ে আছে তাদেরই মুখগুলো কিছু গম্ভীর দেখা গেল।

লিওশা এতক্ষণ ধরে নাচলো যে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

শেষবারের মত ঘুরপাক খেয়ে, একপায়ে বসে, আর একটা সামনে ছুঁড়ে দিয়ে এক ভঙ্গীতে লিওশা বসল, আর সকলেই হাসতে আর তালি দিতে লাগল। ধাইমা মুখ ঢেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কিন্তু বাচ্চা কোলে ছেলেমানুষ বৌরা তবুও এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন সে বক্তৃতা দিচ্ছে।

বাইরের বারান্দায় আমি আবার গলার স্বর শুনতে পেলাম :

—আমি কোথায় থাকি, তুমি জান কি? তাহলে তুমি নিশ্চয়ই আসবে?

—ঠিক সাড়ে আটটায় অবিশ্যি অবিশ্যি।

ভোর চারটার সময় মাঠে হাজির হবার কথা আমি মেয়েদের মনে করিয়ে দিয়ে, দস্তানাদুটো ভাসিলি কার্পভিচকে দিতে বললাম তামার্কাকে। বাড়ি ফিরে গেলাম।

রাতটা ছিল অন্ধকার, তারা ছিল না একটিও আকাশে। আমাদের বাগানের গাছ্‌গুলোর পাতাঝরা ডালপালার ভিতর দিয়ে বাতাসের শিরশির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম—মা পা টিপে টিপে এসে আমাকে দরজা খুলে দিলেন। ধাইমার বাড়িতে গ্রীশা আরও একটা নাচের সুর বাজিয়ে চলল—চ্যাংড়ার দল হেসে, ঠাট্টা করে গড়িয়ে পড়তে লাগল, যেন তাদের আর কোন কাজ নেই জীবনে।

অন্ধকার থাকতে থাকতেই আমরা কাজে গেলাম। আমার হাতের উপর ঘোড়ার নিঃশ্বাসের হাওয়া লাগল—লিওশা বীজের বাক্স নিয়ে মাঠের দিকে রওনা হয়েছে। পাশা তার ট্রাক্টরের হেডলাইট দুটো জ্বালিয়ে দিল। ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসা ঘোড়ার চোখদুটো যেন বিদ্যুতের স্পর্শ পেয়ে জ্বলে উঠল। সাভেলিচকে সে আলোতে দেখাচ্ছে যেন সারা গায়ে

ময়দার গুঁড়ো মেখেছে। তার ছায়াটা পাতলা হয়ে আসা কুয়াশায় খাড়া দাঁড়িয়ে আছে।

ভোর হবার আগেই আমরা অনেক কাজ করে ফেললাম। ট্রাক্টরের কোন গোলমাল হল না। একটার পর একটা গাড়ি এসে আমাদের বীজের যোগান দিতে লাগল, মেয়েরা বীজের বাক্সে ভরতে লাগল, আর সাভেলিচ সিগারেট খাবার ইচ্ছাটাকে চেপে তামার্কার সঙ্গে কাজ চালিয়ে গেলেন। ভোর ভোর সময় আমরা প্রায় চার একর জমি বুনে ফেললাম।

সাভেলিচ বালতিটা নিয়ে গাড়ির থেকে বীজ বাক্সের দিকে হেলতে দুলতে যেতে যেতে বললেন, 'ও এসে একবার দেখুক না এখন, তাহলে দেখিয়ে দি কাজ কি করে করতে হয়। বাজী রেখে দেখ—আমরা দেখিয়েই দেব।'

তখনও আকাশে চাঁদ এবং সূর্য দুইই রয়েছে। প্রায় ছ'টা বাজে—এমন সময় সভাপতি এল।

সাভেলিচ ধূর্তের মত তেরছাভাবে তাকিয়ে বললেন, 'দেখে নাও, দেখে নাও, কমরেড সভাপতি। তোমার কোন দেবার মত পরামর্শ আছে হয়ত?'

ভাসিলি কার্পভিচ জবাব দিল না, ট্রাক্টরের দিকে

তাকিয়ে দাঁড়াল। চাকা চাকা বাদামী মাটির উপর দিয়ে ট্রাক্টর বেশ সহজভাবে এগিয়ে চলছিল, থেকে থেকে পেল্লায় চাকাটার চারদিকে বসান ইস্পাতের পাত আলোয় ঝিকমিক করছিল। দাঁড়কাকগুলো ট্রাক্টরের রেখা ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিল, যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিচ্ছে। আমরা ট্রাক্টরটাকে ঘুরিয়ে আবার ভাসিলি কার্পভিচের কাছে এলাম।

বেশ গর্বের সুরে সাভেলিচ বললেন, 'কেমন লাগছে? কিছু বলছ না কেন?'

সভাপতি বলল, 'আমার পছন্দ হয়নি।'

স্তম্ভিত সাভেলিচ বললেন, 'কি বললে? পছন্দ হয়নি?'

—ঠিক মত কাজের বাঁটোয়ারা হয়নি। যুদ্ধের সময় সীমান্তে লিওশ্‌কা একা একটা মেশিন-গান টেনে নিয়ে গিয়েছে আর এখানে তোমরা তাকে স্ত্রীলোকের কাজ দিয়েছ করতে। সে আছে ঘোড়ার পিঠে আর মেয়েরা কাজ করতে করতে হয়রান হয়ে গেল। আর তারই ফলে বীজ বাক্সটা ভরতে লাগছে দশ মিনিট।

ভাসিলি কার্পভিচ তামারকা আর সাভেলিচকে গাড়ি চালাতে আর ছেলেদের বীজ বাক্স ভরতে হুকুম দিল।

সাভেলিচ বেশ বিরক্ত হলেন।

বললেন, 'আমি করব না এ কাজ। কারণটা কি শুনি? আমার শক্তিসামর্থ্য নেই নাকি?...'

—যাও দেখি বাবা। এ কাজটা তোমার পক্ষে সহজ হবে।

—বলেছি যখন একাজ করব না, তখন করবই না! তুমি এখানে আমাদের কাজকর্ম তোলপাড় করার চাইতে আফিসে বসে কাগজ সই কর না গিয়ে।

—তর্ক কোরো না বাবা, আমাকে যখন তোমরা সভাপতি করেছ, তখন আমার কথামত চল!

—সভাপতি! তোমায় আমি সভাপতি করেছি তাই তোমার কথামত চলতে হবে! শোন তাহলে, আমার কাছে তুমি সভাপতি-টভাপতি নও, তুমি আমার ছেলে আর সেকথা ভুলে যেও না বলছি।

—আমি তোমার ছেলে হতে পারি কিন্তু তুমি যদি এক্ষুণি গিয়ে গাড়ি না চালাও তাহলে ছাঁটাই করে দেব।

—কি বললে?

—ছাঁটাই করে দেব।

—তুমি? তুমি আমাকে ছাঁটাই করে দেবে?... বটে?... জান তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?—হাঁপাতে লাগলেন সাভেলিচ।

ভাসিলি কার্পভিচ বলল, 'কি ব্যাপার, তোমরা সকলে এখানে ঘিরে রয়েছ্ কেন? কাজে যাও — এটা পারিবারিক ব্যাপার মাত্র...।'

সাভেলিচ মোরগের মত ছট্ফট্ করতে করতে বললেন, 'তাহলে এই তোমার মনের ভাব, আচছা — দেখা যাক — বেশ যাও, গিয়ে সব গোলমাল লাগাও।'

আড়ষ্ট হাসি হেসে সাভেলিচ একটা তেলের পিপের উপরে বসলেন।

আমরা আবার বুনতে লাগলাম। লিওশা বালতির বদলে বস্তাপুরে বীজ বাক্স ভর্তি করতে মনস্থ করল আর তারপর মাথা থেকে বের করল কি করে বীজ বাক্সকে না থামিয়ে বোঝাই করা যায় আর তার ফলে সহকর্মী ওর সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না।

আমাদের কাজের এই দিকটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু এতে আমাদের গতি বাড়ল না কারণ গাড়ীগুলো সমান তালে কাজ করতে পারল না। তামার্কা অভিযোগ করতে লাগল বীজ ভাণ্ডারে আমাদের গাড়ী বোঝাই করতে বেজায় সময় লেগে যাচ্ছে। ট্রাক্টর বীজের অভাবে থেমে যেতে থাকল, গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে হল আর ফলে কাজের গতি আগের থেকেও কমে গেল।

ঘণ্টাখানেক ধরে আমরা এরকমভাবে কাজ করে চললাম। নীল আকাশে কয়েকটুকরা মেঘ, তাদেরই একটার ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। দূরে পাহাড়ের উপর খুঁটির মত পাতলা লম্বা ইভান বুড়োর চেহারাটা দেখা দিল।

বিরক্তিভরে পাশা বলল, 'চুপি চুপি খোঁজ নিতে আসছে, ওর থেকে আমাদের কাজ বেশি হয়নি তাই দেখতে।'

ইভান বুড়ো খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আবার মিলিয়ে গেল। এমন সময় সে এসেছিল ঠিক যখন আমাদের ট্রাক্টর দাঁড়িয়ে ছিল আর আমি চটে গিয়ে ঘোড়া, পাশা আর ভাসিলি কার্পভিচের মুণ্ডপাত করছিলাম। আর সাভেলিচ একটা তেলের পিপের উপর বসে আমাদের ব্যঙ্গ করছিলেন, ফলে ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে গেল।

লিওশা জিজ্ঞেস করল, 'যে গাড়িগুলি পীট্* টানছে তার একটা কি আমরা পেতে পারি না?'

ভাসিলি কার্পভিচ বলল, 'মরে গেলেও না, সে কাজেও আমরা পিছিয়ে আছি! সেমিওন কোথায়?'

—মনে হচ্ছে রোজকার মত আজও ওর মোটর লরীর নীচে শুয়ে আছে।

---

*পীট্ [ইংরেজী ভাষায়] peat—একরকমের জ্বালানী।

— আমি সেনাবাহিনী থেকে ফিরে এসে দেখছি ও সেখানে শুয়ে থাকে, ওকে টেনে বার করতে হবে।

— কিন্তু তাতে ফল কিছুই হবে না। ওরকম একটা খেলো যন্তর চেপে এরকম রাস্তা পাড়ি দেওয়া যায় না। মাত্র দুদিন আগে মুরগীও আসত না এই রাস্তায় খাবার খুঁজতে।

— খুব খারাপ রাস্তা।

— সে তো দুদিন আগের কথা। আজ আমরা ঠিক পাড়ি দেব। তৃতীয় উক্রাইনীয় সীমান্তে যুদ্ধ করার সময়কার পার হওয়া রাস্তাগুলোর কথা মনে করে দেখ দেখি।

লিওশা বলল, 'হয়ত ও পারবে। ওকে ডেকে নিয়ে এস। কিন্তু ও তো আবার আকিউমুলেটর নিয়ে গোলমালে পড়েছে।'

ভাসিলি কার্পভিচ গ্রামের পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি তাকিয়েছিলাম তার চলমান দেহটির দিকে — হাওয়ায় তার কোটের প্রান্ত দুলছে দুপাশে। দেখে দেখে স্থির বিশ্বাস হল রাস্তা যতই দুর্গম হোক না, যন্ত্র যতই কেন গোলমাল করুক — লরী এখানে এসে পোঁছাবে ঠিকই। আর সত্যিই তাই, আমরা আমাদের দ্বিতীয় দফার বোনা শেষ করার আগেই পাহাড় শীর্ষে দেখা দিল লরীটি। বস্তায় বোঝাই সে

লরীর চালকের পাশের আসন থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল আমাদের ভাসিলি কার্পভিচ।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। মেঘেরা বিদায় নিচ্ছে, রোদ জোরালো। জড়ো করা মাটি থেকে জলের মতো পরিষ্কার বাষ্প বের হচ্ছে। ঐ দূরে মাঠের উপর ছোট কি একটা বস্তু রোদে ঝকমক করছে, যেন আয়না বসিয়ে রেখেছে কেউ সেখানে।

পাশা হেসে উঠল, 'চেয়ে দেখ আমাদের সভাপতির দিকে। ও প্রার্থনা করছে নাকি।'

কী প্রখর দৃষ্টি এই মেয়েটার। ক্ষিপ্র গতিতে ট্রাক্টর চালিয়েও আশেপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে পরিষ্কার দেখতে পায়। আমি তাকিয়ে দেখলাম ভাসিলি কার্পভিচ হাঁটু গেড়ে নীচু হয়ে বসে বীজের গভীরতা মাপছে। একজায়গায় মেপে—বীজগুলো মাটি চাপা দিয়ে জামাকাপড় থেকে ধূলো ঝেড়ে আবার আর এক জায়গায় যাচ্ছে। জানি না এই কোট নিয়ে সে কি করে আজ রাত্রে লিওলকার সঙ্গে দেখা করবে।

ভাসিলি কার্পভিচের কাছাকাছি যেতে লিওশা চেঁচিয়ে উঠল, 'বন্ধু, তুমি ঐ মাটিতে যা পুঁতছ তা তো শুধু বীজ নয়, তা হল তোমার হৃদয়।' এবার সেই ঝকঝক-করা

পদার্থটা আমার চোখে পড়ল, একটা ছোট কাঁচের টুকরা — নখের চেয়ে বড়ো নয়।

সভাপতি জবাব দিল, 'বেশি দিন নয়। গরমকালেই শুনতে পাবে — এই মাঠের উপরে আমাদের হৃদয়ের আনন্দ-ধ্বনি...। সেমিওন আবার কি বলছে ওখানে?'

লরী এখনও ফিরে যায়নি। ঘর্মাক্ত কলেবর সেমিওন সেটার পাশেই দাঁড়িয়ে ক্রমাগত খিস্তি করে চলেছে।

লিওশা বলল, 'তোমাকে বলেছি তো লরীর আকি-উমুলেটর কাজ করছে না। খেল্ খতম এবার।'

— কি বকছ! খেলা খতম আবার কি? এস ত দেখি।

সামনের দিকে যেন হাওয়ায় ঝুঁকে পড়ে, ভাসিলি কার্পভিচ লম্বা লম্বা পা ফেলে পাহাড়ের উপরে চলে গেল আর আবার কেন যেন আমার মনে হল আকিউমুলেটর কাজ না করলেও ওরা লরীটা ঠিক চালাতে পারবে।

পাশা বলল, 'ঐ যে আবার এসেছে লুকিয়ে খোঁজ নিতে।'

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম কি করে ওর পিছন দিকে থাকা সত্ত্বেও পাশা ইভান বুড়োকে দেখতে পেল। বললাম, 'যেতে দাও। এবার ওর দেখবার মত কিছু ঘটেছে বৈকি।'

আমরা কথা বলছিলাম আর ইতিমধ্যে লিওশা আর ভাসিলি কার্পভিচ মিলে ধাক্কা দিয়ে পাহাড় থেকে নামিয়ে দিতেই লরী চলতে শুরু করল।

সেমিওন জিজ্ঞেস করল চেঁচিয়ে, 'আমি কি বাড়ি যাব?'

—বাড়ি? আরও কিছু বীজ এনে দাও।

—কি করে আনব? লরী স্টার্ট নেবে না যে!

—তাহলে ইঞ্জিন বন্ধ কোরো না।

—এত তেল পোড়াবার দায়িত্ব নেবে কে?

—আমি নেব। নাও উঠে পড়।

ভাসিলি কার্পভিচ দুহাতে এক বালতি জল নিয়ে ঢক ঢক করে খেতে লাগল। মাথাটা পিছন দিকে হেলানো, কোটটার গা দিয়ে মুক্তোর মত জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওর এত ক্লান্তি দেখে আমার কেমন হিংসে হতে লাগল। মনে হতে লাগল আমারও যদি ওর মত এরকম তৃপ্তি হত, ওর মত কপাল থেকে ঘাম হাত দিয়ে মুছে নিয়ে এমনি করে জলে ঠোঁট দিয়ে ভিজে টিনের গন্ধ মাখা জল শুষে নিতে পারতাম।

রেগেমেগে সাভেলিচ জিজ্ঞাসা করলেন ভাসিলি কার্পভিচকে, 'তাহলে তুমি আমায় কি করতে বলছ?'

ভাসিলি কার্পভিচ জবাব দিল, 'ঠিক যা তোমাকে করতে বলেছি, তাই। আর গজগজ কোরো না, যাও।'

— আমার সঙ্গে চাল মেরো না, আমি তোমার বাবা নই নাকি?

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। লিওল্‌কার সঙ্গে দেখা করার সময় হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার বদলে সে সারা মাঠময় দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। এই ঘোড়ার গতি ফিরিয়ে দিচ্ছে, এই লরীর চাকার গায়ে শেকলগুলো ঠিক মত বসিয়ে দিচ্ছে। কেন জানি আমার বেশ মজা লাগল এই ভেবে যে লিওল্‌কা এখন চৌখুপী ওড়নাখানা জড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে, বারে বারে কব্জি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চৌকো হাতঘড়িতে সময় দেখছে। সে সন্ধ্যাবেলা কাজের ফাঁকে ফাঁকে ব্যাপারটা আমাকে এত কৌতুকের খোরাক জুগিয়ে চলল যে আমি নিশ্চয় নিজের মনেই হাসছিলাম, কারণ পাশা ট্রাকটরের উপরেই ঘুরে আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোমাকে দেখে মনে হয় কেউ যেন তোমার গোড়ালিতে সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে।'

সত্যিই ভাবলে অবাক হতে হয়, এই মেয়েটা কেমন করে তার পেছন দিকেও কি হচ্ছে দেখতে পায়।

আমরা অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম। চাঁদ উঠেছে আকাশে। ভাসিলি কার্পভিচও আমাদের সঙ্গে হেঁটে চলেছে, তার

বিরাট কোটটার প্রান্ত দুপাশে উড়ে চলেছে, একটি প্রান্ত বারবার আমার হাতের উপর উড়ে পড়ছে।

আমরা গ্রামে ঢুকলাম। রাস্তাঘাট, বেড়া, ছাদ, সিঁড়ি— সবই জ্যোৎস্না-প্লাবিত। যেন নীল তুষার পাত হয়েছে। লিওল্‌কার জানলায় প্রদীপ জ্বলছে। ভাসিলি কার্পভিচ সেটা অতিক্রম করে চলে গেল। আমি আমাদের বারান্দায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম ভাসিলি তার বুটের ডগা দিয়ে ওদের নিজের দরজায় ঘা মারছে।

স্যাভেলিচ দরজা খুলে দিলেন, তারপর সে ঢুকলে দরজায় খিল দিতে শোনা গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে তারপর আমি বাড়ির ভিতর এলাম।

প্রত্যেকদিনই আমরা আগের দিনের চেয়ে বেশি পরিমাণে বুনতে লাগলাম। দিনের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা একজায়গায় জড় হয়ে সবকিছু নিয়ে আলোচনা করতাম। স্যাভেলিচ সর্বদাই আমাদের কমসোমলের সভায় এসে সকলের চেয়ে বেশি চেঁচামেচি করতেন। আমরা দ্রুতবেগে আমাদের বোনার কাজে সিদ্ধিলাভ করলাম। এই জেলায় বোধ হয় আমরাই প্রথমে শেষ করলাম আমাদের বরাদ্দ কাজ।

ভাসিলি কার্পভিচ প্রায় প্রত্যেকদিনই আমার দলের কাজ দেখতে আসত, কিন্তু আর কোন হুকুম দিত না। কোন প্রয়োজনও ছিল না। তার নির্দেশ মতই লোকেরা কাজ করে চলেছে, ঘোড়ারা তার নির্দেশিত পথেই বীজ টেনে আনছে। লরীর ইঞ্জিন আর বন্ধ হচ্ছে না।

আমারও আর কোন দোষ সে দেখতে পায়নি। একদিন আমি তামার্কাকে কি করতে হবে বলছি শুনে সে বলল, 'ওগো রাঙ্গামুখী, এমনি করেই কাজ করতে হয়—আর তোমার উচিত ছিল ...'—কি বলতে বলতে থেমে গিয়ে সে চলে গেল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তার গতিপথের দিকে চেয়ে রইলাম, ভাবতে লাগলাম কি বলতে চেয়েছিল ও। কিন্তু কিছুতেই অনুমান করতে পারলাম না। বাড়ি ফিরে এসে আমি আয়নার দিকে তাকালাম। সত্যিই তো আমার গালদুটো বেজায় লাল হয়েছে—একেবারে বীটের মত। আচ্ছা এতদিন এটা আমার চোখে পড়েনি কেন?

আমাদের বোঝবার আগেই গ্রীষ্ম এসে গেল।

একদিন সাভেলিচ বাবার সঙ্গে গল্প করতে এলেন।

টুপি রাখবার জন্য জায়গা হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন, 'তোমার বাসাখানি বড় আরামী, বড় সুন্দর। আর আমাদের বাড়ি? দেরাজ খোল, মাছির দল ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে আসবে। এমন কি

বাড়ি-বাড়ি গন্ধও নেই সেখানে। গন্ধটা হল রেলস্টেশনের। এ জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে...'

আমি শুয়ে ছিলাম। মা গরু দুইতে গিয়েছেন। বাবা আর সাভেলিচ আলো না জ্বালিয়েই বসে রইলেন। চুলার পিছনে একটা ঝিঁঝিঁ পোকা একটানা ডেকে চলেছে। বাবা আর সাভেলিচ ধূমপান করতে আরম্ভ করলেন।

বাবা বললেন, 'তোমাদের বাড়িতে একজন মেয়েছেলে দরকার।'

সাভেলিচ বললেন, 'আমিও তো সেকথাই বলছি। ভগবান জানেন কতবার যে ভাস্‌কাকে এই কথাটা মাথায় ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছি। ও খালি সবসময়ই আমাকে থামিয়ে দিয়ে সুরু করে ট্রাক্‌টর, কোটা, এইসব... আমি ওকে বুঝতে পারি না।'

—মনে হচ্ছে ওর এসব ব্যাপারের জন্য সময় নেই।

—বটে, সময় নেই! ও তো লিওল্‌কার সঙ্গে মেলামেশা করছে। ঐ যে গো আমাদের পশুচিকিৎসিকা। তাকে জান না? তিনমাস ধরে ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ চলছে, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।

—হয়ত ওকে ভালবাসে না।

—তাহলে ওর সঙ্গে যাওয়াই বা কেন? ও বলে লিওল্‌কা তাকে বই দেয় পড়তে। হুঁ।—সাভেলিচ মেঝেতে তামাক ছড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে বললেন,—পঁচিশ বছরের জোয়ান ছোকরা। মেয়েটি সুন্দরী, শিক্ষিতা, স্বাধীন—সেখানে সে যায় কিনা বই পড়তে! ওকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, বলল—'কেবলমাত্র রূপই মানুষের সব নয়।' আমি মনে মনে ভাবি—বটে, তুমি হলে গভীর জলের মাছ!

বাবা বললেন, 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের বোঝাই দায়!'

—ঠিক তাই। ওদের বোঝা যায় না। তাহলে বল তো মানুষের মধ্যে সবথেকে দামী জিনিষ কি? শোন তাহলে আমি কি করে আমার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলাম। তার আত্মা শান্তিতে থাক! কিছুদিন ধরে ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে লাগলাম, বেশ ভদ্রতা এবং সুরুচিসম্মত সে সাক্ষাৎকার। তারপরে একদিন এল যখন হয় তাকে বিয়ে করতে হবে, না হয় তাকে ছাড়তে হবে। বাবা বললেন তাকে বিয়ে করতে। কাজেই আমিও খোলাখুলি তার বাবা মা-র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। যথারীতি তার পাণি-প্রার্থনা করলাম তাদের কাছে, তারাও সম্মতি দিল। তাকে ডেকে পাঠিয়ে

আমাদের একসঙ্গে রেখে তারা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর বিশ্বাস করতে পারবে কি, আমি দেখলাম যে আমি তাকে মোটেই ভালবাসি না। যতদিন এমনি দেখাসাক্ষাৎ চলছিল তাকে বেশ সুন্দর লাগছিল। কিন্তু যেই বিয়ে করার অবস্থায় এলাম, দেখলাম তার জন্য আমার ভালবাসা নেই। আর সেখানেই ইতি। হোঁৎকা নাক, পুরু ঠোঁট, আর সবচেয়ে খারাপ হল তার মাড়িদুটো। সেগুলি একে তো বেগনী আর তার উপর হাসবার সময় বেরিয়ে থাকে। আচ্ছা ওর সঙ্গে প্রেম করার বেলায় এটা কি করে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল বলতে পার? আর একবার ভাল করে তাকালাম। আবার ভাল করে ভাবলাম, না একে নিয়ে চলবে না। বাড়ি ফিরে এসেও একটি কথাও বললাম না। আমার মা-বাবাকে বলতে আমার ভয় করছিল। আর তারপরদিন কি হল জান? ওর কাকা মারা গেলেন। সে ভদ্রলোকের একটি কল ছিল, আর সে কলের ওয়ারিশান হলেন ওর বাবা। আমি এক সপ্তাহ অপেক্ষা করে ওকে আবার দেখতে গেলাম। আর বিশ্বাস কর আর নাই কর, তার নাকটা যেন আর অত হোঁৎকা চ্যাপ্টা নেই, ঠোঁটদুটো অত পুরু নয়। আর হাসবার সময় তার মাড়ির কথাটা আমি মনে মনে ভাবলাম, এমন আর

কি সর্বনাশ হয়েছে তাতে। তাছাড়া আমার সঙ্গে ঘর করলে ওগুলো দেখাবার বেশি সুযোগই পাবে না ও। আর ব্যাপারটা ঠিক এরকম করেই ঘুরে গেল। আর সেদিনই আমি শিখেছিলাম যে অর্থই মানুষকে সুন্দর করে। তখনকার দিনে অর্থই ছিল সবথেকে দামী জিনিষ। কিন্তু আজকালকার দিনে যে কি তা আমার বুদ্ধির অগোচর।

ভদ্রলোকেরা চুপ করলেন। তাঁদের সিগারেটের লাল চোখদুটো দপ করে জ্বলে উঠেই টেবিলের পাশের কোণার দিকে ক্রমশ নিভে এল।

সাভেলিচ আবার আরম্ভ করলেন, 'ও যে কি চায় তা নিজেই জানে না। আমি ওর কাছে যাব, এক্ষুণি' — অন্ধকারে একটা লাল চোখ নিচের দিকে নেমে এল — 'আমি ওর কাছে গিয়ে বলব বিয়ে করতেই হবে! পুরুষমানুষে কখনও সংসার চালাতে পারে না।'

— যদি সে না চায় তাহলে?

সাভেলিচ জবাব দিলেন, 'সে যদি না চায় তাহলে? তাহলে আমি নিজেই বিয়ে করে ফেলব।'

মনে হল কথাটা বলে ফেলে তিনি ভয় পেয়েছেন — কিন্তু মিনিটখানেক চিন্তা করে আবার বললেন, 'আমি নিজেই

বিয়ে করে ফেলব। হাঁ করবই! তোমার কি মনে হয় আমার বয়স গেছে?'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে বিয়ে করবে?'

—তাতে কি যায় আসে? ধরো না কেন আমি গ্রিগোরিয়েভ্‌নাকে বিয়ে করব। আমার মত একলা জীবন কাটান তারো পক্ষে কঠিন। হ্যাঁ যাচ্ছি আমি, আমাদের সভাপতিকে বলতে এই মুহূর্তেই।

সাভেলিচ বেঞ্চের উপর হাতড়ে টুপিটা নিলেন। শুভরাত্রি জানিয়ে তিনি বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন—ভারি সাবধানে পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। বাবা টেবিলেই বসে রইলেন আর ঐ লাল চোখটা অন্ধকারে একবার জলতে আবার নিবতে লাগল। ঐ ঝিঁঝিঁ পোকার একঘেয়ে একটানা সুর ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও, আর সে সুরে আমার এত বিরক্ত লাগতে লাগল যে ওটাকে পিষে মারতে পারলেই আমি খুশী হতাম।

মা ফিরে এলেন। রাতের খাবার দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন ভিনিগার কোথায় আছে। আমরা খাবার খেয়ে শুতে গেলাম। আমি ঘুমাতে পারলাম না। এত রাগ হচ্ছিল আমার। কেন

সাভেলিচ জারের আমলের বাবাদের মত ভাসিলি কার্পভিচকে বিয়ে করাতে চাইছেন।

পরের দিনটা কেটে গেল। তার পরের দিনটাও। সাভেলিচের সঙ্গে তাঁর ছেলের কথাবার্তার ফলাফলটা আমি জানতে পারলাম না। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় লিওল্‌কা আমাদের বাড়ির পাশ কাটিয়ে যাবার সময় আমি তাকে না ডেকে পারলাম না।

লিওল্‌কা থেমে বলল, 'এই যে।' আর যে কি বলা যেতে পারে মাথায় এল না। লিওল্‌কাও মাথাটা একপাশে হেলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আর কিছু খুঁজে না পেয়ে আমি বললাম, 'লোকে বলে তোমার নাকি অনেক বই আছে। আমাকে একখানা পড়তে দেবে?'

—বেশ তো, আমার বাড়ি এসে পছন্দ করে নিয়ে যাও।

দুজনে হাঁটবার সময় আমি চোরা-চাউনি হেনে ওকে দেখতে লাগলাম। ওর অভিনেত্রীর মত রূপ দেখে আমার কেমন হিংসা হতে লাগল।

অর্ধেক রাস্তা যেতে ও জিজ্ঞেস করল, 'আমার বইয়ের কথা কি ভাসিলি কার্পভিচ তোমাকে বলেছে?'

— না, আমার সঙ্গে সে কি জন্য কথা বলতে যাবে?

— ভেবেছিলাম তোমরা দুজনে বন্ধু।

— আমরা বন্ধু! ক্ষেতের বাইরে তার সঙ্গে আমার কোনদিন দেখা হয় না।

— তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তোমাকে আমি পরামর্শ দিতেও পারি না। ও তার উপযুক্ত নয়। আমি তো ওকে বেশ জানি, ও আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করত। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলেই সে বসে বসে খালি টেবিলক্লথের কোণ মোচড়ায় আর একটিমাত্র কথা সে বলতে পারে, সেটি হচ্ছে — 'নিশ্চয়ই'।

লিওল্‌কার ঘরটা এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে কোন কিছুতে হাত দিতেই আমার ভয় করছিল। তাকের উপর থেকে তল্‌স্তয়ের 'কসাক' বইটা নিয়ে আমাকে দিল।

সে বলল, 'বস, ন্যুশা। তারপর আমি ভাবলাম — কি জানি, হয়ত আমার ঘরে সে স্বস্তি পায় না। কাজেই একদিন ওকে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। ওর ভাবখানা যেন — পৃথিবীতে আমাকেই সবথেকে বেশি অনুগ্রহ করল। গোলাবাড়ি পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আমরা একটা জায়গায় এলাম — সেটা বেশ উঁচু নীচু। আমি আমার সম্বন্ধে ওকে সবকথা বললাম। ও

কিন্তু ঝোপঝাড়ের দিকে তাকিয়ে জুতোর গোড়ালি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত বানিয়ে চলল নিতান্ত অভদ্রভাবে। চমৎকার ছিল সন্ধ্যাটা। নাইটিঙ্গেলরা গান গাইছিল। অবশেষে যেন তার চমক ভাঙ্গল মনে হল। সে বেশ সজীব হয়ে উঠল, কথাবার্তায় 'নিশ্চয়ই, অবিশ্যি' এসব ছাড়াই বলতে লাগল। আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ঠিক। মনে হল যেন অবশেষে আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হতে পারে। আমি ব্লক আবৃত্তি করে শোনালাম। সেও বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনল। আর তারপর হঠাৎ সে একটা গর্তের কাছে দাঁড়িয়ে তার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যেন ভূত দেখেছে। আমি তো ভয়ে প্রায় মরে যাই আর কি। তারপর আমার দিকে একটা বন্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'বুড়ো ইভানের বাড়ি গিয়ে এক দৌড়ে একটা কোদাল নিয়ে এস — জলদি করো!' সবচেয়ে যেটা আমাকে বেশী আঘাত করল সেটা হল 'জলদি করো'। যেন সে একজন অফিসার আর আমি তার হুকুমের চাকর — কাজেই আমি সোজা পিছন ফিরে বাড়ি চলে এলাম।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোদাল চাইছিল কেন?'

— পরে দেখা গেল সে পীট্ আবিষ্কার করেছে। আনন্দে

তার প্রায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়। অবিশ্যি একথা সত্যি যে সে পরে এসে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিল। প্রায় একঘণ্টা বসে সে আমার কাছে ব্যাখ্যা করল যে রাস্তার আধমাইল এপারেই সে জ্বালানী আবিষ্কার করেছে আর সকলে কিনা বনের ভিতর দিয়ে এপার মাইল রাস্তা বয়ে এটা নিয়ে আসছে। আমার তো মনে হল মাথাটা খসে যাচ্ছে।

— কিন্তু কেন? আশ্চর্য চিত্তাকর্ষক তো ব্যাপারটা!...

— এত চিত্তাকর্ষক হবার মত কি হল?

—একবার ভেবে দেখ দেখি কতগুলো ঘোড়া অন্য কাজের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ওগুলো তো...

লিওল্‌কা মৃদু হেসে বলল, 'দেখ, তুমি আবার যেন ব্যাখ্যা করতে লেগে যেও না।'

— তা নয়। কিন্তু সে কি আশ্চর্য কাজ করেছে। আর সে নিজেও ভারি আশ্চর্য কিন্তু।

— তাই নাকি? সে কিন্তু তোমার সম্বন্ধে এরকম ভাবে না।

— তাই না কি?

— না। সে তোমাকে নিয়ে তামাসা করে।

— কেন, কেন সে এরকম করে? — করুণভাবে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—তা বলা বড় শক্ত। পরশুদিন যে জেলা কমিটি থেকে একটি লোক এসেছিল তাকে তোমার মনে পড়ে? ভাসিলি কার্পভিচ তাকে আমাদের গম দেখাতে মাঠে নিয়ে গিয়েছিল। আমারও আর কোন কাজ ছিল না, তাই আমিও ওদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। ওরা এতদূর গেল যে আমি তো একেবারে ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছিলাম, অবশেষে ভাসিলি কার্পভিচ ওকে তোমার ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে তোমার সম্বন্ধে বেশ হাসি তামাশা করতে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন সে আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে? মিটিং-এ তো সে আমার কাজের বেশ প্রশংসা করেছিল।'

লিওল্‌কার জবাবটা আমার আর মনে নেই—ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম কিনা তাও মনে নেই। প্রায় অর্ধেক রাস্তা আসার পরে আমার খেয়াল হল যে বইটা আমি লিওল্‌কার টেবিলেই ফেলে এসেছি। কিন্তু আমি আর ফিরলাম না—বাড়ি পৌঁছেই শুয়ে পড়লাম, আর যাতে মা বুঝতে না পারেন যে আমি কাঁদছি, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলাম।

পরের দিন ভোলগদায় সেরা কর্মীদের একটা সভায় আমাকে পাঠান হল। সন্ধ্যার দিকে আমি স্টেশনে যাবার

পথে একটা লরীতে বসে অপেক্ষা করছিলাম, ভাসিলি কার্পভিচ এসে উপস্থিত। সোজা লরীর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে সে চারদিকে তাকাল যেন কেউ তাকে দেখে ফেলবে বলে ভয় পাচেছ্। তারপর একটু হেসে একটা ফুল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বেশ মৃদুস্বরে বলল, 'নেবে নাকি?'

—না, কমরেড্ সভাপতি,—এমন জোর গলায় বললাম যাতে আমাদের ড্রাইভার সেমিওন শুনতে পায়,—যিনি দিচেছ্ন, তাঁর মত এ ফুলটি কাঁটায় ভরা!

আমাদের লরী চলল, পিছনের জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম—কিন্তু ধূলোর মেঘে ভাসিলি কার্পভিচকে আর দেখা গেল না।

চারদিন আমরা ভোলগদায় ছিলাম। চতুর্থ দিনের সম্মেলনে আমি আমাদের খামার সম্বন্ধে বললাম। আমার বলার শেষে সেই যে ভদ্রলোক জেলা কমিটি থেকে আমাদের খামারে এসেছিলেন তিনি এসে আমার সঙ্গে কথা বললেন। দেখা গেল তিনি ভাসিলি কার্পভিচের বিশেষ বন্ধু—ওরা দুজনে যুদ্ধের সময়ে একই বাহিনীতে ছিল একবছর। বেশ হাসিখুশি লোক, যুদ্ধের কথা যখন বলছিলেন, ওঁর মুখে শুনে বেশ মজাই লাগছিল। মোটেই ভয়াবহ মনে হয়নি। তিনি বললেন আমাদের

খামারে আরও দুয়েকদিন থাকতে পারলেন না বলে দুঃখিত। তাহলে গরম সামোভার সামনে রেখে আরও কিছু আলোচনা করতে পারতেন ভাসিলি কার্পভিচের সঙ্গে।

—যুদ্ধ থেকে ফিরে ভাসিলি বাড়িতে কিরকম করে দিন কাটাচ্ছে? সব জিনিষপত্র পেয়েছে তো? ছুরি, কাঁটা, স্নানের টব সব কিনেছে?

আমি তাকে জানালাম ভাসিলি কার্পভিচের দিন বেশ ভালই কাটছে, তবে যুদ্ধের সময় ওর মা মারা যাওয়ায় সংসার চালানো ভাসিলি আর ওর বাবার পক্ষে বড় কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

—তা তো সহজেই লাঘব করা যায়। ওকে একটা স্ত্রী জুটিয়ে দিলেই হবে।

—কে সে?

—তা তো আমার চেয়ে ভাল তোমারই জানা উচিত। আচ্ছা, তোমাদের খামারে যে তিনগুণ কাজ করে একদিনে, সে মেয়েটি কে? ও তো আমাকে ক্ষেত দেখাতে নিয়ে যাবার সময় গম দেখিয়ে তোমাদের খামারের চাষীদের সম্বন্ধে বেশ গর্ব করছিল—আর তা সে এমন যে...

—মেয়েটির কথা সে কি বলেছে?

—প্রশংসা করেছে। সে তো অনেককেই প্রশংসা করেছে,

কিন্তু অন্যদেরটা গদ্যে, বলা যায়, আর তার কথা বলতে গিয়ে একেবারে কাব্যি করে উঠল। একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ভদ্রলোক একটু হেসে চোখ কুঁচকে যেন কিছু মনে করলেন।

—যে মেয়েটি আমাদের সঙ্গে ছিল, সে এত হিংসুটে যে একথা শুনে তার ছোট ছোট সাদা দাঁত দিয়ে চৌখুপী ওড়নাটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

বেশ জোর দিয়ে দিয়ে একথা বলে তিনি আমার দিকে এমন করে তাকাতে লাগলেন যে আমার ভয় হল। তাঁর সঙ্গে আর কথা বলতে সাহস পেলাম না পাছে তিনি এমন কিছু জেনে ফেলেন যা জানবার তাঁর কোন অধিকারই নেই।

কোন রকমে সম্মেলন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম; স্টেশনেও বেশ শান্তভাবে আমি অপেক্ষা করলাম কিন্তু যে মুহূর্তে আমাদের স্টেশনে নামলাম, কোন লরীর জন্য অপেক্ষা করতে না পেরে আমি হাঁটা পথেই রওয়ানা দিলাম।

বেশ রাত্রে আমি গ্রামে এসে পৌঁছলাম। আমাদের বাড়ির জানলায় আলো জ্বলছে। ভিতরে ঢুকে দেখলাম সাভেলিচ আর বাবা বসে মদ খাচ্ছেন। মা অনুচ্চস্বরে কেউ তার সবটা ভিনিগার শেষ করে দিয়েছে বলতে বলতে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। আমি কিছুই বললাম না... কিন্তু আমিই আমার গালের লালিমা দূর করার জন্য সারামাস ধরে ভিনিগার খেয়েছি। আমার কিছু না বলার কারণ হল, ভাসিলি কার্পভিচের সঙ্গে দেখা করে ফুলের ব্যাপারটা নিয়ে যাতে সে রাগ না করে একথা বলার জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

এগারোটা বাজল। আমি তো আর এসময়ে বিনা কাজে তার কাছে যেতে পারি না, তাই একটা ওজর বার করলাম।

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

—এই আসছি। ভাসিলি কার্পভিচকে একটা চিঠি দিতে হবে।

সাভেলিচ এক ঢোঁক মদ খেয়ে দুঃখিত সুরে বললেন, 'ভাসিলি কার্পভিচ চলে গিয়েছে।'

আমার হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেল!

—চলে গিয়েছে?

— চলে গিয়েছে। পদোন্নতি হয়েছে। আজই জেলাকেন্দ্রে যাবার জন্য ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল। বেশ ভাল সভাপতি, তাই না? — মনে হল আজ সন্ধ্যায় এই প্রশ্নটা এই প্রথমবারই তিনি করেননি, আর বাবাও এই প্রথমবারই এর জবাবে বলেননি, 'খুব ভাল সভাপতি।'

আমি মাথার উপর শালটা কোনরকমে ফেলে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। চাঁদ হাসছে, আকাশে গ্রামের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত সবটাই দেখা যাচ্ছে। সবকিছুই অপূর্ব প্রশান্ত। একটি কুকুরও ডাকল না। একটি পাতাও মর্মর করে উঠল না, একটি লোককেও দেখা গেল না, যেন প্রতিটি গ্রামবাসী জেলাকেন্দ্রে চলে গিয়েছে। আমি সাভেলিচের বাড়ি পর্যন্ত খালি দৌড়ে আর হেঁটে, হেঁটে আর দৌড়ে এলাম। খড়খড়িগুলো খোলা। একটা জানলার খুব কাছে গেলাম — অর্ধেক চাঁদ আমার দিকে তাকিয়ে যেন বলে উঠল, 'তুমি এখানে কি করছ?' আমি আরেকটা জানালায় গেলাম। তারপর আরেকটায়। আর সেই চাঁদটাই আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসতে লাগল। একমুহূর্ত ইতস্তত করে আমি উঠানে প্রবেশ করলাম। ঢাকা বারান্দার উপরে দড়ি থেকে ঝোলান একটা চোঙাবসান বালতি থেকে-

থেকে দুলছে। রেলিং-এর উপরে একটা ন্যাকড়া ঝুলছে। ক্যাঁচক্যাঁচে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমি দেখলাম দরজায় একটা মস্ত তালা ঝুলছে।

দেখা গেল সাভেলিচ সত্য কথাই বলেছেন।

আমার হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেল। সদর দরজাটা বন্ধ করে স্বপনচারীর মত হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের সীমান্তে এসে পৌঁছলাম। চলতে চলতে আমি শেষে এসে পৌঁছলাম সেই রাস্তার মোড় পর্যন্ত যেখানে দাঁড়িয়ে ভাসিলি কার্পভিচ সেই পনেরো একরের কথা বলে বকেছিল। তারপর পাহাড়ের উপর দিয়ে এলাম সেই পাথরটার কাছে যেখানে ভাসিলি কার্পভিচ নিরতিশয় তৃষ্ণার্ত হয়ে এক বালতি জল এক নিঃশ্বাসে পান করেছিল।

যেদিকে তাকাই সেদিকেই বনের সীমানা পর্যন্ত মৃদু হাওয়ায় দুলছে পাকা গমের শীষ। ভারী ভারী শীষগুলো বাতাসে দোলার সময় কেমন খসখস শব্দ। কেমন যেন শিস্ দিয়ে যাচ্ছে সমতলপথের উপরে। গমের ডাঁটার উপরে পড়ে জ্বলছে চাঁদের রূপালী আলো, হঠাৎ আমার কেমন শান্ত আর সুখী মনে হল নিজেকে।

নিজে নিজে বললাম, 'ফুলের ব্যাপারটায় রাগ করো না ভাস্যা, আমার বোকামিরই দোষ', কান্না এল আমার।

একটু অস্পষ্ট খসখস শব্দের সঙ্গে একটা ঢেউ খেলে গেল গমের ক্ষেতে আর গমের শীষগুলো গায়ে গায়ে ঠেলা-ঠেলি করে সেই ঢেউয়ের দোলায় হাত বাড়িয়ে দিল আমারই দিকে।

১৯৪৭

প্রভাত

আমরা পুলের কাছে বসেছিলাম — আলেক্সেই একটা কাঠের গুঁড়ির উপরে আর আমি আমার জরিপ যন্ত্রের বাক্সের উপর। এই পথ দিয়ে একখানা গাড়ী যাবে, তারই প্রতীক্ষায় আছি, তাই রাস্তা থেকে চোখ ফেরাইনি আমি।

ভোর পাঁচটা বাজে। ফর্সা হচ্ছে ধীরে ধীরে। বার্চ গাছগুলোর উপর আকাশ ফিকে হয়ে আসছে কিন্তু সূর্য ওঠেনি তখনও।

পাখীরা এখনও ঘুমিয়ে আছে। গ্রামের শেষ বাড়িটায় কে যেন উনুনে আগুন দিয়েছে। আকাশে পাতলা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে।

থেকে থেকে বাঁধ থেকে একঘেয়ে বিস্ফোরণের শব্দ আসছিল — সেখানে ডিনামাইট দিয়ে বরফ উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে রেলগাড়ীর চাকার ঘ্যাচাং-ঘ্যাচ্ শব্দ, মনে হচ্ছে এই নীচু পাহাড়টার ওপারে হাতের কাছেই যেন রেলের স্টেশন। আসলে কিন্তু স্টেশন অনেক দূরে। পাহাড়ের গায়ে তো মোটেই নয় বরং ঠিক বিপরীত দিকে। প্রায় বনের কাছে যেখানে ইটের ভাঁটার নতুন চিমনি আর বিদ্যুতের থাম বসানো হয়েছে।

ঘটাং-ঘট্ করে রেলগাড়ী চলল, ছোট ছোট জলধারা গড়িয়ে এল, দূরে বিস্ফোরণের আওয়াজ চলতে লাগল, তবুও কিন্তু সমগ্র প্রকৃতি প্রথম প্রভাতের প্রশান্তিতে বিভোর।

সেই প্রশান্তি ছড়িয়ে ছিল নদী আর মাঠের বুকে, ঘরবাড়ির ছাদে আর গাছের মাথায়, ছড়িয়ে ছিল আলেক্সেই

আর আমার উপরে। এমন শব্দ সেদিন ছিল না কোথাও, যে পারে সেই মৌন প্রশান্তিকে ব্যাহত করতে। সেই মৌন প্রশান্তি ছিল সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষমাণা।

বছর তেইশ-এর যুবক আলেক্সেইয়ের চোখদুটো ধূসর বর্ণের, কটা চুল, চওড়া কাঁধ, আর তার গায়ের রঙ এমন চিকণ আর উজ্জ্বল যে মনে হয় সে এইমাত্র ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে এসেছে। থেকে থেকে সে তাকাচ্ছিল বরফে ঢাকা নদী বক্ষের দিকে। ধীরেসুস্থে সে কাঠের হাতলে ধাতুর তুরপুন পরাতে লাগল। পুলটিতে নজর রাখবার জন্য তাকে পাঠান হয়েছে। রাত্রিতে সে রেলিংটি খুলে সরিয়ে রেখেছিল, থাম আর লোহার পাটিগুলিকে শ-পাঁচেক গজ দূরে এমন জায়গায় জড়ো করে রেখেছিল যেখান থেকে বন্যার সময় সেগুলি নদীতে ভেসে না যায়। সে বছরে নদীতে বান আসার কথা ছিল।

ঠিক সে মুহূর্তে আর কিছু করার না থাকায় আলেক্সেই তুরপুনের কাঠের হাতলটাকে কুড়ুল দিয়ে ছুলতে লাগল। কোঁকড়া চোঁচগুলো ওর প্যাণ্টে আটকে গেল। ওর টুপিটা একটা কানের উপর ঝুলে পড়েছে, তুলো-মোড়া জামার বোতামগুলো গিয়েছে খুলে।

অস্বস্তিভরে নদীর দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'কোনো গাড়ী তো আসছে না ...'

আলেক্সেই নির্বিকারভাবে বলল, 'না।'

— যদি বরফ গলে যায় আমি তো আর পার হতে পারব না! পারব কি?...

— না। তা পারবে না।

— যদি কোন গাড়ী এসে পড়ার আগেই বরফ সরে যায়— তাহলে কি হবে? এখানে বসে বসে দুদিন ধরে আমাকে রোদে ভাজা হতে হবে।

— তিনদিনও হতে পারে।

— কিন্তু তা তো আমি পারি না ...

— ঘাবড়িয়ো না। অন্তত দুটো গাড়ী তো নিশ্চয়ই আসবে। 'প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা' যৌথখামারের ভাস্কা আসবে তার রথখানা চালিয়ে, সুপারফস্ফেট নেবার জন্য। ওরা তো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে সবসময়ই। ট্র্যাক্টর স্টেশনের অধ্যক্ষও একটা গাড়ী পাঠাবেন তেলের জন্য। অধ্যক্ষটি ভয়ানক কড়া, তিনি যখন কোন কিছু চান তা সে বরফ সরুক আর না সরুক কিছু আসে যায় না। তিনি

তেলটা আনবার নির্দেশ দেবেন আর কথা ফিরিয়ে নেবার প্রশ্নই আসে না।

আলেক্সেই কথা বলছিল থেমে থেমে — যেন অনিচ্ছাভরে, তাই তার কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে আমি এপ্রিল প্রভাতের মৌন প্রশান্তি উপভোগ করছিলাম। স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঠাণ্ডা। এখনও সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি। ধূসর আকাশে একটুকরো চাঁদ যেন লীন হয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ আলেক্সেই কাজ থামিয়ে বলল, 'ও আসছে।'

— কে?

— আমার স্ত্রী। সে ছাড়া আর কে এই সকালবেলায় উঠতে যাবে?

আমি শুনলাম। অনেকক্ষণ আগে রেলগাড়ী চলে গিয়েছে। ডিনামাইটের বিস্ফোরণও থেমে গিয়েছে। খরতোয়া ধারাগুলি কল্ কল্ ধ্বনি তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীচের ঢালু জমিতে।

— কেমন তাড়াহুড়ো করে ও আসছে! — আলেক্সেই স্নেহভরে হাসল।

— এ তোমার কল্পনা।

— একটু দাঁড়াও। মিনিটখানেকের মধ্যে তুমিও কল্পনা করতে পারবে। হ্যাঁ, দুস্যাই বটে।

আর সত্যিই পাহাড়টার পিছন থেকে বেরিয়ে এল কোমরের দিকে আঁটসাঁট সাদা ভেড়ার লোমের কোট গায়ে, পশমের বুট আর লাল রঙের রবারের জুতো পরা একটি মেয়ে। রুমালে বাঁধা কি যেন বয়ে নিয়ে আসছে। দেখতে পাচ্ছি, মেয়েটি ভোরে উঠে ওর জন্য কিছু প্রাতরাশ নিয়ে আসায় আলেক্সেই বেশ খুশী হয়ে উঠেছে কিন্তু সে ভাবখানা আমার কাছ থেকে লুকাবার জন্যই ওর চেষ্টা চলছে ভুরু কুঁচকিয়ে।

সে স্ত্রীকে বলল, 'ভেবেছিলাম আর কেউ বুঝিবা, কিন্তু তুমিই এলে।'

দুস্যা মোটেই ক্ষুণ্ণ হল না।

— ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবে। গলার বোতামগুলো অন্তত লাগিয়ে নাও।

— না, লাগবে না ঠাণ্ডা। বরফ গলবার সময়কার হাওয়াটাই তো সবচেয়ে ভাল। আমার এতে কোন অনিষ্ট হবে না, বরং জোর বাড়িয়ে দেবে, — বলল বটে আলেক্সেই কিন্তু গলার বোতামগুলোও লাগিয়ে ফেলল ঠিকই। —তারপর, কি এনেছ?

— যা আনতে বলেছিলে। সব দেখি।

— তা বেশ বেশ। তোমার পাদুটি কচি আছে — তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে পার, — সরে যেতে যেতে বলল আলেক্সেই।

দুস্যা তার পাশে বসে পড়ে রুমালটা খুলতে লাগল। পকেট থেকে একটা কাগজে জড়ানো মোড়ক থেকে খানিকটা নুন বার করল — যেন কাগজে ভাঁজ করা গুঁড়ো ওষুধ।

তার মাথার চারদিকে একটা শাল জড়ানো থাকায় আমি কেবল তার বাঁকান নাক আর শিশুর মত জিজ্ঞাসায় ভরা দুটো ধূসর চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

আর একটা জগ এবং আরও কি সব বার করে সে বলল, 'দেখ, এই যে দুধ, এই রুটি, আর সেদ্ধ ডিম একটা। দেখো যেন মাঠের উপরেই ডিমের খোলাগুলো ফেলে রেখে দিও না, ওগুলো বাড়ি নিয়ে এসো।'

— তুমি কি ভাবছ আমি ডিমের খোলা কুড়োতে লেগে যাব?

— আর তাড়াতাড়ি করে বাড়ি এসো।

— তাহলে আমার জন্য তোমার কষ্ট হচ্ছে, নাকি?

— আমার তো আর কিছু ভাববার নেই! অন্তত তুমি না থাকলে বাড়িটা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে থাকে না তো।

আলেক্সেই বেশ গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল, 'তাহলে তো বেশ! আমাকে আরও দুদিন থাকতে হবে কিন্তু।'

দুস্যা ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

ওর ভয়টা এমন স্বতঃস্ফূর্ত এবং অকৃত্রিম যে আলেক্সেই না হেসে পারল না।

দুস্যা হাত নেড়ে বলল, 'আবার তোমার তামাসা বুঝি! মোটেই কিছু হাসির ব্যাপার হয়নি। আমাকে ভয় পাইয়েছ তা ভেবো না, তুমি এখানে এক সপ্তাহ থাক না কেন তাতে আমার ভা-রি বয়ে গেল। জরিপ বাবুকে খেতে ডাক না কেন? ওঁরও বোধ হয় খিদে পেয়েছে।'

বিষয়টা বদলাবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা, কিন্তু আলেক্সেই তখনও হেসেই চলেছে। আমারও বেশ মজা লাগল।

দুস্যা একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আঃ থাম না! একলা একলা রাত কাটানোর অভ্যাস তো আর নেই, আর তাতে ভয়ও পাবার কথা… বেশ, আমি চললাম এখন।'

আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল সে। পাহাড়ের পিছনে ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

—অনেকদিন, তা প্রায় একবছর হল, আমাদের বিয়ে

হয়েছে — কিন্তু তবুও ও একমিনিটও আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না …

বুঝতে পারছি আলেক্সেই এ ছাড়াও কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু মনস্থির করতে পারছে না। আমার দুমড়ানো স্যাণ্ডউইচ-গুলো বার করে আমরা খেতে সুরু করে দিলাম।

বার্চবনের মাথায় উপর দিয়ে প্রকাণ্ড লাল সূর্যটা গড়িয়ে গড়িয়ে উঠতে লাগল। বিদ্যুতের থামগুলি, ইটের ভাঁটার চিমনিটা যেন গোলাপী কুয়াশায় স্নান করে উঠল।

হঠাৎ আলেক্সেই বলে উঠল, 'ও হল বীরাঙ্গনা …'

সে কি বলল ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, 'তা বেশ বুঝতে পারছি।'

— না না, তার মানে একথা বলিনি যে ও অত্যন্ত ডাকসাঁইটে বা ডানপিটে — ও প্রকৃতই বীরাঙ্গনা। সমাজতান্ত্রিক শ্রমের বীরাঙ্গনা ও। এই যে ওর তারকা আর কীর্তিনামা।

রবারের বেড় দিয়ে বাঁধা ব্যাগের ভিতর থেকে বার করে একটি সোনালী তারকা দেখাল আমাকে।

— আমার কাছে এটা বেশি নিরাপদ। রোজই দুস্যা নতুন নতুন জায়গায় এটাকে লুকিয়ে রাখে, আর তার ফলে যখন তার প্রয়োজন পড়ে তখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একবার

সে এটাকে একটা খালি বাক্সে রেখে বাক্সটা রাখল একটা ভাঙা গ্রামোফোনের ভিতরে, আর গ্রামোফোনটা রাখল একটা সিন্দুকের একেবারে তলায়। আর তারপর যখন তার কোন একটি সম্মেলনে যাবার দরকার হল, এটাকে আর কোথায়ও খুঁজে পেল না। সারা বাড়ি ওলটপালট্ করেও না। তারপরই সে আমাকে এটা রাখতে বলল যত্ন করে।

—কিজন্য সে এটা পেয়েছিল?

—জনারের জন্য। জনারের পরিজ খেয়েছ তো? তারই জন্য সে এই সম্মান পেয়েছে। অত্যন্ত নরম গাছ—বেশি ঠাণ্ডা বা বেশি গরম কোনটাই সহ্য করতে পারে না। ঠাণ্ডায় জমে যাবে, গরমে শুকিয়ে যাবে। কি করে ফসল বাড়ানো যায় ভেবে ভেবে আমরা মাথা ঘামিয়ে ফেললাম। বছরে তিনবার বীজ বসালাম, একবার যখন বরফ গলে গলে, আবার কিছুদিন পরে, আর একবার যখন গ্রীষ্ম এল। কখনও বা প্রথম বপনই ভাল ফসল দিল, কখনও বা শেষেরটা, সবটাই নির্ভর করছিল আবহাওয়ার উপর। গতবছরের আগের বছর পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের খামার অন্যান্য বারের তুলনায় পাঁচগুণ ফসল তোলার ভার নিল। আমরা সবাই, মানে আমাদের কমিটির সব সভ্যরাই তো কি করে কি করা যায়

ভেবে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলল। দুস্কা হেসেই খুন। তখনও আমি তার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিইনি। ওকে ভাবতাম একেবারে ছেলেমানুষ—ছট্‌ফটে, কমসোমলের সভায় বক্তৃতা দিতে দিতে মাথা খারাপ করে ফেলে। আর সেই দুস্কা কিনা এমন উপায় বার করল যাতে জনারের চারাগুলি রোদ সহ্য করে টিকে থাকে। ও ডালপালাওয়ালা জনারের চারার কথা ভাবছিল··· কি করেই বা তোমাকে বোঝাই সেটা কি জিনিষ··· লোম্বাডি পপ্‌লার গাছ দেখেছ কখনও? 'উক্রাইনীয় রজনী' নামে একটি ছবিওয়ালা পোস্টকার্ডে লোম্বাডি পপ্‌লারের ছবি আছে। সাধারণ জনারের চারা দেখতে এই লোম্বাডি পপ্‌লারের মত। কিন্তু দুস্‌কার জনারের চারাগুলো ওকগাছের মত ডালপালাওয়ালা। গাছের মাথার উপরের পাতাগুলো মেয়েদের ছাতার মত হয়ে বাড়ে আর জনারের শীষগুলো গজায় এই ছাতার ছায়ার নীচে।

—নতুন রকম কিছু তাহলে?

—মোটেই নয়। একই বীজ থেকে এটা জন্মায়। আমরা বরাবরই শীতকালীন শস্য বা সাধারণ গমের মত ঘন করে বুনতাম বলে কুঁকড়ে থাকত, তা না হয়ে যদি দেড় ফুট দূরে দূরে সারি দিয়ে বোনা যায়, তাহলেই ডালপালা গজায় এর।

আর তাহলেই বছরে তিনবার বোনার হাঙ্গামা করতে হয় না, রোদে কোন অনিষ্ট হয় না। নতুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সাধারণ সভায় যখন আমরা আলোচনা করছি, এমন সময় দুস্‌কা উঠে ওর নিজের নতুন নিয়মানুযায়ী মাত্র একবার নির্দিষ্ট সময়ের পরে জনার বুনবার অনুমতি চাইল। একর পিছু একুশ বুশেল জনার পাবার প্রতিশ্রুতি দিল সে।

—তুমি তাকে খুশীমনে অনুমতি দিলে বোধ করি?

— ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াল জান?... তখনও আমি ওর জনার নিয়ে এই পরীক্ষার কথা শুনিনি আর লোকের শোনা কথার উপর আমি মোটেই জোর দিই না। ও ওর বক্তব্য শেষ করে বসে পড়ামাত্র আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওকে আক্রমণ করলাম। আমি বললাম, আমরা লোককে তাড়াতাড়ি বোনা স্বরু করার জন্য যথাসাধ্য করছি আর ইনি এলেন কিনা দেরীতে বুনবার জন্য অনুমতি চাইতে! আরও বললাম, সবাই জানে যে এই গম তিনফুট অন্তর করে পুঁতলেও রোদে শুকিয়ে যায়। আজ তিনি ডালপালাওয়ালা জনার গাছের স্বপ্ন দেখছেন, কাল ভাববেন ছয়-পাওয়ালা ছাগলের কথা, আর এইসব আকাশ-কুসুমের স্বপ্নে আমাদের সাহায্য করতে হবে!...

হঠাৎ আমার খেয়াল হল সবাই হাসছে। ফলে আমি আমার কথা আরও জোর দিয়ে বললাম...। বক্তৃতা দেবার সময় সাধারণত আমি কোটের বুকপকেটে হাত রাখি, যাতে হাতটা বেশি না নড়ে, কিন্তু এবার আমি সে সব ভুলে খুব হাত নাড়তে লাগলাম। বললাম, ডালপালাওয়ালা জনার বলে কোন পদার্থের অস্তিত্ব নেই।

সবাই বেজায় হেসে উঠল। কোথায় যেন কি গোলমাল হয়েছে। ওরা কি আমার দিকে চেয়ে হাসছে? আমি নিজের দিকে একবার দেখে নিলাম, সবই তো ঠিক আছে। কিন্তু ওরা তো হেসেই চলেছে, বিশেষ করে বুড়ো স্তেপান, আমার মনে হল ওর বিকার উঠেছে।

আমি এত ঘাবড়ে গেলাম যে থেমে গিয়ে ভাবতে লাগলাম ব্যাপারটা কি হতে পারে। পরে শোনা গেল দুস্কা নিজের বাগানে দেড়ফুট অন্তর জনার বসিয়ে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়ায় দেখতে চেয়েছিল আর তারই ফলে ডালপালাওয়ালা জনার গজিয়েছে। আমি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তখন সে একটা চারা টবে করে আমার পিছনে টেবিলের উপর বসিয়ে দিয়েছে। আমি বলে যাচ্ছি ডালপালাওয়ালা জনারের অস্তিত্বই নেই, আর ওদিকে টেবিলের উপর বসানো টবটা একমাত্র

আমি ছাড়া আর সবাই দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎ আমি পিছন ফিরলাম আর আমার চোখদুটো কেমন ঠিকরে বেরিয়ে এল নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ।

আমাদের খামারের সভাপতি ইভান নিকীফরভিচ আর সকলেরই মত প্রাণপণে হাসছিলেন। কিন্তু তিনি সভায় চুপ করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'চালিয়ে যাও আলেক্সেই; ওদের কথায় কান দিও না।'

মনে হচ্ছে আমাকে এরকম বোকা বানাবার জন্য দুস্‌কার উপর আমার ক্ষেপে ওঠা উচিত ছিল, কিন্তু হল ঠিক তার উল্টো। সেই সন্ধ্যার পর থেকে ওর ওপর থেকে আমি আর চোখ ফেরাতে পারলাম না... কিন্তু তুমি হয়ত শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠেছ। এধরনের বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্মে তোমার তো কোন অনুসন্ধিৎসা থাকতে পারে না...

আমি ওকে কথা চালিয়ে যেতে বললাম।

—বেশ। তখন পর্যন্ত আমি ওকে তো রোজই দেখতাম, নাচের আসরে, আমাদের তরমুজ চাষী পাভ্‌লুশ্‌কার সাইকেলে করে নিয়ে ওকে বেড়াতে দেখতাম। তাতে কিন্তু আমার কিছু এসে যায়নি এতদিন। কিন্তু সেদিনের পর থেকে আমি ওকে পাবার জন্য পাগল হয়ে

উঠলাম। অবিশ্যি, প্রথমে আমি তাকে সেকথা জানতে দিইনি।

ওর নিয়ম অনুসারেই আমরা বুনতে আরম্ভ করলাম। যখনই পারতাম আমি ওকে সাহায্য করতাম। ওর ক্ষেতে সবচেয়ে ভাল ঘোড়াগুলো পাঠাবার জন্য ছেলেদের বলে দিলাম। এম. টি. এস্-এর ছেলেদের বলে ওর ক্ষেতের চাষটা আগে করে দিতে বললাম, এইরকম সব। আর আমি নাচতে শিখলাম। সন্ধ্যায় যখন গানবাজনার জন্য আমরা একসঙ্গে মিলতাম, ওর সঙ্গে একটু নেচে আমি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতাম, কিন্তু কখনও ওকে জানতে দিইনি আমার মনের ভাব। জানি না কি করে সে বুঝতে পারল, কিন্তু সে বুঝেছিল ঠিকই। কখনও যদি কোন নিরালায় আমাদের সাক্ষাৎ হত, ও সারাক্ষণ যেন নিজেকে পাহারা দিয়ে রাখত, একটা কথাও বলত না। আমার সঙ্গে যেন সে স্বস্তি পেত না। আর একবার সে যখন বুঝতে পেরেছে তখন আর চুপ করে থাকার কোন মানে হয় না। কাজেই আমিও কমসোমলের উপযুক্ত সদস্যের মত সব কিছু তাকে পরিষ্কার করে বললাম। আর সে বলল, ‘আমার আশঙ্কা হচ্ছে লিওশ্‌কা, তোমার যেমন নিজস্ব মতামত আছে আমারও তেমনি আছে। আমাদের

একসঙ্গে ঠিক বনবে না', বলে চলে গেল। সেই রবিবারে পাভ্লুশ্কার সঙ্গে সাইকেলে চড়ে বেড়াতে গেল আবার।

আমি ঠিক করলাম ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হল একটা। ওর যদি আমাকে পছন্দ না হয় তাহলে আমার আর কিছু করবার নেই। নাচে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম — সন্ধ্যায় ঘরে বসে আমি বই পড়তে আরম্ভ করলাম। সারাটাক্ষণই পড়তাম — মনে হত দুস্কা আমার পাশে বসে সেই বইটাই পড়ছে। আমি যেন কিরকম বোকা মেরে গেলাম। আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখতে লাগলাম বারবার। জীবনে আমি কখনও আয়নার দিকে তাকাইনি আর সেই আমি আয়নায় আমার নাক, চোখ, ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে আছি, একদৃষ্টে ভাবছি, 'তোমার নিজস্ব মতামত আছে, লিওশ্কা। আর একমাত্র তাই তোমার সম্পদ।' এমনকি ব্যাপারটা মার চোখেও পড়ল। 'নিজের দিকে এত তাকিয়ে থাকিস্ কেন খোকা? তোর কি গায়ে ফুস্কুড়ি বেরোচেছ?...' গ্রামের দোকান থেকে একটা টাই কিনে আনলাম। টাই আমি ভালবাসতাম না — মনে হত গলায় বড় শক্ত ফাঁস। কিন্তু এখন আমি নিজের জন্য কিনে আনলাম। আর এই হতচ্ছাড়া জিনিষটা বাঁধতে শেখার জন্য মাস্টারের কাছেও গেলাম। টাইটা বেঁধে আবার

আয়নার দিকে তাকিয়েও কিন্তু কিছু উন্নতি হয়েছে বলে মনে হল না। মনে পড়ছে একদিন কমসোমলের এক সভার জন্য শহরে গিয়েছিলাম, লরীতে করে ফিরে আসার সময় সাইকেল দেখার জন্য বারেবারেই বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আর প্রত্যেকবারই দেখতে পেয়েই দাঁত কিড়মিড় করে উঠছিল আমার। এই পদার্থটা আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না—আর এই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে ঐ মেয়েটির জন্য।

এল গ্রীষ্মকাল। গরম পড়ল। ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যেত, জানলা খুলে বাইরে হাত বাড়ালে মনে হত যেন গরমজলে হাত দিয়েছি। দুস্‌কার জনারের ক্ষেত বাড়ছে দেখা যেত। মুকুল ধরল যখন, মনে হল সারা মাঠ হয়ে উঠল দুধের মত সাদা। চোখ ধাঁধানো। সে শুভ্রতার মাঝে উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতির দল, দেখলেই মনটা ভরে ওঠে প্রসন্নতায়।

যেখানে দুস্‌কা আর তার মেয়েরা আগাছা বাছছিল, একদিন আমি সেখানে এলাম।

দুসিয়া জিজ্ঞেস করল, 'রোজই তোমাকে এখানে কিসে টেনে আনে?'

আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুস্‌কা, জামার হাতদুটো গুটানো, প্রত্যেক হাতে একটা করে আগাছা, তাকিয়ে

আছে আমার আর আমার টাই-এর দিকে, দেখতে পাচ্ছি সে হাসছে। আমি ভাবলাম, 'তাহলে তুমি এরকমই! আমরা নিরিবিলিতে হলে একটি কথাও বলতে পার না কিন্তু সকলের সামনে আমাকে নিয়ে তামাসা করতে পার! বেশ, আমিও দেখাচ্ছি কি জন্য আমি রোজ রোজ মাঠে আসি। কাউকে জানাতে আমার কিছু আপত্তি নেই।' আমি তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলাম। ও তো আমার কাছ থেকে ছাড়া পাবার জন্য ছটফট করতে লাগল, মুখটা ঘুরিয়ে নিল, কিন্তু আমার আলিঙ্গন থেকে ছাড়া পাওয়া তখন একটা পুরুষেরও দুঃসাধ্য ছিল, আর দুস্‌কা তো মেয়ে।

মেয়েরা তো খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, আর আমি তাকে চুমোর পরে চুমো দিতে লাগলাম। যখন দেখলাম সে এবার কেঁদে ফেলবে তখনই ছেড়ে দিলাম। ওর মুখ লাল হয়ে উঠেছে, চুল খুলে গেছে, গলায় জড়ানো রুমালটা পিঠের উপর ঝুলে পড়েছে। সে বলল, 'দেখ দেখি কতগুলো জনারের চারা মাড়িয়ে দিলে! কি পরিমাণ ক্ষতিটা করেছ!' আমি বললাম, 'তাতে কিছু এসে যায় না। আমি ওদের ক্ষতি থেকে লাভই বেশি করেছি। আমি ওদের অনেকবারই সাহায্য করেছি।' 'বটে সাহায্য করেছ! যখনই দেখলে যে আমাদের

জনার আর সব রেকর্ড ভাঙ্গবার উপক্রম করেছে, অমনি বড়াই করতে সুরু করলে যে তুমি আমাদের সাহায্য করেছ। কিন্তু মিটিং-এ কি বলেছিলে মনে নেই কি?' আমি তো ওকে জবাব দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ও আমাকে সময় দিলে তো! —'তোমার সাহায্য আমাদের কিরকম দরকার জান, মাছের যে রকম ছাতার দরকার। তা ছাতা ছাড়াই আমাদের কোন-রকমে চলে যাবে। আমাদের জনার দেখেই তুমি আমাদের সঙ্গে ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলতে এসেছ।' জানি না আমাকে ইচ্ছা করে আঘাত দেবার জন্যই বলল না কি—রাগের মাথায় বলল, কিন্তু যে জন্যই হোক্ ওর কথাটা যেন আমার গালে এক চড় কষিয়ে দিল। আমি বললাম, 'ভেবে চিন্তে কথা বোলো, দুস্কা, নাহলে তোমার কাছে আর কখনও আসব না।' 'তারজন্য ভাবনা নেই, আমার ক্ষেতে আর তোমায় পা ফেলতে দেব না কখনও। অন্য লোকের মেহনতের বাহাদুরীতে ভাগ বসাতে চাও!' এবারের আঘাতটা যেন আরও কঠোর হয়ে এল, পাছে কিছু বলে ফেলি এজন্য আমি ঠোঁট কামড়ে রইলাম, ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এল —তবুও আমি মুখ খুললাম না যদি পরে এর জন্য অনুতাপ করতে হয়। আমি ওর চিরুণীটা তুলে ওর হাতে দিয়ে চলে

এলাম। ভাবলাম, 'এইবার সত্যিই সব শেষ হল, ওদের সাহায্য করতে আর যাব না।'

আর গ্রহের এমনি ফের যে ঠিক সেইদিনই মেয়েরা আবিষ্কার করল যে তাদের জনারের ক্ষেতে পরাগ মেলানোর জন্য দরকার-মাফিক মৌমাছি নেই। তারা নদীর ওপারে 'বিজয়' খামারে কিছু মৌমাছি ধার করে আনতে গিয়েছিল। 'বিজয়' খামার দিতে অস্বীকার করেছে। আমাদের সভাপতি গেলেন, সাইকেলে করে পাভ্‌লুশ্‌কা গেল, এমনকি দুস্‌কা পর্যন্ত গেল, কিন্তু কোন ফল হল না। দেখলাম অবস্থা বড় সঙ্গীন দাঁড়িয়েছে। সভাপতিও খিস্তি করে চলেছেন আর দুস্‌কা কাঁদতে সুরু করেছে। কিন্তু পাছে দুস্‌কা মনে করে ওর কৃতজ্ঞতা পাবার জন্য আমি একাজে লেগেছি তাই আমিও যেতে পারলাম না। কিন্তু পরের দিন আমি মনস্থির করে ফেললাম। একটা লরী নিয়ে সন্ধ্যার দিকে গেলাম। আমার এক খুড়ো ফিওদর নিকীতিচ মৌমাছি-পালক, তাঁর বারোটি চাক আছে। রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত বসে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে মৌমাছি ধার দিলে তাঁর উপকারই হবে—জনার-ফুলের মধু হল সবচেয়ে মিষ্টি। তিনি এই মত করছেন, আবার পরমুহূর্তেই অমত করছেন।

কিন্তু তাঁর স্ত্রী পেলাগেয়া স্তেপানভ্‌নার তো একেবারে অমত। অবশেষে তিনি ঘুমোতে গেলেন আর আমি কোনমতে খুড়োমশাইকে তো মৌচাকগুলো আমাদের ধার দিতে রাজী করালাম। ড্রাইভার আর আমি মিলে চাকগুলো লরীতে বোঝাই করে সেই রাত্রেই খামারে এনে রেখে দিলাম। ড্রাইভারকে সাবধান করে দিলাম, সে যেন কারোকে, বিশেষত দুস্‌কাকে না বলে যে আমিই ঐ চাকগুলো এনেছি — তারপর আমি বাড়ি চলে গেলাম। এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে নিজেকে বিছানায় কোনরকমে ছুঁড়ে দিয়ে জামাকাপড় না ছেড়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। বেশিক্ষণ হয়নি ঘুমিয়েছি, মনে হল কে যেন ডাকছে আমাকে। নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে নিলাম, ঘরে আলো জ্বলছে। মা চলে গিয়েছেন কিন্তু দুস্‌কা আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে এমনভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, এমনি করে সে আর কখনও তাকায়নি।

সে বলল, 'লিওশা, চাকগুলো এনেছে কে?'

আমি পাশ ফিরতে ফিরতে বললাম, 'আমি জানি না।'

ও বলল, 'রাগ কোরো না, লিওশা। পেলাগেয়া স্তেপানভ্‌না এসেছেন।'

— কিসের জন্য?

—মৌচাকগুলো ফিরিয়ে নিতে। তিনি ভীষণ চটে গিয়েছেন।

--ওকে দিও না। ওগুলো তাঁর নয়, ওগুলো ফিওদর নিকীতিচের।

—ফিওদর নিকীতিচও এসেছেন। তিনি জনার ক্ষেতে।

--তারপর?...

—তারপর তিনি সেগুলো গাড়ীতে বোঝাই করছেন, আর তাঁর স্ত্রী মাতব্বরি করছেন।

--মনে হচ্ছে ভাসিলি ইভানভিচই মৌচাকগুলো এনেছে। তাকে গিয়ে বোলো সে কিছু উপায় করতে পারে কিনা।

—সে পারবে না, চেষ্টা করেছে।

আমি তো প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু দুস্‌কা নীচু হয়ে তার ঠাণ্ডা গালটা রাখল আমার গালের উপর। কানে কানে বলল, 'লিওশা, তুমি ভারি ভাল, দেখতেও তুমি ভারি সুন্দর, কিন্তু সকলের সামনে ওরকম করা তোমার উচিত হয়নি...' তারপরই সে ছুটে বেরিয়ে গেল দরজার কাছে, মা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন আর কি!

আমি বিছানায় উঠে বসলাম, ভাবলাম, 'অন্তত একবারের জন্যও তাহলে আমাকে তার পছন্দ হয়েছে।' মা দুধ নিয়ে

এসে আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন ভূত দেখেছেন। তিনি বললেন, 'আলেক্সেই, তোমার কি হয়েছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' তিনি বললেন, 'আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি ...।' দেখে তো আমার চক্ষু স্থির। এমন ব্যাপার তুমি কখনও দেখনি। মৌমাছিগুলো আমাকে হুল ফুটিয়েছে। আমার ঠোঁট ফুলে একাকার, এত বড় একটা ফোলা চোখের নীচে একেবারে কালির মত কালো হয়ে গিয়েছে ...। দুস্‌কা নিশ্চয়ই এই ফোলাটা দেখে অনুমান করেছে কে মৌচাক এনেছে। কিন্তু সে ধূর্ত শেয়াল্‌নী কিছু বলেনি। আমি হাত মুখ ধুয়ে জনারের ক্ষেতে গেলাম। ফিওদর নিকীতিচ ঠিক তখনই তার মৌচাক নিয়ে চলে গিয়েছেন, আর মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে কি করা যায়। তারা একটা উপায় আবিষ্কার করল -- ঠিক করল তারা দড়ি দিয়ে টেনে কৃত্রিম উপায়ে পরাগ-সঞ্চালন করবে। তারা ন্যাকড়ার ফালি দড়ি দিয়ে বেঁধে জনার-ফুলের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল। ফল হল এত চমৎকার যেন মৌমাছিরাই করেছে ... কিন্তু তুমি বোধ হয় এই বৈজ্ঞানিক কৃষির কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠেছ ...

আলেক্সেই চুপ করল, তারপর ডিমের খোলাগুলো কুড়িয়ে একটা কাগজে রাখতে লাগল। এতক্ষণে সূর্য বেশ উপরে উঠে গিয়েছে। ছাড়ানো গাজরের মত পরিষ্কার ইটের ভাঁটার চিমনিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিদ্যুতের থামগুলো আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে। নদীটা ফুলে উঠছে...

আলেক্সেই বলল, 'ঐ যে একটা লরী আসছে। ভাস্‌কার লরী এটা।' আমি তখনও শব্দ শুনতে পাইনি। কিন্তু জিনিষপত্র গোছাতে লাগলাম। শীগ্‌গিরই লরীটা দেখা গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে ড্রাইভারের পাশে কে যেন এর আগেই উঠে বসেছে, কাজেই আমি আলেক্সেইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে আমার ডাণ্ডা, তেপায়া আর জরিপ বাক্সটা নিয়ে পিছনে গিয়ে উঠলাম। বসন্তের মাঠ ও বনের ভিতর দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম, না ভেবে পারলাম না আজকের দিনের মানুষের মনে কত সব মহান গুণের উন্মেষ ঘটছে...

১৯৪৯

লেনা

১

একদিন খুব ভোরবেলা মেদ্‌ভেদিৎসা নদীতে বরফ গলতে সুরু হল।

খেয়ামাঝি আনিসিম স্তাবি নামে বছর দশেক বয়সের একটি ছেলেকে বলল, 'দেখ দেখি, বছরের এই সময়টায়

আমরা স্লেজ চড়ে বরফ পার হই, আর এ বছর কিনা এখনই নদী গলতে সুরু করেছে।'

নদীর খাড়া পার থেকে পা পাঁচেক দূরে শেষ বাড়িটার দরজায় একটা বেঞ্চে ওরা বসেছিল। বিরাট বিরাট বরফের চাঁই, সাদায় আর ময়লায় জড়াজড়ি করে, হুড়মুড় করে, গর্জন করে পড়ছিল, আবার একটার গায়ে একটা ধাক্কা লেগে খাড়া হয়ে উঠছিল।

স্তাবি বলল, 'আমাদের সহর ভেলীকিয়ে লূকিতে বছরের এই সময়ই বরফ গলতে সুরু হয়।'

—অবশ্যই হয়, কারণ তোদের ওখানটা যে নীচু। কিন্তু আমরা থাকি অনেক উঁচুতে... বুঝলে হে ছোকরা, আমাদের এখান থেকেই চারদিকের সব নদী বার হয়েছে। ঐ যে দেখ্ তোল্গা, ওদিকে দ্ভিনা। আমি তো তোদের ঐ ভেলীকিয়ে লূকিতে গিয়েছি, তোদের ওখানে বরফ পড়ে না।

স্তাবি বলল, 'বটে, তাই নাকি, বরফ পড়ে না?'

—আমরা যাকে বরফ বলি তা পড়ে না। এক রাস্তায় পড়ল ত আর এক রাস্তায় গলে গেল। সেখানে কেমন সারা শীতকাল ধরে ঘোড়ার গাড়ী করে ঘুরে বেড়ানো হয়, এখানে বরফ পড়ে সাত ফুট উঁচু হয়ে, বাড়ির দরজাগুলো পর্যন্ত খোলা যায় না।

—আচ্ছা। কিন্তু আমাদের ওখানে বেশ গরম গরম।

—গরম হলে কি আসে যায়। এখানেও ত শীত বেশি নয়, আর ক্রমাগতই বেশি বেশি লোক আসছে এখানে, কেন বল্ দেখি? কারণ এর মত আর জায়গা নেই—লেক, বন, সবরকম জীবজন্তু...

স্তাবি বলে উঠল, 'দেখ দেখ দাদু, কে যেন ওখানে দাঁড়িয়ে আমাদের চেঁচিয়ে ডাকছে।'

আনিসিম হাত দিয়ে চোখের উপরটা ঢাকা দিয়ে দূরের দিকে তাকাল।

নদীর অপর পারে জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে কে একজন টুপি নাড়ছে।

—নিশ্চয়ই মাথা খারাপ,—আনিসিম বলল।—হাওয়া ত ওর উল্টোদিকে... সবরকম জন্তু পাওয়া যায়। বুনো ছাগলই ধর্ না কেন। বড়দিনের আগে একটা বুনো ছাগল মেরে রোস্ট কর্, একটুকরো ভেড়ার মাংসের পাশে একটুকরো ছাগলের মাংস রেখে দিয়ে দেখ্—তফাৎটা ধরতেই পারবি না।

স্তাবি বলল, 'ও ত এখনও চেঁচাচ্ছে, এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।'

—আর, ধর্ না কেন ভোঁদড়। কখনও যদি দেখিস

লেকের ধারে নলখাগড়ার বন কেমন ভাগ হয়ে যাচ্ছে তা হলে বুঝবি ভোঁদড় আসছে।

—ভোঁদড় কিরকম জন্তু?

—এক কাঁড়ি টাকা, ময়দা, চিনি, কাপড় সব পাওয়া যায় এর লোমওয়ালা চামড়ার বদলে—এমনি জন্তু ভোঁদড়।

যৌথখামারের কৃষকরা সব নদীর চেহারা দেখতে এল।

এদের মধ্যে ছিল একজন পার্টিজান—নাম তার গ্রীশা, মনটা বেশ ভাল, কিন্তু গুণ্ডাপ্রকৃতির। আর আছে তাবির মা-দাশা খুড়ি, সে এত লাজুক যে সামান্য কিছুতেই একেবারে লাল হয়ে ওঠে। চারবছর আগে তেলীকিয়ে লুকির কাছে যেন কোথা থেকে তিনটি বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে সে এখানে আসে। তারা এখানে নিজেদের জন্য বেশ জায়গা করে নিয়েছে, অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে এখন বরাবরের মতই থেকে গিয়েছে। আর ঐ যে মারিয়া তীখনভ্না, আমাদের দলের নেতা, রোগা মেয়েটি ভুরু পর্যন্ত টেনে শাল দিয়ে ঢাকা দিয়েছে।

বেশ আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে একেবারে সবাইকে সম্বোধন করে মারিয়া তীখনভ্না জিজ্ঞেস করলেন, 'কে চেঁচাচেছ ওখানে?'

জবাব দিল আনিসিম, 'কে জানে? বাঁদরের মত এ পায় ও পায় লাফাচেছ দেখ না!'

গ্রীশা বলল, ‘জেলাকেন্দ্র থেকে কৃষিবিজ্ঞানী এসেছে। বোধ হয় নতুন কাজ বরাদ্দ করতে নয়ত লেন্‌কাকে বিয়ে করার কথা বলতে।’

যৌথখামারের সভাপতি পাভেল কিরীল্লভিচ্‌কে ডাকতে গেল কে যেন। শীগ্‌গিরই রাস্তার মোড়ে তাকে দেখা গেল। তার পরণের পোষাকটা রোদে পোড়াটে, তার উপর আবার কাঁধের উপর যেখানে মেডেল আর চামড়ার বেল্ট থাকত, সেখানে সবুজ ফোঁটা ফোঁটা দাগ। বয়সে সে এখনও তরুণ; কিন্তু সামান্য একটু দাড়ি যেন তাকে গাম্ভীর্যের ছাপ মেরে দিয়েছে। তার অধীনস্থ মেয়েদের সামলাতে বেচারাকে হিমসিম্‌ খেতে হয়, ওরা তার কথা শোনে না, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, কোন কিছুই গম্ভীরভাবে নেয় না, তাই সে একটু দাড়ি রেখে চেহারায় বেশ একটু গুরুত্ব দিতে চায়।

দূর থেকে সে চেঁচিয়ে উঠল, ‘আরও আগে আমাকে ডেকে পাঠালে না কেন? একটা রেজিমেণ্ট তো দেখছি এখানে, কেউ এসে আমাকে বলতে পারলে না? আমি ওর জন্য তিন দিন ধরে অপেক্ষা করে আছি। ও ত এসেছে বাসন্তী ফসলের ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে।’

সভাপতি বাঁধের ধারে গিয়ে রাজহংসের মত গলাটা লম্বা করে সপ্তম স্বরে চীৎকার করতে লাগল:

—পিওত্র্ ... মিখা ... ইলীচ! ওহে, আরও জোরে বলো!

উত্তরের আশায় সে কানের পেছনে হাত দিয়ে হাওয়ায় কান পাতল। আর তখনই চওড়া মুখ, চ্যাপটা নাক আর পুরুষালি চেহারার একটি মেয়ে সেখানে হাজির হল—নাম তার লেনা। আসবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীশা তাকে বাঁধের উপর থেকে নীচের দিকে ধাক্কা দিতে লাগল। আর লেনাও এমন জোরে চীৎকার করে উঠল যে গ্রামের আর এক প্রান্ত থেকে তার গলা শোনা গেল।

সভাপতি ধমকে উঠল, 'থাম বলছি! লেন্‌কা, চেঁচানি থামাও, না হলে দেব ছুঁড়ে ফেলে।'

লেনা বলল, 'খবরদার। আবার বল দেখি!'

—বলছিই ত। বোকামি রেখে কমরেড্ দেমেন্‌তিয়েভ-এর কথাটা শুনতে চেষ্টা কর দেখি! যখন তোমার প্রয়োজন থাকে না তখন ত বেশ শুনতে পাও। তোমার যা শোনা উচিত নয় তা ত সর্বদাই শুনে থাক।

লেনা আবার বলল, 'ফের বল ত দেখি!'

বয়স্করা কৃষিবিজ্ঞানীর জন্য গরদেৎস-এ ঘোড়ার গাড়ী পাঠাবার কথা বললেন। মাইল পাঁচেক দূরে গরদেৎস-এ একটা সেতু আছে। গ্রীশা বলল বরফ ভাঙার দরুন সেতুটা তুলে নেওয়া হয়েছে, অন্যেরা বলল তা নয়।

সভাপতি চেঁচিয়ে উঠল, 'থামাও তর্কাতর্কি! লেন্‌কা, শোন ত ও কি বলছে!'

সবাই চুপ করে গেল। লেনা ঠোঁট কুঁচকে, কান খাড়া করে রইল।

সভাপতি জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছে বল দেখি!'

লেনা বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না, মনে হচ্ছে বকছে!'

—বকছে? আবার শোন দেখি!

—রাখ, রাখ। হ্যাঁ, বকুনিই ত বটে, ভীষণ রকম তিরস্কার।

সভাপতি ত একপায়ে খাড়া হয়ে উঠল। লেনা তার দিকে তাকিয়েই হেসে গড়িয়ে পড়ল।

সভাপতি কঠিন হয়ে বলল, 'তাহলে এই ব্যাপার। আমাকে নিয়ে মজা করা হচ্ছে, কেমন তাই না? চলে যাও এখান থেকে! কি আস্পর্ধা তোমার, আমাকে বোকা বানাতে চাও!'

লেনা বলল, 'আমাকে কি করতে হবে শুনি! আমি কি বেতারযন্ত্র যে দূর থেকে শুনতে পাব? এরপর ত তুমি আমাকে গরদেৎস-এ কি বলছে শুনতে বলবে।'

সভাপতির প্রিয়তমা বাস করত গরদেৎস-এ, কাজেই সবাই একটু চাপা হাসি হাসল।

সভাপতি ত বিরক্তির চোটে থুতু ফেলে বলল, 'তুমি একটি আপদ। ঘটে তোমার একরত্তি বুদ্ধিও নেই ...'

নদীর পারে ক্রুদ্ধভাবে পায়চারি করতে করতে বলতে লাগল।

—এদিকে দেমেন্তিয়েভ চেঁচিয়ে ফুসফুস ফাটিয়ে ফেলল। এত জরুরী ব্যাপারই যদি ত হেঁটে চলে আসে না কেন? বরফ ত ওকে ধরার মতন শক্ত আছে।

লেনা একটু হেসে বলল, 'তোমার যদি এতই সাহস ত নিজেই যাও না কেন?'

—যাবই ত। ভাবছ কি আমি এরোপ্লেনের জন্য বসে থাকব?

মারিয়া তীখনভ্না বললেন, 'দুঃসাহস কোরো না।'

লেনা বলল, 'ভাবছ কেন। যাবে না, বাহাদুরী করছে। আমাদের ভয় দেখাচ্ছে আর কি?'

সভাপতি তার দিকে তাকাল—মুখের পেশীগুলি শক্ত হয়ে উঠল। বোধ হয় কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু কিছু না বলেই হুড়মুড় করে নেমে গেল বাঁধের দিকে। খেয়ার কাছে বরফের গা থেকে একটা খুঁটি হেঁচকা টানে তুলে, চোখের আন্দাজে একবার দূরত্বটা দেখে নিল, আর তারপরই একটা ভাসমান তুষারস্তূপের উপর লাফিয়ে পড়ল।

আনিসিম রাগতভাবে বলল, 'চিরটাকাল ঐরকম গেল। মেয়েটি দূরে থাকলে সবকিছু বেশ শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট থাকে, যে মুহূর্তে সে আসে, ব্যাস্, সবকিছু ওলট্‌পালট্ হয়ে যায়। ও আবার নিজেকে কমসোমলের সভ্য বলে...'

লেনা তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি কিছু তাকে যাওয়াইনি। ও ত নিজেই যেতে চায়, আমার জন্য নয়।'

আনিসিম বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দেখতে লাগল।

পাভেল কিরীল্লভিচ খুঁটিটাকে বর্শার মত করে ধরে ভিজা বরফের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। বাঁধের উপর থেকে তাকে মনে হচ্ছিল অন্ধকারে হাতড়ে-চলা পথিক, একধার থেকে আর একধারে টলমল করে দুলছে। বরফের টুকরোগুলি কড়কড় শব্দে ভেসে চলেছে, ভাঙছে, একটার ঘাড়ে আর

একটা পড়ছে — সাদা জলের ফোয়ারা ছুটছে আবার গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

পাভেল কিরীল্লভিচ নদীর মধ্যখানে গিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। আর তার প্রয়োজনও ছিল — খেয়াঘাট থেকে শ'পাঁচেক ফুট দূরে নদীটা হঠাৎ চওড়া হয়ে গিয়েছে। তুষারস্তূপগুলি জায়গা পেয়েছে প্রচুর আর বার্চগাছের নেড়া ডালপালার ভিতর দিয়ে কালো কালো জলের দাগও দেখা যাচ্ছে। পাভেল কিরীল্লভিচকে নিয়ে যাচ্ছে ঐ চওড়া জায়গাটার দিকে, আর সে এত তাড়াতাড়ি যে কৃষিবিজ্ঞানী নদীর পার ধরে যে এলোমেলো পায়ে দৌড়ে আসছিল সেও তাল রাখতে পারছে না তার সঙ্গে। এবার পাভেল কিরীল্লভিচ বিরাট এক নোংরা বরফের চাঁইয়ের উপর দিয়ে পথ করার চেষ্টা করে চলেছে, সে-চাঁইয়ের মাঝখানে কালো গর্ত। মনে হল কোন পথের চিহ্ন যেন। বোঝা গেল চাঁইটা এসেছে গরুদেৎস্ থেকে। সভাপতি পড়ে গেল, আবার উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এধার ওধার ঘুরতে লাগল। লাফ দেবার জন্য মনস্থির করছিল নিশ্চয়ই: একটা চাঁই থেকে আর একটা চাঁইয়ের দূরত্ব দশ ফুট ত বটেই তেরো ফুটও হতে পারে।

গ্রীশা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওখানে ডুব জল।'

এদিকে না ফিরে মারিয়া তীখনভ্না বলে উঠলেন, 'চুপ করো!'

স্রোতে সভাপতিকে একেবারে বার্চকুঞ্জের কিনারায় নিয়ে ফেলেছে। আনিসিমের ক্রমশই ওকে দেখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। বুড়ো মানুষ, একেই চোখগুলো দুর্বল, আর তার উপর বাতাসের ঝাপটায় চোখে জল আসছিল ক্রমাগতই।

একটু রেহাই দেবার জন্য আনিসিম চোখের উপর একটা হাত চাপা দিল। সম্ভবত সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। আর ত মাত্র শ'খানেক ফুট বাকী আছে তীরে পৌঁছতে, স্রোতও কমে এসেছে। পাভেল কিরীল্লভিচ যদি স্রোতের টানটা কাটিয়ে উঠে থাকে—বাকীটাও ঠিকই পারবে।

হঠাৎ দাশা খুড়ি তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

আনিসিম ঝাঁকুনি দিয়ে হাতটা সরাল। গ্রীশা আর দুটো ছেলে বাঁধের পার দিয়ে দৌড়াতে লাগল। পাভেল কিরীল্লভিচকে নদীতে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সেই গর্তওয়ালা বরফের চাঁইটা এখনও দেখা আছে, কিন্তু তার উপর কেউ নেই। অন্যান্য চাঁইগুলির উপরও নেই। কেবলমাত্র কৃষিবিজ্ঞানীর একক মূর্তিটা নদীর অপর পারে ইতস্তত ছুটাছুটি করছে দেখা গেল।

শিশু যেমন সত্য জানতে ভয় পায় তেমনি করে আনিসিম বলল, 'আমার চোখগুলো মনে হচ্ছে কাজ করছে না। কোথায় সে, লেনা?'

লেনা বলল, 'আমি ত কেবলমাত্র ঠাট্টা করছিলাম...' সে এত বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে যে তার নাকের উপর ছুলির দাগগুলো যেন আরও কালো দেখা যেতে লাগল। কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকাল না, সে দাঁড়িয়ে রইল আগন্তুকের মত একলা। আনিসিমও একটা নিঃশ্বাস ফেলে এক পা পিছিয়ে গেল।

জনতার ভিতর থেকে শোনা গেল, 'ঐ যে সাঁতার কাটছে।'

আনিসিম নদীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখল। সেই গর্তওয়ালা বরফের চাঁইটার কাছে জলে একটা কালো মত কি ভাসছে। মাথা নাকি? হ্যাঁ, মাথাই ত বটে। পাভেল কিরীল্লভিচের মাথা। বরফটার কাছে সাঁতরে গিয়ে, চাঁইটার ধারে হাত রেখে, নিজেকে টেনে খানিকটা তুলল, কনুইদুটো বিকারের রোগীর মত ছুঁড়তে লাগল, পিছন দিকে তাকাল, নিশ্চয়ই ভাবছিল অন্য চাঁইগুলো তাকে না গুঁড়িয়ে দেয়। হায়! হায়! পাভেল কিরীল্লভিচ, ভয় পেয়েছ তুমি, তুষারস্তূপ

ত তোমাকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে না: জলের ভিতর ওদের ত কোন চাপই নেই।

চাঁইটার উপরে উঠবার কয়েকটা ব্যর্থ চেষ্টার পর সভাপতি স্থির হয়ে কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল।

আনিসিম বলল, 'ক্লান্ত হয়ে পড়েছে!'

হঠাৎ কৃষিবিজ্ঞানী একটা তক্তা নিয়ে দৌড়ে এল। সেই গর্তওয়ালা চাঁইটার পাশে এলে পর আনিসিম তাকে দেখতে পেল। কৃষিবিজ্ঞানী তক্তাটা ছুঁড়ে দিয়ে, সভাপতির কাছে দৌড়ে গেল। হাত ধরে তাকে জল থেকে টেনে তুলল। তারপর তারা সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে এমনভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল যেন তারা আফিসে বসে রয়েছে। আনিসিম বলল, 'ওরা ধূমপান করছে না কেন?' কথাবার্তা শেষ হলে পর কৃষিবিজ্ঞানী আর সভাপতি দুজনে বেশ শান্তভাবে ফাঁকগুলোর ওপর তক্তা ফেলে ফেলে চাঁইগুলো পার হয়ে চলে গেল।

তীরে পৌঁছে দূরে সিগারেটের ধোঁয়ার মত ঝাপ্‌সা নীলরঙের বনের দিকে পাভেল কিরীল্লভিচ চলল। কৃষিবিজ্ঞানীও ক্লান্তভাবে তাকে অনুসরণ করল।

আনিসিম বলল, 'বনরক্ষিকার কুটিরে গেল।'

মারিয়া তীখনভ্না লেনার দিকে ফিরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আর তুমি শেয়াল্নী, নিজের কাজের জন্য লজ্জা পাচ্ছ না তোমার? একটা ভাল মানুষকে ত প্রায় সাবাড় করে এনেছিলে। একেবারে শেয়াল্নীই বটে। আবার হাসবার স্পর্ধা হয় তোমার?...'

জ্বলন্ত চোখে ঘুরে দাঁড়িয়ে লেনা বলল, 'আপনার অত রাগের কি হল? ও ত পৌঁছেই গিয়েছে! এমন কোন অনিষ্ট হয়নি ত। ও ত আর ডুবে যায়নি। না কি গিয়েছে?'

—বটে, ডুবে যায়নি! বছরের এ সময়টায় নদীতে পড়ে গেলে এমন কিছু অনিষ্টও হয় না বটে!

গ্রীশা এইমাত্র দৌড়ে এসেছে। সে বলল, 'তার এখন সত্যিকারের প্রয়োজন হল এক গেলাস ভদ্‌কার।'

—আমাদের বনরক্ষক ত মেয়েছেলে। তার কাছে কি ভদ্‌কা আছে?

—তার কাছে?... শয়তান যেমন ধূপের গন্ধে পালায় সে তেমনি পালায় ভদ্‌কার গন্ধে।

মারিয়া তীখনভ্না বলে চললেন, 'তুমি কেন এরকম হলে, লেনা? সারাক্ষণ গ্রামটাকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছ। তোমার ওষুধ হল বিয়ে করে স্থির হয়ে বসা।'

— দাঁড়াও, স্তাবি বড় হোক, তারপর ওকেই বিয়ে করব।— মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে লেনা বাড়ি চলে গেল।

আনিসিম বলল, 'মেয়েটা তার স্বামীকে দুরন্ত শীতে নদীর ভেতর ডুবিয়ে দেবে।'

লেনা গিয়েছে বেশিক্ষণ হয়নি। দশ মিনিটের মধ্যেই সে একটা বোতল নিয়ে ফিরে এল। পিছন পিছন এলেন তার মা, চাদরের উপর দিয়ে চুলগুলো তুলতে তুলতে। ভদ্রমহিলা রোগা কিন্তু সুন্দরী।

মারিয়া তীখনভ্না জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কাকে পাঠাতে মনস্থ করেছ?'

বাঁধের দিকে নামতে নামতে লেনা জবাব দিল, 'এবার আমি নিজেই যাচ্ছি।'

— কি বললে? — মারিয়া তীখনভ্না স্কার্টটা গোটাতে গোটাতে তার পিছনে দৌড়লেন, — এই মুহূর্তেই ফিরে এসো। শুনতে পাচ্ছ?

অসহায়ের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে লেনার মা বললেন, 'যেতে দাও, তীখনভ্না, ওকে ত তুমি চেন।'

লেনা একটা চাঁইয়ের উপর পা দিল।

মারিয়া তীখনভ্না বাঁধের ধারে ছুটাছুটি করতে করতে বললেন, 'আরে বোকা মেয়ে, অন্তত একটা লাঠি ত নিয়ে যা!'

ততক্ষণ লেনা ফাঁকগুলো লাফিয়ে পার হচ্ছে।

সভাপতিকে কি করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সে কথা মনে করে লেনা কোণাকুণি স্রোতের উজানে পার হতে মনস্থ করল। নদীর ওপারে একটা লাল পাথরের দিকে চেয়ে মনে মনে ভেবে নিল, এটার উপর চোখ রেখে চললে সে সোজা পার হবে নিশ্চিত। কিন্তু পায়ের নীচে বরফের দোলানি তাকে মনে করিয়ে দিল পাথরটির দিকে নজর দেবার তার সময় নেই।

তার চারদিকে সবকিছুই ফুলে-ফেঁপে ভেসে চলে যাচ্ছে — বাড়িঘর নিয়ে নদীর তীর, দূরের নীল পাহাড়গুলো, মেঘে ঢাকা বহুদূরের আকাশ। তার মাথা ঘুরতে লাগল।

ভাবল, 'অতটা একগুঁয়ে হওয়া আমার উচিত হয়নি। একটা লাঠি নিলেই পারতাম।'

কোণাকুণি পার হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হল না। ক্রমাগতই সে বেশ চওড়া ফাঁকের সামনে পড়ছিল। পরের চাঁইটার উপর ওঠার জন্য তাকে আরও পাঁচ-ছয়টা ঘুরে আসতে হচ্ছিল। কাজেই প্রথম থেকেই সামনে পিছনে চলতে চলতে তার

আর চারপাশে তাকাবার সময় ছিল না। সে ক্রমশই খেই হারিয়ে ফেলছিল। কখনও নদীর পার তার পিছনে, কখনও একপাশে পড়ছে। পার থেকে নিশ্চয়ই মেয়েরা তাকে লক্ষ্য করছে — পাভেল কিরীল্লভিচকেও তারা এমনি করে দেখছিল, হয়ত ভাবছে কেন সে সোজাসুজি পার হচ্ছে না।

অতি সাবধানে লেনা অগ্রসর হল: এই জুতো পায়ে বরফের ওপর না পিছ্লিয়ে পড়াটা সহজ ব্যাপার নয়। চাঁইগুলো বেশ মসৃণ, হাওয়ায় বেশ পরিষ্কারও হয়েছে, পিঙ্গল বর্ণের বরফের ভিতর জমে-যাওয়া বুদ্বুদগুলো — লম্বালম্বিভাবে ফেটে যাওয়া পরিষ্কার সাদা লাইনগুলো লেনা বেশ দেখতে পাচ্ছিল।

দুই-তৃতীয়াংশ পথ যাবার পর প্রায় শ'-তিনেক ফুট চওড়া একটা ফাঁকের জন্য তার অগ্রগতি ব্যাহত হল। কয়েক মুহূর্ত আগেও এটা ছিল না। এখন সে কি করে? চাঁইগুলো ফিরে এসে জোড়া লাগা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? না ফিরেই যাবে? ফিরে সে যেতে পারে না। গ্রীশ্কা ঠাট্টা করবে — তাছাড়া তীরে পৌঁছবার আগেই স্রোতের টানে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলবে, আর সে আর তার ভদ্কার বোতল ইল্মেন হ্রদের উদ্দেশ্যে ভেসে চলবে।

সে হাসল। ভয় পেলে লেনা বরাবরই হাসে। এক মুহূর্ত চিন্তা করে সে উজানে দৌড়াতে লাগল। ফাঁকটার একেবারে শেষমাথায় একটা বিরাট চাঁই, দেখতে পেল মাথায় খড়বাঁধা একটা লাঠি তার ভিতর থেকে উঁকি মারছে। দৌড়তে দৌড়তে সে এটার বিপরীত দিকে এল। চাঁইটা প্রকাণ্ড। একবার এটায় পৌঁছতে পারলে ওর উপর দিয়ে একেবারে নদীর পারে উঠে যাবে। কিন্তু লেনা আর সেই চাঁইটার মধ্যে ব্যবধানটা হল প্রায় ছয় ফুট জলের। খানিকটা দৌড়ে সকল শক্তি জড়ো করে মারল এক লাফ, কনুইয়ে ভর দিয়ে এসে পড়ল চাঁইটার উপরে। এতে বোতলটা বেঁচে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে একবার লাঠিটা টেনে নেবার কথা ভাবল কিন্তু এখন ত আর এটার কোন প্রয়োজন নেই। বন্ধুরা দেখুক, সে লাঠি ছাড়াই বরফ পার হতে পারে। সভাপতি যদি নাকানি-চুবানি খেয়ে থাকে ত সে তার নিজের দোষে। তার আরও তাড়াতাড়ি চলা উচিত ছিল: সে ত আর হাওয়া খেতে বার হয়নি।

তীরের কাছে পৌঁছে লেনা দিল এক লাফ জুতো-ভর্তি জল নিয়ে। পিছনে না তাকিয়েই বনের দিকে দৌড় লাগাল।

২

গাছের গুঁড়ির ভিতর দিয়ে দুটো জানালাওয়ালা যে ছোট কুটিরটি দেখা যায় সেটি হল বনরক্ষিকা নাতাল্‌কার। লেনা ভিজা ঝোপঝাড় থেকে পাদুটোকে বাঁচাবার জন্য ঘাগরাটা দিয়ে পাদুটো বেশ করে জড়িয়ে সোজা দরজার দিকে গেল। কুটিরের চারপাশে কেবলমাত্র দ্রবমান তুষাররাশির চড়চড় শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। জানালার শার্শিতে লেগে রয়েছে শার্শি-পোঁছা-ন্যাকড়ার দাগ। পাভেল কিরীল্লভিচের কোঁচকান অন্তর্বাস, রোদে গরম হওয়া রেলিং-এর উপর শুকাচ্ছে।

লেনা নাতাল্‌কাকে পেল প্রবেশপথেই। হাসির দমকে সে একেবারে বেঁকে যাচ্ছে। ঘাগরার মুড়ির পাশ দিয়ে চোখ মুছছে।

লেনা জিজ্ঞেস করল, 'সভাপতি এখানে আছেন?'

নাতাল্‌কা লাল চওড়া মুখখানা তুলে বলল, 'হ্যাঁ, বেশ মজার ভদ্রলোক...'

— কি ব্যাপার?

— আমি না হেসে পারছি না, আর সে খালি রেগে যাচ্ছে। যতই না তার রাগ হচ্ছে, দেখতে হচ্ছে তাকে

ততই মজার। বলছে তাকে পাজামা এনে দিতে—আমি কোথায় পাজামা পাই?...

ব্যাপারটা কি ভাবতে ভাবতে লেনা ভিতরে ঢুকল।

পাভেল কিরীল্লভিচ বসে আছে গরম উনুনের পাশে। নাতাল্কার ছোট হাতকাটা একটা ব্লাউজ আর সবুজ ডোরাকাটা ঘাগরা পরেছে সে।

একটা বেগুনি পা আগুনের দিকে বাড়িয়ে রেগে-মেগে সে জিজ্ঞেস করল, 'নাতাল্কা কোথায়?'

লেনা বলল, 'দোরগোড়ায়।'

— তার অমন বিকার উঠেছে কেন? তুমিও যদি মুখ চেপে হাসতে এসে থাক তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

— হাসতে যাব কেন? তোমার ওষুধ নিয়ে এসেছি।

মারিয়া তীখনভ্না আমাকে বলেছেন তোমার পায়ে মালিশ করে দিতে।

সভাপতি গর্জন করে উঠল, 'পায়ে মালিশ করে দেবে? এস দেখি, দেখা যাক ব্যাপারটা কি হয়।'

বছর পঁচিশের ছোকরা, হাল্কা-নীল চোখওয়ালা কৃষিবিজ্ঞানী পিওত্র্ মিখাইলভিচ টেবিলের ধারে বসেছিল। একটা কাপের গায়ে একটা আয়না দাঁড় করিয়ে সে দাড়ি

কামাচ্ছিল। গালের দুজায়গায় আস্তরের মত করে পাতলা কাগজ লাগান হয়েছে।

লেনা বলল, 'এই যে পিওত্র্ মিখাইলভিচ, আজ আমার সঙ্গে কথা বলবে না বুঝি?'

কৃষিবিজ্ঞানী নীরস কণ্ঠে বলল, 'এই যে কমরেড্ জোরিনা, এখানে কি করে এলে?'

—আমাদের সভাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে করে।

—ভয় পাওনি?

পাভেল কিরীল্লভিচ বলল, 'এইরকম সব ব্যাপারে ও সব সময়ই এগিয়ে আসে। কিন্তু যখন তার প্রয়োজন তখন ওকে কখনও পাওয়া যাবে না। আচ্ছা লেনা, জেলাকমিটি একে পাঠিয়েছে আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য। ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়িয়েছে শোন। 'লাল কৃষক' খামার আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। জান, ওখানকার কমসোমলের সভ্যরা কত গম ফলাবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে?'

—কত?

—একর-পিছু একত্রিশ বুশেল! আর তোমরা কত প্রতিজ্ঞা করেছ? সাড়ে বাইশ মাত্র!—পাভেল কিরীল্লভিচ কৃষিবিজ্ঞানীর দিকে ফিরে বলল,—ওদের সভাপতিটি কিন্তু একটি ধূর্ত

শেয়াল। সপ্তাহখানেক আগে আমাদের এই পথে যাবার সময় রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা করে। আমাকে খোঁচাতে লাগল—কতখানি, কত তাড়াতাড়ি, এই সব। আমিও বোকার মত তাকে সব বলি। সে ওখানে বসে মুর্দাফরাসের মত নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে: যেন আমরা কখনও তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছি... চুলোয় যাক্ সব!... —আবার লেনার দিকে ফিরে বলতে থাকে:—ওরা 'লাল কৃষক' খামারে দুটো বাড়তি-ফসল-দল গঠন করেছে, জেলাকেন্দ্রের কাছে সব কথা বলে চিঠি লিখেছে, তার সঙ্গে আবার সরকারের কাছে একটা চিঠিও জুড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমার কিংবা আমার জায়গা হয়নি তাতে। কারণ ওরা বলেছে তোমাকে আর আমাকে ওদের সঙ্গে জুড়লে ওদের অপমান হবে। শুনতে পেয়েছ? অপমান তুমি না কমসোমলের সেক্রেটারী? আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে এই তরুণ-সংঘের সকলের আগে প্রথম সারিতে থাকা উচিত। আমি কি ঠিক বলছি পিওত্র্ মিখাইলভিচ?

পিওত্র্ মিখাইলভিচ মাথা নাড়ল।

পাভেল কিরীল্লভিচ উঠে টেবিলের ধারে গেল।

—আজই তোমার সব যুবক যুবতীদের ডেকে জানিয়ে দাও 'লাল কৃষক' খামার কি কাণ্ডটা করেছে। তোমরা তাদের

সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছ না? চোখ নামিও না, কোন আপত্তি আছে নাকি?

পাছে তার দাড়িওয়ালা মুখের দিকে তাকিয়ে সশব্দে হেসে ফেলে, লেনা তাই ভয়ে ভয়ে বলল, 'না, আমি বলব।'

—তাহলে ঠিক আছে। মুখ টিপে হাসা হচ্ছে বুঝি? হাসবার কি হল শুনি? তোমার জ্বালায়!... —ঠাণ্ডা হাওয়ার ঘূর্ণি তুলে ঘাগরাটা গুটিয়ে নিয়ে সভাপতি চলে গেল প্রবেশপথে, পিছনে দরজাটা এত জোরে বন্ধ করে গেল যে সারাটা বাড়ি কেঁপে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য ঘরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করল।

পিওত্র্ মিখাইলভিচ তার হাতব্যাগটার মধ্যে তোয়ালে, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম ইত্যাদি রেখে গালের আস্তরগুলোর দিকে ভ্রূভঙ্গী করল। একটা মদ্দা বেড়াল মেঝেতে একটা চক্‌চকে দাগ শুঁকে সামনের পাদুটো গুটিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ল।

অবশেষে লেনা বলল, 'তাহলে পিওত্র্ মিখাইলভিচ, তুমি ফসল সম্বন্ধে কথা বলতেই এসেছ?'

পিওত্র্ মিখাইলভিচ তার আস্তরগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'হ্যাঁ। তুমি সেদিন ফিরে এলে

না কেন? প্রতিজ্ঞা করেছিলে ত। আমি একটি ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলাম, এটা তোমার উচিত হয়নি।'

—গ্রীশ্কা আমাকে আসতে দেয়নি, পিওত্র্ মিখাইলভিচ।

—কে আবার গ্রীশ্কা?

—সে আমাদের দলেই কাজ করে। মুখে বসন্তের দাগ। তাকে তুমি চেন। সে ছিল পার্টিজান। সে বলেছে, 'বাইরের ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার আমার কোন অধিকার নেই। আমাদের খামারেই মেলা ছেলে আছে। আমি যদি যাই তাহলে সে আমার ঠ্যাং ভেঙে দেবে বলেছে।'

পিওত্র্ মিখাইলভিচ বলল, 'ভারী অদ্ভুত ত!...'

—তোমাকে চিঠিতে আমি সবই লিখেছিলাম।

—আবার বানিয়ে বলছ।

—দিব্যি করে বলছি। আমি লিখেছিলাম।

—মিথ্যে কথা বোলো না। কোথায় পাঠিয়েছিলে শুনি? আমার ঠিকানা জান?—লেনার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—ঠিকা... ঠিকানা...—লেনা একটু ঘাবড়ে গেল।—তোমার আফিসে পাঠিয়েছিলাম একটা পোস্টকার্ড।

যে কোন কারণেই হোক দেমেন্‌তিয়েভ তার কথাটা বিশ্বাস করল।

—কৃষিবিভাগের জেলাদপ্তরে? হুম্‌। তাহলে ছেলেরা নিশ্চয়ই পেয়েছে চিঠিটা। এবার ওরা আমাকে দেখাবে... লেনা, এ-ঠিকানায় আর চিঠি দিও না, আমার বাড়ির ঠিকানায় দিও। এই যে ঠিকানা...

বলে একটা কাগজের টুকরো ছিঁড়ে তাতে খস্‌খস্‌ করে লিখে দিল তাড়াতাড়ি। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

নিঃশ্বাস ফেলে লেনা বলল, 'ওরা মানুষকে দুটো কথা বলতেও সময় দেয় না।'

ফিস্‌ফিস্‌ করে দেমেন্‌তিয়েভ বলল, 'না, তাও দেয় না। শোন, আমি বাইরে যাচ্ছি, তুমিও এস পিছন পিছন...' সভাপতির জন্য অপেক্ষা না করেই সে টুপিটা পরে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সভাপতির পাজামাটা নিয়ে আসতে আসতে নাতাল্‌কা বলল, 'ইস্ত্রী করলেই ঠিক হবে।'

পিছনে ছিল পাভেল কিরীল্লভিচ, বলল, 'কর তোমার যা খুশি! ইস্ত্রী করে শুকিয়ে ফেল অথবা উনানের পাশে ঝুলিয়ে দাও। আমি আর এরকম থাকতে পারছি না। মুরগিগুলো শুদ্ধু আমাকে দেখে হাসছে। লেনা, তুমি হাঁটতে হাঁটতে গ্রামে

যাও না, একটা গাড়ি পাঠাতে বল। শেষ পর্যন্ত সেতুটা খুলে নেওয়া হয়নি।’

—আমি নদীর ওপর দিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

—গিয়ে একবার দেখই না!...

—তবে কি তুমি ভেবেছ আমি দশ মাইল ঘুরপথে যাব?

—আঃ জ্বালালে! যেও না কোথাও। ওরা নিজেরাই বুদ্ধি করে পাঠিয়ে দেবে।

পাভেল কিরীল্লভিচ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আঙিনায় জলের গর্তগুলি রোদের আলোর মত ঝিকমিক করছিল। বারান্দার কাছে বাদামী মাটিতে মুরগির পায়ের পরিষ্কার দাগ আঁকা। একটা পরিষ্কার পথ চলে গেছে সাপের মত এঁকেবেঁকে কূয়োর ধার অবধি। আরও দূরে ঝোপঝাড় আর তারপরে পাতলা আর স্পষ্ট একফালি বনের রেখা।

কৃষিবিজ্ঞানী ঝোপের কাছে গিয়ে একেবারে বনের কিনারায় গজানো চিরওয়ালা একটা আস্পেন গাছকে একমনে দেখছিল। থেকে থেকে সে জানলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল।

সভাপতি জিজ্ঞেস করল, ‘পিওত্র্ মিখাইলভিচ কি করছে ওখানে?’

লেনা জবাব দিল, 'আমি কি করে জানব?'

সভাপতি সন্দিগ্ধভাবে লেনার দিকে তাকাল।

—বটে, আবার তামাসা স্বরু করেছ। আমি হলে তোমাকে একবার দেখে নিতাম। ওর মত একটা শিক্ষিত লোক আস্পেন গাছটার চারপাশে যেভাবে বন-মুরগির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখে আমার পেটের ভিতর পাক দিয়ে উঠছে।

জানালাটা খুলে সভাপতি হাঁক দিল, 'পিওত্র্ মিখাইলভিচ, তোমাকে পটাশ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি। একবার ভিতরে এস!...'

৩

গুদামরক্ষকের বাড়িতে ছিল যৌথখামারের আফিস-ঘর। কাঠের পার্টিশন দিয়ে একটা বড় ঘরকে দুভাগ করা হয়েছে। একটার অর্ধেকে গুদামরক্ষক আর তার স্ত্রী থাকত, বাকী অর্ধেকে খামারের কাজকর্ম হয়। অনেক কৃষকই যুদ্ধের পরে তাদের বাড়িঘর আবার তৈরি করেছে। কিন্তু তবুও থাকবার জায়গার বেশ অভাব। যুদ্ধের আগে শোমুশ্‌কা গ্রামের গৃহসংখ্যা ছিল একশো, তাদের আবার চারপাশে ছিল আপেল বাগান। গ্রামের একপ্রান্ত নেমে গিয়েছে নদীর তীরে, অপর প্রান্ত শেষ হয়েছে পাহাড়ের কোলে। ফ্যাশিস্তরা উত্তরের অর্ধেকটা এবং দক্ষিণের কিছুটা অংশ পুড়িয়ে দিয়েছিল, কিছু কিছু

আপেলগাছ ছিল অক্ষত। পরিত্যক্ত আপেল ক্ষেতে অন্ধকার হেমন্তের রাতে যখন ঝড়ের দোলায় ফলগুলো মাটিতে ঝরে পড়ে, শব্দটাকে মনে হয় ভৌতিক।

পাভেল কিরীল্লভিচ, মারিয়া তীখনভ্না, দাশা খুড়ি আর পেলাগেয়া মার্কভ্না, লেনার মা, এঁরা একটা সভা করছিলেন। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। কামার হাতুড়িপেটা থামিয়েছে। রাস্তাগুলো নীরব। নদীতে বরফ ভাঙার খস্‌খস্‌ শব্দ, ঘাটের ধারে ইঞ্জিনের মৃদু ফোঁস-ফোঁসানি, হ্রদের জলে বুনোহাঁসেদের প্যাঁক-প্যাঁকানি, এমনি সব অস্পষ্ট আওয়াজ পর্যন্ত সন্ধ্যার নীরবতা ভেদ করে শোনা যাচ্ছে। এই মৃদু অস্পষ্ট শব্দ মিশে পৃথিবীকে যেন আরও বিরাট আরও বিস্তৃত করে তুলেছে।

আফিসটা আরামদায়ক নয়। আসবাবের মধ্যে আছে একটা বেঞ্চ, একটা চৌকি, আর একটা টেবিল, তার আবার তিনটে পায়া রঙ-করা, একটা পায়া রঙ করা হয়ে ওঠেনি। টেবিলের উপর একটা কাঠের তক্তায় কি সব অঙ্কটঙ্ক বসানো, দেখাচ্ছে যেন পিঁপড়ের মত। সমিতি সবেমাত্র খামারের ফসলের বরাদ্দ বাড়ানো স্থির করেছে।

পার্টিশনের ওধার থেকে এক শিশুর কান্না ভেসে এল,

দোলনার তালে তালে ওঠানামার শব্দ আর স্ত্রীলোকের স্বপ্নময় গানের সুরও শোনা যেতে লাগল সেই সঙ্গে:

চুপ চুপ খোকনসোনা, চুপ চুপ চুপ,
জ্বালাস্ না সোনামণি, কাঁদিস্‌নাকো আর
ছিঁচকাঁদুনে দুষ্টুছেলে হয়েছ যে তুই
আমার জুতোর চেয়ে হবে না ত বড়...

মায়ের গলার আওয়াজে বোঝা যাচ্ছিল ক্রমশ সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ছে।

পাভেল কিরীল্লভিচ কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, 'তাহলে আমাদের সভা শেষ হল। অনেকদিন আগেই আমাদের এরকম খোলাখুলি আলাপ হওয়া উচিত ছিল। সবাই আমরা চিন্তা করি একই ধরনে, কিন্তু লিখে দিতে ভয় পাই। কাকে ভয় পাই আমরা, আমাদের নিজেদের?'

দাশা খুড়ি মাথা নাড়ল। মারিয়া তীখনভ্‌না এমন সোজা আর নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন যেন তাঁর ছবি তোলা হচ্ছে।

পার্টিশনের অপর পার থেকে মহিলাটির গলা ভেসে এল:

চুপ চুপ খোকনসোনা, চুপ করে যা,
জ্বালাস্ না আর মোরে, কাঁদিস্‌নাকো আর ..

পাভেল কিরীল্লভিচ বলে চলল, 'ভুলে যেও না যেন কমরেড্ দেমেন্‌তিয়েভ কালকের মিটিং-এ আসছে। সভা যেন বেশ গম্ভীর আর সুশৃংখল হয়। আগে হাত না তুলে কথা বলতে যেও না। আর ফসল ছাড়া আর কোন ব্যাপার নিয়ে কথা বলো না যেন। সাধারণত আমাদের সভা কি ধরনের হয়ে থাকে, তা ত সবাই জান—সে এক মাছের বাজার। সকলেই যে যার ধারণা নিয়ে মত্ত। ধর না কেন—এই আমাদের আনিসিম। কতবার সে সভার মাঝখানে উঠে আমাদের ধন্যবাদ দিয়েছে, কি-না তাকে আমরা একখানা নতুন ঘর বানিয়ে দিয়েছি। এবার আর তাকে উঠতে দেওয়া হবে না। কমরেড্ দেমেন্‌তিয়েভ-এর সামনে কি লজ্জাকর ব্যাপারই না হবে তাহলে।'

দাশা খুড়ি বলল, 'ওকে কেউ থামাতে পারবে না।'

—তাহলে ওকে সভার খবরই দেওয়া হবে না। ওকে বাদ দিয়েই আমরা সারব।

পার্টিশনের ওপার থেকে একটি মৃদুস্বর ভেসে এল, 'পাভেল কিরীল্লভিচ, একটু আস্তে কথা বলুন, বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়াতে পারছি না যে।'

সভাপতি গলাটা একটু নীচু করল।

—এবার ধরা যাক বক্তৃতার ব্যাপারটা। আমি বলব প্রথমে। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা। তারপর পেলাগেয়া। তারপর মারিয়া তীখনভ্না, দলের নেতা হিসাবে আপনার, তারপর কমসোমলের কোন একজন সদস্য। কে বলবে সে ব্যাপারটা ওরাই ঠিক করে নিচেছ। বক্তৃতাটা বেশ সুন্দর হওয়া চাই। যাতে মনে হয় ওতে সার পদার্থ কিছু আছে। না হয় আগে লিখে নিন।

মারিয়া তীখনভ্না আপত্তি জানালেন, 'লেখা ছাড়াই আমার চলবে, লিখ্বার আবার কি আছে?'

—লোকের সামনে বক্তৃতা দেওয়া আপনার অভ্যাস নেই। কি বলবেন শুনি?

—সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি বলব আমরা একর পিছু চৌত্রিশ বুশেল ফসল ঘরে তুলব।

—আর কি?

—আবার কি। এই ঢের।

—আমি ত আপনাকে বলেইছিলাম। আপনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দলের নেতা, কিন্তু বক্তৃতা দিতে পারেন না মোটেই। বক্তৃতা দেবার সময় লোকের উৎসাহকে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে। আপনি বরং আমার কথামত লিখে নিন।

— না, আমি লিখব না। বক্তৃতা লেখার মত সময় নেই আমার।

— আপনার আপত্তি না থাকলে আমিই লিখে দেব।

পেলাগেয়া মার্কভ্না বলল, 'একগুঁয়েমি কোরো না, মারিয়া তীখনভ্না, ওর ইচ্ছে হয়েছে ওকেই লিখতে দাও।'

— কি লিখবে শুনি?

পাভেল কিরীল্লভিচ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি লিখব? এই যে শুনুন: লিখ্‌ব — এই হেমন্তে আমরা এত গম ঘরে তুলব যে এই হাড়জ্বালানো রুটির কার্ডগুলো আমাদের আর কোন কাজেই লাগবে না। লিখ্‌ব আমাদের এই মহান দেশকে শ্রমিকশ্রেণীর আনন্দের আর ধনতন্ত্রীদের আশাভঙ্গের সামগ্রী করে তুলব — তার ফলে আমাদের পুত্রকন্যারাই শুধু নয়, আমি, তুমি সবাই সাম্যবাদের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারব... তারপর... এইসব...' বলতে বলতে পাভেল কিরীল্লভিচ ধপাস্ করে বসে পড়ল।

মারিয়া তীখনভ্না বললেন, 'বেশ একটা জাঁদরেল গোছের শোনাচ্ছে বটে। আচ্ছা লিখেই দাও, আমার ত ভারী বয়ে গেল।'

নীল সন্ধ্যা নেমে এল। পার্টিশনের অপর পারে শিশুটি ঘুমিয়ে পড়েছে, তবুও শান্ত মহিলাটি গেয়ে চলেছে:

লাল জুতো পায়ে,
হাজার টাকার মলমলিদার
সোনার চাদর গায়ে...

দোলনাটাও কিচ্ কিচ্ করে চলেছে।

৪

দাশা খুড়ি সময়মত কাজে লেগে গেল। আফিস-ঘরের মেঝেটা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করল। কোথা থেকে খুঁজে-পেতে গোটাকয়েক বেঞ্চ এনে হাজির করল। লাল একটা সাটিনের কাপড় পাতল টেবিলের উপর। একটা জলের কুঁজো পর্যন্ত দাখিল করে ফেলল। পাভেল কিরীল্লভিচ ত বহুক্ষণ মাথা ঘামিয়েও বার করতে পারল না কোথায় সে ঐ কুঁজোটা দেখেছে। শেষ পর্যন্ত মনে পড়ল বটে, কর্মকার নিকীফরের এটা। নিকীফরের কাছ থেকে জিনিষ ধার করা সহজ নয়। সভাপতি ভাবল, 'দারিয়া বেশ ভাল কাজ করেছে। এবার সভায় নিশ্চয়ই নিয়মশৃংখলা বজায় থাকবে। কমরেড্ দেমেন্-

তিয়েভ দেখুক এসে আমরা কেমন ভদ্রভাবে কাজ করি। সকলেই ত মনে হয় আসছে—ঘরটা ভর্তি। এবার আর লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সভায় আসার জন্য অনুরোধ-উপরোধ করতে হবে না।'

লোকেরা শান্তভাবে চলাফেরা করতে লাগল, আস্তে আস্তে কথা বলল, ধূমপান করার জন্য বাইরে বারান্দায় গেল। সভাপতি একটু প্রচ্ছন্ন হাসির সঙ্গে ভাবল, 'কায় দা-দুরস্ত আর নিয়ম-মাফিক সবকিছু করলে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়ায় একবার দেখ।' ন'টার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে জলের পাত্রটার গায়ে পেন্সিল দিয়ে টক টক শব্দ করল।

সভা সুরু হল। অন্তর্বর্তী পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের সময় ইয়ার্কি তামাসা এবার হল না। মারিয়া তীখনভ্না, পাভেল কিরীল্লভিচ আর কমরেড্ দেমেন্‌তিয়েভ গিয়ে টেবিলের কাছে বসলেন। দেমেন্‌তিয়েভ টেবিলের একমাথায় বসে একটা একস্যারসাইজ খাতায় কি সব টুকে নিচ্ছিল। মারিয়া তীখনভ্না বরাবরের মতই শক্ত হয়ে বসলেন, চোখ পিট্ পিট্ করলেন না। পাভেল কিরীল্লভিচ চারদিকে চোখ ফিরিয়ে একটা বেদনার্ত চেহারা করে ফেলল। কেন জানি মঞ্চে

বসলেই তার চেহারাটা সর্বদা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে যেত।

সভাপতির সংক্ষিপ্ত একটু ভূমিকার পর কমরেড্ দেমেন্তিয়েভ বক্তৃতা দিতে উঠল। সে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ফেব্রুয়ারির সাধারণ অধিবেশনের কথা বলল। ফসল বাড়ানোর জন্য কি কি পন্থা অনুসরণ করা হয়েছে তাও বলল। জেলার অন্যান্য যৌথখামারে কিরকম কাজ করা হচ্ছে সে কথাও জানাল। সে বলল—সব গ্রামেরই যৌথখামারগুলি প্রতিজ্ঞা করেছে তারা এবার উৎপাদনের রেকর্ড স্থাপন করবে, এমনকি যাদের জমি তেমন উপযুক্ত নয় তারাও। খামারের কয়েকটি নাম করা কর্মীর নাম করতেই ঘরের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন আরম্ভ হল: 'কুভাকিন? কে সে?'—'চেন না তাকে? ইওনভের জামাই ...'—'শুনতে পেলে? সিপাতভ ফিরে এসেছে যে! সকলে বলাবলি করছিল তার মা কাঁদতে কাঁদতে চোখ কানা করে ফেলেছে!'—'এই তাহলে কোর্‌কিনা? ওকে দেখে কে বলবে একথা?...' সভাপতি জলের পাত্রের গায়ে আঘাত করে চলল। কিন্তু কমরেড্ দেমেন্তিয়েভ নামের তালিকা করে যেতে লাগল—আর ওদের সম্বন্ধে এমন সব ভাল ভাল কথা বলতে লাগল

যে ছোট বড় সব মেয়েরাই বেশ খুশি হল। সে বক্তৃতা শেষ করলে তারা অনেকক্ষণ ধরে হাততালি দিল।

সভাপতি তার তালিকার দিকে তাকিয়ে লেনার মা পেলাগেয়া মার্কভ্‌নার নাম ডাকল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য পড়ে শোনালেন। শেষ হলে তিনি সভাপতির দিকে একটি চোরাচাউনি নিক্ষেপ করে যেন জিজ্ঞেস করলেন: 'ঠিক আছে ত?' সে মাথা নাড়ল।

—বত্রিশ বুশেল বললেন, তাই না?

—হ্যাঁ, বত্রিশ বুশেল,—পেলাগেয়া মার্কভ্‌না নিজের আসনে ঠেলেঠুলে বসতে বসতে বললেন।

সভাপতি বলল, 'আমরা লিখে রাখছি।' বলে পেলাগেয়া মার্কভ্‌নার নামের পাশে বিরাট একটা বত্রিশ সংখ্যা বসিয়ে দিলে, নূতন বরাদ্দ সমন্বিত নামের তালিকাটা অবশ্য গত রাত থেকেই তার পকেটে ঘুরছিল।

সভা বেশ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলল।

পরিকল্পনা-মাফিক লেনার মার পর এল মারিয়া তীখনভ্‌নার পালা, একগুঁয়ে ভদ্রমহিলা, দলের পরিচালিকা হিসাবে নিজের মূল্য সম্বন্ধে বেশ সচেতন। উঠে দাঁড়িয়ে ধীরেসুস্থে

চশমাটা পরে নিলেন। কাগজটা একহাত দূরে রেখে পড়তে সুরু করলেন।

—সাথীগণ! সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে প্রাক্‌যুদ্ধকালীন ফসল উৎপাদন সীমায় পৌঁছানোর গুরুদায়িত্ব পড়িয়াছে আমাদের উপর। আগামী হেমন্তে আমাদের এমন ফসল উৎপাদন করিতে হইবে যেন সোভিয়েত সরকার রুটির বরাদ্দ-ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে পারেন। প্রতিকূল ভূত... ভূতত্ব... —কি লেখা রয়েছে পড়তে পারছি না ছাই।—সভাপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করলেন,—শব্দটা কি?

পাভেল কিরীল্লভিচ অস্বস্তিতে চিড়বিড় করে উঠল। দর্শকদের উপর দিয়ে বয়ে গেল হাসির মৃদু তরঙ্গ।

কোন কারণবশত আবার জলের কলসীর গায়ে আঘাত করে সভাপতি বলল, 'পড়, পড়।'

—না বুঝতে পারলে কি করে পড়ব শুনি? বলেছিলাম তোমাকে যে লিখিত বক্তৃতার আমার প্রয়োজন নেই।—মারিয়া তীখনভ্‌না চশমাটা খুলে ফেললেন। মুহূর্তখানেক বিবেচনা করে বললেন,—মেয়েরা, শোন, আমাদের দল একরপিছু পঁয়ত্রিশ বুশেল ফসল ফলাবে স্থির করেছে...

দরজার কাছ্ থেকে একটা স্বর ভেসে এল, 'এখানে ছেলেরাও আছে। যুদ্ধকালীন বদভ্যাসটা ছাড়তে পারেন না — মেয়েরা এই, মেয়েরা সেই।'

মারিয়া তীখনভ্না সে মন্তব্যে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে বলে চললেন, 'মেয়েরা ভেবে দেখ, পরে যেন কোন আপত্তি কোরো না। তোমাদের সঙ্গে আগে এ-ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছি। নয় কি? তোমাদের উপর আমি চাপিয়ে দিইনি কিন্তু, কেমন — তোমাদের ইচেছ্ আছে?'

— আমরা রাজী, রাজী ... — চারদিকের বেঞ্চ থেকে আওয়াজ এল।

— বেশ বেশ। আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি। এবার কঠোরতর পরিশ্রম করতে হবে। দেখো, কোনো আপত্তি শুনতে হয় না যেন। কেউ যেন আগামীকাল থেকে এক দিনের কাজও বাদ দেয় না ... দেখ গজ্‌গজ্ কোরো না যেন মনে থাকে। আমরা কিন্তু পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি না, আমাদের দেশের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি। তাহলে — এখানেই শেষ করি।

সভাপতি বলল, 'লিখে রাখছি।' বলে তার কাগজের উপর লিখল ৩৫।

কমসোমলের পক্ষ থেকে বলার কথা ছিল গ্রীশার, কিন্তু তার নামটা পড়ার জন্য সভাপতি মাত্র নীচু হয়েছে, চোখ পড়ল তার টেবিলের কাছে দাঁড়ানো আনিসিমের উপরে, হাতে তার লোমওয়ালা টুপিটা নিয়ে পাকাচ্ছে। সভাপতির বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠল না কি করে আনিসিম এখানে এল আর কি করেই বা ঘরের একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হল। নটা বাজার পর কারোকে ঢুকতে না দেওয়ার কঠোর আদেশ জারি করা হয়েছিল।

সভায় বিশৃংখলা হতে পারে আঁচ করে পাভেল কিরীল্লভিচ জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

—আপনারা অনুমতি দিলে আমি কিছু বলতে চাই...

—তোমার বলার পালা আসুক, অপেক্ষা কর।

—খালি একটা কথা। আমার মতন একজন বুড়ো মানুষকে আপনারা নিশ্চয়ই পালা আসেনি বলে অপেক্ষা করতে বলবেন না ... —ভদ্রমহাশয়গণ ...

—দাঁড়াও দাঁড়াও। তোমাকে ত বক্তৃতামঞ্চে দাঁড় করাইনি এখনও।

চারদিক থেকে আপত্তি উঠল, 'বলতে দাও, বলতে দাও! কি আসে যায় তাতে?'

সভাপতি অপরাধীর দৃষ্টিতে দেমেন্‌তিয়েভ-এর দিকে তাকাল।

আনিসিম বলে চলল, 'ভদ্রমহাশয়গণ, আমার জন্য আপনারা যা করেছেন তার জন্য আপনাদের আমি কি করে ধন্যবাদ দেব? এখানে এই জেলাকেন্দ্র থেকে আগত এই ভদ্রলোকের সামনে আমি আমাদের বাড়িটির জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না, ব্যাপারটা কি করে হল? মনে হয় যেন যাদুমন্ত্রবলে—যেন স্বপ্নে ...' বৃদ্ধের গলা ধরে এল।

সভাপতি বলল, 'এই-ই তোমার বক্তব্যমাত্র?'

—ভগবান আমার স্ত্রীকে নিয়েছেন। শত্রুরা হত্যা করেছে আমার ছেলেদের। আপনারা না থাকলে, হে ভদ্রলোকরা, আমি কি করতাম? আপনারাই আমার পুত্রকন্যা। কিন্তু আজ রাত্রে এরকম ব্যবহার আপনারা কেন করলেন? আমি কি কোন অন্যায় করেছি?—বুড়ো আনিসিম ভেঙে পড়ল কান্নায়।

পাকামাথা, ঋজুদেহ আনিসিম দাঁড়িয়ে আছে—চোখে তার জল চক্‌চক্‌ করছে, কয়েক ফোঁটা অশ্রু তোবড়ানো গাল বেয়ে নামছে, লোকেরা এমন নিঃশব্দে তার দিকে

তাকিয়ে আছে যে পাশের ঘরে ঘুমন্ত শিশুর নিশ্বাসের শব্দটাও শোনা যাচ্ছে।

আবার সভাপতি জিজ্ঞেস করল, 'এই-ই মাত্র?'

—না এইমাত্র নয়। কি করে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করতে আপনারা আজ এখানে এসেছেন। কিন্তু আপনারা আমাকে ডাকেননি, আমার জন্য কিছুই আসে যায় না যেন। কিন্তু হে ভদ্রমহোদয়গণ, আমি সত্তর বছর ধরে চাষের কাজ করেছি, আমি হয়ত আপনাদের কোন কাজে আসতে পারি। আমি আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের এই জমিকে আমার নিজের আত্মার মত করে জেনেছি। চিনেছি। আমার বয়স হয়েছে তাতে কি হয়েছে? বীজ বুনার বা আগাছা সাফ করার কাজও কি আমার দ্বারা হবে না? কেন আপনাদের দলে যোগ দিতে পারব না?

সভাপতি বলল, 'তোমাকে আমরা গত বছর ডেকেছিলাম কিন্তু তুমি আসনি।'

—পাভেল কিরীলভিচ, গত বছর আমি অসুস্থ ছিলাম। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই গত বছর বাতের ব্যথায় আমি কিরকম ভুগেছিলাম। এখন কিন্তু একেবারে আলাদা ব্যাপার, আমি রোদে আমার হাড়চামড়াগুলো গরম করে নিয়েছি।

সেদিন আমি এই এতবড় একটা কাঠের গুঁড়ি গড়িয়ে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছি। কোন কষ্ট হয়নি আমার! আমাকে মজুরী দিতে হবে বলে যদি আপনার আপত্তি থাকে, দেবেন না। আপনাদের কাছে বাড়ির জন্য আবার যথেষ্ট ঋণ রয়ে গেছে। আমাকে দারিয়ার দলে নিয়ে নিন। না হয় মারিয়া তীখনভ্‌নার, যদি অবশ্য তাঁর আপত্তি না থাকে। আর আমি খেয়ামাঝির কাজও করব। অবশ্য গরমের সময় খেয়ার কাজ বেশি নেই ...

সভাপতি সাহস করে বলে ফেলল, 'শেষ হয়েছে?'

আনিসিম টুপিটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

মারিয়া তীখনভ্‌না বললেন, 'ওকে আমার দলে ভর্তি করে দিন, আমার কোন আপত্তি নেই।'

লেনাকে ঘরের সামনের দিকে আসবার জন্য গুঁতোগুঁতি করতে দেখে সভাপতি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আবার উঠে পড়েছ কেন? কমসোমলের থেকে ত গ্রীশার বলবার কথা, তোমার ত নয়।'

লেনা বলল, 'গ্রীশা আমাকে তার জায়গায় বলতে বলেছে।' এতে হাসির কিইবা ছিল, কিন্তু সবাই হেসে উঠল।

— আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও ...

হঠাৎ হেসে লেনা চেঁচিয়ে উঠল, 'কমরেড্‌স্‌!... দ্যাখ গ্রীশা, হাসিও না বলছি। বন্ধুগণ! ঐ 'লাল কৃষক' খামার-ওয়ালাদের আপনারা দেখিয়ে দিতে পারেন না কি? দু'একটা ব্যাপারে ওদের শায়েস্তা করা যায় না? আমরা যদি এ বছর সকলের চেয়ে বেশি শস্য উৎপাদন করি তাহলেই ওদের তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়।

সভাপতি ভাবল, 'মনে হচ্ছে এবার আর লেনা আমার মাথাটা নীচু করবে না।'

—আমরা, তরুণ-তরুণীরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে স্থির করেছি, একর পিছু পঁয়তাল্লিশ বুশেল ফসল আমরা ফলাব।

সভাপতি পেন্সিলটা তুলে নিয়ে বলল, 'লিখে রাখছি।' তারপর হঠাৎ থেমে হাতটা শূন্যে রেখেই বলল, 'কতখানি বললে?'

—পঁয়তাল্লিশ বুশেল।

—পঁয়ত্রিশ বলতে চাইছ ত?

সবাই হেসে উঠল।

—আবার সেই শয়তানী হচ্ছে? যদি বক্তৃতা দিতে চাও ত কাজের কথা বল, তা যদি না পার ত বসে পড়।

—একটু দাঁড়ান। আপনাদের কাছে ব্যাপারটা বেশ কৌতুককর মনে হচ্ছে, কিন্তু আল্‌তাই খামারের কৃষকরা কিভাবে কাজ করছে তা আমরা কাগজে পড়েছি, বোনার সময় বীজের পরিমাণ বাড়িয়ে তারা ফলন বাড়িয়েছে। বয়স্করা হয়ত ব্যাপারটা একবার যাচাই করে নিতে ভয় পাবে, কিন্তু আমরা পাই না, আর তাই আমরা এই সভায় প্রার্থনা জানাতে এসেছি—তারা যেন জেলাকৃষিদপ্তরের অনুমোদিত আমাদের ভাগে যে পরিমাণ বীজ পড়েছে তার দেড়গুণ বীজ আমাদের বুনতে অনুমতি দেন।

যৌথখামারের কৃষকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। অর্ধেক লোক, বিশেষ করে তরুণদল, লেনার প্রার্থিত বীজ দিতে ইচ্ছুক, বাকী অর্ধেক, বিশেষত বয়স্কের দল, এর বিরোধী।

গোলমাল, হৈচৈ আর তর্কবিতর্ক চলল।

জলের কলসীর গায়ের টুংটাং শব্দ আর শোনা গেল না। সভা চলে গেল আয়ত্তের বাইরে।

পাভেল কিরীল্লভিচ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে লেনাকে বলল, 'তুমি বসো দেখি!... যা বলবার ছিল তা ত বলেছ, এবার বসে পড়।'

কিন্তু লেনা ঘরের এককোণে দাঁড়িয়েই রইল, লোকেরা

তার কাছে যাওয়া আসা করতে লাগল, কেউবা বকাবকি করতে কেউবা অভিনন্দন জানাতে।

কর্মকার নিকীফর সামনে এসে সকলের চুপ করার অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তারা আর চুপ করে না, অগত্যা সে সকলের কণ্ঠস্বর ডুবিয়ে দিয়ে সপ্তমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল :

--দেব নাকি আমরা ওদের? ধরা যাক দিলাম, তারপর? অন্যেরা কি লাগাবে শুনি? পাথরকুচি? আমাদের ক্ষেতের আয়তন বাড়ানো হয়েছে না? আর বাড়তি বীজও ত দেওয়া হয়নি, নাকি হয়েছে? আর এদিকে সে এসে নিজের ভাগের চেয়ে দ্বিগুণ বীজ নিয়ে সরে পড়ুক, বাকীদের আর নাইবা থাকল। চালাক বটে! সরস কল্পনা বলতে হবে বইকি। এরকম করে ত যে-কেউ ফসল বাড়াতে পারে। (সভাপতি ভাবতে লাগল, 'এই না খিস্তি সুরু করে দেয়।') আর পাঁচজনের মত সাধারণভাবে বাড়াতে পার, বাড়াও। ওকে দেওয়ায় আমার মত নেই। না, কোনমতেই দেওয়া যেতে পারে না, কখনোই না।

গ্রীশা চেঁচিয়ে উঠল, 'বরাবরের মতই চেঁচাচ্ছে!' যারা থেমে গিয়েছিল, তারা এ কথায় আবার চেঁচামেচি সুরু করল।

দেমেন্‌তিয়েভ-এর দিকে ঝুঁকে পাভেল কিরীল্লভিচ বলল, 'আশা করি আমাদের মাপ করবে। এবারও সেই লেনা তাক লাগিয়ে দিতে চায় সবাইকে। যেখানেই সে থাক্ গোলমাল একটা বাধাবেই ....'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দেমেন্‌তিয়েভ বলল, 'মাপ চাইছ কেন? সব ঠিক আছে। লোকেরা মুখ খুলল শেষ পর্যন্ত। এতক্ষণ পর্যন্ত ত মনে হচ্ছিল শোকযাত্রা চলছে।'

পাভেল কিরীল্লভিচ ত একেবারে বোকা বনে গিয়ে হাতটা নাড়ল, আবার চেহারায় এনে ফেলল বেদনার্ত ভঙ্গী।

প্রায় দশমিনিট ধরে চলল গোলমাল। অনেকেই সিগারেট ধরিয়ে নিল, মাথার উপরে চাঁদোয়ার মত হয়ে জমে উঠল নীল ধোঁয়া।

অবশেষে দেমেন্‌তিয়েভ উঠে দাঁড়াল। সবাই চুপ করে গেল।

সে বলল, 'কমরেড্‌স্, আমি কিছু বলতে পারি?'

নিকীফর চেঁচিয়ে উঠল, 'পার।'

—লেনা বেশ একটা চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনা এনেছে। আর মৌলিকও বটে। আপনারা বীজের বরাদ্দ নিয়ে বলাবলি করছেন... কিন্তু এই বরাদ্দটা কি করে নির্দিষ্ট করা হয়?

আমরা আসি আপনাদের কাছে, আপনাদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করি, আর তারই উপর ভিত্তি করে বরাদ্দ নির্দিষ্ট করি। আপনারাই ত আমাদের বলেন বরাদ্দটা কিরকম হবে। অবিশ্যি একবার সেটা নির্দিষ্ট হয়ে গেলে রীতিমত কারণ না থাকলে তার আর পরিবর্তন হয় না।

নিকীফর মন্তব্য করল, 'সেটাই ত বক্তব্য!'

—কিন্তু লেনার পরিকল্পনায় আমরা ত যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ পাচ্ছি যে আমাদের কৃষিবিজ্ঞান পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই কৃষির অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই ত এই পরিকল্পনা। আর পরীক্ষা করার জন্য ত লেনার ক্ষেতের চেয়ে ভাল ক্ষেত আর পাবেন না। জমিটা চমৎকার আর চাষ দেওয়া হয়েছে নিপুণ হাতে। ঠিক বলছি, না?

কেউ জবাব দিল না।

—প্রয়োজন হল কেবলমাত্র আন্তরিক ইচ্ছার। আর দেখে শুনে মনে হচ্ছে, সে ইচ্ছার অভাব নেই। গ্রীশা ত কর্মকারের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি স্নুরু করে দিয়েছিল। কাজেই আমি প্রস্তাব করছি লেনার দলকে দেড়গুণ বীজ দেওয়া হোক্।

—কোথায় পাব শুনি?—নিকীফরের প্রশ্ন।

—সেটা আপনাদের উপর নির্ভর করছে। আপনাদের ত যৌথখামার। যদি মনে করেন এই ব্যবস্থায় কেবলমাত্র আপনাদের খামার নয় গোটা সোভিয়েত রাষ্ট্রের উন্নতি হবে, বীজ যে কোন উপায়েই আপনারা বার করতে পারবেন। আর আমি, আমার সাধ্যে যা কুলায় আপনাদের জন্য তা করব। জেলাকৃষিদপ্তরও আপনাদের সাহায্য করবে। আর জেলাপার্টিদপ্তরও করবে...

শেষকালে স্থির হল জমানো বীজের কাঁটায়-কাঁটায় হিসাব ঠিক করে নিয়ে বাড়তিটুকু লেনাকে দেওয়া হবে।

৫

সভা ভাঙল।

ছোট ছোট তারায় ভরা আকাশ ছড়িয়ে পড়ল গ্রামের উপর। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে যৌথখামার আফিসের দরজাটা খুলে যাচ্ছিল। এক ঝলক আলো বেরিয়ে আসছিল খোলা দরজাটা দিয়ে। অন্ধকারে অভ্যস্ত হবার জন্য লোকেরা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকছিল কিছুক্ষণ, তাদের লম্বা ঠ্যাংওয়ালা ছায়াগুলো পড়েছিল রাস্তার এপার ওপার জুড়ে। ছেলেরা এ-ওকে ডাকাডাকি করছিল। নিকীফরের মেয়ে নাস্ত্যা ডাকল, 'এই

মেয়েগুলো, কোথায় তোরা? দাঁড়া আমার জন্য?' গ্রীশা মেয়েলী গলার স্বরে দূর থেকে হাঁক দিল, 'এই যে আমরা।'

বুড়োরা নীরবে, একা একা বেড়ার পাশ ঘেঁসে চলছিল। কয়েকজন বগলে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কাঠের টুল।

ক্রমশ দরজাটা আর অত ঘন ঘন খুলল না। গলার আওয়াজও মিলিয়ে গেল। বাড়ির জানলায় জানলায় দেখা গেল আলো। লোকেরা এখন রাত্রের খাওয়া সেরে ঘুমাতে যাবে।

দেমেন্‌তিয়েভ সে রাতটা পাভেল কিরীল্লভিচ-এর সঙ্গে থাকবে। হাতে তার একটা বৈদ্যুতিক টর্চ। তার থেকে সামনে পড়েছে আলোর বৃত্ত। কখনও সেটা নিভে যাচ্ছে। কখনও জ্বলছে।

পাভেল কিরীল্লভিচ বলল, 'ডাইনে চলো — এখানে কাদা আছে খানিকটা।'

দেমেন্‌তিয়েভ বলল, 'বেশ হল সভাটা।'

— বেশি ভাল হয়নি। আমাদের দেশবাসী এখনও আদবকায়দা শেখেনি তেমন। লেন্‌কাটা ত সব সময়ই ...

— ভাল হবে না বলছি! — পিছন থেকে এল স্বরটা।

— দুত্তোর। নিকুচি করেছে ... আচ্ছা, এগিয়ে যাও, — একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল পাভেল কিরীল্লভিচ।

—কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই।

কৃষিবিজ্ঞানী তাড়াতাড়ি বলল, 'কি ব্যাপার?' এবার তার টর্চটা শব্দ করছে না আর।

পাভেল কিরীল্লভিচ স্বগতোক্তি করল, 'দুত্তোর... চলে এসো। তোমার যা বলার ছিল তা কি নাতাল্‌কার বাড়িতেই শেষ হয়নি।'

লেনা বলল, 'তুমি এগিয়ে যাও, ও তোমাকে ধরে ফেলবে।'

দেমেন্‌তিয়েভও মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, তুমি এগিয়ে যাও।'

—বেশ। আমার বাড়িটা খুঁজে পাবে ত? ঐ ত দেখা যাচ্ছে কুয়োটার অপর পারে আলো। বার্চগাছের পারে। দেখতে পাচ্ছ না?

অন্ধকারে কুয়ো বা বার্চ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু দেমেন্‌তিয়েভ মাথা নাড়ল। পাভেল কিরীল্লভিচ এগিয়ে গেল, কিছুক্ষণ ধরে কাদায় তার পায়ের মস্‌মস্‌ শব্দ শোনা গেল। নদী থেকে ভিজা বাতাস ভেসে এল, ভাসমান বরফের চাঁইয়ের অস্পষ্ট আওয়াজে মনে হচ্ছিল কেউ যেন ঘুমের মধ্যে কথা বলছে।

লেনা বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে এস।'

— তুমি চল — ভদ্রমহিলারা প্রথমে যাবেন।

— কখন থেকে মেয়েদের পেছনে ছেলেদের চলাটা নিয়ম হয়েছে শুনি?

— এটাই ত ভদ্রতাসিদ্ধ।

— বেশ, তাহলে ত আর কথাই নেই। তুমি কি কালকেই ফিরে যাচ্ছ?

— হ্যাঁ।

— আমার কোন প্রশ্ন থাকলে তোমাকে চিঠি লিখতে পারি?

— লিখো।

— সোজা তোমার বাড়িতেই পাঠাব চিঠি, কেমন? ভেবো না তোমার ঠিকানা হারিয়ে গিয়েছে। এই যে সেটা।

জামার হাতের থেকে একটুকরা কাগজ বার করে অন্ধকারে তুলে ধরল।

-- বেশ, বাড়ির ঠিকানায়ই লিখো, — বলল দেমেনতিয়েভ। বিরক্ত হয়ে সে ভাবতে লাগল:

'কেন যে এমন ভাঁড়ামি করে অন্যকে ও বোকা বানাতে চায়? ও জানেও না যে আমার ঠিকানাটা নাতাল্‌কার ঘরে জানালার তাকে ফেলে এসেছে। যদি বলি যে আমার হাতব্যাগে সে-কাগজটা আছে তাহলে ওর অবস্থাটা কিরকম হবে?'

কামারের বাড়ির পাশ দিয়ে ওরা হেঁটে চলেছে। জানালায় দেখা গেল তার স্ত্রী প্যান থেকে চা ঢেলে দিচ্ছে। কাপড়ের ঢাকা-বসানো একটা আলো টেবিলের উপর ঝুলছে। বাইরে থেকে গোলাপী আলো বেশ উষ্ণ আর আরামদায়ক বলে মনে হচ্ছে।

লেনা জিজ্ঞেস করল, 'পিওত্র্ মিখাইলভিচ, কিছু বলছ না কেন?'

— যথা?

— কিছু উপদেশই দাও। কি করে সুরু করব? সবচেয়ে দরকারী কোন জিনিষটা? আমাকে তোমার বলার আছে অবশ্যই ...

'তোমাকে আমার কি বলার আছে?' ভেবে চলল দেমেন্‌তিয়েভ। 'আমাকে নিয়ে আর খেলা কোরো না, লেনা, আমি একেবারে শিশু নই, এই তোমাকে আমার বক্তব্য, লেনা ...' তারপর জোরে বলল, 'তোমার প্রচুর সার আছে ত?'

— তা ত এখনও জানি না।

— দেখ একবার কাণ্ডটা। আর তুমিই না সব কিছু নখদর্পণে বলে মিথ্যা দর্প করে বেড়াও, — এবার বিরক্ত হোল দেমেন্‌তিয়েভ। —কল্পনার রাশটা একটু টেনে ধর।

—তাহলে আমার এই পরিকল্পনাটা ছাড়তে হবে?

—নিজেই ভেবে দেখ। তোমার একরপিছু দশটন সার দরকার। তোমার আছে মাত্র কুড়িটা গরু।—হঠাৎ যেন দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে দেমেন্‌তিয়েভ থেমে গেল। 'কি বলছিলাম?' ভাবল। 'কেন এমনি করে ওকে ব্যথা দিচ্ছি?'

ওরা নদীর পারে এল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেসে এল হিম আর হিমঋতুর পরশ। গ্রামের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বইছে এই শীতল হাওয়া, সামনের বাগানগুলোকে মাতিয়ে দিয়ে, অসমাপ্ত নতুন বাড়িগুলির জানলার ভিতর দিয়ে শিস্‌ দিতে দিতে। নদীতে ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে, যেন কোন অদৃশ্য হাত গ্রামবাসীদের ঘুম ভাঙাবার ভয়ে ধীরে ধীরে বরফগুলোকে বাক্সবন্দী করে রাখছে।

লেনা বলল, 'ধন্যবাদ, আমাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই তোমাকে...'

তাড়াতাড়ি দেমেন্‌তিয়েভ বলে উঠল, 'দাঁড়াও, লেনা, আমাকে ভুল বুঝো না, তোমার মালমশলা হিসেব করে যদি পার, দেড়গুণ বীজ পুঁতে ফেল... বিদায়... আজ আমি বড় ক্লান্ত, লেনা।'

লেনা নিরানন্দভাবে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি

গেল। দেমেন্‌তিয়েভ খাড়া নদীতীরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। নীচে স্বচ্ছ কুয়াশায় বরফের স্রোত বয়ে চলেছে।

শেষ বাড়িটায় একটা জানলা খুলে গেল।

আনিসিমের গলা ভেসে এল, 'কে ওখানে?'

দেমেন্‌তিয়েভ জবাব দিল, 'আমি।'

—ও, আপনি এসেছেন? ভিতরে আসুন। বাইরে ঝড় হচ্ছে।

—তাতে আর কি হয়েছে?...

দড়াম করে জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। গাছের ডালে চলল হাওয়ার গর্জন। দেমেন্‌তিয়েভ কোটের কলারটা তুলে দিয়ে নদীর দিকে তাকাল। মনে হল যেন স্বপ্নের মত সে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে পৃথিবী আর তারার সঙ্গে সঙ্গে।

৬

দেমেন্‌তিয়েভ ভেবেছিল সকাল ৬টায় চলে যাবে। কিন্তু সে আর পাভেল কিরীল্লভিচ যখন প্রাতরাশ শেষ করল তখন বেলা এগারোটা। তারা বারান্দায় পা বাড়াল।

রোদে চোখ কুঁচকে পাভেল কিরীল্লভিচ বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো। তুমি না এলে ঐ মেশিন-ট্রাক্টরওয়ালাদের সঙ্গে

শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হবে না, আমার সঙ্গে ওদের ঝগড়াই চলতে থাকবে।'

—আসব। পাঁচ-ছ'টা খামার দেখবার পর জেলাকেন্দ্রে গিয়ে আমি ফিরে আসব,—বর্ষাতিটা টেনে নিতে নিতে বলল দেমেনতিয়েভ।

হালকা টাঙ্গায় জোতা সাদা খুরওলা কটা রঙের ঘোড়াটা যেন অধীরভাবে তাকাল তার দিকে, বলতে চাইল, 'আরে এস এস, আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবে!'

—আর ওদের লাঙ্গলটার কথা বলতে ভুলো না যেন। বলো, ব্যাপারটা এইখানেই থাকুক এ আমি চাই না! লিখে দিও, ভুলো না যেন!

ঘোড়াটা পিছনের পা তুলে লাফাতে লাগল।

দেমেন্‌তিয়েভ 'নমস্কার' বলে একপরত কাদামাখা রেকাবে এক পা তুলতে ঘোড়া ছুটল।

গাড়ীর পাদানিতে হাত রেখে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পাভেল কিরীল্লভিচ বলল, 'ওদের পটাশের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সারতে বলো।'

দেমেন্‌তিয়েভ খড়ের গদিটা ঠিক করতে করতে একপায়ে লাফাতে লাফাতে বলল 'বলব,—আরে এই হতভাগা!'

সে ঘোড়ার লাগাম ধরে টান দিল। কিন্তু ঘোড়াটি কেবল মাথা নাড়ল, নাক দিয়ে জোরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে খুর উঁচিয়ে জোর কদমে চলার উপক্রম করল।

দেমেন্‌তিয়েভ দড়াম করে আসনের উপর পড়ে গেল, ঘোড়া পিছনে ধূলো উড়িয়ে লাফিয়ে চলল। সভাপতি মুখ মুছে, হাত নেড়ে বাড়ি ফিরে গেল।

টাঙ্গাটা রোদে দাঁড়িয়ে থাকার দরুন তার থেকে গরম চামড়া, খড় আর চাকার তেলের গন্ধ বার হচ্ছিল। দেমেন্‌তিয়েভ আসনে ঠিক হয়ে বসল, লাগাম ছেড়ে দিল। ঘোড়াটি কৃতজ্ঞতার ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকাল, চাকা ঘর্ঘর করে উঠল কৃষিবিজ্ঞানীর বর্ষাতিতে কাদা ছিটকিয়ে। টাঙ্গা চলল গড়িয়ে, রাস্তায় চাকার দাগের উপরে হেলে হেলে চলেছে, ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করে করে।

খুব শীগ্‌গিরই গ্রামের প্রান্তে এসে পড়ল। চাকাগুলো ছোট একটা পুলের উপর উঠতে পুলটা বজ্রের মত গর্জন করে উঠল। চড়াইয়ের এখানে-সেখানে বিল, জলা। রাস্তার দু'পাশে নীচু ধূসর পর্বতমালা। বরফ গলে গিয়েছে। শুধু ইতস্তত ছায়াঢাকা ঢালু জমি, যেখানে-যেখানে বরফ গলেনি, দেখাচ্ছে ধূসর, অসুন্দর, যেন কেউ তাদের উপর ছড়িয়ে

দিয়েছে ছাই; আঁকাবাঁকা ছোট ছোট নদীগুলি রাস্তায় নেমে গিয়েছে। সাদা ফেনার রাশির নীচে জড় হয়েছে রাজ্যের যত ডালপালা আর পাথরকুচি। দেমেন্‌তিয়েভ সূর্যের দিকে তাকাল। এত চোখ-ধাঁধানো সে আলো যে অনেকক্ষণ ধরে তার চোখের সামনে নাচতে লাগল একটা কালো বিন্দু। দৃষ্টির সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মাঠ আর পাহাড়।

চড়াইয়ের শেষে বন।

বসন্তকালসুলভ স্বচ্ছতায় স্নাত বৃক্ষচ্ছায়ার ভিতর দিয়ে চলেছে সে। শীতে ঝরে-পড়া বাদামী রঙের পাতায় ছেয়ে আছে রাস্তার দু'পাশ। একঝাঁক চড়ুই একপশলা বৃষ্টির মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রাস্তার উপর, কলরবে মুখরিত করে তুলল বনপথ। ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনামাত্রই সদলবলে তারা উড়ে গেল— হঠাৎ যেন ধূসর পাতায় ছেয়ে গেল পত্রহীন আস্পেন বৃক্ষ। ভিজা শাখা দুলতে লাগল উপরে, নীচে।

এবার তারা এল খোলা মাঠে। রাস্তা ভাগ হয়ে গিয়েছে এবার।

লেনার দল যে ক্ষেতে কাজ করে সেটা হল বাঁদিকে। মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করে দেমেন্‌তিয়েভ ঘোড়ার বাঁদিকের রশিটা টেনে ধরল। তারা একটা পাহাড়ের উপর উঠে গেল,

তারপর আর একটার উপর, তৃতীয়টার মাথার উপর থেকে দেখা গেল নীচে কাজ করে চলেছে লোকে। এগিয়ে এসে দেমেন্তিয়েভ দলের নেতা দাশা খুড়ি আর গ্রীশাকে দেখতে পেল। একটু দূরে সারবোঝাই গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীটার কাছে দাঁড়িয়ে লেনা আর নিকীফরের মেয়ে নাস্ত্যা গজ্‌গজ্‌ করছে। একহাঁটু কাদায় দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা। যে ছেলেটা চালিয়ে নিয়ে এসেছে সে প্রাণপণ শক্তিতে দড়িটা টানছে। কিন্তু ঘোড়াটা বিন্দুমাত্র না নড়ে শুধুমাত্র গলাটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। চাকার কাঠিগুলি ঘুরিয়ে লেনা আর নাস্ত্যা গাড়ীটা চালাবার চেষ্টা করছে। তাতেও কোন ফল হোল না। দেমেন্তিয়েভ টাঙ্গা থামাল।

আর একটা গাড়ী এল। গ্রীশা গাড়ীটার পিছনে দৌড়ে গিয়ে প্রায় মাটি থেকে তুলে ফেলল। ঘোড়াটা হোঁচট খেয়ে চলতে লাগল। বসন্তের দাগওয়ালা এই পার্টিজানের দেহে যেন বৃষের শক্তি, চেহারা দেখে তা অনুমান করা যায় না।

লেনা প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, 'দেখ দেখি, আমাদের ঘোটকীটা দাঁড়িয়ে আছে, যেন কাদায় পুঁতে গিয়েছে।'

দৌড়ে কাছে গিয়ে কোদাল নাড়াতে লাগল।

— চালাও মাশ্‌কা! চালাও! — এই যে লক্ষ্মীসোনা। আরে এই অপদার্থ! টান্‌! হায় হায়, ভাবি, এমনি করে কি টানে লোকে? আরে নাস্তকা! হাবার মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? দেখ দেখি, ওরা মাল খালাস করছে। ধাক্কা দাও পিছন থেকে!

ক্লান্ত ঘোড়াটি গাড়ীটা তোলার জন্য আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, কাঁপতে লাগল। কোদালের বাঁটটা দিয়ে লেনা ওকে আঘাত করল। ঘোড়ার ঘামে ভেজা পিছন দিকটার উপর বাঁটের দাগটা পরিষ্কার হয়ে বসল। ঘোড়াটা নিরীহভাবে মাটির দিকে তাকাল, থেকে-থেকে সাপের মত ফ্যাকাশে জিভ্‌টা বার করে হাঁপাতে লাগল।

দেমেন্‌তিয়েভ চেঁচিয়ে উঠল, 'দলের নেতা!'

দাশা খুড়ি উঠে এল। সাদা রুমাল পরে তাকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। স্কার্টের প্রান্তের মুড়িটা উল্টিয়ে কোমরবন্ধের সঙ্গে জড়ানো, নীচের পেটিকোট দেখা যাচ্ছে তার।

— ঘোড়াগুলোকে মারছ কেন?

হতাশভাবে দাশা খুড়ি বলল, 'এই লেনাকে নিয়ে কি যে করি! এত মাথা গরম ওর!'

হাঁপাতে হাঁপাতে লেনা এসে উপস্থিত, কোদাল দিয়ে জুতোর তলা থেকে কাদা কুড়ে ফেলতে লাগল।

বলল, 'দেখ দেখি, পিওত্র্ মিখাইলভিচ, ওরা নিজেরা সব ভাল ভাল ঘোড়া নিয়ে আমাদের দিয়েছে ঐ হাড়-জিরজিরে জন্তুটা... দাশা খুড়ি মাশ্‌কা-কে নিয়ে আমাদের ভালেৎ-কে দিক্...'

লেনার দিকে না তাকিয়ে দেমেন্‌তিয়েভ বলল, 'তোমার দলের সভ্যদের সদয় ব্যবহার করতে বোলো। এইবারই এই জন্তুদের প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে না।'

গ্রীশা ধমকে উঠল লেনাকে, 'তুমিই না এই প্রতিযোগিতায় নেমেছিলে? প্রতিযোগিতার মানেটা একবার তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও!...'

চষা ক্ষেতের দিকে একবার তাকিয়েই দেমেন্‌তিয়েভ বুঝতে পারল ওদের এত তাড়া কিসের। ক্ষেতে লাইন করে রাখা হয়েছে বিরাট বিরাট সারের স্তূপ। লেনার লাইনে রয়েছে সাড়ে ছয়টা গাদা। দাশা খুড়ির লাইনে নয়টা। দেমেন্‌তিয়েভ ভাবল, 'নিশ্চয়ই শেষরাত থেকে আরম্ভ হয়েছে।'

অনবদমিত লেনা বলল, 'এর নাম প্রতিযোগিতা? শোভন নয় এটা। না কি পিওত্র্ মিখাইলভিচ?'

এবারও কৃষিবিজ্ঞানী তার কথার জবাব দিল না।

সে দাশা খুড়িকে বলল, 'প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতাই। কিন্তু ঘোড়াদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে, আর তাদের গালি দেওয়া বা মার দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি এমন কেউ থাকে যে এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয় তাকে জানিয়ে দেওয়াটা তোমারই কাজ।' বলে ঘোড়ার গায়ে পা দিয়ে ধাক্কা দিল।

পেছনে সে লেনার গলা শুনতে পেল, 'তুমি তোমার ঐ দৌড়বাজ ঘোড়াকে খুলে আমাদের সঙ্গে এসে সাহায্য করলে পারতে... বসে বসে সিগারেট ফোঁকা আর হুকুম চালান খুবই সোজা।'

তার মনের উপর দিয়ে, কেবলমাত্র ভেসে গেল যে ধারণাটা সেটা হল, 'কি ভীষণ চটে গেছে!' কিন্তু তাতে তার দুঃখ হল কি আনন্দ হল বুঝতে পারল না।

একটুখানি গিয়ে পিছন ফিরে তাকাল কিন্তু বাদামী রঙের একটা পাহাড়ের আড়ালে লোকজন আর ক্ষেতখামার সব ঢাকা পড়ে গিয়েছে ততক্ষণ।

আবার এল ক্ষেত—শুধুই ক্ষেত, ছোট ছোট ডোবা আর শীতের গম চারদিকে। গাঁটওয়ালা একটা বাঁকা পাইন

গাছের কাছে এল সে। কোন কারণে দেমেন্‌তিয়েভ এই পাইনটাকে ভালবাসত। যখনই সে শোমুশ্‌কায় আসে রাস্তার বাঁকে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানায় এটি, যেন গ্রামের রাস্তা দেখিয়ে দেয়, দেখায় তাকে মেদ্‌ভেদিৎসা নদী, দেখায় লেনার দিকে।

এবার সে পাইন নিতান্ত নিরুৎসুকভাবে নাড়াল তার শাখাগুলি, যেন সে অপরিচিত আগন্তুক।

হাতের সিগারেটটা জলায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে ঘোড়াটাকে বলল সে, 'এদিকে চল!'

৭

ছয়দিন ধরে এই দলের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সার বয়ে চলল ক্ষেতে। অন্যান্য দল মত বিশ্রাম নিতে তারা সাহস পেল না। অন্যান্য দল ত বরাবরের মতই সার পেয়েছে, ওদের তাড়া করার কি দরকার। কিন্তু এখানে বাড়তি গমের জন্য বাড়তি সার দরকার। সচেতন কর্মী দাশা খুড়ি তার দল সভ্যদের ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে চলল— সার ত আর বেশি অবশিষ্ট নেই, যদি তাড়াতাড়ি না এনে ফেলো অন্যরা নিয়ে যাবে যে সব।

আর সবচেয়ে দুঃখের কথা হল আবহাওয়াও হয়ে দাঁড়াল ওদের প্রতিকূল। ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই লেনা জানলার কাছে যেত, কিন্তু রোজই আকাশের সেই এক চেহারা; স্থির ধূসর মেঘে ঢাকা, ধাবমান কুয়াশার চাদর যেন লাগছে ঘরের ছাদে। দিনরাত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, ভিজে চড়ুইগুলো ছাতের নীচে লুকিয়ে অসহায়ভাবে উঁকি মারছে। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়েও কেরোসিন কুপি জ্বালাতে হত। রাস্তাটা শুকোতে আরম্ভ করেছিল, উঁচু জায়গাগুলো বেশ খট্‌খটে হয়ে গিয়েছিল কিন্তু, আবার হয়েছে পিছল। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত, কৃষকরা আর তাদের সারারাস্তা দৌড়িয়ে মাঠে না এনে রাস্তার ধারেই সার খালাস করে দিচ্ছে। লেনা আনিসিমের কাছে গিয়ে কিছু ঝুড়ি-বোনার ফরমাস দিল, তাহলে দলের সভ্যরা এই ঝুড়ি করে সার বয়ে মাঠে নিয়ে যেতে পারবে।

ছয়দিন ধরে চলল এইরকম। সাতদিনের দিন পাভেল কিরীল্লভিচ এসে উপস্থিত হল যেখানে ওরা কাজ করছিল।

দাশা খুড়িকে একান্তে ডেকে জুতো পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল, 'গোলা থেকে আর সার তোমাকে দিতে পারি না, যথেষ্ট নিয়েছ তুমি। কাল ঘোড়াগুলোকে অন্য দলে

পাঠিয়ে দিতে হবে। তোমরা ত এর মধ্যেই অন্যান্য দলের চেয়ে বেশি সার নিয়ে নিয়েছ।'

—অন্যদের সঙ্গে আমাদের কি করে তুলনা চলতে পারে? —দাশা খুড়ি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।—আমাদের ত অন্যদের চেয়ে বেশি নিতেই হবে।

—তোমাদের আর দেব না। এই যে চিঠিটা এইমাত্র এসেছে। পড়ে দেখ একবার। 'লাল কৃষক' খামারকে চৌদ্দ বুশেল বীজ দিতে হবে—ওদের প্রয়োজন মত বীজ নেই, যেন আমাদেরই কত আছে! কাজেই তোমার বরাদ্দ বীজ ছাড়া আর পাবে না।

দাশা খুড়ি শান্তস্বরে বলল, 'সভাপতি ঠাট্টা করছ? সারাটা সপ্তাহ ধরে তাহলে এই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটলাম কি জন্য? আমাদের পরিশ্রম কোন কাজে লাগবে না, এই কি তোমার ধারণা? কৃষিবিজ্ঞানী তোমাকে কি বলেছে?'

—আমাকেই ত এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে, কৃষিবিজ্ঞানীকে নয়। কোথা থেকে বীজ পাব শুনি?

—কিন্তু সমিতি ত মত দিয়েছিল, দেয়নি কি?

—তখন দিয়েছিল, কিন্তু এখন আর দিচ্ছে না। জেলা-

কৃষিদপ্তর যদি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠায়, তাহলে আমরা এ ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে পারি।

—একটু দাঁড়াও। আমি আমার লোকজনকে ডাকি। লেনা!

কিন্তু পাভেল কিরীল্লভিচ ঘুরে গ্রামের দিকে রওনা হল, বৃষ্টিতে ঘাড় গুঁজে।

৮

সেদিন কাজ চলল না ভাল। অন্যদিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি সেদিন দলের সভ্যরা ক্ষেত ছেড়ে গিয়ে লেনার বাড়িতে একটা সভা বসাল। বিষয়সূচী, কার্যতালিকা—সবই ছিল। তারা আপনাপন সঞ্চয় থেকে বীজ নেওয়া মনস্থ করে বাবা-মাকে দেওয়ার ব্যাপারে রাজী করাতে বাড়ি গেল। ব্যাপারটা কিন্তু সহজে মিটল না মোটেই। আগের বছর অনাবৃষ্টি হওয়ার দরুন বসন্তকালেই অনেক কৃষকের ভাঁড়ার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও প্রায় সকল যুবকযুবতীই তাদের মত করাতে পারল। একমাত্র নিকীফরকেই কোন মতে রাজী করান গেল না। প্রথমে নাস্ত্যা তার সঙ্গে আলাপ করল, তারপর এল লেনা। লেনা শস্য কথাটা উচ্চারণ করামাত্রই

নিকীফর খবরের কাগজ পড়তে স্রুরু করে দিল, শুনতেই চাইল না। ঝাড়া দু'ঘণ্টা ব্যর্থ চেষ্টার পর লেনা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে মনে মনে হিসাব করে নিল কে কতটা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, তারপর স্থির করল ওরা নিকীফরের শস্য ছাড়াই কাজে এগিয়ে যাবে। কিন্তু যখন প্রতিজ্ঞামত শস্য সংগ্রহের সময় এল, ব্যাপারটা দাঁড়াল অন্যরকম। সবাই শুনল যে নিকীফর দিতে অস্বীকার করেছে, কাজেই তারাও আবার এই নিয়ে ভাবতে বসল।

বাপ-মারা ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কেন বোকা বনব? আমাদের যা আছে সব দিয়ে দেব আর সে বসে বসে পিঠা বানিয়ে খাক্? কিছুতেই দেব না — সবাই যদি দেয় আমরাও দেব — ব্যস, আর কোন কথা নয়।'

কাজেই নিকীফরের কাছে আবার যেতে হল। দলের প্রায় সব সভ্যই তার সঙ্গে আলোচনা করেছে একবার করে। গ্রীশা ত তার 'বিবেকের কাছে পর্যন্ত আবেদন করতে' গেল, কিন্তু নিকীফর তাকে বাইরে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

রবিবার দিন লেনা নিকীফরের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সে মনস্থ করেছিল যে যদি প্রয়োজন হয় সারাদিন ধরে

সেখানে থেকেও যেন-তেন-প্রকারেণ তাকে রাজী করাবেই। ভোরবেলা সেখানে গিয়ে সে উপস্থিত হল।

নিকীফর টেবিলে বসে পিরিচে চা ঢেলে, লবণাক্ত কালো রুটির সঙ্গে খাচ্ছিল। ছোটখাটো বুড়ি নিকীফরের স্ত্রীটি উনুনে আগুন বাড়াচ্ছিল। নাস্ত্যা দুধমেশান চা খাচ্ছিল, সস্‌প্যানে গরমজল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছিল।

লেনা বলল, 'নমস্কার, চন্‌চনে-ক্ষিদে হোক্‌ আপনার।'

তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে কর্মকার বলল, 'নমস্কার, লিওন্‌কা, কয়লা বিলি করছে কিনা দেখেছ?'

—করছে।

—বাঁচা গেল। বড় প্রয়োজন পড়েছে।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, বিলি সে করছে। ওখানে যে সুন্দর কতগুলো পেরেক পড়ে থাকতে দেখলাম, এত ভাল মনে হচ্ছে যেন কারখানায় তৈরী।

—বটে, কারখানায় তৈরী। গতকাল আমি নিজে তৈরী করেছি এগুলো।

—নিকীফর কাকু, আপনি যাদু জানেন। ধরুন না কেন ক্রাল্‌কার নাল পরানোর ব্যাপারটাই। ঘোড়াটার যেন বয়সই কমে গিয়েছে। পাঁচবছরের বাচ্চার মত দৌড়ায় এখন।

—ওর নালগুলো ছিল ছোট। কি চমৎকার করেই না ওগুলো পরানো হয়েছিল! আমাকে সবগুলো খুলতে হয়েছে। সামনের ক্ষুরগুলো যেন ছাগলের পায়ের মত, ওদের জন্য নতুন রকম নমুনা বার করতে হল। নতুন নালও তৈরী করা হল। কারখানায় তৈরী নাল যে ক্ষুরে হয় না—ও ছাগলের-ক্ষুরে ওগুলো পরানো গেল না।

লেনা বলল, 'চলি এবার।'

—আরে দাঁড়াও,—কর্মকার বলে উঠল।—আমাদের কাছে বস একটু। এক কাপ চা খাও।

—ধন্যবাদ, চা আমি খেয়ে এসেছি।

—একটু বোসো। অত তাড়া কিসের?

লেনা টেবিলের পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞাসুচোখে তাকাল নাস্ত্যার দিকে। তার বাবা বোধ হয় তাহলে মত বদলেছেন? কিন্তু নাস্ত্যা কপাল কুঁচকে মাথা নেড়ে জবাব দিল।

নিকীফর বলে উঠল, 'তোমরা অত চোখ ঠারাঠারি করছ কেন? আবার সেই বীজগমের ব্যাপার বুঝি? এ ব্যাপারে আর একটা কথাও শুনতে চাই না আমি।'

লেনা বলল, 'আমরা আর শস্য চাই না। আমাদের প্রয়োজনমত যোগাড় হয়ে গেছে। গুদীমভ দিয়েছে আধবস্তা আর গ্রীশার বাবা দিয়েছে পূরো এক বস্তাই।'

নিকীফর বলল, 'বটে। বেশ বড়লোক ত।'

—আর আমার মা দিয়েছেন আধবস্তা।

নাস্তিয়া ত অবাক হয়ে লেনার দিকে তাকাল কিন্তু বলল না কিছুই।

সন্দেহের দৃষ্টিতে লেনার দিকে তাকিয়ে নিকীফর বলল, 'তাহলে সবাই কিছু কিছু দিয়েছে?'

—নিশ্চয়ই দিয়েছে। এমনকি দাশা খুড়ি পর্যন্ত, যার তিন-তিনটে ছেলেপুলে, দিয়েছে এক বস্তা। সে যদি দেয় এক বস্তা, আমার মাকেও তাহলে কিছু দিতে হয়। নাহলে তাঁর লজ্জা করবে না? আর কিছু না হোক দাশা খুড়ির তিন-তিনটে ছেলেমেয়ে ত আছে?

—তারা তাহলে ক্ষিদেয় মরবে।

—না তারা মরবে কেন। তাদের প্রচুর আলু আছে। শুকনো ব্যাঙের ছাতা আছে আর তার বাচ্চারা সব বোঝে। বেশি চায় না মোটেই। তারা যে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে এসেছে... গতকাল রাত্রে তাদের মা সবাইকে একটা করে মিষ্টি দিয়েছে—আর সেই যে স্তাবি, যে সারাদিন আপনার কামারশালায় বসে থাকে, সে আধখানা খেয়ে বাকী আধখানা কাগজে মুড়ে পরের দিনের জন্য রেখে দিয়েছে।

নিকীফর বিরক্তির নিঃশ্বাস ফেলে আর এক কাপ চা ঢেলে নেবার জন্য কেৎলীর ঢাকনিটা তুলল তার লোমশ হাতে।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে বলল, 'তাহলে গুদীমভও দিয়েছে কিছু—কেমন?'

—সবাই দিয়েছে। আপনি ছাড়া আর সবাই। তাতে আর কি হয়েছে? আপনাকে এরকম জোরজবরদস্তি করার জন্য কিন্তু আমাদের উপর রাগ করতে পারবেন না। আমাদের আর এখন দরকার নেই... জান নাস্ত্যা, স্তাবি বাড়িতে একটা কামারশালা বানিয়েছে, ভাঙা কোদাল দিয়ে সে একটা নেহাই বানিয়েছে, কোত্থেকে একটা চিমটেও জোগাড় করেছে।

নিকীফর একটু হেসে বলল, 'তাহলে আমার চিমটেটা সেখানেই আছে।'

লেনা বলে চলল, 'সারাদিন ধরে সে হাতুড়ি পিটিয়েই চলেছে। দাশা খুড়িকে পাগল করে ফেলল।'

নিকীফর বলল, 'যদি ধারই হয় তাহলে... কিন্তু সবটা শস্য দিয়ে দেওয়া, তাই বা কি করে হয়, কেউ জানেও না কেন...?'

—আমরা দিয়ে দেব আবার। ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবে বলে সভাপতি কথা দিয়েছে,—বলল লেনা।

লেনা ভাবল, 'এটা ত মন্দ নয়। হেমন্তে এটা ফেরৎ দেবার কথা বলব সভাপতিকে আজ। ওকে আমরা রাজী করাব।'

—আমাদের বীজটা ভাল নয় তেমন, বড় সরু।

—সকলেরই ত একরকম। আমরা বেছে নেব। আচ্ছা, তাহলে চলি।

—আরে দাঁড়াও। গিন্নী, যাও ত দেখ, গামলায় কতখানি আছে আর।

গিন্নী আপত্তি জানাল।

লেনা বলল, 'কিন্তু আমাদের আর ত চাই না।'

—কি রকম? আমারটা চাই না—আর সবাইকারটা চাই?

নাস্ত্যার দিকে ফিরে লেনা বলল, 'তুমি কি বল? নেওয়া উচিত?'

—বাবা যদি দেন তাহলে নিশ্চয়ই নেওয়া উচিত।

নিকীফরের স্ত্রী বেরিয়ে গেল। প্রবেশপথে শোনা গেল ভারী পুরুষালি পদশব্দ।

ভেসে এল গলা, 'এই লোকটার প্রাতরাশ সারতে কত যে দেরী হয়। চাকাতে এখনও লোহা দেওয়া হয়নি—এত বেশি চাল মারছে আজকাল, যেন হোমরাচোমরাদের একজন হয়ে গেছে।'

লেনা ত রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল।

সভাপতি ঘরে ঢুকল।

—এই যে ওরা। সবাই আছে। লেন্‌কা, কাজে যাওনি কেন? একদিন দেখি ক্ষেত থেকে কেউ তোমায় টেনে বার করতে পারে না, আবার পরের দিনই...

মিটমাটের স্বরে নিকীফর বলল, 'ও যাচ্ছিল—কাজেই এসেছিল—বীজের জন্য।'

—বীজ? কিসের বীজ?

—খেতের জন্য। আমি দিচ্ছি দু'বস্তা। দেখো যেন ফিরিয়ে দিও, চালাকী কোরো না।

নিকীফরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সভাপতি বলল, 'ফিরিয়ে দেব কি?'

লেনা বলল, 'তাহলে লিওন্‌কা কয়লা আনছে না শেষ পর্যন্ত।'

—দাঁড়াও দাঁড়াও। ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিও না... তুমি কি বীজটা ফেরৎ দেবে বলেছ?

— কিসের বীজ?

নিকীফরের স্ত্রী হাতে একটা লাঠির মধ্যেখানে ধরে নিয়ে এসে বলল, 'এইটুকুন মাত্র অবশিষ্ট আছে।'

— রাখ রাখ, গিন্নী। কতখানি আছে, সে আমরা বুঝব। কিন্তু লেন্‌কা মিছে কথা বলছে, মেয়েটার একেবারে ধর্মজ্ঞান নেই।

৯

সেদিন সন্ধ্যায় লেনা কালিপোরা পেন্সিল জলে ডুবিয়ে লিখল:

'কমরেড্ দেমেন্‌তিয়েভ,

তোমার বন্ধু, লেনা জোরিনা, চিঠি লিখছি।

কমরেড্ দেমেন্‌তিয়েভ, আমাদের দল দেড়গুণ বীজ বুনবে ঠিক করেছিল, তুমিও অনুমতি দিয়েছিলে। কিন্তু যখন কাজ করার সময় এল সভাপতি বাধা দিল, আমাদের বীজও দেয়নি। বীজ শুকাবার সময় হয়ে এল, আকাশও বেশ পরিষ্কার, কিন্তু সে ত কিছুতেই দিচ্ছে না। যত তাড়াতাড়ি পার এস, না হয়ত চিঠি লিখে ওকে জানিয়ে দাও তাকে তার কথা রাখতে হবে।

তোমার বন্ধু,

লেনা জোরিনা।'

লেনা খবরের কাগজ কেটে খাম বানাল। কালো রুটি ভিজিয়ে আঠা বানিয়ে মুখটা জুড়ল। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল কৃষিবিজ্ঞানীর বাড়ির ঠিকানাটা নাতাল্কার জানলায় ফেলে এসেছে।

উপায় ত নেই আর! আফিসেই পাঠাতে হবে তাহলে।

১০

বেশ গরম পড়ে আসছিল। দিন দিন রোদের ঝাঁঝ বেড়ে যাচ্ছিল।

অগভীর খানাডোবা শুকিয়ে গেল। তাদের জায়গায় রইল শুধু কালো কালো দাগ। রাস্তার গর্তে গর্তে কাদা শুকিয়ে এল। রাজহাঁসের দল গ্রামের ভিতর চলল ঘুরতে— ডানার ঝট্পট্ শব্দ আর মোটরের ভেঁপুর মত শব্দ করতে করতে। কিন্তু পিওত্র্ মিখাইলভিচের কাছ থেকে কোন চিঠি এল না।

এম. টি. এস. থেকে মেশিন এসে উপস্থিত হল। ধাতুর পিপে বোঝাই একটা গাড়ী আর একটা ছোট চাকার ওপর বসানো রেল কামরার মত সবুজ লাঙ্গল ট্রাক্টরে ঠেলে নিয়ে এল। তারপর আবার এই ট্রাক্টরগুলোই নিয়ে এল গোটা

কয়েক মোটর লরী। সারারাত ধরে চলল, তাদের গোলমাল আর ঘর্ঘর শব্দে বাড়িঘর কেঁপে উঠতে লাগল, যেন জ্বর হয়েছে। সকালের মধ্যে রাস্তাটা তাদের চাকার দাগে কেটে কেটে টুকরো টুকরো পাঁউরুটির মত হয়ে গেল, আর মধ্যের জলে-ভরা গর্তগুলি দেখাতে লাগল মুক্তোর মত। চালকরা নদীর পাড়ে তাদের গাড়ী রেখে গিয়েছে। দুটি নোংরা ছেলে, দেখলে মনে হয় দুই ভাই, পরনের প্যাণ্টগুলো তেলেকালিতে চামড়ার মত দেখাচ্ছে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে ভাব করছে—কেরোসিনের বদলে দুধ নিচ্ছে তারা, আবার খেয়াল রাখছে যাতে না যন্ত্রবিদের কাছে ধরা পড়ে যায়।

বীজ বোনার সময় প্রায় হয়ে এল, তবুও না এল দেমেন্তিয়েভ নিজে, না এল তার চিঠি।

যুবকযুবতীর দল গোলাঘরের সামনে খোলা জায়গায় অঙ্কুর গজাবার জন্য বীজ ছড়িয়ে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে তাতে। ভিজে ফুলে উঠলে মাটি থেকে খাদ্য নেওয়া সোজা হবে তাদের পক্ষে। গোলাঘরের সামনে চড়ুইগুলো একঘেয়ে কিচ্‌কিচ্‌ করে চলেছে। বাড়ির ছাদগুলো তাদের ঝাঁকে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে তারা ছোঁ

মেরে নীচে এসে দানা চুরি করতে চাইছে কিন্তু ছেলেরা লাঠি দিয়ে ঠেঙিয়ে তাদের বিদায় করে দিচ্ছে।

সভায় নেওয়া প্রতিজ্ঞাটা হয়ত দেমেন্‌তিয়েভ ভুলে গিয়েছে। লেনা ভাবছে, 'হয়ত সে আমার উপর দারুণ চটেছে, সেজন্যই আসছেও না চিঠিও লিখছে না, কিন্তু তাহলে ত বুঝতে হবে ওর দাম বেশি নয়। এরকম দুটো ব্যাপার কি করে মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে? না, ও মোটেই উপযুক্ত পাত্র নয়।'

কিন্তু মাঠে কাজ করার সময় লেনা তার নিরাশা লুকিয়ে রাখল। অন্যদের জন্য তার বড় দুঃখ হতে লাগল। ওরা এত কঠোর পরিশ্রম করেছে যে হিসাবরক্ষক দাশা খুড়ির প্রদত্ত সংখ্যায় বিশ্বাস করতে না পেরে কয়েকবার নিজে মাঠে এসে দেখে গিয়েছে সত্যিসত্যিই তারা এত সার মাঠে ঢেলেছে কিনা। লেনা ভেবে দেখল সে নিজে যদি মন খারাপ করে চিন্তা করতে থাকে তাহলে অন্যরা তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলে হতাশ হয়ে পড়বে। কাজেই সে হেসে, ঠাট্টা করে, সর্দারি করে লোককে ব্যস্ত রাখল—এমন ইসারাও করল যে কেন্দ্রে সে চিঠি দিয়েছে এবং গোপন কথা একটা সে জানে। সকলেই, এমন কি চালাক মেয়ে দাশা খুড়ি পর্যন্ত

তার কথা বিশ্বাস করল — আর কেনই বা সন্দেহ করবে তারা? সবাই জানে কৃষিবিজ্ঞানীর লেনার প্রতি বেশ দুর্বলতা আছে।

একদিন বাড়ি যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে তারা, গ্রীশা ডোবার জলে তার জুতো ধুতে ধুতে বলল, 'তাহলে সবই ত এখন তৈরী। দু'একদিনের মধ্যেই বোনা আরম্ভ করতে পারি। লেনা কি শক্ত মেয়ে! সে সব করতে পারে — আমরাও সঙ্গে সব সময় থাকব। জেলাকেন্দ্রে বন্ধু থাকলে কি সুবিধা দেখ দেখি?'

সবাই বাড়ি চলে গেল, রইল কেবল দাশা খুড়ি আর লেনা — কিছু মাপজোখ বাকী ছিল তখনও। অস্তরবি তখন মাটিতে নেমে এসেছে প্রায়।

লেনার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে দাশা খুড়ি বলল, 'এসো, চলো যাই।'

লেনা বসেছিল একটা উপলখণ্ডের উপর, তার কাঁধদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

— কি ব্যাপার? কেউ কি ব্যথা দিয়েছে তোমায়? তোমার বন্ধু কি তোমায় ডুবিয়েছে?

লেনা জবাব দিল না।

— কি আশ্চর্য তুমি! আমাকে আগে বলনি কেন? ওদের

না বলার মানেটা বুঝতে পারি, কিন্তু আমাকে ত বলতে পারতে? কেঁদো না। এত অধীর হোয়ো না। আমি যাচ্ছি সভাপতির সঙ্গে কথা বলতে। এখনও হয়ত কিছু করা যেতে পারে। একমাত্র সেই ত আর সর্বেসর্বা নয়! সমিতির সভ্যদের ত কিছু বলার আছে।

১১

কেউ জানে না দাশা খুড়ি কি করে তার প্রার্থিত বস্তু পেল, কিন্তু সে রাত্রে লেনার জানলায় টোকা মেরে লেনাকে চুপি চুপি বলল:

— আমরা বীজ পাচ্ছি। তোমার সব ছোকরাদের বোলো, সকালবেলা যেন বোঝাই করে, যতক্ষণ না সভাপতি তার মত বদলায়। ওর একটা কথাও বিশ্বাস করি না।

লেনা আর ঘুমোতে পারল না। অধীরভাবে সে ভোর হবার অপেক্ষা করতে লাগল, তারপর গ্রীশা, নাস্ত্যা আর অন্যান্যদের ডাকবার জন্য দৌড়াল। তাড়াতাড়ি দুটো গাড়ীতে ঘোড়া জুতে, গুদামরক্ষককে জাগিয়ে, খামারের দিকে চলল।

অনেকক্ষণ ধরে যৌথখামারের সভাপতির লিখিত অনুমতিপত্র ছাড়া বীজ দিতে আপত্তি করল গুদামরক্ষক, সমস্বরে

চেঁচিয়ে তারা বুঝিয়ে দিল পাভেল কিরীল্লভিচ অনুমতি দিয়েছে এবং সে এসে পড়ছে শীগ্‌গির। এর মধ্যে তারা মাপজোখ আর বোঝাইয়ের কাজটা সেরে ফেলতে চায়।

প্রথম গাড়ীটি বেশ কানায় কানায় উঁচু হয়ে উঠেছে থলিতে, এমন সময় পাভেল কিরীল্লভিচ সত্যিই এসে পড়ল।

জুতার দিকে নজর রেখে বলল, 'মাল নামাও...'

দাশা খুড়ি চীৎকার করে উঠল, 'কি, মাল নামাব? তুমি না আমাদের অনুমতি দিয়েছ?'

—আমি বলছি, মাল নামিয়ে নাও।

—জানোয়ার একটি!—লেনার গাল থেকে ক্রমশ সব রঙ নিঃশেষে মুছে যাচ্ছিল।

—জানোয়ার!—পাভেল কিরীল্লভিচ চীৎকার করে উঠল।—উৎপাদন বাড়াতে চাও, অন্যদের মত চল—এইসব নতুন ভুঁইফোড় পরিকল্পনা বাদ দাও। এইসব ভুঁইফোড় পরিকল্পনা আমাদের জন্য নয়...

লেনা বলল, 'ওকথা বলো না।'

—বলছিই ত। তাহলে তুমিই জেলাকেন্দ্রে লিখেছিলে, না? অভিযোগ করেছিলে যে আমি বীজ দিইনি, তাই না?

তাহলে এই নাও, পড় এটা।—সভাপতি অস্থিরভাবে তার পকেটময় হাতড়াতে লাগল, অবশেষে একটা চক্‌চকে ভাঁজ করা কাগজ বার করল।

লেনা কাগজটা খুলে দেখল বেশ পরিষ্কার করে টাইপ করা হয়েছে, সুন্দর করে টাইপ করা অক্ষরগুলোর উপরে সই করা হয়েছে—তার বুঝতে বাকী রইল না যে ব্যাপার বড় গুরুতর। বিশেষ করে অস্পষ্ট সেই একমাত্র 'আ'—দশটা 'আ' পরপর সাজিয়ে যে নামসই শেষ হয়েছে গিয়ে সুন্দর টানে—লেনাকে ভাবিয়ে তুলল।

কাগজে লেখা ছিল :

'শোমুশ্‌কা গ্রামের যৌথখামারের সভাপতি মহাশয় সমীপে।

আপনার ... ... তারিখে প্রাপ্ত ... ... নং চিঠির জবাবে আপনাকে জানান যাইতেছে যে আমাদের ... ... (মস্তবড় একটা সংখ্যা) ... নং প্রস্তাব মত ন্যায্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বাছাই বীজের বেশি বপন করা নিষিদ্ধ। আপনার দলের সভ্যদের জানাইয়া দিবেন যে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিলে আইন অনুসারে শাস্তি পাইতে হইবে।'

আর তার নীচেই সেই দশটা 'আ ... ওয়ালা' লোকের নামের স্বাক্ষর।

১২

পেলাগেয়া মার্কভ্না যখন বাড়ি এলেন তখন বেশ রাত হয়েছে। গোলাবাড়ির পিছনে সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েছে। কোণে একটা কিছু নিয়ে ইঁদুরের খট্‌খট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। যে বাড়িতে তিনি আর লেনা বাস করতেন সেটা বেশ নতুন। ইটের ভিতের উপর ছিল কাঠের গুঁড়ি দাঁড় করান, বারান্দাটা এখনও তৈরী হয়নি বলে তক্তা বেয়ে দরজায় উঠতে হত। ভিতরে এখনও কাঁচা কাঠের গন্ধ।

আলো না জালিয়েই পেলাগেয়া মার্কভ্না উনুন জালিয়ে খাবার তৈরী করবার কাজে লেগে গেলেন।

বালতিটাকে বললেন, 'এই যে দেখছি আর একটা ফুটো করে বসে আছিস, হতভাগা... আর একটা বছর আর-কোনরকমে চালাতে পারলি না? সুদিন আসবে আগামী বছর। তাহলে ত আর একটা বালতি কিনে তোকে একেবারে ছুটি দিতে পারতাম।'

পেলাগেয়া মার্কভ্না বালতি, উনুন, কি ঘরের যে-কোন বস্তুর সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। না হলে তাকে কথা বলাই ভুলে যেতে হত। কাজ ধরে কথা বলার মতো

সময় নেই, কিন্তু ঘরে কথা বলার আর লোক ছিল না ত, পেলাগেয়া মার্কভ্না ঘুমাতে না যাওয়া পর্যন্ত ত লেনা বাড়িই ফিরতো না।

পেলাগেয়া মার্কভ্না পিপে ভরলেন, তারপর কাঠ চেলা করতে লাগলেন, একের পর এক তারা একঠ্যাঙে লাফিয়ে মেঝের উপর পড়তে লাগল।

ভালমানুষের মত পেলাগেয়া মার্কভ্না ঐ কাঠের গুঁড়িটাকে বললেন, 'কি শয়তান রে বাবা! ঠিক ছুরির নীচেই একটা করে গাঁট ফেলবে। লজ্জাও করে না তোদের! দ্যাখ্ না এবার উল্টিয়ে রাখব, তাহলেই তোর সব শয়তানী বেরিয়ে যাবে।'

উনুনের উপর একটা তাওয়া রেখে পাত্রটাতে জল আর আলু দিয়ে দেশলাই খুঁজতে লাগলেন।

দেশলাই কোথাও পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে পেলাগেয়া মার্কভ্না তাওয়াকে বললেন—আকাশ পরিষ্কার থাকলে কাল সকালে বোনা আরম্ভ হবে, ট্রাক্টর-চালকরা জমি দেখতে এসে হেমন্তে যে-চালকরা বীজ বুনেছিল তাদের কি দোষ খুঁজে বের করেছে, ওরা গোটাকয় অদ্ভুত যন্ত্রপাতি এনেছে সঙ্গে করে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে সবকিছুই প্রায় ভালভাবে শেষ হবে।

উনুনের পারে বাক্সের উপর দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর হাতটা গিয়ে ঠেকল নরম আর গরম একটা কিছুর উপর।

—হায় ভগবান! —হাতটা টেনে নিতে নিতে বললেন,— কে ওখানে?

ক্লান্ত সুরে লেনা বলল, 'আমি, মা।'

—কি ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলি আমাকে। একেবারে মরে গিয়েছিলাম আর কি! ওখানে যে তুই আছিস তা ত আমাকে জানাতে পারতিস?

—কি জন্য?

—এত তাড়াতাড়ি বাড়ি এলি কিরকম?

—কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে।

—ক্লান্ত নাকি?

লেনা জবাব দিল না। পেলাগেয়া মার্কভ্না ভাবলেন, 'কিছু গোলমাল হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে ত লাভ নেই, জবাব দেবে না।' অবশেষে তিনি দেশলাই খুঁজে যথাসম্ভব কম শব্দ করে আলু সিদ্ধ করলেন, দুধ জ্বাল দিলেন। তারপর আলো জ্বালিয়ে লেনাকে ডাকলেন। একটা টেবিলে

তারা বসল, সে টেবিলটা আবার এত নড়বড়ে যে একমাত্র দেয়ালের গায় ভর দিলে দাঁড়াতে পারে। আলোটা তাদের ক্লান্ত চোখে মুখে অস্পষ্ট ছায়া ফেলল—কোণে দাঁড় করানো সিন্দুকটা, কতগুলি ছবিতে ঠাসা ঐ ফ্রেমটাও আলোকিত হল। ফ্যাশিস্তদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ঐ সিন্দুকটাকে মাটির তলায় পোঁতা হয়েছিল, তাতে ওর ধাতুর পাতে জায়গায় জায়গায় মরচে পড়ে গিয়েছে। রঙচঙে ঐ কাঠের ফ্রেমটায় কমপক্ষেও ছোটবড় অন্তত কুড়িটা ছবি আঁটা, কয়েকটা ত ডাকটিকিটের চেয়ে বড় হবে না কিছুতেই। অনেকগুলোর উপরই কালো কালো দাগ পড়েছে, ফ্রেমটাও নিশ্চয়ই মাটিতে পোঁতা ছিল।

লেনা আর পেলাগেয়া মার্কভ্না নৈশ আহার খাবার সময় তাদের দেখছিল চোখ-বার-করা শক্ত-জুতো-পরা আঁচড়ানো-দাড়িওয়ালা পদাতিকরা, কোলের উপর রাখা রোগা হাতওয়ালা বৃদ্ধারা। রোঁয়াওয়ালা পশমের টুপি পরা, থ্যাবড়া নাকওয়ালা মেয়েদের হাসি যেন ঐ চক্‌চকে ছবি দ্বারা আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আর ছিল বাঁকানো নাকওয়ালা ছেলেদের ছবি, ওরা ছবি তোলার জন্য ককেশীয় পোশাক ধার করেছিল। একখানি ছবিতে দেখা যাচ্ছে ছোট মেয়ে

লেনা, দু'পাশে ঝুলছে বেণী, আর খালি গলায় একটা পাইওনিয়ারের টাই বাঁধা।

যুদ্ধের আগে বেশ বড় আর ঘনিষ্ঠ পরিবার ছিল এরা, আর আজ গোটা পরিবারের অবশিষ্ট সভ্য দুইটি এই সরু বেঞ্চটার উপর বসে আছে। পেলাগেয়া মার্কভ্না স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন আগুনের দিকে। সুন্দর গাঢ় দুটি চোখের তারায় নারীর বেদনার চিহ্ন।

নীরবে খাওয়া শেষ করল তারা। একবার মাত্র পেলাগেয়া মার্কভ্না কথা বললেন, 'কৃষিবিজ্ঞানীর কাছ থেকে কোন জবাব পেয়েছিস?'

—ও কোন কাজের নয়। ওর যদি পায়ে ঠাণ্ডা লাগে তাহলেই কামাই করে, —বলতে বলতে লেনা উঠে দাঁড়াল। বিছানায় যেতে যেতে বলল, 'ওর কথা আর আমি আলোচনা করতে চাই না...'

পেলাগেয়া মার্কভ্না বাতি নিভিয়ে দিলেন। কয়েক মুহূর্ত কেরোসিনের শ্বাসরোধকারী গন্ধে ভরে রইল হাওয়া। জ্যোৎস্না টেবিলের উপর সাদা চাদর বিছিয়ে ছিল, লোহার পাত্রটিকেও দেখাচ্ছিল সাদা, যেন দুধ উথলে পড়েছে। দূরে, বোধ হয় নদীর পাড়ে অক্লান্তকর্মা গ্রীশা একর্ডিয়ান বাজিয়ে

চলেছে। মেয়েরা হাসছে, চেঁচাচ্ছে তার সঙ্গে। কিন্তু লেনা নিদ্রামগ্না। কোণে ইঁদুরটা আবার খট্‌খট্‌ শব্দ সুরু করেছে।

ধীরে উঠে পেলাগেয়া মার্কভ্‌না মেয়ের কাছে গেলেন। বালিশের উপর চুল ছড়িয়ে দিয়ে লেনা গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘুমেও যেন সে সজাগ মনে হল। চোখের পাতাগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ নয়, যেন উঁকি মারতে চাইছে, আঙুলগুলো বেঁকানো, যেন কোদালি বা নিড়ানি ধরার জন্য তৈরী। একটু শিউরে সে পাশ ফিরল। সাবধানে পেলাগেয়া মার্কভ্‌না তার চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন। এখন তাঁর মেয়ে বড় হয়েছে, তাকে এমনি গোপনেই আদর করতে হবে। লেনার স্বভাবটা প্রায় ছেলেদের মত, তার মা তাকে আদর করবেন এটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। এতে তার মা হয়ত আঘাত পেতেন, কিন্তু লেনার এমন সুন্দর সোনার মত অন্তঃকরণ দেখেও তিনি কি করে আঘাত পান? আদর যত্নের বাড়াবাড়ি সে দেখতে পারে না, কিন্তু তার মা যখন ঘুমান তখন যদি সে বাড়ি আসে তাহলে লেনা অন্ধকারেই খেয়ে নেয়। আর মার যদি মনমেজাজ খারাপ থাকে, যতই না কেন ক্লান্ত থাকুক সে, ঘরের সব কাজ সে নিজে করে ফেলবে।

গত কয়দিনে লেনার ওজন কমে গিয়েছে। চোখের নীচে কালি পড়েছে। ওরে আমার সোনা। এত শক্ত কাজ তুই কেন নিলি? তুই কি ধনী হতে চাস? অন্যের থেকে বেশি উপায় করতে চাস? কিন্তু তোর ধরন ত সেরকম নয়। তুই ত ধনী হতে চাস না, ধন কাকে বলে তা ত তুই জানিস না। কেউ এসে হাত পাতলে তুই ত তোর শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত দিয়ে দিস। তাহলে কি তুই যশ চাস? প্রশংসা? কিন্তু তুই ত কোনদিন প্রশংসা বা গর্ব চাসনি।

কি স্বপ্ন দেখছিস তুই? কিসে তোকে সর্বদাই শক্ত, অসম্ভব সব কাজের প্রেরণা দেয়? কোন তরঙ্গে তোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? তোকে এত উঁচুতে নিয়ে ফেলেছে যে তোর বেচারী মাও তোর নাগাল পাচ্ছে না। তোর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। তোকে বুঝতে পারছে না...

১৩

দেমেন্তিয়েভ শোমুশ্‌কা যাবার পথে বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকাচ্ছিল, এই বোধ হয় দশবার হল ভাবছে লেনার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করবে। সে কি নীরস সরকারী সুরে কথা

বলবে, না ব্যথাহতের স্বরে? না কি সে মুহূর্তে যা বলতে চায় সেটাই আগের মত বলবে?

কৃষিবিজ্ঞানীর চিন্তাধারা প্রতিহত হল; দুপাশের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মন্থর দৃশ্য, স্ত্রীলোকরা বিচিত্রবর্ণের রুমাল পরেছে, ঘোড়াগুলো লাঙ্গলে জোতা, বাদামী সীতায় অঙ্কুরিত গমের ফিকে সবুজ রঙে বাহার খুলেছে। একটু দূরে একটা ট্রাক্টর ঘর্ঘর করছে, পাঁচটা ছোট ছেলে চড়েছে তার উপর। একের পর এক গ্রাম পড়ছে পিছনে। ধূসর রঙের পুরোনো বাড়িগুলোর মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে নূতন বাড়ির বাকল-ছাড়ানো হল্‌দে গাছের গুঁড়ি, ঘন পাতায় ছাওয়া চাল, সামনে বাগান, চকচকে বার্ণিশ-করা কাঠের দরজা তাতে। তারপর আবার মাঠ, কৃষক আর ট্রাক্টর।

দিগন্ত বিস্তৃত নীলাম্বরের নীচে ঐ যে কাজের পৃথিবী, নিজেকে তারই একজন মনে করে বেশ তৃপ্তি এল দেমেন্‌তিয়েভের, 'দূর ছাই, ওর ঐসব মেয়েলীপনার উপর বেশি নজর দেব না আর। কেন যে খামখা তিক্ততার সৃষ্টি করছি, জানি না! কি চমৎকার লোক আমি! আমি একবারও ওকে গভীর-ভাবে বলেছি যে আমি ওকে ভালবাসি? কখনোই নয়। কিন্তু এবার আমি বলবই।'

আর যে কোন কারণেই হোক, হয়ত চারদিকে কর্মের গুঞ্জনবশত কিংবা হয়ত তার সুখকর চিন্তাধারার জন্যই হোক—সূর্যও ছিল উজ্জ্বল সেদিন, পিওত্র্ মিখাইলভিচের মনে বেশ স্থির ধারণা ছিল যে কোন শুভসূচনা হবে তার জীবনে সেদিন।

শোমুশ্কার মাঠে এসে পড়ল সে।

মাঠের সীতার দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল মোটে সেদিনই বোনা আরম্ভ হয়েছে। আর প্রথম দিনে যেমন হয়ে থাকে কোন কাজই ঠিকমত চলছে না। বীজের বাক্সশুদ্ধ একটা ট্র্যাক্টর মাঠে বেকার দাঁড়িয়ে আছে, বীজ বাক্সের উপরে একটি দাঁড়কাক বসেছে। চারটি মেয়ে রাস্তার ধারে তেরপলের উপর শুয়ে আছে।

ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে পিওত্র্ মিখাইলভিচ্ জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কাজ করছ না কেন?'

—কি করব শুনি? ট্র্যাক্টর ত দাঁড়িয়ে আছে।

—ড্রাইভার কোথায়?

—অভিযোগ করতে গিয়েছে। সভাপতি আমাদের বীজ বুনতে নিষেধ করেছে।

দেমেন্‌তিয়েভ আবার ঘোড়ার গায়ে আঘাত করে সভাপতি কোথায় দেখতে চলল। 'সে হয়ত বাড়িতে বসে ব্যাপারটায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে না।'

প্রভুর মেজাজ বুঝতে পেরে ঘোড়াটিও লাফাতে লাগল।

কিন্তু সভাপতি বাড়িতে ছিল না। সে যৌথখামার আফিসেও নেই, গোলায় নেই, কামারখানায়ও নেই। যেখানেই দেমেন্‌তিয়েভ যায়, গিয়ে শোনে, 'এই ত এখানে ছিলেন, এইমাত্র ওদিকে গেলেন।' কৃষিবিজ্ঞানী একাই মাঠে যাবে মনস্থ করেছে, এমন সময় কে যেন পিছন থেকে বলে উঠল:

—কমরেড্‌ দেমেন্‌তিয়েভ! আমি তোমাকে গাঁ-ময় খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই যে দেখ, এই এম. টি. এস-এর কর্মীরা আর আমাতে আবার মনকষাকষি শুরু হয়েছে।

ঘর্মাক্ত কর্দমাক্ত কলেবরে সভাপতি ব্যাপারটার ব্যাখ্যা শুরু করল। এম. টি. এস-এর সভ্যরা আট ইঞ্চির পরিবর্তে সাত ইঞ্চি গভীর করে লাঙ্গল চালিয়েছে, কারণ তারা বলছে এরকম কাদায় এর চেয়ে বেশি করে খুঁড়তে গেলে অনেক পেট্রল খরচ হবে। দেমেন্‌তিয়েভ আর সভাপতি আবার মাঠে গেল। আর সত্যিই দেখা গেল চাষ মোটেই ভাল হয়নি। এরকম জমিতে বোনা বন্ধ করে সভাপতি ঠিক কাজই করেছে।

এম. টি. এস. থেকে কারিগর এনে তাদের সম্বন্ধে তাদের কি ধারণা তা প্রকাশ করে, চাষ আবার দেবার ব্যবস্থা করতে বলে এবং যদি না দেয় তাহলে সরকারী বিজ্ঞপ্তি হয় যাতে তার ব্যবস্থা করবে বলে শাসাল। তারপর তারা বীজের বিলি ব্যবস্থা করতে লাগল। দেমেন্‌তিয়েভ উপদেশ দিল, প্রশংসা করল, ভয় দেখাল, কেটে গেল সময়টা, লেনার কথা যখন মনে পড়ল তখন দিনশেষ হয়ে গিয়েছে। একেবারে ক্লান্ত হয়ে সে বসে পড়ল। এইবার সেই শুভসূচনার ইঙ্গিত মনে পড়ল তার আবার। চারদিকে তাকাল সে। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। কৃষকরা মাঠ ছেড়ে বাড়ি যাচ্ছে, কিন্তু পাহাড়ের মাথায় একটা ট্রাক্টর গর্জন করছে, মেঝের উপর পেরেক ঠোকার মত শব্দ বার হচ্ছে তা থেকে।

সে সভাপতিকে জিজ্ঞেস করল, 'কমসোমলের সভ্যরা কিরকম চলছে?'

—অন্যদের মতই। তারাও বীজ বুনছে। জুতো জোড়া পরীক্ষা করতে করতে সভাপতি জবাব দিল।

—চলো একবার দেখে আসি।

—দেখবার আর আছে কি? দিনও শেষ হল, সকলেই বাড়ি চলে গিয়েছে।

—তুমি যদি সঙ্গে আসতে না চাও আমি একাই যাব।

সভাপতি গ্রামে ফিরে গেল, আর দেমেন্তিয়েভ মাঠের পথে পা বাড়াল। কারুর সঙ্গে দেখা হবে বলে তার বিন্দুমাত্র আশা ছিল না, কি করে জমি তৈরী করা হয়েছে তাই সে দেখতে এসেছিল মাত্র।

হঠাৎ সে লেনাকে দেখতে পেল। অনেক দূরে মাঠের একেবারে শেষে ছোট একটি স্রোতস্বিনী মেদ্‌ভেদিৎসা নদীতে গিয়ে পড়েছে, তারই পাড়ে লেনা। পাদুটো অনেকটা ফাঁক করে নীচু হয়ে একটা থলি থেকে সযত্নে বীজগুলো মাটিতে পুঁতছে সে। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে স্তাবি কি যেন করছে। অস্তগামী সূর্যের আলোয় লেনার চুলে যেন আগুন ধরেছে।

দেমেন্তিয়েভ বলল স্তাবিকে, 'যাও ত বাছা, রাস্তার ধারে গিয়ে দেখ ত সভাপতি এখনও আছে কিনা ওখানে।'

স্তাবি চলে গেল।

লেনা চোখ না তুলেই বলল, 'সভাপতি কোথায় তুমি জান না?'

—জানি। কিন্তু আমি যে তোমায় কিছু বলতে চাই, লেনা ...

চেঁচিয়ে উঠল লেনা, 'ভাবি!'

দেমেন্‌তিয়েভ ভ্রূ কুঁচকাল। ভাবি ফিরে এল।

লেনা ছেলেটিকে বলল, 'কি ব্যাপার, পালাচ্ছ যে? তোমার কাজ করে যাও।' তারপর দেমেন্‌তিয়েভের দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টি হেনে বলল, 'কথা বলছ না যে? তুমি না আমায় কিছু বলবে বলেছিলে? কই বল।'

কৃষিবিজ্ঞানীর হৃদয়ে যত কোমলতার আবির্ভাব হয়েছিল সব এক নিমেষে অন্তর্হিত হল।

নীরস স্বরে সে বলল, 'আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম দেড়গুণ বেশি ফসল পাবার জন্য তুমি কি করে জমিটা তৈরী করেছ? যাক্‌গে, অন্য কারোকে জিজ্ঞেস করলেই চলবে।'

লেনা সুরু করল, 'কেন তুমি জান না নাকি?...' কিন্তু কৃষিবিজ্ঞানী তখন হঠাৎ ঘুরে চলে গেল নদীর পারে। যতক্ষণ না লেনার দৃষ্টির বাইরে গিয়েছে বলে মনে হল ততক্ষণ হেঁটে সে জলের ধারে একটা পাথরের উপর বসল।

নদীর ওদিকের পাড় ঢাকা পড়েছে হেজেল-নাট ঝোপে। গোটা বাঁধটাই অন্ধকার হয়ে গিয়েছে এদের জন্য। খালি একটুকরো জায়গায় পড়েছে শেষ সূর্যের রশ্মি, ঝোপের ভিতর দিয়ে। তাও এত ঝাপ্‌সা আর অন্ধকার যে তার ভিতর

দিয়ে দৃষ্টি চলে না। অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে দেমেন্তিয়েভ কোন এক অন্তরালবর্তী পাখীর সচকিত ডাক শুনছিল। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত গেল। প্রতিটি মুহূর্তে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে চলেছে, নিতান্ত নৈরাশ্যে পাখীটি ডেকেই চলেছে—জবাবের আশায় অপেক্ষা করে আবার ডেকে চলেছে।

নির্ঝরিণীটিও ঘুমিয়ে পড়ল। কৃষিবিজ্ঞানীর একটুখানি ছায়া টুকরো টুকরো হয়ে অগভীর জলে মিলিয়ে যাচেছ। স্রোত বয়ে চলেছে ধীরে অলস মন্থরগতিতে। কেবলমাত্র জলের কিনারে ঝোপঝাড়ের উপর পড়া সূর্যের কিরণই প্রাণের সাড়া জাগিয়ে রেখেছে। সেখানে জলে শত-শত রক্তিম স্ফুলিঙ্গ নেচে চলেছে। যেন অগ্নিধারা ঝরে পড়ছে স্রোতস্বিনীর বুকে।

হঠাৎ জলে পড়ল লেনার ছায়া।

অপরাধীর স্বরে সে বলল, 'নিজের মতানুসারে আমি একটুকরো জমি বুনতে চাই বলেই আমি হাতে বীজ বুনছিলাম।'

কৃষিবিজ্ঞানী বুঝতে পারল না, বুঝতে চাইলও না কেন তার মাথায় এই হাতে বোনার ধারণাটা এল। সে শুধু বলল, 'বেশ।'

—কিন্তু আমি চুপি চুপি বুনছিলাম, যাতে কেউ না জানতে পারে। কাউকে যেন বোলো না, পিওত্র্ মিখাইলভিচ।

কৃষিবিজ্ঞানী জবাব দিল না।

পাশেই আর একটা পাথরের উপর লেনা বসে পড়ল।

হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি তোমায় আঘাত দিয়েছি?'

—না।

—দিয়েছি বইকি, আমি জানি।

—তোমার কথায় আমি আঘাত পেতে যাব কেন?

—তার একটা কারণও আছে। সেটা ত আমি জানি।

—কি জান তুমি?

—আমার যা জানবার তাই আমি জানি।

দুজনেই তাকিয়ে রইল জলের দিকে। তাদের মুখগুলো লম্বা টেরাবাঁকা হয়ে প্রতিফলিত হল।

—কি করে জানলে?

—জানলাম। কিন্তু তুমি দুঃখিত হয়ো না। আমার যদি কোন বাঁধন না থাকত, হয়ত আমরা দুজনে ভালই চলতে পারতাম। কিন্তু আমি অন্যত্র আবদ্ধ।

—কে সে?

—তুমি তাকে চেন না। সে এখন গোর্কি সহরে আছে। এখান থেকে সাত-শ তেত্রিশ মাইল দূরের সে এখন।

আর্দ্র গোধূলি নেমে এল। ঘুমন্ত শিশুর পাশ থেকে চুপি চুপি উঠে আলো নিভিয়ে দেওয়া মা-র মত সূর্য নেমে গেল দিগন্তে নীরবে। হেজেল-নাট ঝোপের সে-পাখিটার ডাক থেমে গেল। নদীজলের ঝিকিমিকিও আর নেই। একটা মাছ হঠাৎ একটা জলের পোকা ধরলো, পোকাটার ছটফটানি নিস্তরঙ্গ জলে বৃত্তাকারে রচনা করল তরঙ্গ।

নীরব নিস্তব্ধ হরিৎ আকাশে একটি উজ্জ্বল তারকা দেখা দিল।

একটু থেমে দেমেন্তিয়েভ জিজ্ঞেস করল, 'সে কি অনেকদিন গিয়েছে?'

—ছয়মাস কি তারও বেশি।

—তুমি এখনও তাকে ভোলনি?

—এ কি রকম কথা? কি করে ভুলব তাকে?

—বেশ, বেশ। খুশি হলাম তোমার কথায়। হিংসাও হচ্ছে অবশ্য।

—ভেবো না। তুমিও কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবে। পৃথিবীতে আমিই একমাত্র মেয়ে নই।

—কাউকে পাওয়া অত সোজা নয়, লেনা। এত বছর ধরে ত অপেক্ষা করলাম, কই পেলাম না ত কাউকে।

—পাবে পাবে। আজকাল অনেক মেয়েই ত কুমারী আছে, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি!...

দেমেন্‌তিয়েভ মাথা তুলে লেনার দিকে তাকাল।

—কি দেখছ চেয়ে?

—আবার তুমি বানিয়ে বলছ। ঐ যে গোর্কিওয়ালা তাকে তুমি এইমাত্র বানালে। তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না...

—কেন? আমার কথা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।

—বেশ, দাও দেখি।

—এই যে, ওকে আমি একটা চিঠি লিখেছি। এখনও পাঠান হয়নি সেটা। তোমাকে পড়ে শোনাব?

—পড়।

লেনা একটা ভাঁজ করা কাগজ খুলে পড়তে সুরু করল:

—প্রিয় প্রিয়তম ভাসিলি পারামোনভিচ।

—ঐ একত্রিশ নম্বরটা কেন? ওর মানে কি?

—বাধা দিও না। তাহলে আর পড়বই না মোটে। 'আমার প্রিয়, প্রিয়তম ভাসিলি পারামোনভিচ!' ঐ নম্বরটা

দিয়েছি যাতে সে ঠিকমত গুছিয়ে রাখতে পারে। আমার সব চিঠিতেই নম্বর দিয়ে রাখি। 'আমি তোমাকে হাজার হাজার অসংখ্য চুমো পাঠাচ্ছি, ভাসেচ্‌কা, তোমার ঠোঁটে, তোমার দীর্ঘ আঁখিপল্লবে চুম্বন দিচ্ছি।

সারা সকাল ধরে তোমার কথা ভেবেছি, ভাসেচ্‌কা, আর ভেবেছি সেই বনানীর কথা যেখানে ঝরঝর বর্ষণের সময় বার্চগাছের তলায় দাঁড়িয়ে প্রথম তুমি প্রকাশ করেছিলে তোমার মনের কথা। এখনও সেই বনে গেলে অন্য সমস্ত গাছের থেকে আমি ঐ বার্চটাকে চিনে বার করতে পারি।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে এত নিঃসঙ্গ লাগছিল যে ইচ্ছে হল সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তোমার কাছে গোর্কিতে চলে যাই।

কিন্তু না। এখন ত যেতে পারি না। আমরা এখন ভয়ানক ব্যস্ত। আমরা অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি বীজ বুনতে মনস্থ করেছিলাম, কিন্তু পাভেল কিরীল্লভিচ কিছুতেই বীজ দিল না...'

আশ্চর্য হয়ে দেমেন্‌তিয়েভ জিজ্ঞাসা করল, 'বীজ দেয়নি তোমাদের?'

—না, দেয়নি। যেন তুমি জান না আর কি?... 'বীজ

দিল না। একটা গোটা সপ্তাহ ধরে আমরা পরিশ্রম করে করে এত ক্লান্ত হয়েছি এজন্য আমার এখন এত বিরক্ত লাগছে। আমি জেলাকেন্দ্রে চিঠি লিখে আমাদের সাহায্য করার কথা বলেছিলাম, তাতেও কোন ফল হয়নি। তুমি যদি এখানে থাকতে...'

—বাকিটা মোটেই চিত্তাকর্ষক নয়,—কাগজটা ভাঁজ করে লেনা বলল।

—শোন, লেনা, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। সভায় ত তোমাদের বীজ দেওয়ার কথা স্থির হয়েছিল না?

—তা ত হয়েছিল। কিন্তু তোমাদের ঐ অপদার্থ কৃষিবিভাগ কি একটা কাগজ পাঠিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে—এরকম করলে আমাদের আইনানুসারে শাস্তি পেতে হবে...

—কোথায় গেল সে কাগজটা?

—সভাপতির কাছে।

—এস দেখি। ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে এ ব্যাপারে।

—কি হবে কথা বলে? বীজ ত আর পড়ে নেই। সে ত সব বীজ এদল ওদলে পাঠিয়ে দিয়েছে...

—এসই না, এস দেখি।

লেনার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই তাকে রাস্তায় এনে ফেলল।

অন্ধকার হয়েছে। একটাও কথা না বলে তারা হেঁটে চলল অনেকক্ষণ ধরে।

বিনা কারণেই হঠাৎ দেমেন্‌তিয়েভ জিজ্ঞেস করল:

—গোর্কিতে চিঠি পৌঁছতে কদিন লাগে?

—জানি না। চার পাঁচদিন হবে।

—আর এখানে পেতে?

—আমি কি করে জানব?

—কেন, সে চিঠিতে তারিখ দেয় না?

—ও ত আমাকে চিঠি লেখে না।

—কি রকম?

—জানি না। ওখানে পৌঁছবার মাসখানেক পরে একটা চিঠি লিখেছিল, তারপর থেকে আর লেখেনি। গত গরমকালে ওর বাবাকে একটা চিঠি লিখেছে, ব্যস্‌। ও ত কাজ করছে। এইসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়?

—কিন্তু এখানেও ত সে কাজ করত, না কি?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লেনা বলল, 'তা করত।'

—তবুও ত তোমার সঙ্গে দেখা করার সময় পেত।

—হাঁ।

—তাহলে তোমাকে ছেড়ে গেল কেন?

—সে ত আমাকে ছেড়ে যায়নি। তুমি নিজেই ত জান কিরকম অবস্থা হয়েছিল। ঘরে তেমন খাবার ছিল না।

—তোমারও ত ছিল না, তুমি ত চলে যাওনি।

—আমি? একটুখানি হেসে সে বলল।—সকলেই চলে গেলে খামার চলবে কি করে?

—কিন্তু সে ত গেল?

—সে ত আর চিরকালের মত যায়নি। সুদিন এলেই সে ফিরে আসবে বলেছে।

—সুদিন এলে?

—হ্যাঁ, সুদি...—লেনা মুহূর্তখানেক কি ভাবল, তারপর হাতের পিঠটা কপালের উপর রেখে সে বলল,—শোন, আমাকে ধরতে চেষ্টা কোরো না... যাও তুমি একলাই গিয়ে সভাপতির সঙ্গে কথা বলে এসো। আমাদের বীজ দিক আর না-দিক তাতে আর এখন কিছু এসে যায় না আমার... যাও...

১৪

সভাপতি অকৃতদার। মারিয়া তীখনভ্না ও তাঁর বুড়ো স্বামীর বাড়ির এক কোণে, একটা রং-ওঠা পর্দা দিয়ে ভাগ-করা ঘরে সে থাকে।

দেমেন্তিয়েভ যখন গিয়ে পৌঁছল বেশ রাত হয়েছে।

বুড়োবুড়ি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু সভাপতি হাতে একটা পেন্সিল নিয়ে একটা কাগজের উপর ঝুঁকে পড়েছে। তেলের প্রদীপ থেকে আলো পড়ছে তার উপর। দেমেন্‌তিয়েভের জন্য খড়ের বিছানা করা হয়েছে, একটা টুকটুকে লাল বালিশ বিছানার মাথায়।

ফিস্‌ফিস্‌ করে পাভেল কিরীল্লভিচ বলল, 'ক্লান্ত?'

—হ্যাঁ।

—একটু দুধ খাও।

—না। ধন্যবাদ।

দেমেন্‌তিয়েভ বসে পড়ল। কোণে বুড়োরা ঘুমিয়েছিলেন, সেদিকে একটা চোরাচাহনি নিক্ষেপ করল। মারিয়া তীখনভ্‌না একটু নড়লেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

পাভেল কিরীল্লভিচ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'ভাবছি একটু বাইরে গিয়ে সিগারেট টেনে আসি। এসো তুমি আমার সঙ্গে।'

বারান্দায় এসে তারা উপরের সিঁড়িতে বসল। রাস্তার কোণাকুণি একটা বাড়িতে আলো জ্বলছিল তখনও।

পাভেল কিরীল্লভিচ পিঠটা একটু কুঁচকে বলল, 'বেশ ঠাণ্ডা এখানে।'

—বেশ একটু ঠাণ্ডাই বটে... পাভেল কিরীল্লভিচ, লেনা জোরিনার পরিকল্পনাটা বানচাল করলে কেন? তোমার দুঃখ হচ্ছে না তার জন্য?

সভাপতি ভাবল, 'আমি জানতাম।' একটা সিগারেট ধরিয়ে দেমেন্‌তিয়েভের দিকে ফেরার আগে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে নিল। বলল:

—কমরেড্ দেমেন্‌তিয়েভ, আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ কোরো না। তুমি হয়ত বিদ্বান এবং তোমার কাজ সম্বন্ধে তোমার ভালই জ্ঞান আছে কিন্তু আমি তোমার আগে পৃথিবীতে এসেছি। তুমি আমার কথাটা শোন—চটো না। আমি এমন কথা বলছি না যে দূর থেকে দেখলে এইসব অর্বাচীন পরিকল্পনাগুলো বেশ মনোরম নয়। কিন্তু আমি একটা যৌথখামারের সভাপতি, আর অন্য সবকিছু বাদ দিয়েও আমি আজ্ঞাবাহক মাত্র। তোমার পক্ষে ওদের 'এটা দাও, সেটা দাও' বলা খুব সোজা, কিন্তু আমার জায়গায় তুমি যদি থাকতে তাহলে মুস্কিলে পড়তে।

—না, তা হত না।

—এখন বলছ হত না। কিন্তু ভেবে দেখ দেখি। তোমার মতে নির্দিষ্ট বরাদ্দের চেয়ে বেশি বীজ তাদের দিতে হবে।

এর জবাবদিহি করবে কে? সভাপতি। আচ্ছা বেশ! হয়ত জবাবদিহি দেওয়া এত শক্ত হবে না, সেটা পারব। কিন্তু কে জানে এই পরীক্ষায় কি ফল পাওয়া যাবে? যদি কোন কিছু না হয়? যদি যথেষ্ট পরিমাণ গম না পাই? তখন কে জবাবদিহি করবে? সভাপতিই। আর এবার ব্যাপারটা এত সোজা হবে না ...

পাভেল কিরীল্লভিচ আরেকটা লম্বা টান দিল, রোগা মুখের চেহারাটা সিগারেটের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

দেমেন্‌তিয়েভ বলল, 'পাভেল কিরীল্লভিচ, সত্যি করে বলো ত, এই খামারে দেড়গুণ বেশি ফসল ফলান যায়?'

—হয়ত যায়, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

—আমি যদি বুঝি যে চেষ্টা করা যেতে পারে, তাহলে যে ভাবেই হোক চেষ্টা করে দেখতাম।

সভাপতি বলল, 'ঘাড়ভাঙার ব্যবস্থা বটে। তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি আমাদেরও যুদ্ধ আর অজন্মার দরুণ এবার বেশি বীজ নেই। আর সেজন্যই নির্দিষ্ট বরাদ্দের অতিরিক্ত বোনা আইনানুগ নয়। অমার্জনীয় এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।'

—আর যে পরিকল্পনা গ্রহণ করলে সারা দেশের উন্নতি হবে, তার পরীক্ষা না করা কি দণ্ডনীয় অপরাধ নয়? একটা দেশলাই দাও ত...

—বসো বসো, অত উত্তেজিত হয়ো না। তোমার বয়স কত?

—পঁচিশ।

—আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। আর তুমি এমনভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ যেন আমি সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে। দেখ, যুবক, আমি যুদ্ধে ছিলাম, সেখানেও আমি কিছু শিক্ষা পেয়েছি। রাস্তার আশেপাশে লোককে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে, আমি কি ধরনের সভাপতিগিরি করি। জবাব পাবে ঠিকই। সকলের কাছ থেকে সম্মান আর বশ্যতা পাওয়া সহজ নয়। সে বিদ্যা স্কুলে শেখা যায় না। তুমি কি মনে করো এই আগাছাভরা বন্ধ্যাভূমিতে চাষ করা এতই সোজা? যুদ্ধে বিধ্বস্ত, বুভুক্ষু নরনারীদের নিয়ে কাজ করা খুব সহজ? গতবছর এই এত অল্প শস্য নিয়ে খুব আয়াসে আমরা চলেছিলাম,--সভাপতি আঙুলের মাথা দিয়ে মাপটা দেখাল, কিন্তু অন্ধকারে কিছু বোঝা গেল না।—এর চেয়ে সাইবেরিয়া কিংবা উরাল পর্বতে, যেখানে কোন যুদ্ধ

নেই, চলে গেলে আমার পক্ষে সুবিধা হত না কি? যদি জানতে কত বিনিদ্র রজনী আমি কাটিয়েছি, কত মাথা ঘামিয়েছি সবদিক বাঁচাবার জন্য—তাহলে আর এরকম কথা বলতে না...

রাস্তার ওপারে বাড়িটিতে আলো নিভে গেল। রাতের আঁধার হয়ে উঠল গাঢ়তর।

পাভেল কিরীল্লভিচ বলে চলল, 'যুদ্ধে আমি একটা জিনিষ শিখেছি। সেটা হল আদেশ পালন করা। আদেশ মান্য করা, সে আদেশ আসছে সোভিয়েত রাষ্ট্রের থেকে, পার্টির থেকে। আমি বরাবরই আদেশ পালন করছি, আর কমরেড্ দেমেন্‌তিয়েভ তুমিও তা করো, এই উপদেশ দিচ্ছি। কৃষিবিভাগ বলেছে—বেশি বীজ না দিতে, আমিও দিইনি।'

—এখন তাহলে কি করবে ভেবেছ? বসে বসে আঙুল চুষবে?

—বসে বসে আঙুল চুষব? একথা বলছ কেন? জেনে রাখ, আমার নিজ দায়িত্বে আমি ওদের বীজ দিয়েছিলাম, কিন্তু তারপর কৃষিবিভাগ থেকে হুকুমনামা এল, কাজেই বীজ আমি ফিরিয়ে নিলাম। হুকুম মানতে হবে না?

— কাগজে কি লেখা ছিল?

— কথা ঘুরিয়ে দিও না। হুকুম মানতে হবে কি না আমাকে?

— নিশ্চয়ই। কিন্তু সকলের উপরে যা, সেটা হচ্ছে এই যে যা কিছু নূতন, তা যদি সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য হয় তাহলে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে, ঝুঁকি নিতে হলেও সাহায্য করা উচিত।

— বুলি আউড়িও না। ওসব আমার জানা আছে।

— আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তুমিও তাই। আমাদের কাছে একথাগুলো কেবল বাঁধা বুলিমাত্র নয়, এগুলো আমাদের অন্তরের কথা, এগুলো তোমার এবং আমার অন্তরের কথা ...

পাভেল কিরীল্লভিচ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য নাকি?'

— নিশ্চয়ই।

— দেখ দেখি। আমি কোথায় ভাবছি তুমি এখনও কমসোমলের সভ্য।

পাভেল কিরীল্লভিচ সিগারেটের দগ্ধশেষ টুকরাটা ছুঁড়ে ফেলল রাস্তার উপরে। লাল চোখের মত জ্বলতে লাগল সেটা।

—তাহলে আমরা কি এখনও যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি? কোন বোঝাপড়ায় এলাম কি?

—পিওত্র্ মিখাইলভিচ, আমার বক্তব্য এই: এখানেই এই ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলে দুঃখের কথা হবে, আমি বরং অন্য কোন খামারকে এটা নিয়ে পরীক্ষা করতে বলব।

—এই খামার, অন্য খামার—এরকম করে আমাদের কি করে ভাগ করবে? আমাদের কি যৌথখামার নয়? আমি তুমি বসে বসে অপেক্ষা করব, পাভেল কিরীল্লভিচ, যে অন্য কেউ আমাদের জীবনযাত্রা সহজ সরল করে দেবে?

—অসুবিধাটা কম হবে।

—অসুবিধায় তুমি ঘাবড়ে যাও নাকি?

—তুমি যাও না?

—না, শপথ করে বলছি, ঘাবড়াই না। যে মুহূর্তে কেউ সামান্য অসুবিধায় মুষড়ে-পড়ার পর্যায়ে আসে তার হয়ে গেছে বুঝতে হবে। সারা জীবন ব্যাপী তখন সে পায় কষ্ট, পায় না মোটেই তৃপ্তি। কিন্তু যে সারা জীবন ধরে পুরাতন জীর্ণ যা-কিছু ধ্বংস করে নূতন সৃষ্টি করে আসছে তার কথা স্বতন্ত্র। বিশেষ করে সে যদি নির্ভীক হয় তাহলে ত কথাই নেই। তারও বিপদবাধা আসতে পারে, কিন্তু

তৃপ্তিও সে পাবে। তুমি যদি কৌশলে সাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাও, যা কিছু নির্দেশ তুমি পেয়েছ তারাও তোমার সহায় হবে।

—আমি অত নিশ্চিত নই।

—পাভেল কিরীল্লভিচ, তুমি কোথায় আছ? কে আমাদের আইন প্রণয়ন করে? সাধারণ মানুষ, তুমি। তাহলে...

—তুমি লেনার ব্যাপার নিয়ে ওকালতি করতে খুব পটু,—সভাপতি একটু হাসল।—লেনা না হয়ে আর কেউ হলে তোমার হয়ত অত চমৎকার চমৎকার পরিকল্পনা থাকত না।

দেমেন্‌তিয়েভ লাল হয়ে উঠে বলল, 'তোমার সব উদ্ভট কল্পনা! তুমি আর আমি পরস্পরকে বুঝে উঠতে পারছি না, আলোচনায় কোন লাভ নেই।'

—নেই বুঝি? আমি কিছু ভীরু নই। আমাদের আপৎকালীন রসদ থেকে কিছু বীজ বার করে নিচ্ছি... কিন্তু তোমাকে অনেকদিন ধরেই বলব ভাবছিলাম, মিথ্যে লেনার পিছনে সময় নষ্ট করছ।

—জানি।

—জানো? বেশ। চলো ঘুমাতে যাওয়া যাক্।

—চলো।

— কিন্তু শোন। কৃষিবিভাগ থেকে আমাকে কিছু কাগজপত্র বার করে দাও, যাতে আমি নিজের যুক্তিটা পরিষ্কার রাখতে পারি, বলা ত যায় না। প্রয়োজন যদি হয়ে পড়ে... স্-স্-আস্তে — মারিয়া তীখনভ্না বকে উঠবেন।

তারা পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল।

১৫

সকাল চারটার সময় পাভেল কিরীল্লভিচ দাশা খুড়ির বাড়ি গিয়ে লেনার দলের জন্য বাড়তি বীজটা ওজন করতে বলল। লেনা মাঠে কাজ করছিল, একথা শুনে ত সে নিজের কানকেই বিশ্বাস করছে পারছিল না। তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারল এর মূলে কে। সে ছুটল দেমেন্তিয়েভকে ধন্যবাদ দিতে, কিন্তু পথে শুনল কৃষিবিজ্ঞানী ভোরেই জেলাকেন্দ্রের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে আর তার ফেরার কথা নেই। সে কাজে ফিরে এল।

বোনা আরম্ভ হল। তরুণরা বহুপ্রতীক্ষিত বীজ হাতে পেয়ে আনন্দিত। সেদিন আর একজনও দুপুরের খাবারের জন্য বাড়ি গেল না। লেনা যখন বাড়ি ফিরল বেশ রাত হয়েছে। পেলাগেয়া মার্কভ্না যত ইচ্ছে বকে চললেন:

সারাদিন না খেয়ে একটা লোক কি করে থাকতে পারে?
পরের দিন পেলাগেয়া মার্কভ্না অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একপাত্র বাঁধাকপির সূপ রান্না করে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে একটা গাড়ীর সঙ্গে মাঠে পাঠিয়ে দিলেন। যতই বক না কেন মেয়েগুলো খাবার জন্য বাড়ি আসবে না।

গাড়ীটা এসে পৌঁছালে দাশা খুড়ি আধঘণ্টা অবসর নিয়ে খাবারটা খেয়ে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করল।

একটা তেরপল বিছিয়ে সকলে মিলে তার উপর বসে পড়ল। নাস্ত্যা হাঁটু গেড়ে পাত্রটার পাশে বসে, সূপ পরিবেষণ করতে লাগল। প্রত্যেকে পাত্রের তলার ঘন সূপ পেল এক হাতা করে, আর উপরকার পাৎলা পেল দুইহাতা। ট্রাক্টর ড্রাইভারকেও তারা ডেকে আনল। সে বেশ একটা উন্নাসিক ভাব নিয়ে এল—তেমনি করে টিনের কৌটো কেটে করা পাত্রটা বাড়িয়ে দিল। পাত্রটা বেশ পরিষ্কার, পরিষ্কার করে কাটা ধার, ঢাকনা দেওয়া, আবার ঝালা দেওয়া হাতলও আছে একটা। মেয়েরা ত বেশ ঈর্ষাভরে তাকাল সেটার দিকে।

ট্রাক্টরচালক সূপটার পাশে হাতপা ছড়িয়ে বসল, জুতোর উপর থেকে একটা চামচ টেনে বার করল। চামচটাও টিনটার মত বেশ ঝকঝকে। সারা গায়ে নক্সা আঁকা ফুল, তীরবিদ্ধ

হৃদয়, নানারকম সৌখীন অক্ষর, একটা বন্দুক, আরও কি যেন—একটা অর্ধেক মাছ অর্ধেক মেয়ে, বোধ হয় মৎস্যকন্যা হবে।

ট্রাক্টরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে লেনা বলল, 'দেখো যেন আমাদের খাওয়া শেষ হলে সময়মত এটা চলতে আরম্ভ করে।'

নিঃসন্দেহে নিজেকে কেউকেটা বলে ধরে নিয়েছিল চালক, সে টেনে টেনে বলল, 'ভেবো না, আমি যুদ্ধের সময় ট্যাঙ্ক চালিয়েছি আর সেই ট্যাঙ্কের মোটরটাই এতে বসানো আছে। তাকে সৈন্যদল থেকে মুক্তি দিলে কি হবে—চলে যেন ঘড়ির কাঁটার মতন, বিনা মেরামতে একেবারে কেনিগ্স্বার্গ পর্যন্ত চলেছে। গোর্কি থেকে সীমান্ত পর্যন্ত একে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছি। দেখো না কি রকম দাঁড়িয়ে আছে—যেন একাকী। গোর্কির জন্য মন কেমন করছে যেন।'

লেনা হঠাৎ দাঁড়িয়ে চালকের দিকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

দাশা খুড়ি জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার?'

—বিশেষ কিছু নয়। আমার খেতে ভাল লাগছে না। আমি একটু নদীর ধারে গিয়ে বসি।

মেয়েরা বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাল।

ট্রাক্টরচালক বলল, 'ওর কি এরকমই স্বভাব নাকি? এরকম অস্বস্তিজনক।'

গ্রীশা রুটির উপর থেকে তামাকের গুঁড়ো তুলতে তুলতে বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, এই অস্বস্তিজনক বস্তুটির জ্বালায় যখন আঙুল পুড়বে তখনই বুঝবে মেয়েটি স্বস্তিজনক বটে।'

আবহাওয়া ছিল উষ্ণ আর উজ্জ্বল। গোলাপী মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের গায়, তার ভেতর থেকে সূর্য উঁকি মারছে, পৃথিবীর রং বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। এই উজ্জ্বল, এই অন্ধকার, আবার উজ্জ্বল। নদী থেকে ভেসে এল মৃদু স্নিগ্ধ হাওয়ার পরশ, চায়ের সূপকে করে দিল শীতল।

দাশা খুড়ি লেনাকে খোশামোদ করতে গেল।

নাস্ত্যা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, মেয়েরা, যে লেনার বেশ গুরুতর কিছু একটা হয়েছে — এখন তার ইচ্ছেমত জিনিষ পেয়ে তার ত বেজায় খুশী হবার কথা, কিন্তু তা সে নয়। কিরকম বিষণ্ণ, দেখতে পাচ্ছ না? এরকম ত সে ছিল না।'

লুশ্‌কা চারদিকে চোরাচাহনি নিক্ষেপ করে বলল, 'গতকাল দেখলাম তার গলাবন্ধের কোণটা ভিজা। তার মানে সে

কাঁদছিল।' লুশ্‌কার স্বভাবই হল চারদিকে চোরাচাহনি নিক্ষেপ করে রহস্যজনক সুরে কথা বলা।

দলের সবথেকে তরুণ সদস্যা সে, ধারালো নাক, বেণীর পিছনদিকটা ঝুঁটির মত উল্টানো, যেন তারে বাঁধা। অন্য মেয়েরা ওকে কাকাতুয়া বলে ক্ষেপাত।

আরও বলল সে, 'কাল আমি ওকে কাঁদতে দেখেছি। কিন্তু কাউকে বোলো না।'

নাস্ত্যা বলল, 'ওর চোখগুলো কেমন যেন বদলে গিয়েছে। যেন পুরানো দুটো বদলে নূতন দুটো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন বল দেখি?'

লুশ্‌কা চারদিকে দেখে বলল, 'ভয় পেয়েছে।'

গ্রীশা বলল, 'কার ভয়?'

—কাউকে বোলো না যেন, এই বীজের ব্যাপারটা ত সেই আরম্ভ করেছে—এখন যদি ভালয় ভালয় ব্যাপারটা না মেটে তাই ভয়, আসলে সেই ত এর জন্য দায়ী।

গ্রীশা বলল, 'আমরা সবাই জবাবদিহি করব।'

নাস্ত্যা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'সে জন্য নয়। আমরা সকলে মিলেও যদি সরে দাঁড়াই, সে একলাই এগিয়ে যাবে, সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

কেউ কোন মন্তব্য করল না। লুশ্‌কা বেড়ালের মত তার ধোঁয়া-ওঠা চামচ থেকে বাঁধাকপির টুক্‌রো-টাক্‌রা চেটে নিতে লাগল। ট্রাক্‌টরচালক তার সূপ শেষ করে আরও চাইল।

হঠাৎ লুশ্‌কা বলে উঠল, 'আমি জানি কি হয়েছে ওর। শুধু তোমরা কাউকে বোলো না, কাউকে না কিন্তু।'

সবাই ওর দিকে ফিরল।

— কৃষিবিজ্ঞানী ওকে নিরাশ করেছে। তাই থেকেই সব শুরু।

— কি বুদ্ধি!

— নিশ্চয়ই।

ট্রাক্‌টরচালক নিজের নক্সা-কাটা চামচটা নিরীক্ষণ করতে করতে বলল, 'আমি বেচারাকে সান্ত্বনা দেব।'

— তোমার চেয়ে আরও ভাল লোকে চেষ্টা করে উপযুক্ত জবাব পেয়েছে।

নাস্ত্যা বলল, 'চল দেখি, মেয়েরা, আমরা সবাই আজ রাত্রে ওর বাড়ি যাই। সকলে মিলে আলোচনা করে, চেঁচা-মেচি করে ব্যাপারটা হাল্‌কা করে ফেলব। কেমন, রাজী তো?'

লাফিয়ে উঠে গ্রীশা বলল, 'সান্ত্বনা দেবার কি চমৎকার

উপায়। একঘণ্টার মধ্যে লেনাকে আবার তোমরা আগের মত দেখতে চাও?'

অসন্তুষ্ট হয়ে লুশ্‌কা বলল, 'কি বীরপুরুষ! তুমি কি সত্যি ভাব নাকি যে লেনাকে তুমি খুশি করতে পারবে?'

গ্রীশার সম্বন্ধে লুশ্‌কার একটু অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গ্রীশা সে সম্বন্ধে অজ্ঞ।

সে বলে চলল, 'আমি পারব, তুমিও, সবাই পারবে। এস ভূতের মত খেটে আমরা ওকে পাগল করে তুলি। মনে আছে আমরা যখন সার দিচ্ছিলাম, তখন ও কিরকম ছিল? ও ত সারাক্ষণ উত্তেজনায় কাঁপছিল।'

লুশ্‌কা আবার চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি বিশেষ কিছু খেয়াল করিনি।'

গ্রীশার প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ দেখা গেল না। কিন্তু লেনা ফিরে এলে তাকে আগের মতই শান্ত আর অন্যমনস্ক দেখে তার বন্ধুরা মনপ্রাণ দিয়ে কাজে লেগে গেল। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই বীজ বাক্স বোঝাই হয়ে গেল। গ্রীশা গাড়ীটার কাছে গিয়ে নিপুণভাবে একটা বস্তা তুলে নিয়েই এক চীৎকার দিল। ট্রাক্‌টর ঘর্ঘর শব্দ করতে করতে মাঠের দিকে চলল—পেছনে পড়ে রইল

সরু পথের রূপোলী রেখা; বীজ বাক্সের ঢাকাটা দড়াম্ করে বন্ধ হতে লাগল। বীজ-বপনকারীদের মাথার উপর দাঁড়কাকরা চক্রাকারে ঘুরতে লাগল।

কাছের একটা মাঠ থেকে পাভেল কিরীল্লভিচ এসে উপস্থিত হল। যেন মুখ বদলাবার জন্যই সে কাউকে বকল না বা বক্তৃতা দিল না। একটুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সে বপন পরীক্ষা করে একটিও কথা না বলে পিছন ফিরে চলে গেল। শুধু দৃষ্টির বাইরে গিয়ে সে একটু সন্তোষজনক আওয়াজ করল।

লেনাও আরও সজীব হয়ে উঠল। গালে আবার দেখা দিল রক্তিমাভা, ট্রাক্টরচালককে বকুনি দিতেও শুরু করল সে। গ্রীশা লেনার দিকে তাকিয়ে লুশ্‌কাকে ইসারা করে দেখাল।

অপ্রত্যাশিতভাবে বেলা চারটার সময় আরও দুটো গাড়ী এসে উপস্থিত। একটা চালিয়ে আসছে আনিসিম। মনে হল পাভেল কিরীল্লভিচ তাদের তরুণ দলে পাঠিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই তরুণদের প্রয়াসে তার অন্তঃকরণও নরম হয়েছে।

এখন পাঁচটা ঘোড়া পাওয়ায় কাজ আরও তাড়াতাড়ি চলল। সময় সময় প্রথমটা খালি করার সঙ্গে-সঙ্গেই দ্বিতীয় গাড়ীটা এসে উপস্থিত। আর একবার যখন এই দ্বিতীয়টার পিছনে তৃতীয়টা এসে উপস্থিত হল, ঘর্মাক্ত কলেবর ধূলিমলিন গ্রীশ্কা চেঁচিয়ে উঠল, 'হুররে!'

লেনা এমনভাবে তার দিকে তাকাল যে সে কাজই বন্ধ করে দিল।

বিদ্রূপভরে সে বলল, 'অমন করে চেঁচিয়ে ফুসফুস ফাটিয়ে ফেলছ যে!' গ্রীশা তাকিয়ে দেখল ওর চোখে আবার সেই প্রভাতের বিষণ্ণতা। 'যা চেঁচাচ্ছ মনে হচ্ছে আটকে গিয়েছিলে। পাঁচটার বদলে পনেরোটা গাড়ী পেলে "হুররে" বলতে পারতে।' নিঃশব্দে আবার লেনা বীজ বাক্সের দিকে গেল।

আবার পাভেল কিরীল্লভিচ এল। মনে হল সে দাশা খুড়িকে কিছু উপদেশ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু দূরে অন্য খামারের গাড়ীর দিকে তার নজর যাওয়ায় চোখে হাত আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—কে এল।

কাছে এলে পাভেল কিরীল্লভিচ দেখল 'লাল কৃষক' খামারের সভাপতি চালিয়ে আনছে গাড়ীটা।

পাভেল কিরীল্লভিচ চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে, কি খবর?'

ঘোড়াটা থেমে পড়ল। একটি শুষ্ক শীর্ণ ব্যক্তি। মুখে তার একটু দাড়ি—তার আবার আগাটা ছুঁচাল, মাথায় তার রেলকর্মীর টুপি, গাড়ীর ধারে বসে আছে, তার মুড়ে রাখা পাদুটো গাড়ীর পাশ থেকে ঝুলছে। তার ধারাল চোখদুটো শেয়ালের মত কুঁচকে এসেছে।

আশ্চর্যজনক তারুণ্যমাখা প্রায় ছেলেমানুষী স্বরে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এত খবর যে বলে শেষ করা যায় না। কি চমৎকার বপনকারী পেয়েছ তুমি। নিকীফর কি কামারখানায় আছে?'

—আছে।

—আমার গাড়ীর চাকার খিলটা বদলাতে হবে। এটা প্রায় আমাকে বসিয়ে দিল। আমাকে এখনও প্রায় কুড়ি মাইল পথ যেতে হবে। গতসপ্তাহে একটা বানিয়েই, ভেঙে গেল। এমনি করেই কাজ করি আমরা।

—নেমে পড়। নিকীফর নূতন বানিয়ে দেবে একটা।

রেলকর্মীর টুপিপরা লোকটি টক্ শব্দ করাতে ঘোড়াটা চলতে শুরু করল আস্তে আস্তে।

সভাপতি আবার জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কি খবর?'

—বাজারের কাছে একটা সিনেমা-হল বসিয়েছে। মানুষের থাকবার যথেষ্ট বাড়ি নেই, আর এদিকে সিনেমা-হল তৈরী হচ্ছে। এমনি করে আমরা কাজকর্ম করি। আর দেমেন্‌তিয়েভকে বরখাস্ত করা হয়েছে...

—বরখাস্ত?—লেনার মুখের সমস্ত দাগগুলো যেন তার নাকের ডগায় বেরিয়ে আসতে চাইল।—কেন, বরখাস্ত হল কেন?

—কে জানে?... কেউ কেউ বলছে তোমাদের যৌথখামারের ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়েছিল, তাই। ঠিক বরখাস্ত হয়নি, তবে তাকে আফিসের কাজ দেওয়া হয়েছে। একটা ডেস্‌কে বসে আফিসের কাগজপত্রে সই করে। কাজকর্ম এত ভাল করছিল কিনা তাই তাকে দেওয়া হল আফিসের কাজ। এইরকম করে আমরা কাজকর্ম করছি।

লেনা 'লাল কৃষক' খামারের সভাপতিকে চলে যেতে দেখেনি, পাভেল কিরীল্লভিচকেও যেতে দেখেনি। একের পর এক ঘোড়াগুলো আসতে লাগল—ভালেৎ, ক্রাল্‌কা, জিপসী, ইগ্‌লা, গ্রীশা কি যেন চেঁচিয়ে বলল। ট্রাক্‌টরের চলার ঝম্‌ঝম্‌ শব্দও মিলিয়ে গেল। লেনার কিন্তু সে দিকে নজর ছিল না।

যন্ত্রের মত বীজ বাক্সে বীজগুলো সমান করতে করতে সে ভাবছিল, 'কি করে এটা সম্ভব হতে পারে? আমাকে বীজ দিতে পাভেল কিরীল্লভিচকে বলার জন্য পিওত্র্ মিখাইলভিচকে আফিসের কাজে বদলী করা হয়েছে। ভাল করে বলতে গেলে—আমারই জন্য, কিন্তু আমাদের খামারের কি কোন অনিষ্ট হয়েছে তাতে? আমাদের বুঝবার ধরন কি এমনি যে এই কারণে একজনকে বরখাস্ত করা চলতে পারে?... বেশ আমরা তাহলে ওদের দেখিয়ে দেব। দেখিয়ে দেব যে পিওত্র্ মিখাইলভিচ-ই ঠিক করেছে।' লেনার চোখ-দুটো জ্বলে উঠল, 'দেখব। শেষ পর্যন্ত কে হাসতে পারে। এখন ওরা তাকে নিয়ে হাসছে, আগামী হেমন্তে ওদের নিয়ে সে হাসবে। আর সেই ''আতাআতা... কে'' নিয়ে!' চারদিকে তাকাল লেনা। ট্রাক্টর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের সামনে একটাও গাড়ী ছিল না। সূর্য গেছে মেঘের আড়ালে। মাঠ ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

'আমরা এত মন্থর। গ্রীশ্‌কার চেঁচানিতে খালি গোলমাল ছাড়া আর কোন কাজ হয় না। আরও ঘোড়া থাকলে আমরা আজই কাজ শেষ করে ফেলতে পারতাম। কিংবা যদি একটা লরী থাকত। কিন্তু লরী ত কাদার মধ্যে চলতে পারবে না।'

রাস্তায় আনিসিমকে দেখা গেল। ঘোড়ার পিঠে বল্গাগুলো ফেলে রেখে সে গাড়ীর পাশে হেঁটে আসছে। ক্লান্ত জন্তুটার মাথাটা বোঝা নিয়ে চলার তালে-তালে উঠছে আর পড়ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্য দেখা দিল, সারামাঠ ভরে গেল আলোয়। লেনার হঠাৎ প্রেরণা এল।

চালকের কাছে দৌড়ে গিয়ে সে বলল, 'শোন ত, ট্যাঙ্কচালক, আমরা কি করব। আজ রাত্রে আমরা দশটা গাড়ী তোমার ট্রাক্টরের সঙ্গে বেঁধে দেব, আর সকালের মধ্যেই আমরা সব বীজ এনে ফেলব রাস্তার এইপাশে। সেখান থেকে টেনে আনতে দুটো ঘোড়াই বেশ পারবে—আমরা সারা রাত ধরে কাজ করব!'

বিদ্রূপ করে উঠল ট্রাক্টরচালক, 'তুমি কি ভেবেছ শুনি? গাড়ী টেনে আনবার জন্য ট্রাক্টর চালাতে তোমায় দিচ্ছে কে?'

—তুমি যদি না চালাতে চাও, আর কাউকে নিয়ে আসব চালাতে। গ্রীশ্‌কা, তুমি ত ট্রাক্টর চালাতে পার, না?

—পারি।

—তাহলে আজ রাত্রে এটা গ্রামে নিয়ে যাও। আর

এই ট্যাঙ্কওয়ালাকে আমরা কামারশালে তালাবন্ধ করে রাখব, যাতে সে কথা বলতে না পারে।

হতবাক্ চালক গ্রীশার চওড়া কাঁধদুটোর দিকে একটা চোরাচাউনি নিক্ষেপ করে বলল, 'টক্ টক্।'

১৬

সেরাত্রে ওরা বোঝাই করতে আরম্ভ করল। ট্রাক্টরচালককে কামারশালায় বন্ধ করে রাখতে হোল না। সে নিজেই ট্রাক্টর চালিয়ে গ্রামে নিয়ে গেল। গাড়ীগুলো জুতে দিল তার সঙ্গে, এমনকি বস্তা বয়ে নিয়েও এল। খুব অন্ধকার ছিল তখন। লেনা দৌড়ে গ্যারাজে গিয়ে একজন লরীচালককে একটা লরী নিয়ে গোলায় পাঠাল। সেখানে সে হেডলাইট জ্বালিয়ে রেখে লরী দাঁড় করাল। একমাত্র দাশা খুড়ি ছাড়া গোটা দলটা বোঝাই করতে সাহায্য করল। এলোমেলো বিরাট বিরাট মানুষের ছায়া গোলাবাড়ির দেয়ালে ওঠানামা করতে লাগল। অবশেষে সাতটা গাড়ীর একটা ট্রেন চলল গ্রামের ভিতর দিয়ে মাঠের দিকে, বিস্মিত গ্রামবাসীরা শব্দে জেগে উঠে জানলায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল। লেনা ট্রাক্টরের পাশে-পাশে চলল দৌড়ে, তার গলাবন্ধটা হাওয়ায় খুলে পিঠের উপর ঝুলতে লাগল খালি থলির মত।

১৭

গ্রীষ্মের রাত্রে, যখন বাড়িতে বাড়িতে আলো নিভে যায়, অসন্তুষ্ট পিতামাতারা ঘুমিয়ে পড়েন, গ্রামের ছেলেমেয়েরা কোন প্রিয় জায়গায় এসে জড়ো হয়।

মারিয়া তীখনভ্‌নার বাড়ির কাছে একটা বিরাট কাঠের গুঁড়ি পড়েছিল। বছরের পর বছর রোদে থাকার দরুণ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল সেটা। রংটা হয়ে গিয়েছে ধূসর। তার উপর রূপালী দাগ চিক্‌চিক্‌ করছে—যেখানে ডাল ছিল সেখানে গাঁট পড়ে গিয়েছে, ফাটার দাগগুলোও এমনি সমান যেন মনে হয় ইচ্ছে করেই সেগুলো ওখানে দেওয়া হয়েছে। প্রায় এক-চতুর্থাংশই মাটিতে পোঁতা। মারিয়া তীখনভ্‌নার বাড়ি আর ঐ গুঁড়ির মাঝখানে একটু ঘাসও জন্মাতে পারে না, নাচের জুতো আর চপ্‌পলের ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে মাটি হয়ে গেছে পাথরের মত শক্ত। কেবলমাত্র ধূলোকাদামাখা কয়েকটা আগাছা গুঁড়ির তলা থেকে আর বাড়ির পাশে বসানো বেঞ্চটার তলা থেকে উঁকি মারছে। জায়গাটা চারটে বার্চ গাছ দিয়ে ঘেরা, তাদের কাণ্ডগুলো শৈবালে ঢাকা, এরা ফ্যাশিস্ত ধ্বংসসাধন থেকে আশ্চর্য-রকমভাবে বেঁচে গিয়েছে।

২২শে মে অনেক রাত্রে তরুণ-তরুণীরা সব জড়ো হল এখানে। বেশ ঠাণ্ডা ছিল সন্ধ্যাটা। থেকে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে বার্চ গাছের পাতা দুলিয়ে দিচ্ছিল, একটু পরেই শোনা যাচ্ছিল পিছনের বাগানে চলেছে ওলট্‌পালট্।

হঠাৎ কে যেন দেশলাই জ্বালল একটা, একঝলক আলো ঠিকরে পড়ল গাঢ় অন্ধকারে। লুশ্‌কা ঝাঁকুনি দিয়ে গ্রীশ্‌কার কাছ থেকে সরে এল যেন কেউ তাকে কামড়ে দিয়েছে, তাড়াতাড়ি সে তার গলাবন্ধটা বেঁধে নিল। উজ্জ্বল চোখ এবং জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে অস্পষ্ট চেহারাগুলো ফিরল আলোর দিকে...

গ্রীশার স্বর ভেসে এল, 'আমরা বড় ক্লান্ত...'

লেনা বলল, 'ক্লান্ত? কুড়ি দিনও হয়নি এখনও, আর এর মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়লে তোমরা। এরকম করে চলবে না। দাশা খুড়ি আমাদের কি শিখিয়েছে? এখন সব থেকে প্রয়োজনীয় হচ্ছে আগাছা বেছে ফেলা। লুশ্‌কার জমিতে এত আগাছা জন্মেছে যে দেখলে মনে হয় লুশ্‌কা গমের বদলে আগাছাই বুনেছে। আমি ভাবছি লুশ্‌কার কাছ থেকে প্লটটা নিয়ে নেব...'

—আমি দেব না।

—তাই নাকি? তাহলে সময় মত আগাছা বাছনি কেন? দু-তিন দিনের মধ্যেই গমের চারাগুলো বেড়ে উঠবে, তখন আর সেগুলো মাড়াতে দেব না।

—হাত দিয়ে কিছু আগাছা বাছা যায় না। কোনদিনও শেষ হবে না তাহলে।

—হাত দিয়ে, দাঁত দিয়ে, যা খুশি দিয়ে কর না কেন? যদি করতে না পার, তাহলে করতে হবে না। দেখ দেখি গ্রীশ্‌কার জমিটা। একটা আগাছা নেই তাতে। তোমার লজ্জা হয় না, লূশ্‌কা? সে ত ছেলে তবুও?

গ্রীশা গরগর করতে করতে বলল, 'ঠিক আছে, আমি ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি।

লূশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠল, 'বটে, তাই নাকি? সরে পড় দেখি।'

লেনার মাথার উপর একটা জানলা খুলে গেল। পাভেল কিরীল্লভিচের মোটাচুলওয়ালা মাথাটা বেরিয়ে এল।

ঘুমজড়ানো মোটা গলায় বলল, 'আরে হতভাগাগুলো, লোককে বিশ্রাম করতেও দিতে পার না তোমরা?'

লেনা বলল, 'আমাদের কমসোমলের সভা হচ্ছে—বিরক্ত কোরো না এখন।'

—তোমাদের আমি পাঁচটার সময় ঘুম থেকে তুলে এনে মিটিং করাব দেখো।

—আমরা চারটার সময় উঠে পড়ব।

পাভেল কিরীল্লভিচ উপযুক্ত জবাব দিবার জন্য কথা খুঁজতে লাগল। কিন্তু তার এত ঘুম পাচ্ছিল যে শুধুমাত্র হাই তুলে দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে দিল।

লেনা বলল, 'ভেবেছিল আমাদের ভয় দেখাবে। তাহলে, আমরা লুশ্‌কার জমিটা ওর কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছি।'

লুশ্‌কা নাকি সুরে বলতে লাগল, 'কি করে তোমরা নিতে পার শুনি? তোমরা নিজেরাই জান যে আমি সব থেকে খারাপ জমিটা পেয়েছি। বারমাসই আগাছা জন্মায় তাতে। যে কাউকে জিজ্ঞেস কর না কেন, নাস্ত্যার জমিটা ত আমার জমির পাশেই, আর তারটাও ত আগাছায় ভরা!'

—আমরা ত নাস্ত্যার সম্বন্ধে কথা বলছি না এখন। আমাদের তোমার জমিটা নিতেই হবে। তোমাকে এটা দেওয়াই আমাদের উচিত হয়নি।

—আমি দেব না!

অন্ধকারে গ্রীশার গলা ভেসে এল, 'বে-এ-এ-শ! তাহলে ভো-ও-ট নেওয়া যাক?'

সবাই হেসে উঠল। জানলাটা আবার খুলে গেল।

—যদি এক্ষুণি চলে না যাও, তাহলে তোমাদের মিটিং-এ দেব এক বালতি জল ঢেলে,—পাভেল কিরীল্লভিচ বলল।—আর সঙ্গে শোনা গেল ধাতুপাত্রের ঝন্‌ঝন্।

তরুণরা থেমে গেল। লেনা নিঃশব্দে বেঞ্চ থেকে গুঁড়িটার উপরে চলে গেল। আরও কিছুক্ষণ পাভেল কিরীল্লভিচ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সব একেবারে নিস্তব্ধ, আর একটা হাই তুলে সে সরে গেল।

লেনা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'এস চুপচাপ কথা বলি, আর ঠাট্টা নয়, গ্রীশ্‌কা, ঠাট্টা করার ব্যাপার ঘটেনি কিছু।'

—আমি, ঠাট্টা করলাম কখন? শুধু বলেছি, ব্যাপারটা ভোটে দেওয়া হোক্।

লেনা বলল, 'তোমরা কি সব নষ্ট করে দিতে চাও নাকি? এত পরিশ্রমের পর, এত...'

কাছেই পদশব্দ শোনা গেল।

নাস্ত্যা বলল, 'কে ওখানে?'

গ্রীশা বলল, 'অনুমান করা কঠিন নয় মোটেই। মাইল খানেক দূর থেকে পেট্রলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

ট্রাক্টরচালক বলল, 'আমি যোগ দিলে আপত্তি আছে তোমাদের?'

—শুধু বাধা দিও না। এটা কিছু পার্টি নয়,—লেনা বলল, আবার আগের ব্যাপার তুলল,—তোমরা কি চাও যে এত পরিশ্রমের পরে আমরা ছেড়ে দেব?

—কে কথা বলছে? লেনা নাকি? তোমার পাশে বসতে পারি, লেনা?...

—বেশ, কিন্তু একটু সরে, আরও একটু—তোমার ঐ চটচটে তেল সহ্য হয় না আমার। তারপর কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা ...

ট্রাক্টরচালক বলল, 'এত গম্ভীর কেন? তোমরা মাথা খাটিয়েছ না প্রচুর? চল গান গাই একটা।'

গ্রীশা বলল, 'ওহে বন্ধুবর, সরে পড় দেখি।'

—আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও বুঝি?

ঠিক তাড়াতে চাই না, তবে যদি চুপ না কর এমন খোঁচা দেব যে উড়ে গিয়ে একেবারে তোমার এম. টি. এস-এ পড়বে।

—বটে বটে। আর তুমি যদি খাও খোঁচাটা।

লেনা তাড়াতাড়ি বলল, 'নাও দেখি, গ্রীশা, গান করব

না-ই বা কেন শুনি? ওহে ট্যাঙ্কচালক, তুমি ঐ জানলার নীচে বস, গান ধরিয়ে দাও দেখি।'

—না না, আমি তোমার পাশে বসতে চাই যে।

—তাহলে আমরা গাইব না। বস এখানে। এই যে তোমার আসনটায় বসিয়ে দিই এসো।

ট্রাক্টরচালক জানলার ঠিক নীচে বসল আর অন্যরা মিলে কি গান হবে তারই আলোচনায় মাতল।

নাস্তিয়া বলল, '"রোয়ান ট্রী"।'

দন্তবিকাশ করে বলল গ্রীশা, 'বড় দুঃখের। তার চেয়ে চল সেই জলওয়ালার গানটা গাই—জান নাকি?'

ট্রাক্টর ড্রাইভার বলল, 'কে না জানে? ঐ "ভোল্‌গা-ভোল্‌গা" বায়োস্কোপের গান। এমন গানের কথা তুমি বলতে পারবে না যা আমি জানি না। অপেরাও নয়।'

হঠাৎ হাসিতে দমবন্ধ হবার উপক্রম হল গ্রীশার। বলল, 'বেশ জোরে, ভাল করে গাও।'

লেনা বলল, 'ওকে তুমি শেখাতে যেও না। ওকে তোমার শেখাতে হবে না। ওর গান আমি শুনেছি।'

ট্রাক্টরচালক গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বেশ জুৎ করে বেঞ্চটায় বসল, তারপর নির্দেশ দিতে লাগল:

—আমি প্রথম লাইনটা গাইব, আর তোমরা চুপ করে থাকবে, তারপর আমি যখন ট্রা-লা-লা জায়গায় আসব—তোমরা সবাই যোগ দেবে। কেমন? রেডি?

অবাক লাগে যে আমার
আমার মতন মানুষ যে আর...

সশব্দে জানলাটা খুলে যেতেই এক বালতি জল পড়ল এসে মাটিতে, ভিজা কম্বলের মত।

অন্ধকারের ভিতর তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে পাভেল কিরীল্লভিচ বলল, 'এই যে পুরস্কার, এবার সকলেই যোগ দাও কোরাসে।'

হাসির ফোয়ারা ছুটল, কোথায় যেন একটা কুকুর ডেকে উঠল।

হতভম্ব ট্রাক্টরচালক সভয়ে চারিদিকে তাকাল, তারপর গ্রীশাকে অবাক করে দিয়ে অপরাধীর মত অল্প হাসল।

লেনা বলল, 'পাভেল কিরীল্লভিচ! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত! আমরা প্রয়োজনের খাতিরেই এখানে এসেছি।'

—কি সাংঘাতিক প্রয়োজন। গ্রামের অপর প্রান্তে পর্যন্ত তোমাদের হল্লা শোনা যাচ্ছে।

—আমরা ত করিনি। এ ট্যাঙ্কচালকের গলা। আমরা আমাদের ক্ষেতের কথা বলাবলি করছি, আগাছায় ভরে গিয়েছে আবার।

—কাল আলাপ করা যাবে। এক দৌড়ে শুতে যাও দেখি। কি ধরনের আগাছা শুনি?

—বুনো ওট, পাভেল কিরীল্লভিচ, হাত দিয়ে তোলা যাচ্ছে না।

—তুলতে পারছ না? না। আমি তোমাদের টেনে তুলব। দেখো যেন কাল এসময় একটা আগাছাও না থাকে। আমি নিজে দেখতে আসব কাল।

ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল একটা গলা, 'এত গোলমাল করছ কেন, পাভেল কিরীল্লভিচ? কি হয়েছে? ...'

—মারিয়া তীখনভ্‌না, আমি আবার ঐ কমসোমলের সঙ্গে লড়াই করছি।

খালিপায়ে মেঝের উপর দিয়ে চলার শব্দ পাওয়া গেল। মারিয়া তীখনভ্‌না জানলায় এসে হাজির হলেন।

—কে ওখানে? কেউ না। কিরীল্লীচ তুমি ভূত দেখতে আরম্ভ করেছ, সত্যি বলছি...

—ওখানে কেউ নেই নাকি? এক গাদা লোক আছে।

কেউ নড়ল না। তরুণরা মারিয়া তীখনভ্‌নার ভয়ে অস্থির।

—সত্যি, পাভেল, তুমি ভুল দেখছ। একটা প্রাণীও ত নেই এখানে। ঘুমাতে যাও দেখি, বেচারা সারাদিনের পরিশ্রমে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

—আমি বলছি, ওরা সবাই এখানে আছে, তারা লুকিয়ে পড়েছে। দারিয়ার ক্ষেতে আগাছা পাওয়া গেছে।

—তাতে কি হয়েছে? যন্ত্র দিয়ে উঠিয়ে দিলেই হবে।

একটা বার্চ গাছ জবাব দিল, 'বটে, আর বীজগুলোও উঠে আসুক সেই সঙ্গে।'

আর একটা বার্চ গাছ গ্রীশার গলায় বলল, 'তিনি ত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কিনা, তাই ভুল উপদেশ দিতে ওস্তাদ।'

মারিয়া তীখনভ্‌না দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'কবে যে তোমাদের বুদ্ধি হবে। জমিটা কি আমাদের সকলের নয়? তোমারই হোক্ আর আমারই হোক্ তাতে আমার কি যায় আসে? গম যখন বার হবে তাতে নাম লেখা থাকবে না ...'

পাভেল কিরীল্লভিচ বলল, 'আপনার নির্দেশ কি? কলের লাঙ্গল ব্যবহার করা?'

—ঐ যে চিরুণীর মত পিছনে দাঁতওয়ালা যন্ত্রটা, তোমরা কি যে বল ছাই জানি না—বীজ বোনা হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি গভীর করে, আর আগাছার শিকড় গিয়েছে পাঁচ-সাত ইঞ্চি নীচে। গমগুলো না নষ্ট করে আগাছা উপড়াতে বেশ বুদ্ধি খাটাতে হবে।

পাভেল কিরীল্লভিচ বলল, 'বেশ দায়িত্বপূর্ণ।'

—তা সত্যি। কিন্তু কিছু একটা করতে হবে ত। আমি কাল গিয়েছিলাম, মাঠটা দেখে এসেছি। হাত দিয়ে ওগুলো তুলতে পারবে না কিছুতেই।

লূশ্‌কা বলে উঠল, 'আমিও তাই বলেছিলাম, কিন্তু ওরা আমার কথা মোটে শুনলই না।'

পাভেল কিরীল্লভিচ চেঁচিয়ে উঠল, 'শোন সবাই।'

তরুণের দল সব চুপ মেরে গেল।

—আরও সরে এসো। ভয় পেয়ো না। এস কাল চেষ্টা করে দেখা যাক। যদি কিছু গোলমাল হয় তার জন্য আমি দায়ী হব।

এই ব্যাপারে ওরা আলোচনা করল। তারপর লাঙ্গল দিয়ে সুবিধা করা যাবে কিনা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে গেল।

পাভেল কিরীল্লভিচ আবার ঘুমাতে গেল, কিন্তু মারিয়া তীখনভ্না জানলায়ই দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মনে হল এখনও যেন কে একজন কাঠের গুঁড়িটার উপর বসে আছে, একমাত্র বার্চ পাতার মর্মর শব্দ আর নদীর পাড়ে ব্যাঙের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচেছ না। মারিয়া তীখনভ্না (বুকের উপর ক্রুশ এঁকে) আস্তে আস্তে একটা একটা করে জানলার কপাটগুলো বন্ধ করলেন। তারপর গোয়ালে গেলেন গরু দেখতে। একবার ঘুম ভাঙার পর আর তাঁর ঘুম হবে না সে রাত্রে।

লেনা বসেছিল গুঁড়িটার উপরে।

সে ভাবছিল, 'আমি দাশা খুড়ির সঙ্গে আলাপ করব এ নিয়ে। এই পরিকল্পনায় কোন কাজ হবে না। পিওত্র্ মিখাইলভিচের সঙ্গে কথা বলতে পারলে আরও ভাল হত। সে আসে না কেন? রবিবারে ত আসতে পারত। চিঠিও দেয় না কেন? একটু ছোট্ট চিঠি লিখলেও ত পারত। আমাদের কথা ভুলে গেল নাকি? না আমরা কি-করি না-করি তাতে তার কিছু আসে যায় না? না কি বরখাস্ত করার দরুণ সে লজ্জা পেয়েছে? এখন সে কোথায়? ঘুমোচেছ? কাজ করছে? না কি আমারই মত সরু, বাঁকা ছোট চাঁদটার দিকে চেয়ে রয়েছে?'

১৮

২৪শে মে মাঠের উপর দিয়ে লাঙ্গল চালানো হল। পরের দিন আগাছাগুলো কাৎ হয়ে গেল, তার পরের দিন নরম হয়ে শুকিয়ে গেল, আর গমের চারাগুলো বাড়তে লাগল অবিশ্বাস্য গতিতে।

যতই বাড়ছে, ততই অন্যান্য দলের কৃষকরা এসে দেখতে লাগল। হঠাৎ যেন সকলেই এসে এই আশ্চর্য ফসল ফলানোর কাজে ভাগ বসাতে চায়।

মারিয়া তীখনভ্না এসে প্রায়ই ওদের নানা উপদেশ দিতেন।

কিন্তু লেনা যেন কিরকম হিংসুক—ঠিক যেমন প্রিয় সন্তানকে মানুষ করার ব্যাপারে মা কারোর উপদেশ শুনতে রাজী নন, তেমনি। শুধুমাত্র তার কমসোমলের সভ্য আর সভাপতি ছাড়া আর কাউকে সাহায্য করতে ত দেবেই না, মাটিটা পর্যন্ত ছুঁতে দেবে না, উপর পড়া হয়ে যে কেউ সাহায্য করতে আসবে, তাও সে সহ্য করতে পারে না।

জুন মাসে গমের শীষ বার হতে আরম্ভ হল।

এম. টি. এস. থেকে এসে প্রধান কৃষিবিজ্ঞানী শীষপিছু গমের দানা গুণে ত বিস্ময়ে একেবারে হাঁ হয়ে গেলেন।

মারিয়া তীখনভ্নারও ঈর্ষা হল, আনিসিমের পর্যন্ত চোখে পড়ল তা।

কিন্তু লেনা এসবের দিকে মোটেই নজর দিল না। প্রায়ই দিনের কাজ শেষ হয়ে গেলে সবাই যখন গ্রামে ফিরে যেত, সে মাঠ অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত নির্বাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত, সোনালী গমের সমুদ্র থেকে সে চোখ ফেরাতে পারত না।

এরকম সময় সে কি ভাবত? ভাবত, সামনের বছর যৌথখামার এইরকম বীজবোনা আরম্ভ করবে তাদের মাঠে মাঠে, ভাবত ফসল বাড়াবার অন্য উপায় বার করবে সে; ভাবত পিওত্র্ মিখাইলভিচ যখন এই কথা শুনবে সেও খুশী হবে, তাকে ধন্যবাদ দেবে, আর চাই কি, সকলের উপরের কৃষিবিজ্ঞানী হিসাবে জেলাকেন্দ্রে তার উন্নতি হয়ে যাবে ...

এইসব ভাবতে ভাবতে সে একেবারেই জানতে পারেনি যে গমের এই কচি শীষগুলি কী বিপদের সম্মুখীন।

১৯

মাঝরাতে লেনার ঘুম ভেঙে গেল। ঘরটা কেমন গুমোট। জানালা খুলে দিল। পর্দাটা উড়ে একেবারে ঘরের ছাদে পৌঁছে গেল, জানালার তাকে বসানো একটা খালি টিনের কৌটো ফেলে দিল ধাক্কা দিয়ে।

নীচু মেঘের দল গোলাবাড়ির উপর দিয়ে মাঠের দিকে চলেছে। আবছা অন্ধকারে মিলে গিয়েছে পাশের বাড়ীটা, কঞ্চির বেড়া আর আস্পেন গাছটা। ঝোড়ো হাওয়া আঙিনায় ছুটে এল, আস্পেন পাতাগুলো শন শন শব্দ করতে লাগল।

ঝড় আসছে।

শীগ্‌গিরই হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, লেনা শুনতে পেল জেগে ওঠা মুরগীর ঘুমজড়ানো মৃদু কোঁক্‌কর-কোঁ। তারপর শুনতে পেল বৃষ্টির আওয়াজ। এই পড়ছে দূরে একটা গোলার খড়ের চালের উপর। এই রাস্তা পার হয়ে আসছে, এই এসেছে বাগানে, জোর বাড়ছে ক্রমশ। কলকল শব্দ এল, তারপর হল ঝম্‌ঝম্, এরপর টপ্‌টপ্ করে বারান্দার গায়ে পড়তে লাগল। জানলা দিয়ে ভেসে এল ভিজা মাটির গন্ধ, আবহাওয়ার তাপ নেমে গেল।

হঠাৎ খড়ির মত সাদা আস্পেন গাছ আর তার তলার সাদা ঘাস বিদ্যুতে আলোকিত হয়ে উঠল। টান টান তেরচা বৃষ্টি পড়তে লাগল, আবার অন্ধকারে ডুবে গেল চারদিক, বাজের টানা আওয়াজ পিছনে মিলিয়ে গেল।

ঝড়ের গর্জন চলল। জলের কলকল আর ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে হঠাৎ লেনা একটা শব্দ আবিষ্কার করল। এটা বৃষ্টির

ফোঁটার শব্দ নয়। একটা শক্ত শুকনো পতনের শব্দ, গাঁটিও-য়ালা মোটা আঙুল দিয়ে কেউ সিঁড়িতে ঘা দিচ্ছে। লেনা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। শিল পড়ছে। সাদা সাদা শিল এসে বারান্দায় পড়ছে, আবার রবারের মত লাফিয়ে উঠে এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে, যেন একেবারে সজীব।

লেনা চেঁচিয়ে উঠল, 'মা।'

পেলাগেয়া মার্কভ্না মাথা তুলে বললেন:

—ঘুমাও নি তুমি? কি ব্যাপার?

—ওঠ মা, শিল পড়ছে।

পেলাগেয়া মার্কভ্না বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলেন, দৌড়ে জানলার কাছে গিয়ে পর্দাটা মুঠো করে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—কি করব মা আমরা এখন?

—মাথা খারাপ কোরো না। এটা আবার শিলাবৃষ্টি নাকি? মটরের থেকে বড় নয় মোটেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, পরিষ্কার হয়ে আসছে। শীগ্‌গিরই সব থেমে যাবে... শিল মেঘগুলো একদিকে সরে গিয়েছে—গমের কোন ক্ষতি হবে না...

অনেকক্ষণ ধরে পেলাগেয়া মার্কভ্না জানলার ধারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে,

যতই তিনি দেরী করছেন, লেনার ভয়ও ততই বাড়ছে।

অবশেষে সে বলল, 'মা আমি বার হচ্ছি।'

—এই আবহাওয়ায়?

—আমি আর সহ্য করতে পারছি না, নিজে গিয়েই দেখতে হবে আমাকে।—তাড়াতাড়ি করে লেনা পোশাক পরতে লাগল।

ইত্যবসরে শিলের টুকরোগুলো আরও বড় হয়ে উঠেছে। কয়েকটা ত পাখীর ডিমের মতই বড় একেবারে।

গলায় রুমাল বাঁধতে বাঁধতে লেনা বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনতে পেল। দরজাটা খুলে গেল, একটা ভেড়ার লোমের কোট কাঁধের উপর ফেলে আনিসিম এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে।

কোণের দিকে কোটটা ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে জিজ্ঞেস করল, 'লেনা আছে এখানে? লেনা, কি ভাবছ বল দেখি এখন?... কি করে এরকম ঘটতে পারে বল ত?... তুমি কি মাঠে গিয়েছিলে?'

—এই যে যাচ্ছি।

—আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। গ্রীশ্‌কাও গিয়েছে। কিন্তু আমি তার সঙ্গে তাল রাখতে পারলাম না। আর

একলা যেতে আমার ভয় করে—বাজবিদ্যুৎ আমায় সয় না।

পেলাগেয়া মার্কভ্না বললেন, 'বস, ঠাকুরদা, শীগ্গিরই থেমে যাবে।'

—কি করে বসি? এখনও হয়ত কিছু করা যেতে পারে। হতাশের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বলল আনিসিম,—লোকে শিল থামাবার জন্য জানালা দিয়ে ঝাঁটা ছুঁড়ে ফেলত।—একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বলল আবার,—তখনকার কালের লোকে বেশি কিছু জানত না...

বাইরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। কে যেন ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠছে।

পায়ের আওয়াজ শুনে আনিসিম বলল, 'সভাপতি আসছে।'

আর সত্যিই পাভেল কিরীল্লভিচ এল ঘরের ভিতর। সর্বাঙ্গ ভিজা, পাজামার পাদুটো ক্যানভাসের মত ছপ্ ছপ্ করছে হাঁটার সময়।

রেগেমেগে সে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুমাওনি কেন এখনও? ঘুমাওনি কেন, লেন্‌কা?'

—আমি মাঠে যাচ্ছি।

পাভেল কিরীল্লভিচ জুতোর দিকে নজর দিয়ে বলল, 'আমি তোমায় যেতে বারণ করছি। পেলাগেয়া মার্কভ্না, যেতে দেবেন না ওকে।'

—যেন আমি ওকে আটকাতে পারব?

—আমি বলছি যেতে দেবেন না!

লেনা চীৎকার করে উঠল, 'কেন পাভেল কিরীল্লভিচ, শিলাবৃষ্টিতে মাড়িয়ে দিয়েছে সব?'

সভাপতি চোখ তুলল। শেষে বলল, 'লেনা, ঘুমাতে যাও, যাও লক্ষ্মীমেয়ে। আমি এখনও সেখানে যাইনি, আমি এক্ষুণি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি, এসে তোমাকে বলব। হয়ত ঝড়-বৃষ্টিতে কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু তুমি যাও ঘুমাতে, তুমি ভিজবে কেন? আর তুমি, আনিসিম। তোমাদের দুজনেরই মাথা খারাপ হয়েছে।'

পাভেল কিরীল্লভিচ তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে ছুটল। লেনা গেল তার পিছনে দৌড়ে আর পেলাগেয়া মার্কভ্না দৌড়লেন মেয়ের পিছনে।

শিলের আঘাতে কাঁপতে কাঁপতে ভালেৎ দাঁড়িয়েছিল বারান্দার কাছে। হঠাৎ ঘোড়াটা লাফিয়ে একপাশে সরে গেল, একটা জানালার ভিতর থেকে একটা ঝাঁটা ছুটে এসে একটু জমানো জল ছিটিয়ে পড়ল।

আবার হাওয়া বাড়ল, জলের ঝাপ্‌টা এসে আঘাত করতে লাগল ঘরের দেয়ালগুলিতে।

ভালেৎকে কেশর ধরে টেনে রেকাবে পা দিয়ে উঠতে উঠতে পাভেল কিরীল্লভিচ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বেরিয়েছ কেন? ফিরে যাও!...'

ঘরের দিকে পিছন ফিরতে ফিরতে লেনা বলল, 'তুমি শীগ্‌গির ফিরবে কি?'

—দশ মিনিটের মধ্যেই।

সভাপতি ঘোড়ার ভিজে পাছায় চড় দিতেই সে ছুটল।

লেনা আর পেলাগেয়া মার্কভ্‌না ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলেন আনিসিম কেমন যেন অপরাধীর চেহারা নিয়ে উনুনের পাশে বসে আছে।

লেনাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল না?'

—ও এক্ষুণি ফিরে আমাদের খবর দেবে সব।

সেখানে ওরা চুপচাপ বসে রইল। এমনি করে বিদেশে বেরোবার আগে রুশরা বসে থাকে। ম্লান বিদ্যুতের আলো ওদের মুখে পড়তে লাগল। বাইরে ঝড়ের গর্জন শোনা যেতে লাগল, ওরা বসেই রইল পাঁচ মিনিট ধরে, দশ মিনিট

কেটে গেল, পনেরো মিনিটও কাটতে চলল—পাভেল কিরীল্লভিচ ফিরল না।

আধঘণ্টা পার হয়ে গেল যখন লেনা আর সহ্য করতে পারল না। আবার সে জামাকাপড় পরে রুমাল বাঁধতে বসল।

পেলাগেয়া মার্কভনা বললেন, 'কে যেন আসছে না?'

লেনা জানালার দিকে দৌড়ল। পাতলা বৃষ্টি তখনও পড়ছে।

পাভেল কিরীল্লভিচ ভালেৎ-এর পিঠে চেপে রাস্তার মধ্যেখান দিয়ে হাঁটিয়ে লেনার বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেল, জানালার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপও করল না। শীগ্‌গিরই তার চেহারাটা কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

লেনা কেঁদে ফেলল, 'মা, সব গিয়েছে।' বলে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ল।

২০

গ্রীষ্মকালের এক উজ্জ্বল দিনে আনিসিম বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। চোখ কুঁচকে মেদ্‌ভেদিৎসার দিকে তাকাল।

সূর্যের আলো পড়ে নদীর জল চক্‌চক্ করছিল।

স্তাবি ঝুড়ি থেকে বুনো স্ট্রবেরী বেছে বেছে খাচ্ছিল। তার আঙুলে ফলের রসে দাগ পড়েছে, স্ট্রবেরী পাতা তার মধ্যে আটকে তারার মত দেখাচ্ছে।

আনিসিম জিজ্ঞেস করল, 'বেশ ভাল খেতে?'

স্তাবি জবাব দিল, 'ভেলীকিয়ে লূকির গুলো আরও ভাল।'

—আর বলতে হবে না। তোদের ঐ ভেলীকিয়ে লূকির স্ট্রবেরীর কথা আমার জানা আছে। আমাদের রাস্প্‌বেরীগুলো একবার খেয়ে দেখিস। এদের চেয়ে ভাল আর কোথায়ও পাবি না। বিশেষ করে যেখানে সদ্য গাছ কাটা হয়েছে। কি মোটা-মোটা বড়-বড়! ভালুকগুলো খুব খায়।

স্তাবি বলল, 'কে যেন খেয়ার জন্য ডাকছে।'

—রাস্প্‌বেরী ঝোপের কাছে ভালুকগুলো বসে ঠিক যেন মানুষের মত। পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ফলগুলো বেছে খায়।... ঠিকই বলেছিস, নদীর ওপারে যেন কে ডাকছে।

আনিসিম তাড়াতাড়ি খেয়া নিয়ে নদীর ওপারে গেল। ফিরে এল দেমেন্‌তিয়েভ, আর তার ঘোড়ায় টানা এক্কাটা সঙ্গে নিয়ে।

খেয়া-নৌকা বাঁধতে বাঁধতে আনিসিম বলল, 'পিওত্র্‌ মিখাইলভিচ,

আপনি আমাদের কথা আজকাল ভুলেই গিয়েছেন। গত সপ্তাহে আমাদের দারুণ দুর্দশা গিয়েছে।'

—আমি জানি, শুনেছি। আমি কোনমতেই এসে উঠতে পারলাম না, অন্য জেলায় গিয়েছিলাম কিনা। আমাকে কতগুলো পিছিয়ে-পড়া খামার পরিদর্শনে পাঠানো হয়েছিল।

—তাই নাকি? আর দেখ দেখি। এখানে এরা বলছে আপনাকে... আপনাকে... কি করেই বা বলি?...

—বরখাস্ত করা হয়েছে?

—ঠিক তা নয়, তবে তারই মত কিছু একটা...

—ওরা চেয়েছিল বরখাস্ত করতে। আপনাদের লেনাকে নিয়ে এক জনের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল, শেষে দেখা গেল যে ওকেই বরখাস্ত করে আমাকে রাখা হোল।

—বাঁচা গেল, ভগবানকে ধন্যবাদ।

পিওত্র্ মিখাইলভিচ ঘোড়ায় চড়ে বাঁধের দিকে উঠে এল, একেবারে উপরে উঠে লাগাম কষল।

—কে কিরকম আছে? একইরকম?

—লেনা? লেনা একইরকম আছে।

—লেনা কেন? আমি ত সবার কথাই জিজ্ঞেস করছি।—

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পিওত্র্ মিখাইলভিচ বলল।—আপনাদের সভাপতি কেমন? মারিয়া তীখনভ্না?

আনিসিম বলেই চলল, 'লেনা কারোর সঙ্গেই বেরোয় না। কিরকম শান্ত হয়ে গিয়েছে মেয়েটা। মনে হয় ওর মনটা বিক্ষিপ্ত হয়েছে। ওকে ডাকতে পাঠাব?'

—না না।

আনিসিম স্তাবিকে ডেকে বলল, 'যাও ত, খোকা, জোরিনাদের বাড়িতে গিয়ে বল ত, জেলাকেন্দ্র থেকে কে একজন লেনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে...'

স্তাবি দৌড় লাগাল একটা।

পিওত্র্ মিখাইলভিচ বলল, 'সে আসবে না।'

—আসবে আসবে, আপত্তির আর কোন কারণ নেই। এই যে আপনার ঘোড়াটা আমি বেঁধে দিচ্ছি। ওকে ওরকম করে ঝাঁকাচ্ছেন কেন? বিনা কারণে এরকম ঝাঁকুনি দেওয়া উচিত নয়।

দেমেন্‌তিয়েভ দূরের দিকে তাকাল। গতবছরের থেকে শোমুশ্‌কার কত পরিবর্তন হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠেছে নতুন বাড়ি, তার সামনে বাগান, কঞ্চির বেড়া-দেওয়া। বেড়ার চারদিকে যেখানে ছিল আগাছা আর বিছুটির ঝাড়,

সেখানে ফুটেছে ডেইজীর দল। লম্বা লাঠির মাথায় অনেকগুলো পাখীর বাসা তৈরী করা হয়েছে। চওড়া রাস্তাটা সমান্তরাল ঘাসে ঢাকা পড়ে গিয়েছে—নীলাভ উজ্জ্বলতা সেখানে।

লেনা তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল, এত তাড়াতাড়ি যে স্তাবি তার সঙ্গে চলতে পারছিল না, কিন্তু যে-মুহূর্তে দেমেন্‌তিয়েভ তাকে দেখল, তার গতি হয়ে এল মন্থর।

একটু দূরে থাকতেই সে বলল, 'পিওত্র্ মিখাইলভিচ, কিরকম বাদামী হয়ে গিয়েছ?'

দেমেন্‌তিয়েভ তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'রোদে পুড়ে।'

আরও কাছে এসে বলল লেনা, 'তোমার ভুরুগুলো কি সাদা হয়েছে!'

দেমেন্‌তিয়েভ বলল, 'সাদা হয়ে গিয়েছে।'

ওরা করমর্দন করল। কৌতূহলভরে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল স্তাবি। কেন ওরা হঠাৎ এত অস্বস্তি বোধ করছে? এত শক্ত হয়ে উঠল কেন ওরা?...

—শুনেছ পিওত্র্ মিখাইলভিচ, আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে।

—না, কিছুই ব্যর্থ হয়নি। তুমি কি 'লাল কৃষক' খামারে যাওনি?

—না।

—তারা তোমার পরিকল্পনামত চল্লিশ একর জমি বুনেছিল।

—ওরা কি করে জানল?

—বল, আগে, রাগ করবে না, লেনা?

—বেশ কথা দিলাম।

স্তাবি সেখানে খাড়া দাঁড়িয়ে শুনছিল।

—গত বসন্তে যখন ওদের খামার দেখতে যাই, ওদের আমি সব খুলে বলি। তোমার পরিকল্পনা কাজে লাগানোর জন্য আমাকে মাপ কর।

—আমার নয় এটা, আল্‌তাই-তে এটা করা হয়েছিল...

—কিন্তু তুমিই ত সর্বপ্রথম এটা এ-অঞ্চলে আনলে...

—আর কি রকম ফসল হল 'লাল কৃষক' খামারে?

—চমৎকার। এমন কি আমার আশার অতিরিক্ত... ওরা সেই মাঠটার নাম দিয়েছে জোরিনার মাঠ... আরও তিনটি খামারকে একথা বলার পর তারাও জোরিনার মাঠ করেছে। আগামী হেমন্তে তোমার আর তোমার পরিকল্পিত গমের বিষয়ে সবই পড়তে পাবে খবরের কাগজের

পাতায়... তোমার আর সভাপতিতে কেমন ভাব আজকাল?

—ভাব আছে ভালই... কিন্তু ওর জন্য বড় দুঃখ হয়। বেচারা এত ভাল। কিন্তু একেবারে নিঃসঙ্গ—লেনা অপরাধীর মত দেমেন্‌তিয়েভের দিকে তাকাল।

স্তাবি তবুও সেখানে দাঁড়িয়ে শুনছে।

ধীরে ধীরে, যেন কিছু খোঁজার ভানে লেনা নদীর ধারে চলল। দেমেন্‌তিয়েভও তেমনি ধীরে তার পিছনে চলল। তারা নিঃশব্দে একটাও কথা না বলে বড় রাস্তায় এল। একটার পর একটা পাহাড় বিস্তৃত রয়েছে দিগন্ত পর্যন্ত। পাহাড় বেয়ে চলেছে রাস্তা, কখনও উঁচু শিখরের উপর, কখনও বা নেমে গিয়েছে উপত্যকায়। দূরে—শেষ বেগুনী পাহাড়টায় দেখা যাচ্ছে আঁকাবাঁকা পথের রেখা। দিগন্তে পোঁছেও সে আরও চলেছে ধরণীর শেষ সীমায় মেশার অপেক্ষায়।

লেনা আর দেমেন্‌তিয়েভ হেঁটে চলেছে। পাশাপাশি দুজনে চলেছে, থেকে থেকে গায়ে গা লাগছে, কিন্তু কেউ একটাও কথা বলছে না। চলেছে তারা সেই সীমাহীন পরিচ্ছন্ন মসৃণ পথ বেয়ে।

১৯৪৮

বর্ষা

১

ডাকঘর থেকে যেসব চিঠিপত্র পাশা খুড়ি নিয়ে এল তার মধ্যে একখানা ছিল কেন্দ্রীয় পরিচালন দপ্তরের। চিঠিখানার শিরোনামা ছিল এই রকম:

'অত্রাদ্‌নৈয়ে গ্রামের নিকটবর্তী ভালোভাইয়া নদীর সেতু নির্মাণের অধিকর্তা কমরেড্ গুরিয়েভ সমীপেষু।

আপনার ১৩ই জুন তারিখের ১৪৭/০৬ নং চিঠির জবাব।'

চিঠিখানার ভিতরকার সমাচার ছিল এই :

'এই তিন মাসের মধ্যে আর কোন মোটর লরি আপনার নির্মাণকার্যের জন্য বরাদ্দ করা হবে না।

খুব সোজা হিসাব থেকেও দেখা যায়, যে কটা লরি আপনার হাতে আছে, পরিকল্পনা পূরণের জন্য (পেন্সিলে যোগ করা হয়েছে : ইচ্ছা থাকলে তা ছাড়িয়ে যাবার জন্য) তা প্রয়োজনের তুলনায় ঢের বেশি।

ভালোভাইয়া নদীর উপরে সেতু নির্মাণের জন্য বালি, খোয়া, কাঁকর ইত্যাদি আনাবার ব্যাপারে সব সময়েই আপনি পরিকল্পনার পেছনে পড়ে আছেন। ফলে কংক্রীটের ভিত খুব সম্ভব শীতের আগে তৈরী হবে না। তার মানে গোটা ব্যাপারটা সময়মত শেষ না হয়ে পড়ে থাকবে। এক মাত্র দায়িত্বজ্ঞানহীনতা (পেন্সিলে যোগ করা হয়েছে : কর্তব্য কর্মের প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা) ছাড়া এর আর কোন কৈফিয়ৎ নেই।

আপনাকে ঠিক এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হবে। ভালোভাইয়া সেতুটির নির্মাণকার্যে যে বালি, খোয়া ও কাঁকর দরকার, তা জড়ো করবার ব্যাপারে পরিকল্পনায় যে নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে, এই এক সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে তা পূরণ করতেই হবে। আমি প্রস্তাব করছি:

(ক) আপনার সমস্ত লরি একমাত্র এই কাজেই লাগানো হোক;

(খ) পাথরঘাটায় দু শিফ্‌টে কাজ চালু করা হোক;

(গ) লরিতে মাল তোলা, খালাস করা, যন্ত্রের মারফতে করা হোক;

(ঘ) আপনাকে যেসব গাড়ি ঘোড়া দেওয়া হয়েছে তা পুরাদমে কাজে লাগান ...'

তালিকায় অন্যান্য যেসব নির্দেশ ছিল, সেগুলি যেমন স্পষ্ট, তেমন সহজ।

অধিকর্তার সেক্রেটারী ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না চিঠিটা পড়ে নিয়ে, সংশ্লিষ্ট খাতায় তার প্রাপ্তি সংবাদ টুকে রাখল, তারপর ভাবতে লাগল।

ভাবতে লাগল দু'সপ্তাহ ধরে দিনরাত এই যে একটানা বৃষ্টি চলছে তার কথা; ভাবতে লাগল সাবানের মত পিছল পথঘাটের কথা; খোয়া আর কাঁকর-ভর্তি লরিগুলোর রাস্তায় ছুটতে ছুটতে বুকফাটা আর্তনাদের কথা; ভাবতে লাগল ঠাণ্ডায় আর রাত জাগায় নীল-হয়ে-যাওয়া ড্রাইভারদের

মুখগুলির কথা; পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাদামাখা, দেখতে ছোটখাটো, হাঁপানিতে ক্লিষ্ট নির্মাণকার্যের অধিকর্তা ইভান সেমিয়োনভিচের কথা; ক্ষেতের কাজ থেকে ঘোড়াগুলিকে ছেড়ে দিতে যারা অস্বীকার করেছিল জেলা-কার্যনির্বাহী-সমিতির সেই লোকগুলির কথা; আর ভাবতে লাগল 'ব্যাং' নামে অভিহিত সেই ক্ষুদ্র দুর্বল পাম্পটির কথা, পাথরঘাটায় যেটা অনবরত ঝকঝক করে চলেছে।

সকালটা মেঘলা, বিষণ্ন। অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমেছিল ব্যারাকের ছাতের ওপর। ব্যারাকটা খুব তাড়াতাড়ি তৈরী করা হয়েছিল আপিস-ঘরের জন্য। পার্টিশনের ওদিক থেকে ইভান সেমিয়োনভিচ আর বাঁ পারের ফোরম্যানের কর্কশ গলা ভেসে আসছিল।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না ভাবল, 'চিঠিটা তাঁকে পরেই দেখাবো, কারণ সেদিন যা ঘটেছে তাতে তিনি এমনিতেই বিচলিত।' টানা খুলে চিঠিটা একটা ফোল্‌ডারে রাখল। সোনালি হরফে ফোল্‌ডারের গায়ে 'রিপোর্ট' কথাটি লেখা, যুদ্ধশেষে রিগাতে সে নিজে এই ফোল্‌ডারটি কিনেছিল। এরপর পেন্সিল ছুঁচলো করতে বসল, ইভান সেমিয়োনভিচ

তার ডেস্কের ওপর বেশ রঙিন রঙিন ছুঁচলো পেন্সিল পছন্দ করত।

কে একজন প্লাইউডের ঢোকবার দরজাটির গায়ে এমন জোর লাথি মারল যে সেটা সপাটে খুলে গিয়ে যেন জ্বরের ঘোরে কাঁপতে লাগল। ঘরে এসে ঢুকল প্রায় আঠার বছরের একটি মেয়ে। মেয়েটি একেবারে ভিজে সপ্‌সপে, তার বুটজুতোর একটির ভিতরে চাবুক গোঁজা।

সে শুধোল, 'অধিকর্তা আছেন?'

সবুজ পেন্সিলটা ছুঁচলো করছিল ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না, কাজ না থামিয়ে সেও প্রশ্ন করল, 'তুমি কে?'

— 'নয়া পথ' যৌথখামারের কোচোয়ানদের আমি ব্রিগেড-নেত্রী, নাম কুরেপভা, ওল্‌গা কুরেপভা। অধিকর্তাকে আমাদের জন্য লিখে দিতে হবে। কালই আমরা বাড়ি যাচ্ছি।

— নির্মাণ অধিকর্তার হাতে এটা পড়ে না, — শেষের কথাগুলিতে জোর দেবার জন্য অর্ধেক চোখ বুজে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বলল। — তুমি তোমার ফোরম্যানকে এ বিষয়ে বল।

— আমাদের ফোরম্যানের যা মাথামোটা ... ঘোড়াটা কি করে জুড়তে হয় তাই কি ছাই সে জানে। কতবার বলছি

যে আমাদের খামারের সভাপতি মাত্র পাঁচদিনের জন্য এখানে কাজের অনুমতি দিয়েছেন। ইদিকে হয়ে গেছে সাতদিন। সে যাই হোক সে আমাদের কিছু লিখে দেবে না। সার দেবার জন্য গাড়ীগুলিকে আমাদের মাঠে নিয়ে যেতেই হবে।

—এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু অধিকর্তা মশাই এখন এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে পারবেন না, তিনি খুবই ব্যস্ত।

—বেশ ব্যস্ত থাকলে আমি অপেক্ষা করবো।

ভিজে সপ্‌সপে ব্রিগেড-নেত্রীটি বেঞ্চিতে বসে পড়ে জামা থেকে জল নিংড়তে লাগল।

তীক্ষ্ণভাবে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বলল, 'এটা আস্তাবল নয়, তুমি আপিসে বসে আছ।'

অম্লানভাবে জল নিংড়তে নিংড়তে মেয়েটি বলল, 'মেঝে এমনিতেই মুছতে হবে। দেখুন দিকি কি রকম কাদা, একটু জলে আর তেমন ক্ষতি হবে না।'

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না তার ঘরখানায় এক গুরুত্বপূর্ণ আপিসের সুশৃংখল চেহারা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিল যাতে যারা আসবে তারা অধিকর্তার প্রতি এবং তার পরিচালিত কাজের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হতে পারে। সে নিজে আপিসে

আসত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে। চেহারায় কঠোরতা, গায়ের ব্লাউজটি মাড় দিয়ে শক্ত করা আর ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে গোলাপী কী একটা দেখা যাচ্ছে। তার কলারে পুরুষদের মত গলাবন্ধ। কালো চুলে পাক ধরেছে, বেশ আঁট করেই সে চুল বাঁধত।

পাশা নামে যে দাসীটি ঘর মুছত তাকে সেক্রেটারী এমনই সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল যে সে মেঝেটা অন্ততপক্ষে তিনবার মুছত।

কিন্তু ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না যত চেষ্টাই করুক না কেন, গোড়ার এই ঘরখানা কোনরকমে কাজ চালিয়ে যাবার বৈ ত নয়। ঘরখানায় সেক্রেটারীর একটি ডেস্ক বৈ আর কিছু ছিল না, আর ছিল বেঢপ একটি বেঞ্চি। উৎপাদন-সংক্রান্ত কোন মিটিং হলে বেঞ্চিটিকে অধিকর্তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হত। ঘরখানার চেহারা আরও নষ্ট হয়েছিল ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্‌টির জন্য। তারটিকে ডেস্কের ওপর ফাঁস দিয়ে এমনভাবে সূতো দিয়ে বাঁধা হয়েছে যাতে রাত্তিরের কাজ সহজে করা যায় আর কারও মাথাও তাতে ধাক্কা না খায়।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না তার চতুর্থ পেন্সিলটা ছুঁচলো করছিল, এমন সময় বাঁ পারের ফোরম্যানটি আপিস

থেকে বেরিয়ে কি সব বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল।

চিঠিটা এবারে দিতে হবে ভেবে সেও গেল অধিকর্তার ঘরে। চিঠিটা পড়ে ইভান সেমিয়োনভিচ বিচলিত হয়ে পড়ল। গ্যারাজের ভার ছিল তিমফেইয়েভের ওপর, তাকে ডেকে পাঠান হল। লরিগুলো কি ভাবে কাজ করছে তার সর্বশেষ রিপোর্টটি তাকে দেখাতে বলল।

ক্লান্ত চেহারায় তিমফেইয়েভ একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে অন্যমনস্কের মত ঢুকল।

আঙুল দিয়ে রিপোর্টটি দেখিয়ে ইভান সেমিয়োনভিচ বলল:

—এ লাইনে ষোলখানা লরির মধ্যে মাত্র আটখানা কাজ করছে। এর কি কারণ দেখাবে বল?

জানলার ফাঁক দিয়ে ধূসর আকাশের দিকে চেয়ে তিমফেইয়েভ ভাবল অধিকর্তা কখন এই সব বাজে হিসেব করে করে ক্লান্ত হয়ে উঠবেন। সে বলল, 'লাইনে তো বারখানা কাজ করছে।'

—বলছ কি, বারখানা?—ইভান সেমিয়োনভিচ চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। তারপর পেতলের পেয়ালা থেকে লাল

পেন্সিল নিয়ে সজোরে সেটি রিপোর্ট-এর ওপর ছুঁড়ে মারল। কোন রকম কেলেঙ্কারী বাধাতে যে সে মোটেই পারত না তার সেই দুর্বলতার কথা ভালভাবেই জানত। —মাত্র আটটি লরি কাঁকর টানছে... কমরেড্ তিমফেইয়েভ, এর কী জবাবদিহি করবে?

—কুজ্‌মিচিয়োভ ও কুভাইয়েভকে সারানো হচ্ছে। আর খাবার ঘরের ম্যানেজার মশাইকে স্তেপানভ সহরে নিয়ে গেছে... আপনি নিজেই তো তাকে অনুমতি দিয়েছেন...

—দেখ কথা, আমি তাকে একবার যাবার অনুমতি দিয়েছি, আর সে রোজ যাচ্ছে...

তিমফেইয়েভ কোন জবাব দিল না। সে জানালার বাইরে তাকিয়েই রইল যেন অধিকর্তা কি বলছেন তাতে তার কিছুই এসে যায় না।

অধিকর্তা বলল, 'বেশ, এতে হল এগারটা, আর পাঁচটি কই?'

—ভালভ আর কোর্‌কিনার লরির চাকাগুলোতে রবার নেই, আর আবাপ্‌কিন গেছে পেট্রোল আনতে... কিন্তু

লরিগুলো গোণার কি অর্থ? এরকম আবহাওয়ায় কাঁকর টানার জন্য লরি নয়, নৌকোরই আসল দরকার।

—বেশ তো, আর দুটো কই?

—আপনার হুকুম-মত বা পারের ফোরম্যানকে একটি দেওয়া হয়েছে।

—তার মানে?

—আপনার হুকুমেই তো হয়েছে বলছি।

—আর ষোল নম্বরেরটি?

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না এই ষোল নম্বর লরিটির জন্য খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিল। দুদিন আগে একগুঁয়ে এই তিমফেইয়েভ অধিকর্তার বারণ সত্ত্বেও লরিটিকে তার কোন এক বন্ধুর কাছে বেশ দূরের যাত্রায় পাঠিয়েছে। বন্ধুটি নাকি আরও জোরাল এক পাম্পের সাথে 'ব্যাংটি' বদল করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বৃষ্টিতে লরি নিশ্চয়ই কোথাও আটকেছে আর ইদিকে লরিও নেই, পাম্পও নেই। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না অধিকর্তার মুখের দিকে চাইল—শক্ত বেঁটেখাটো চেহারা, মুখে ফোলা ফোলা ভাব আর হয়রানের চিহ্ন, কোমল চোখদুটি শিশুর চোখের মত নীল। তারপর চাইল গোঁফদাড়িভরা অন্যমনস্ক তিমফেইয়েভের দিকে। দুটি মানুষ ঠিক তারই মত জানে

যে গণ্ডগোলটা আসলে লরি নিয়ে নয়, আবহাওয়াটাই গণ্ডগোলের। এ ধরনের কথাবার্তা যে মোটেই কাজের নয় তাও মনে মনে দুজনে জানে। এদের দুজনের জন্যই তার দুঃখ হচ্ছিল।

ইভান সেমিয়োনভিচ আবার জেদ করল, 'ষোল নম্বরেরটি কই?'

—কাজ করছে। এই সংখ্যাগুলো মোটেই ঠিক নয়।

—সে আমরা পরীক্ষা করে দেখব। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না, সব ফোরম্যানদের রিপোর্টগুলো আমাকে দাও তো।

অধিকর্তার মতই ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বেরিয়ে এল। ভিজে জামা গায়ে ব্রিগেড-নেত্রীটি তখনও বেঞ্চিতে ঠায় বসে। সে বলল, 'লেখা না নিয়ে আমি মোটেই নড়ছিনে। ভাবছেন আমরা আইন জানিনে? আমাদের সময়ে এমনি অনেক ব্যস্তবাগীশ অধ্যক্ষের সাথে আমাদের মোলাকাত্‌ হয়েছে। একবার এলেন আলুর দপ্তরের এক কর্তা, আমাদের খামারের ঘোড়াগুলোকে সাহায্য করবেন বলে। দিলাম না বাছাধনের পেছনে এমনি বাঁশ।...'

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বাধা দিয়ে বলল, 'ভাষা সম্বন্ধে দয়া করে একটু সাবধান হও।' বাক্যাতীতভাবে

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না এই ভেবে আরও মর্মাহত হল যে একটি বিরাট গঠনমূলক কাজের ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়রের সাথে যে-লোকটির ওপর আলুর দপ্তরের ভার আছে তার তুলনা করা হচ্ছে।

আপিসের দোরগোড়ায় এসে ইভান সেমিয়োনভিচ শুধোল, 'কী ব্যাপার?'

ব্রিগেড-নেত্রী বলল, 'আপনার সাথে ইনি আমাকে দেখা করতে দেবেন না। আমাদের সময় হয়ে গেছে, খাবারও ফুরিয়েছে আর মাঠে আমাদের সার টেনে নিয়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু ফোরম্যান আমাদের কোন লেখা দেবে না।'

--হুঁ!—ইভান সেমিয়োনভিচ বলল।

—সত্যি বলছি, ও বলে আমরা পরিকল্পনা পূর্ণ করতে পারিনি... কাঁকরের জন্য মাইলের পর মাইল যেতে হলে আমরা পরিকল্পনা পূর্ণ করি কি করে? প্রতিবার নালা পেরিয়ে ওঠবার সময় গাড়ীতে দ্বিতীয় ঘোড়া জুড়তে হবে... এরকম আবহাওয়ায় মোটেই ওঠা যায় না।

—হুঁ।--ইভান সেমিয়োনভিচ আবার বলল।

—সত্যি বলছি, এখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে

নদী, তার ধারে কাঁকর আছে। যে কাঁকরগুলো আমরা টানছি, এগুলো না হয়ে যদি সেই কাঁকর টানতে হত তাহলে আমরা গতকালই আপনার দুটো পরিকল্পনা পূর্ণ করতাম। আপনি কি মনে করেন শুধু শুধু কিছু না করে কংক্রীট মেশাবার অকেজো যন্ত্রটি দেখতে আমাদের ভাল লাগে?

কোমল স্বরে ইভান সেমিয়োনভিচ বলল, 'সব কাঁকরই তো টানার উপযুক্ত নয় মা। তোমাকে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে কাঁকর যেন যথেষ্ট শক্ত হয়। নরম চুনের কাঁকর কাজ দেয় না।'

--আপনিই ভাল জানেন। ভাল কথা, আপনি কি নিজেই চিঠিটা লিখবেন, না টাইপ করাবেন?

—ওহে মেয়ে, অত তাড়া কোর না।—মেয়েটি যেন এক অগ্নিকুণ্ড, তার কাঁধ বোকার মত চাপড়াতে চাপড়াতে ইভান সেমিয়োনভিচ বলল:

—এস না আমরা বন্ধুভাবে আরও তিনদিন পরস্পরকে সাহায্য করি...

—তিন দিন? সে আমরা পারব না।

—শোন, শোন, তুমি একজন কমসোমলের সভ্যা নয় কি? তুমি নিজেই দেখতে পাচছ ব্যাপারটা কিরকম: কাজটা

শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। কমসোমলের সভ্যরা এরকম কাজ করে লজ্জিত বোধ করত।

—সে ঠিক আছে, আমরা লজ্জিত হতাম না!

—তোমায় বুঝতে পারছি না... তোমার অবস্থায় পড়লে সেতুটি না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানেই লেগে থাকতাম। আমাদের কেমন সব সুন্দর সুন্দর কর্মঠ যুবক আছে, তোমার চোখে পড়েনি? মেকানিক, সার্ভেয়র, ড্রাইভার সব বেশ তরুণ আর সুন্দর দেখতে...

—আপনার ড্রাইভারদের সাথে আমার কি? আমার নিজেরই পুরুষ মানুষ আছে,—অবিচলিতভাবে ব্রিগেড-নেত্রীটি বলল।—আপনি লেখা না দিলে আমরা না নিয়েই চলে যাব।

ডজন ডজন জরুরী জিনিসে অধিকর্তাকে নজর দিতে হবে, তবু তিনি মেয়েটিকে রাখবার জন্য কি সাধ্য সাধনাই না করছেন। তাঁর চারদিকে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তার কথা কিংবা কেন্দ্রীয় পরিচালন দপ্তর থেকে তিনি যে কড়া ও অন্যায় চিঠিটি পেয়েছেন তার উল্লেখমাত্র করলেন না। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না শুনতে লাগল কিভাবে মেয়েটিকে বোঝাতে ইনি চেষ্টা করছেন, তার বিবেকের কাছে আবেদন

করে, ঠাট্টা করে, যদিও হৈচৈ-এর মত ঠাট্টাও তিনি বিশেষ করতে পারতেন না। সেক্রেটারী তার সাদা মাথা আর আত্মসচেতন হাসির দিকে চেয়ে চেয়ে বেয়াড়া মেয়েটার ওপর আরও বিরূপ হয়ে উঠল।

অবশেষে ইভান সেমিয়োনভিচ হাত নেড়ে নিস্তেজভাবে বলল:

—ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না, লেখাটা টাইপ করে দাও। এদের জোর করে তো আর রাখতে প্যারি না...—তারপর সে আপিসে চলে গেল।

দরজা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না ভীষণ রাগতভাবে বলল, 'তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। নিজে চোখে দেখছ আবহাওয়ার কি রকম অবস্থা, লরিগুলো সব জায়গায় পিছলে যাচেছ, গত ক'দিনেই অধিকর্তার মাথা সাদা হয়ে গেছে, তবু তুমি লেখাটাই দাবী করছ... তোমাদেরই সেতুর দরকার, আমাদের নয়...' তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

বিস্মিত মেয়েটি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'আচছা বেশ, কালকেও আমরা কাজ করব কিন্তু লেখাটা যা হোক করে হোক দিন।'

দেয়ালে টোকা পড়তে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না অধিকর্তার ঘরে গেল। মনে হল ষোল নম্বর লরিটির কথা সে বেমালুম ভুলে গেছে। একটা লেখা নিয়ে সে তখন খুব ব্যস্ত, তিমফেইয়েভও আর সেখানে নেই।

লিখতে লিখতে অনেক থেমে থেমে ইভান সেমিয়োনভিচ বলল, 'এই যে চিঠি আর দলিলগুলোর তালিকা... আজ রাত্তিরেই... এগুলো তোমার তৈরী করা চাই। আমি মস্কো যাচ্ছি।' তারপর দৃঢ় ভঙ্গিতে পেন্সিলটা ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'জিনিসগুলো টানবার জন্য লরি নয়, নৌকোর প্রয়োজন এটাই তাদের দেখাতে চাই।'

২

ইভান সেমিয়োনভিচ মস্কো যাবার কিছু পরেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হল। সূর্য দেখা দিল, ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না তার কাজ করবার সাদা প্রিয় জুতোটি পরতে পারল।

ইভান সেমিয়োনভিচের আপিস-ঘরটি শূন্য ও স্তব্ধ, জানালার ধারে কতগুলো শুকনো ফুল তাদের পাঁপড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

তার ডেস্কের ওপর ছিল সেই পেতলের পেয়ালাটি আর তাতে সুন্দর করে চোখা-করা পেন্সিলগুলো।

ইভান সেমিয়োনভিচ চলে গেলে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না সব সময় কেমন মনমরা হয়ে থাকত। এ সময় বেশ বোঝা যেত যে লোকের তার প্রতি কৌতূহল শুধুমাত্র অধিকর্তার সেক্রেটারী বলেই। প্রায় কিছুই ছিল না টাইপ করবার, দেয়ালে কারও টোকা পড়ত না। কদাচিৎ টেলিফোন বাজত। সেও না ভেবে পারত না কেমন করে ইভান সেমিয়োনভিচ একা নিজে নিজেই মস্কোতে চালাচেছন, কেই বা তাঁর প্রয়োজনীয় দলিলগুলি গুছিয়ে দিচেছ।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সে দিনের কাজকর্মগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে পাঠিয়ে দিত আর ফোরম্যানদের মনে করিয়ে দিত যে তাদের পাক্ষিক রিপোর্টগুলো দেবার সময় হয়ে গেছে। তারপর কিছু টাটকা ফুল তুলতে বাইরে বেরুত।

আপিসের প্রায় মাইলখানেক দূরে সেতুটি তৈরী হচ্ছিল। নদীতীরের চড়াই থেকে চোখে পড়ত শান্ত জলরাশি বিদীর্ণ করে বিরাট বিরাট স্তম্ভ উঠেছে। একটি স্তম্ভে কোন কাজ হচ্ছিল না, শ্রমিকেরা আর দুটিতে কাজ করছিল। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্নার মনে পড়ল এই সেদিন ইভান সেমিয়োনভিচ তাকে দিয়ে টাইপ করিয়ে ছিলেন: 'মালমশলার

ঘাটতির জন্য কংক্রীটের সব কাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভে নিয়োজিত করা হোক।'

খরখরে কাঠের থাম দিয়ে একটি অস্থায়ী সেতু নদীর ওপর তৈরী করা হয়েছিল। দশমিনিটের মধ্যে ইভান সেমিয়োনভিচ এই সেতুটির নক্সা করেছিল একটি সিগারেট বাক্সের পেছনে আর এটা যে ভেঙে পড়বে সে বিষয়ে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না নিশ্চিত ছিল। এটা কিন্তু দাঁড়িয়েই ছিল। ভিৎ তৈরীর খোয়া, কংক্রীট, নানারকম ধাতু, কাঁচামাল, পেরেক ইত্যাদি ইত্যাদি অর্ডার-তালিকার আঠার পৃষ্ঠাব্যাপী অন্যান্য মাল নিয়ে ছোট ছোট ট্রাক গাড়ীগুলো নদীতীর আর সেতুস্তম্ভের মধ্যে চারদিকে যাতায়াত করছে। গাড়ীগুলো আরও নিয়ে আসত সাটিনের মত হলদে-হলদে নতুন-চেরা এক ইঞ্চি বোর্ড—যে বোর্ডগুলোর জন্য সে নিজে এই ক-দিন আগে একটি তার পাঠাবার জন্য কর্কশ গলায় টেলিফোনে চীৎকার করে বলেছে: 'অবিলম্বে এক ইঞ্চি বোর্ডগুলো খালাস করুন। ওগুলো না পাওয়াতে কংক্রীটের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে আছে।'

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না যতই সেতুটির কাছে আসছিল, ততই সেই সৃষ্টিকাণ্ডের একাকার কলকোলাহল থেকে ভিন্ন

ভিন্ন ধ্বনি আলাদা আলাদাভাবে কানে এসে ধরা পড়ছিল। দ্বিতীয় খিলানটির উপরে ফলকটি ঝলক দেবার দু-এক মুহূর্ত পরেই কুড়ুলের ঘায়ের শব্দ : ভোঁতা দিকটি দিয়ে প্রথম আঘাতটি থেকে সুরু করে গোটা পেরেকটিকেই ঢুকিয়ে দেবার সর্বশেষ আঘাতটির জয়দৃপ্ত আওয়াজ, যতক্ষণ পর্যন্ত একগুঁয়ে ধাতব করাতটি কাঠের মধ্যে সরাসরি দাঁত বসাতে অস্বীকার করছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিচু ও ভাঙাভাঙা স্বরে, আর পরে যখন বুড়ো আঙুলের ধাক্কা খেয়ে ঠিক জায়গায় লেগে গিয়ে নতি স্বীকার করছে তখন কাঠের গুঁড়ো ছড়াতে ছড়াতে উচ্চ ও মুক্ত স্বরে করাতের শব্দ; ডান পারে কাজ করছে যে পাইল-ড্রাইভারটি সেটির একঘেয়ে ঝপ্ ঝপ্ শব্দ; কংক্রীটের মেশালিতে ইস্পাত ও কাঁকরের ঘর্ষণের রক্ত-হিম করা আর্তনাদ; বাঁধের উপরে একটি নিশ্চল যন্ত্রের ঝক্ ঝক্ আওয়াজ, এই নিচু, এই উঁচু, মনে হয় যেন দৌড়ে দূরে চলে গেল আবার দৌড়ে কাছে চলে এল; ডান পারে থেকে-থেকে কাঠ নামানোর শব্দ — এই সব মিলে একটি অখণ্ড স্বরগ্রাম।

কর্মব্যস্ততার এই যে গুরু গর্জন, দুম্ দুম্ আওয়াজ আর গুন্ গুন্ ধ্বনি তা শুরু করেছিল ইভান সেমিয়োনভিচ,

অনেক দিনের হিসেব নিকেশ, যুক্তিতর্ক, আলাপ-আলোচনা ও অনুমোদনের পর। আর এই সব কিছুর সঙ্গেই ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নার সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ, তাই সে পুলকিত হল। একটি পাঁচ-টন লরির চাকার চাপে যে শির-তোলা পথটি তৈরি হয়েছিল সেটি ধরে সে হাঁটতে লাগল। পুরনো কাঠের কুঁচির নরম আস্তরণের উপর দিয়ে সে চলল। পায়ের তলা থেকে কাঠের টুকরোগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল, মাঝে মাঝে অচেনা অজানা সব লোক তাকে নমস্কার জানাচ্ছিল। বাঁ পারের ধসে যাওয়া বাঁধটি বেয়ে সে উপরে গিয়ে উঠল, ইস্পাতের খিলান নামিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত এমন কয়েকটি বজরা পার হয়ে এগিয়ে চলল। শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল তার প্রিয় মাঠখানিতে, বাটারকাপ আর ডেইজি আর নাম-না-জানা সব লাল ফুল, মাঠখানি যেন হাসছে।

মাঠখানার একদিকে একটি সংকীর্ণ খাড়ি আর অন্যদিকে ফার গাছের সারি, তাদের কাঁটাভরা ডালপালার আগাগুলো আড়াআড়িভাবে সংলগ্ন। বাতাস বইতে সুরু করলে ফুলগুলো মাথা নিচু করে আন্দোলিত হত যেন লুকোচুরি খেলছে আর ফার গাছগুলো এ ওর দিকে চেয়ে মাথা দোলাত যেন কৌতুকভরে। সেতুটি তৈরী হবার আওয়াজ এখানে প্রায়

পৌঁছতই না, শুধু মাঝে মাঝে নদীতে ভেসে আসত এক একটি কাঠের গুঁড়ি, মাথায় তাদের খড়ি দিয়ে কোন একটি সংখ্যা আঁকা। এগুলো মনে করিয়ে দিত যে অদূরেই একটি কাজ হচ্ছে।

ফুল তুলতে তুলতে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না ডুবে গেল দিবাস্বপ্নে। দেখল ইভান সেমিয়োনভিচ কেন্দ্রীয় পরিচালন দপ্তরের কর্তৃত্বে সমাসীন। তাঁর আপিস-ঘরে ঝুলছে রেশমী পর্দার ঝালর, সেখানে রয়েছে একটি ঘণ্টা সেক্রেটারীকে ডাকবার জন্য। সুমুখের ঘরখানি সাজানো রয়েছে সারি সারি তাক দিয়ে, প্রমাণ-সাইজের সব ফাইল দিয়ে সেগুলি জমজমাট, ফাইলগুলি বাঁধা স্বয়ংক্রিয় বাঁধুনি দিয়ে। আর গত বছরের ক্যালেণ্ডার থেকে তারিখ কেটে কেটে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না সেগুলিকে লাগাচ্ছে ফাইলগুলির পেছনে। এত এত ফাইল, ইভান সেমিয়োনভিচের জরুরী দরকার পড়ল কোনও একটা দলিলের, কাজের সময়ের পরে তিনি গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্নাকে নিয়ে যাবার জন্য। এমন কত সব স্বপ্ন ভেসে বেড়াচ্ছিল ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্নার চোখের উপর দিয়ে আর ছোট ছোট শ্বেত প্রজাপতি বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল টুকরো টুকরো কাগজের

মত। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না ইভান সেমিয়োনভিচের সাথে কাজ করছিল আট বছরের ওপর — আর কারও সাথে যে কাজ করবে তা কল্পনাও করতে পারত না। এর আগে সে বছর দশেক টাইপিস্ট হিসাবে একটি টেক্‌নিক্যাল প্রকাশনীতে কাজ করেছিল। যুদ্ধের সময় বিভাগটি গেল বন্ধ হয়ে, তারপর গেল সেনাবিভাগের উচ্চতম দপ্তরে। সেখানে তাকে যে কোন কাজে লাগিয়ে দিতে বলল। স্বেচ্ছাসেবিকা হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং বাহিনীর ক্যাপ্টেন ইভান সেমিয়োনভিচ গুরিয়েভের সে সেক্রেটারী নিযুক্ত হল আর সেই থেকে তার সাথে এক একটি নির্মাণ পরিকল্পনায় ঘুরছে।

যাদের সাথে সে কাজ করত তাদের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়নি তার অসামাজিকতা ও চেহারার কঠোরতার জন্য। তার জীবনে একটি মাত্র ঘটনাই ঘটেছিল আর তার পরিসমাপ্তি ঘটল অদ্ভুতভাবে: একদিন তাদের ফ্রণ্টলাইন সংবাদপত্রে বেরুল এক নাবিকের ছবি, তাকে দেখতে ঠিক বিখ্যাত এরোপ্লেন-চালক ভালেরি চকালভের মত। নাবিকটির বীরত্বে উত্তেজিত হয়ে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না একটি চিঠির দুটি কপি শুদ্ধ টাইপ করে ফেলল। একটি কপি রেখে দিয়ে অন্যটি সংবাদপত্র মারফৎ তাকে পাঠিয়ে দিল। এইভাবে

একটি যোগাযোগের সূত্রপাত হল। সে সময় ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না তীখ্ভিন সহরের কাছে মিলিটারী রাস্তার তত্ত্বাবধান বিভাগে কাজ করছিল আর সেই নাবিকটি যুদ্ধ করছিল লেনিনগ্রাদের কাছে। তাদের চিঠিপত্র খুব তাড়াতাড়ি ও নিয়মিতভাবে যেত, আসত। একটি চিঠিতে নাবিকটি ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্নাকে তার একটি ছবি পাঠাতে লেখে। সেও কৃতী-পত্রে তার যে ছবিটি ঝোলানো হয়েছিল সেটি কেটে তাকে পাঠাল আর কবে তার জবাব আসবে সেই আশায় দিন গুণতে লাগল। কিন্তু জবাব আর এল না। ইভান সেমিয়োনভিচ তার সব গোপন কথাই জানত। তাকে বোঝাতে চাইল যে নাবিকটি নিশ্চয়ই মারা গেছে, যদিও নিজে সে তা বিশ্বাস করত না।

বেশ কিছু ফুল যখন তোলা হয়ে গেল, ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না জলের কিনারায় গিয়ে এক খণ্ড কাঠের উপরে বসল, অবশ্য বসবার আগে নিশ্চিত হয়ে নিল একটিও গিরগিটি সেখানে নাই।

তরঙ্গিত মেঘ আর কোমল নীল আকাশের ছায়া পড়ে খাড়ির জলকে মনে হচ্ছিল অথৈ অতল। শান্ত জলের উপরে পদ্মের সোনালি পাতাগুলি ভাসছে, মাছের ছোঁয়া

লেগে শুভ্র ফুলগুলি নড়ে নড়ে উঠছে আর থেকে থেকে পদ্মপাতার মাঝখানে জলের বুকে আবর্ত ভেসে উঠছে। জলের ঠিক উপর দিয়েই গাং-ফড়িংগুলি উড়ে এ-ওকে তাড়া করছে আর তাদের পাখায় পাখায় ঘষা লেগে ফর ফর আওয়াজ হচ্ছে। গরম হাওয়া উঠে ওপারের সীমারেখাকে ঝাপসা করে দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন দূরের গাছগুলিকে দেখছি কুয়াশার মধ্যে দিয়ে।

এসব কোন কিছুর দিকেই ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নার লক্ষ্য ছিল না। সযত্নে প্রত্যেকটি ফুল বেছে বেছে সে একটি তোড়া বাঁধল। নিজের কাজে এতই মগ্ন ছিল, কখন যে তিমফেইয়েভ এসেছে টেরও পায়নি।

সে শুধোল, 'এটা কি অধিকর্তার জন্য ?'

ঘাড় বেঁকিয়ে তিমফেইয়েভের দিকে চেয়ে সে জবাব দিল, 'অধিকর্তার আপিস-ঘরে রাখবার জন্য।'

—তিনি কি শীগ্‌গিরই আসছেন?

—হ্যাঁ, বোধ হয় পরশুদিন।

—আপনি তাঁকে অভিনন্দন জানাতে পারেন। কাঁকর আনবার ব্যাপারে আমরা পরিকল্পনাটি প্রায় পূরণ করে এনেছি। খটখটে আবহাওয়াতে সবই করা যায়।

—আবহাওয়ার বিবরণ অনুযায়ী আসছে কালও দিনটা সুন্দর হওয়া উচিত।

—ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না, ফুলগুলো নিয়ে আপনি বেটপকা মত হয়ে আছেন কেন?

—আমার আঙুলে বড় ব্যথা, কেন যে তাও জানি না। স্নায়ুর জন্য খুব সম্ভব কিংবা হয়ত অত্যধিক টাইপ করার জন্য,—তার স্বরের কোমলতায় বিচলিত হয়ে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বলল।

তিমফেইয়েভ ঘাসের ওপর বসে পড়ে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নার কোল থেকে পড়ে যাওয়া বাটারকাপ ফুলগুলি তুলে তাকে দিল।

—আচ্ছা, আপনি কামান না কেন? সে জিজ্ঞেস করেই লজ্জা পেল। ভয় পেল পাছে তিমফেইয়েভ তার দিকে চেয়ে থাকে।

—কার জন্য?

—আপনার নিজের জন্য।

তিমফেইয়েভ এক মুহূর্ত কি ভেবে নিঃশ্বাস ফেলল।

—এর কোন অর্থ হয় না আর সময়ই বা কই। আমাদের এই কাজ নিয়ে কোথাও পৌঁছুব বলে তো মনে হয় না।

সময়মত গঠন করবার মালমশলা টেনে আনা হয় না, এখন আবার শেষ পেট্রোলটুকু ট্রাক্টরগুলোকে দেওয়া হয়েছে। ট্রাক্টর যে কোনো আবহাওয়ায় কাজ করতে পারে কিন্তু লরিগুলোর কাছে প্রত্যেক মিনিটটি মূল্যবান। আসছে কাল তারা কাজ করতে পারবে না।

তিমফেইয়েভের কথায় ইভান সেমিয়োনভিচের সমালোচনার আভাস পেয়ে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না শুক্‌নো গলায় বলল:

— সত্যি?

— হ্যাঁ সত্যিই, আমরা সবাই লোক ভাল কিন্তু সবাই তো এক হয়ে কাজ করছি না। একটি বদ্ধমুষ্টির মত নয়। প্রত্যেকটি আঙুল কাজ করে যাচ্ছে আলাদা আলাদাভাবে। কোন মাথা নেই। আর সেই কারণেই আমাদের আঙুলগুলো উঠছে টনটনিয়ে।

বিরক্তির সুরে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বলল, 'ধন্যবাদ, আমার আর কোন ফুলের দরকার নেই।'

— আচ্ছা বেশ।— তিমফেইয়েভ উঠে পড়ে সেতুটির দিকে চলে গেল।

যতক্ষণ না সে একটি পাহাড়ের পেছনে অদৃশ্য হয়ে

গেল, ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না ততক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপর সেও উঠে কাজে ফিরে গেল। সেই সন্ধ্যেবেলায় কাজ ছিল খুবই কম, তাই তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরে এল। একটি ব্লাউজ ইস্ত্রি করল, চেখভের বই পড়ল, তারপর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

তন্দ্রা প্রায় এসে পড়েছে, এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল যে অধিকর্তা চলে যাবার আগে তাকে যে রিপোর্টটি টাইপ করতে দিয়েছিল তাতে ৪,৪৮৩ কিউবিক ফুট কংক্রীটের জায়গায় সে ৩,৭৭৭ কিউবিক ফুট কংক্রীট টাইপ করেছে। সে তার ফোল্‌ডিং খাট থেকে লাফ দিয়ে নেমে তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরল। অন্ধকারের ভয় থাকা সত্ত্বেও আপিসে তার নিজের কপিটি দেখার জন্য ছুটে গেল। সব ঠিকই ছিল: সে ৪,৪৮৩ কিউবিক ফুট কংক্রীটই লিখেছিল।

বেজায় আশ্বস্ত হয়ে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত হয়েছে অনেক। সেতুর ওপর পাইল-ড্রাইভারটি তখনও একঘেয়েভাবে ঝম্‌ ঝম্‌ আওয়াজ করে চলেছে।

৩

দুদিন বাদে ইভান সেমিয়োনভিচ ফিরে এল, সঙ্গে করে নিয়ে এল আর একজন মানুষকে। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নাকে তক্ষুণি ছোট বড় এত কাজ নিয়ে ব্যস্ত হতে হল যে সেই মানুষটির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেবার সময়ই সে পায়নি। শুধু নজরে পড়েছিল যে ঘরে ঢোকবার সময় তার মাথা ছিল একপাশে বেশ গর্বিতভাবে হেলান, পরনে স্যুট-কোটের নিচে ছিল একটি ওয়েস্ট-কোট। দ্বিতীয় দিন এল ইভান সেমিয়োনভিচের সাথে খুব ভোরবেলা। সে সময়ে বরং একটু ভাল করে তাকে দেখতে পেল। বেশ দীর্ঘ, শক্তিশালী পুরুষ, বয়স ৩৫ বা ৩৮ও হতে পারে। পরনে বিবর্ণ কালো কোট, ওয়েস্ট-কোট আর পাৎলুন আর পাৎলুনের পাদুটো চামড়ার বুটের মধ্যে গোঁজা। ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে একটি স্লাইড-রুল বেরিয়ে ছিল। মুখ ও হাতদুটি এত তামাটে যে মনে হচ্ছিল গ্রীষ্মের এক স্বাস্থ্য নিবাস থেকে সবে ফিরছে; আঙুলগুলো লোমশ।

ইভান সেমিয়োনভিচের সাথে আগন্তুকটি ঘরে ঢুকল। ইভান সেমিয়োনভিচ দরজা বন্ধ করতে করতে সেক্রেটারীকে কাউকে ঘরে ঢুকতে না দিতে বলল।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বলল, 'আচ্ছা।' কেন্দ্রীয় পরিচালন দপ্তর থেকে প্রায়ই লোক পরীক্ষা করতে, পরিদর্শন করতে আসত। তাদের নিয়ে সে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অগ্নি-নিবারণী নিয়মাবলী টাইপ করছে, এমন সময় তিমফেইয়েভ ভেতরে এল।

নিম্নকণ্ঠে তিমফেইয়েভ দরজার দিকে মাথায় ইসারা করে বলল, 'নতুন অধিকর্তাকে আপনার কেমন লাগল?'

বুঝতে না পেরে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বলল:

— কি বলছেন আপনি?

বিস্মিত তিমফেইয়েভ বলল, 'কেন আপনি কি কিছু অনুমান করেননি? ইভান সেমিয়োনভিচ ত এঁরই ওপর সব কাজ দিয়ে দিচ্ছেন।'

সহসা ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্নার হৃদয়ঙ্গম হল কেন ইভান সেমিয়োনভিচ সমস্ত প্রতিচিত্র দলিল, হিসেবপত্র তাকে দিতে বলেছিল, কেনই বা কাউকে আপিস-ঘরে ঢুকতে না দিতে বলেছে। টাইপ করে যেতে সে চেষ্টা করল কিন্তু প্রতি লাইনে তার ভুল হতে লাগল, অগত্যা ছেড়ে দিল।

এবারই প্রথম নয় যে ইভান সেমিয়োনভিচ অন্য কোথায়ও বদলি হচ্ছে কিন্তু এর আগে প্রত্যেকবার ভালেন্তিনা গেও-

গিয়েভ্না প্রথম এটা জানতে পেরেছে। তার অধিকর্তা প্রত্যেকবারই তাকে আপিসে ডেকে বলেছে কোন সময় তাদের কোথায় পাঠান হচ্ছে, কিন্তু এ বিষয়ে সে যেন তখন কাউকে কিছু না বলে। আর তাদের যাবার প্রস্তুতির জন্য এটা ওটা যা করতে হবে তাও বলেছে।

তিমফেইয়েভের কাছ থেকে এটা জানতে হল বলে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করল। নতুন অধিকর্তাটি আপিস ছেড়ে যাবার পর সে ইভান সেমিয়োনভিচের সাথে কথা বলবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে তার স্বাভাবিক টোকা না দিয়েই ভেতরে ঢুকল।

ইভান সেমিয়োনভিচ ডেস্কে বসে লিখছিল কিন্তু তার স্বাভাবিক জায়গাটিতে না বসে একদিকে একটি টুলের ওপর বসেছিল। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না ঘরে ঢুকলে সে চেয়ে দেখল, তারপর কিছু না বলে সাদা মাথাটি আরও নিচু করে লিখতে লাগল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'ইভান সেমিয়োনভিচ, আমরা কি চলে যাচ্ছি?'

ধীরে ধীরে অধিকর্তা সোজা হয়ে বসল, তার দিকে বিড়ম্বিতভাবে চাইল। বলল, 'দেখা যাচ্ছে আমাদের যেতে

হচ্ছে... আর কোন উপায় নেই ... আমি পরিচালন দপ্তরের টেক্‌নিক্যাল ব্যুরোর কর্তা হয়েছি। মনে হচ্ছে নির্মাণকাজে থাকবার বয়স আমার পার হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া আর গতি নেই... খুব মজার নয় কি? কেমন করে কোন হুঁশিয়ারি না দিয়েই বার্ধক্য এসে হানা দেয়...'

একটু বিষণ্ণভাবে সে হাসল।

—আমাদের কখন যেতে হবে?

তার সামনের একটি কাগজে কতগুলি অস্পষ্টভাবে লেখা শব্দ স্পষ্ট করে লিখতে লিখতে সে বলল, 'দেখুন ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না, এবারে মনে হচ্ছে আমি একাই যাচ্ছি... কেন্দ্রীয় পরিচালন দপ্তরের অধিকর্তা বলেছেন এই নির্মাণ কাজ থেকে আমি একজন কাউকেও সঙ্গে নিতে পারব না... কি আর করা যাবে?...'

বিস্মিত ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না শুধোল, 'আমাকে শুধু নয়?'

—সব ঠিক হবে... —ইভান সেমিয়োনভিচ উঠে দাঁড়িয়ে তার কাঁধ বোকার মত চাপড়ে দিল, যেমন সে দিয়েছিল সেই ব্রিগেড-নেত্রীটির। —আপনি এখানে আরও কিছুদিন কাজ করুন, আমি আপনাকে ডেকে পাঠাব... এ সময় আমি

এটা করতে পারি না... কিন্তু আপনি কেন শুধু শুধু আমার মত একজন বুড়োর পেছনে পেছনে ছুটবেন... সহরের গুমোটে...

হতবুদ্ধি ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বলল, 'আমি জানি না।'

বিষণ্নভাবে ইভান সেমিয়োনভিচ বলে যেতে লাগল, 'নির্মাণকাজ ব্যাপারটাই হচ্ছে অন্য ধরনের — নদী, মাঠ, গাছপালা, জঙ্গল... নির্মল হাওয়া...'

পরদিন ইভান সেমিয়োনভিচ তার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করবার জন্য বাড়ি রইল আর নেপেইভোদা নামে নতুন অধিকর্তা আপিসে নিজেকে সংস্থাপিত করল। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না যখন কাজে এল, সে সময়ে সে ছিল। আপিসের দরজাটি খুলে মেলে রাখা ছিল।

নতুন অধিকর্তা ডাকল, 'ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না!' নামের প্রত্যেকটি শব্দের মাত্রা বেশ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত।

'হে ভগবান, এরই মধ্যে আমার পৈতৃক নামটির আদিটাই ইনি জানেন?' — চমকিত ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না ভাবল। কোনো তাড়াহুড়ো না করে সে আপিসে ঢুকল।

ডেস্কের ওপর লোমশ হাতদুটি রেখে নেপেইভোদা বসেছিল আর ডেস্কটিকে অনেক ছোট মনে হল, ইভান সেমিয়োনভিচ যখন বসত তার চাইতে। নতুন অধিকর্তা তার দিকে মাথা একপাশে হেলিয়ে চাইল, যাতে এইরকমই মনে হল যেন চাহনির মাঝে রয়েছে বিদ্রূপ।

—কী বলছেন?—ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না নীরসকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

নেপেইভোদা তার নাকের দিকে চেয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে গভীরভাবে আর এমন মনোযোগ দিয়ে চেয়েছিল যে তার নাকের উপরটা চুলকোচ্ছিল।

—অনুগ্রহ করে এই রঙিন পেন্সিলগুলো নিয়ে যান,—নেপেইভোদা বলল।—ছবি আঁকার মত আমার সময় নেই, একটি পেন্সিলই আমার যথেষ্ট।

—বেশ ত,—ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বলল।

—আর একটি জিনিস, ওদের বলুন এই কোণটিতে একটি হ্যাণ্ড-ওয়াশার ঝুলিয়ে দিতে।

—একটি কি?

—হ্যাণ্ড-ওয়াশার। হাত ধোবার একটি যন্ত্র।—নতুন অধিকর্তাটি টান হয়ে দাঁড়াল। তার ছায়া এসে পড়ল ভালেন্তিনা

গেওর্গিয়েভ্‌নার পায়ের ওপর। সে একপাশে সরে দাঁড়াল।
—হ্যাঁ, আর একটি জলের বালতি কিংবা টব। আমি নিজেই সাবান আর তোয়ালে নিয়ে আসব।

—হ্যাণ্ড-ওয়াশার কোথায় পাওয়া যাবে?

—কি সমস্যা? এগুলো পাওয়া কি খুব শক্ত? তা যদি হয় তাহলে একটি খালি তেলের টিন আর ছয় ইঞ্চির একটি পেরেক আনা হোক। আমি নিজেই হ্যাণ্ড-ওয়াশার বানিয়ে নেব।

—বেশ ত, —ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বলল।

—আর এই জিনিসটি ঠিক একটি অর্ডারের আকারে টাইপ করুন। —খুব তাড়াতাড়ি লেখা এক টুকরো কাগজ সে মেলে ধরল। —আজই এটা সমস্ত বিভাগে পাঠান হোক।

তার চোখের ভাষায় বলা হল 'ব্যস্ এই পর্যন্ত'। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বেরিয়ে গেল।

ডেস্কে বসে রবারের অঙ্গুস্থান আঙুলে পরে টাইপ করতে লাগল :

'অর্ডার নং ৬৯

অত্রাদ্‌নৈয়ে, ২৬শে জুন ১৯...

কেন্দ্রীয় পরিচালন দপ্তরের ২১শে জুন তারিখের ৩৭৫১/ও. এল. নং আদেশ অনুসারে ভালোভাইয়া নদীর সেতু নির্মাণের নতুন অধিকর্তা আজ থেকে কাজ শুরু করল।'

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না আঙুল থেকে রবারের অঙ্গুস্থান খুলে ফেলল, তিনটি নকলের উপরেই লিখল 'মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে' তারপর কাঁদতে লাগল।

৪

ইভান সেমিয়োনভিচ চলে যাবার পর এই নির্মাণস্থানটির প্রত্যেকটি জিনিস ওলট্-পালট্ হয়ে গেল। বাঁ পারের ফোরম্যানের কাছ থেকে লরি সরিয়ে আনা হল আর তাকেই বাঁ পারের ফোরম্যানের বদলে কংক্রীট কাজের ফোরম্যান পদে প্রতিষ্ঠিত করা হল; ডান পারের মুখে যে খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছিল তা বন্ধ হল; ডান পারের ফোরম্যানকে পাথরঘাটার কাজের নেতৃত্ব দেওয়া হল, আর ষাটজন শ্রমিক নির্দিষ্ট হল পাথরঘাটার সামনের রাস্তা মেরামতি কাজের জন্য। ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রের কাজ বন্ধ হল কারণ নতুন অধিকর্তা আদেশ দিল যে পাঁচ টনের মত তেল আকস্মিক সরবরাহের জন্য আলাদা করে রাখতে হবে আর অবশিষ্টাংশ তিমফেইয়েভ

ভাগ করে দেবে। সে কিন্তু লরি ছাড়া আর কিছুতেই তেল দিত না। যেমন করে হোক নতুন অধিকর্তা নদীতীরে সেই পরিত্যক্ত কাঁকরঘাটির সন্ধান পেল, মনে হচেছ্ এই ঘাটিটির কথাই সেই ব্রিগেড-নেত্রীটি বলেছিল। এক বস্তা মাটি আর নুড়ি সেখান থেকে নিয়ে এসে তার আপিসের মেঝেয় বিছিয়ে রাখল। বিশ্লেষণের জন্য তার নমুনা পাঠিয়ে দিল। খুব ভোরবেলা সেই পাথরঘাটা আর নির্মাণক্ষেত্রের মধ্যে যাতায়াত করত। কাদা আর সিমেণ্টের ধূলো মেখে আপিসে ফিরত, তারপর কোমর পর্যন্ত খুলে নিজেকে ধুয়ে ফেলত সারা দেয়ালে জল ছিটিয়ে। যে কয় ঘণ্টা তাকে সেখানে দেখা যেত, তার দরজা সদা-সর্বদা খুলে রাখা হত। সে প্রত্যেকের সাথে দেখা করত। ইভান সেমিয়োনভিচের মত দরজায় টোকা মারার বদলে প্রয়োজন হলেই সে কেবল গলা চড়িয়ে ডাকত 'ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না!' জেলা কার্যকরী কমিটি ও জেলা পার্টি কমিটি থেকে হামেশাই লোক আপিসে আসত, আগে যা তারা কখনই করেনি। নেপেইভোদা তক্ষুণিই তাদের সাথে বেশ জমিয়ে নিত, প্রায়ই তাদের টেলিফোন করত আর টেলিফোনে তার হাসির রোল উঠত।

নতুন অধিকর্তা সবসময়ই প্রায় তিমফেইয়েভের পেছনে লাগত যদিও সে এখন তার কাজে একজন কেউকেটা হয়ে উঠেছিল। একদিন তার নজরে পড়ল রোদ্দুরে পেট্রোলের একটি পিপে পড়ে আছে। সে তিমফেইয়েভকে ডেকে পাঠাল আর তাকে দিয়ে তেলের গুদোমে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি টাঙ্গিয়ে দিল: 'একটি দিন ভর তেলের পিপে রোদ্দুরে পড়ে থাকার দরুণ যা তেল উবে যায় তাতে তিনটন লরি পঁয়ত্রিশ মাইল চলতে পারে।' তিমফেইয়েভ একথা বিশ্বাস করেনি কিন্তু এই বিজ্ঞাপন লিখতে আদেশ দিল এবং নিজেই সেটা টাঙ্গিয়ে দিল। অধিকর্তা 'ব্যাংটির' ব্যাপারটাও ধরে ফেলল। সে নতুন পাম্পটি ফিরিয়ে দিল আর সেটি ফেরাবার পথখরচাটা কেটে নিল তিমফেইয়েভের মাইনে থেকে। তিমফেইয়েভ ব্যাপারটা নিয়ে তার সাথে তর্ক করতে এসেছিল কিন্তু যতক্ষণ না সে দাড়িগোঁফ কামিয়ে না আসে ততক্ষণ অধিকর্তা তার সাথে কথাটি পর্যন্ত বলবে না বলল। তিমফেইয়েভ কামিয়ে এল, অধিকর্তাও তার সাথে কথা বলল কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রইল।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বোধ করছিল যে তার মতই সকলে এই নতুন অধিকর্তার ওপর অসন্তুষ্ট আর ইভান

সেমিয়োনভিচকে ফিরে পেতে সকলেই উৎসুক। সে তার অভাব ভয়ানক অনুভব করত। যেদিন মস্কো থেকে আসা একটি ব্লু প্রিণ্ট-এ 'টেক্‌নিক্যাল ব্যুরোর কর্তা' হিসাবে তার নতুন পদটিতে স্বাক্ষর দেখল, সেদিন সে এত খুশী হল যেন মনে হল তার কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবল কাকেই বা তার এই আনন্দের কথা শোনাবে। শেষ পর্যন্ত ডেকে পাঠাল পাশা খুড়িকে।

রহস্যঘন স্বরে বলল, 'সইটা চেন নাকি?'

পাশা খুড়ি পারল না।

—এটা ইভান সেমিয়োনভিচের! তিনি এখন মস্কোতে কাজ করছেন আর সারা দেশের গঠন কাজে তাঁর এই স্বাক্ষর-নামা পাঠাচেছন।

পাশা খুড়ি কোন মন্তব্য না করে বলল, 'সত্যি না কি?..'. তারপর একটু থেমে বলল, 'মেঝেটা এখন মুছব, না পরে?'

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না আহত হয়ে ব্লু প্রিণ্টটি সরিয়ে রাখল, কিন্তু তিমফেইয়েভ আসামাত্র সেটা বার না করে পারল না।

—সইটি চেনেন?

—নিশ্চয়ই, বুড়ো এবার ঠিক জায়গাটি পেয়েছেন, নিন এটা রেখে দিন...—ব্লুপ্রিণ্টটি অভিনিবেশ সহকারে দেখল। —দেখুন দিকি আমাদের জন্য কেমন পরিকল্পনা এঁরা করছেন? আলকাতরা পাঁচ ইঞ্চি পুরু। এঁদের মাথাই খারাপ। যেন আমরা এতখানি কখনও টানতে পারব।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না‌র কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত জবাব এল, 'টেক্‌নিক্যাল কারণে এটা প্রয়োজন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। —ইভান সেমিয়োনভিচ্ নিজের কাজ বোঝে।'

—হতে পারে, টেক্‌নিক্যাল কারণে প্রয়োজন হলে টানতেই হবে।—তাকে তুষ্ট করবার স্বরে তিমফেইয়েভ বলল। —এখন কিন্তু অবস্থা বেশ ভাল।

—এখন ভাল চলছে যেহেতু এখন বৃষ্টি নেই।—ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না অগ্নিমূর্তি হয়ে বলল।

—বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে বলে, আর আমরা আরও বুদ্ধিমানের মত কাজ করছি বলে। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কাঁকর টানার ব্যাপারটা। তারই ওপর সমস্ত কিছু নির্ভর করে আছে।

—আপনার পক্ষে সমালোচনা করা সহজ। আপনি যা যন্ত্র পাচ্ছেন, কিন্তু ফোরম্যানেরা কি বলে তাও আপনার শোনা উচিত।

—তারা কিছুই বলে না, অনেক কিছু আগে বলত, এখন বলবার তাদের একটুও সময় নেই—বেজায় ব্যস্ত।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না তিমফেইয়েভের কথায় আঘাত পেল। তিমফেইয়েভের ইভান সেমিয়োনভিচের স্মৃতি সযত্নে মনে রাখা উচিত। কেননা নতুন অধিকর্তা আসার পর তিমফেইয়েভ ত এক মুহূর্ত বিশ্রাম পায় না। তবু দেখ কেমন গোঁফদাড়ি কামিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার ষোলখানা লরি নিয়ে যত খুশী কাঁকর টানতে বল, সে কেমন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে প্রস্তুত।

সেদিন ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না দেখল যে অন্তরে-অন্তরে সে একটি ভয়ানক ইচ্ছা পোষণ করছে। যাতে আবার বৃষ্টি নামে সেটাই হয়ে উঠল তার মনস্কামনা। দুটি অসমান অবস্থায় দুজন অধিকর্তাকে তুলনা করা ঠিক না। বৃষ্টি আবার নামলে লরিগুলো কাদায় আটকে যাবে, পাথরঘাটা জলে ভর্তি হবে আর কংক্রীট মেশাবার যন্ত্রের কাজ হবে অচল, তখন সকলেই দেখবে নেপেইভোদার চেয়ে ইভান সেমিয়োনভিচ অনেক যোগ্য লোক।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না আবার বৃষ্টি সুরু হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

যৌথখামারের কৃষকদের একটি বাড়িতে সে আর তার সঙ্গে দুজন মেয়ে থাকত। তারা নক্সার কাজ করত। কর্তা-গিন্নী বলল, হাঁস একপায়ে দাঁড়ানর অর্থ ঠাণ্ডা আর বৃষ্টি।

মনে মনে নিজের উপর ঘৃণা জন্মেছিল ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নার : সকালে ইয়ার্ড পেরিয়ে কাজ করতে যাবার সময় হাঁসগুলোর দিকে বিশেষ করে চেয়ে থাকত। কাছে গেলেই তারা প্যাঁক প্যাঁক করে উঠত, যেন কি ভাবছে তারা টের পেয়েছে।

একদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দেখে যৌথখামারের চাষীরা আলো জ্বালিয়ে তাদের প্রাতরাশ সারছে। ঘরের ভেতরটা এত অন্ধকার যে ঘুমচোখেও তার মনে হল তখনও বুঝি সন্ধ্যে। জানলার বাইরে নজর পড়তে প্রথম চোখে পড়ল একটি কাক, পাশের বাড়িটির ছাতের কিনারায় ভিজে সপ্‌সপে হয়ে ঠিক কুকুরের মত গা ঝাড়ছে। মুষল ধারায় বৃষ্টি নেমেছে। বাড়ির গিন্নী বেজায় রেগেমেগে বাক্স থেকে বুট জুতো ও গ্যালোশ বার করছে। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না তাড়াতাড়ি করে জামাকাপড় পরল, ছাতি খুলে আপিস যেতে যেতে গুনগুন করে সুর ভাঁজতে লাগল।

অধিকর্তার আপিস-ঘরটি তখন লোকে লোকারণ্য।

রাস্তার মেরামত দেখবার জন্য ইঞ্জিনিয়রদের নির্ধারিত করে দেওয়া হল। আকস্মিক সরবরাহ থেকে তেল ভর্তি করে ট্রাক্টরদের দেওয়া হল আর তাদের সবচেয়ে খারাপ জায়গায় নিযুক্ত করা হল যাতে করে লরিগুলো মাটিতে গেঁথে গেলে তারা টেনে তুলতে পারে। স্তম্ভগুলোর ওপর ছাত তৈরী করার জন্য এবং যাই ঘটুক না কেন কংক্রীটের কাজ চালিয়ে যেতে বলা হল। অধ্যক্ষ মস্কোতে টেলিফোন করতে চেষ্টা করল কিন্তু লাইন অকেজো হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত কিছু এমন গণ্ডগোলের মাঝে হচ্ছিল যে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না মাথায় যন্ত্রণাবোধ করতে লাগল। অবশেষে অধিকর্তা আপিস থেকে বেরুল, আপিস-ঘরটি শূন্য হয়ে গেল, ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না তার প্রাত্যহিক কাজে লেগে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক কিংবা ঘণ্টা দু'য়েক বাদে ভিজে সপ্‌সপে হয়ে কাদার ছিটে মেখে অধিকর্তা হুড়োহুড়ি করে ঘরে ঢুকে আবার মস্কোতে টেলিফোন করবার চেষ্টা করল, কিন্তু বিফল হল।

মুখ ধুতে ধুতে সে একটি টেলিগ্রামের বয়ান বলে যেতে লাগল :

— জরুরী। কেন্দ্রীয় পরিচালনা দপ্তরের উৎপাদন অধিকর্তা সমীপেষু। — লেখা হয়েছে? এক সপ্তাহ আগে ভালোভাইয়া নদীতীরের পাথরের ঘাট থেকে কাঁকরের নমুনা পাঠান হয়েছে পরীক্ষার জন্য। এখনও তার কোন জবাব নেই। — হয়েছে? এই কাঁকরই কংক্রীটের উপযোগী সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, বোধ হয় টেকনিক্যাল যা কিছু দরকার সবই মেটাবে। অনুগ্রহ করে অবিলম্বে পরীক্ষার ফলাফল জানান, — চারদিকে জল ছিটোতে ছিটোতে অধিকর্তা বলতে লাগল, -- তা না হলে পরীক্ষা না করেই আমাদের কাঁকর ব্যবহার করতে হবে। আপনাদের দেরী আর আমরা সহ্য করতে পারছি না।

— আমরা কি এটা পরিচালনা দপ্তরে পাঠাচ্ছি? — ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না সুকৌশলে বলতে চাইছিল যে ভাষাটা বড় রুক্ষ হয়েছে, কিন্তু অধিকর্তা তার ইঙ্গিতটি ধরতে পারল না।

তার মোজার ওপর জল ছিটিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

— না, সেরকম কিছু নয়, — বলে মনে মনে ভাবল: 'যাই হোক না আমারও ভারি বয়ে গেছে।' — তারপর জোরে

বলল, — লিখছি: 'আপনাদের দেরী আর আমরা সহ্য করতে পারছি না'...

— ভাল। অনুগ্রহ করে ভবিষ্যতে সরকারী চিঠির বদলে দ্রুত গতিতে বাস্তব সাহায্য পাঠাবেন। নেপেইভোদা। ব্যাস্ এই পর্যন্ত। আমাদের টেক্‌নিক্যাল বিশেষজ্ঞকে ডাকুন।

টাইপ করতে বসে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না মনে মনে বলল, 'আমি এমনিই ভেবেছিলাম। একটু বৃষ্টি হলেই একশ রুবলের টেলিগ্রাম ইনি মস্কোতে পাঠান।' টেলিগ্রামটি টাইপ করে সে তার সইয়ের জন্য আপিস-ঘরে গেল। নেপেইভোদা সই করবার জন্য পেন্সিল তুলে কি ভেবে হাত নামাল আর টেক্‌নিক্যাল বিশেষজ্ঞকে বলল:

— ওদের পরীক্ষা করতে এতদিন লাগলে টেলিগ্রাম করার কোন অর্থ হয় না। এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সেতু শেষ-করা চাই — পরীক্ষা নয়। আপনি কি জানেন সেই পাথরের ঘাট থেকে কবে নাগাদ কাঁকর শেষ তোলা হয়েছে?

টেক্‌নিক্যাল বিশেষজ্ঞ বলল সে জানে না।

— আপনিও জানেন না?

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বলল সেও জানে না।

নেপেইভোদা বলল, 'সেই গ্রামে খোঁজ করতে আমরা এখনই কাকে পাঠাতে পারি? যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।'

তারা ভাবতে লাগল কাকে পাঠান যায়। কিন্তু এই খারাপ আবহাওয়ায় প্রত্যেকেই তার কাজে লেগেছিল। আপিসে একজন মাত্র লোক ছিল, একজন টেক্‌নিশিয়ান, দীর্ঘদিন পড়ে থাকা একটি নতুন পরিকল্পনা জুলাই মাসের জন্য আঁকছিল। সকলেই ব্যস্ত ছিল।

অধিকর্তা ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নার দিকে চাইল। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ঘোড়ায় চড়েন?'

বিস্মিত ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বলল, 'কি?'

হতাশার স্বরে সে বলল, 'না, মনে হয় আপনি জানেন না। ভেবেছিলাম হয়ত সেনাবিভাগে শিখে থাকবেন।'

—সেনাবিভাগে আমি মোটরে চড়েই যাতায়াত করতাম। ইভান সেমিয়োনভিচ আমাকে সবসময় ড্রাইভারের পাশে বসতে দিতেন।—অর্থসূচক ভঙ্গীতে সে চোখ কোঁচকাল।

—কিন্তু এরকম আবহাওয়ায় আপনি মোটরে যেতে পারেন না,—জানালার বাইরে চেয়ে সে বলল।—আপনি কি গ্রামে পায়ে হেঁটে গিয়ে স্থানীয় অধিবাসী কিংবা যৌথ-খামারের সভাপতির কাছ থেকে পাথরের ঘাটের কথা জানতে পারেন না?

ঘাড় দুলিয়ে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বলল, 'মনে হয় পারব।' যাই হোক ইঞ্জিনিয়রদের যদি রাস্তা মেরামত করতে পাঠান হয় তবে এমন কোন কারণ নেই যে তাকে কোন কাজের দূত হিসাবে পাঠান যাবে না।

— কিন্তু আপনাকে হেঁটে যেতে হবে।

— স্বভাবতই।

তার সেই-সুমুখের ঘরখানি থেকে সে বাতাসের আর্তনাদ শুনতে পেল। রবারের বুট আর ঘাড়ের কাছে তুলো আঁটা পাতলা কোট পরল, কলারটা উলটে দিল আর ছাতা নিয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হল।

— ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না, — অধিকর্তা ডাকল।

সামান্য একটু ঘুরে সে চাইল। তার সাথে দৃষ্টি বিনিময় না হয় এই ছিল ইচ্ছা।

— নিশ্চয়ই আপনি এভাবে যাচ্ছেন না?

— কি ভাবে?

— আরে একেবারে ভিজে যাবেন যে, একটু দাঁড়ান।

সে একটা বড় ভারী ম্যাকিনটশ্ নিয়ে এল, তার সামনের দিকটায় সৈন্যবাহিনীর বোতাম লাগানো আর ভেতর

দিকটায় কালো হরফের একটা সংখ্যা ছাপ মারা, সেটার গায় তামাকের গন্ধ।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নার দিকে সেটিকে এগিয়ে দিয়ে সে বলল, 'নিন, পরুন।'

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নার দীর্ঘ দেহেও ম্যাকিনটশ্‌টি বড় হল। অধিকর্তা বোতাম লাগিয়ে দিল, আস্তিনের কাফগুলো দিল উল্‌টে। তার টুপির ওপর মাথার আবরণটি টেনে দিল।

—এবার আপনি ঠিক থাকবেন। ছাতাটা এখানে রেখে যান... যদি এ গ্রামে কিছু জানতে না পারেন তাহলে তার পরের গ্রামে যাবেন। আপনার সাফল্য কামনা করি।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না তার পকেটে মোমের কাগজে মোড়া স্যাণ্ডউইচ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বৃষ্টি পড়ছিল সমানে, একঘেয়েভাবে। বাজ নেই, বিদুৎ নেই। ঘন নিশ্ছিদ্র জলধারা। সামনের দিক দেখতে কষ্ট হয়। ফেনায় সাদা নদী মনে হচ্ছিল যেন ফুটছে। রাস্তা জল কাদায় পূর্ণ দেখে নালার ওপর দিয়ে লাফিয়ে সে ঘাসের ওপর উঠল। সেখান দিয়ে হাঁটা বরং সোজা। ছোট ছোট ভিজে ব্যাং নোস্তা শশার মত তার পায়ের নিচ দিয়ে পিছলে পিছলে যাচ্ছিল, আর মাথার ওপর বৃষ্টি মৃদুমন্দ পটপট

আওয়াজে আঘাত করছিল, যেন ছাতের ওপর জল পড়ছে। ভেতরে কিন্তু এক ফোঁটাও ঢুকল না। আর এই বিরাট ম্যাকিনটশ্ গায়ে চাপিয়ে ভিজে মাঠের ওপর হাঁটতে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নার বেশ আরাম হচ্ছিল। একটু কাঁপুনির সাথে তার মনে হল সে যেন ঠিক একটি তাঁবুতে আছে।

যে বাড়িতে সে থাকত তার মালিকরা তাকে কাজের সময় আসতে দেখে অবাক হল। তারা তাকে ঐ পাথরের ঘাটের বিষয়ে কোন খবরই দিতে পারল না, এমনকি তার অস্তিত্ব পর্যন্ত তারা জানত না। স্পষ্টই মনে হল অনেকদিন আগেই সেটা পরিত্যাগ করা হয়েছে। বাড়ির কর্তা তাকে রাস্তা মেরামতকারী লোকটির কাছে যেতে বলল, সে লোকটি থাকে গ্রামের শেষ সীমানায়। রাস্তা মেরামতির কাজ যে করে সে হচ্ছে হাসিখুশী কম-বয়সী একটি ছেলে। যথাযথভাবে মিলিমিটার স্কেল করা একটি মানচিত্র বার করে সেই পাথরের ঘাটকে নির্ধারণ করে চিহ্নে দেখল কাঁকরের পরিমাণ লেখা আছে (১৭৬,৫০০ কিউবিক ফুট), কিন্তু সে জানালো যে এই কাঁকর কখনও রাস্তা তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়নি। সে জানত না কখন আর কি কাজে পাথরঘাটাটি লেগেছিল। সে নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিল যে এ বিষয়ে সেই গ্রামে কেউই কিছু জানে না।

তারপর সে বলল, '"সোনালী ফসলে", মানে কাছের যৌথখামারটিতে, এখনও এমন সব বুড়ো মানুষ রয়েছেন যাঁরা বিপ্লবের আগে ঠিকাদারের অধীনে রেল লাইন তৈরীর কাজে ছিলেন। হয়ত তাঁরা সেই পাথর ঘাটে কাজ করে থাকবেন।'

অগত্যা ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না 'সোনালী ফসলে' যাত্রা করল।

এ রাস্তাটা ছিল আরও খারাপ। রাস্তাটা ধরে কখনও সে উঠছিল পাহাড়ে, কখনও নামছিল গভীর খাতে। ঢালু, পেছল রাস্তার দুদিকে অন্ধকার, চষা মাঠ। প্রায় আধমাইল হাঁটবার পর দেখে বুটজোড়া আর টেনে তুলতে পারছে না। পুরু কাদায় সেগুলো মাখামাখি হয়ে গেছে। কাদায় আটকে গিয়ে পা থেকে খুলে যাচ্ছে। ম্যাকিনটশ্‌টি ফেঁপে উঠে তার কাঁধ টেনে ধরেছিল। যত দূর সে চলছিল ততই তার বিরক্তি বাড়ছিল এই অর্থহীন কাজের জন্য। তার সন্দেহ হল নেপেইভোদা নিশ্চয়ই বিদ্বেষবশে এই ঝমাঝম বৃষ্টিতে তাকে পাঠিয়েছেন, কারণ ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না যে তাঁকে পছন্দ করে না সেটা তিনি জানেন।

তার ক্ষিদে পেল শীগ্‌গিরই। স্যাণ্ডউইচের কথা মনে

পড়ায় বসবার মত একটি জায়গার খোঁজ করল কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। শুধু চষা জমি, ঝোপঝাড় আর সেই কর্দমাক্ত রাস্তা। আর তার স্যাণ্ডউইচ রূপান্তরিত হয়েছে ভেজা, তামাক-মেশান এঁঠেল পাউরুটিতে। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। পথ চলতে চলতে মনে হল এমন অবস্থায় যদি ইভান সেমিয়োনভিচ তাকে দেখতেন। মনে হল রাস্তা যত দূর হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশী হচ্ছে। রাস্তা তৈরীর সেই লোকটি বলেছিল যে 'সোনালী ফসল' সেই গ্রাম থেকে মাত্র তিন মাইল দূর কিন্তু সে কম করে পাঁচ মাইল হেঁটেছে এ বিষয়ে নিশ্চিত।

'আমি কি পথ হারিয়েছি?'—তার মনে হল। অবশ্য একথা স্বীকার করতে সে মোটেই রাজী নয় যে যখনই কোনো রাস্তার দুমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে তখনই সে সেই পথটি বেছে নিয়েছে যে পথটি তার কাছে মনে হয়েছে সহজ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল যদি কারও সাথে দেখা হয়, কিন্তু কেউ এল না, কাজেই আবার যখন অমনি একটি রাস্তার মোড়ে এল তখন বাঁ-হাতি রাস্তাটি ধরল। এ রাস্তায় প্রায় একঘণ্টা চলবার পর একটি চালাঘরের ঝাপসা আভাস পেল। তারপর গ্রামের প্রান্তে একটি সব্জির বাগানে এসে

পড়ল। প্রথম যে বাড়িটা দেখল তার দরজায় টোকা দিল। ভেতর থেকে আসতে বলা হলে একটি অন্ধকার প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকল। মুরগিরা সেখানে বৃষ্টির জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর একটি বড় ঘরে ঢুকল। তিনজন লোক খাচ্ছিল: একটি বুড়ি, একটি যুবতী ও একজন যুবক, তার চোখদুটি সেই বৃদ্ধার মত। সে উঠে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নাকে তার ম্যাকিনটশ্‌ খোলায় সাহায্য করল। সেটা এত শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে এমনিতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। বৃদ্ধা একজোড়া গরম ফেল্টের বুট এনে দিল ও তাকে তার রবারের জুতো ছাড়তে বলল।

—হে ভগবান, পাঁচটা বাজে যে!—ঘড়ি দেখে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বলল।

মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?' কিন্তু ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না জবাব দেবার আগেই সে তার গলার টাইটি দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'আলেক্সেই, ওমা, মহিলাটি যে দেখছি সেতু থেকে আসছেন!'

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না মেয়েটির দিকে আবার তাকাল, মেয়েটি হল সেই ব্রিগেড-নেত্রী যে একটি লেখার জন্য গিয়েছিল।

—বেশ তো, সেতু থেকে আসছেন। আবার আমাদের গাড়ীর জন্য নাকি?

—না এবারে তার জন্য নয়... তোমার নামটি কি? অল্‌গা নয় কি?

অল্প একটু হেসে সে বলল, 'ঠিক, আপনার সেখানে অত লোক, তবু আমার নামটি ঠিক মনে রেখেছেন... ইনি আমাদের ঠাকুমা, আর এ হচেছ্‌ আলেক্সেই, আমার স্বামী। ওকে দেখে ভয় পাবেন না, ওকে দেখতেই অমনি। ঠিক ইঁদুরের মত ওর ঠাণ্ডা মেজাজ।'

আলেক্সেইয়ের বয়স মাত্র বাইশ বছর কিন্তু পরিবারের কর্তার মত তার চালচলন গুরুগম্ভীর। টেবিলের ওপর একটি সুপ প্লেট সরিয়ে রেখে সে বলল, 'দেখছ্‌ না, ইনি একেবারে ক্লান্ত, এখন ওঁকে খেতে দাও, তারপর যতখুশী বকবক কোর।'

—ও, আমার ক্ষিদে পায়নি... —ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বলল। মনে মনে অবশ্য শঙ্কিত হয়ে উঠল পাছে তার মুখের কথায় ওরা বিশ্বাস করে। কিন্তু বৃদ্ধাটি তখন চায়ের পেয়ালা ও মদের গ্লাসগুলির পেছনে যে পুরুষানুক্রমিক প্লেটটি ছিল সেটি খুব সাবধানে সরাচ্ছিল, আর অল্‌গা পুরু রুটি কাটতে কাটতে বলল, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন?'

— আমি পথ হারিয়েছি, ' "সোনালী ফসলে" যেতে চেয়েছিলাম।

বৃদ্ধাটি রান্নাঘর থেকে বলল, ' "সোনালী ফসলের" বদলে "নয়াপথে" এসেছ। দেখ দিকি কতদূরে এসে পড়েছ!'

— 'সোনালী ফসলে' আপনি কেন যাচ্ছিলেন? — অধীরভাবে অল্‌গা প্রশ্ন করল।

— তুমি সে সময় যে পাথরের ঘাটের কথা বলেছিলে সেটা দেখতে এসেছিলাম।

— ও, সেটার কথা? মনে হচ্ছে আপনারা এখন সেখান থেকেই কাঁকর টানবেন... তা ছাড়া ত আর কিছু করবার নেই।

ঘন কপির ঝোলের মধ্যে চামচ ডুবিয়ে ভালেন্তিনা গেঁওর্গিয়েভ্‌না প্রশ্ন করল:

— সেখানে কবে নাগাদ শেষ কাজ হয়েছিল?

— প্রায় যুগ যুগ ধরে সেখানে কাজ হয়নি, — অল্‌গা বলল, — জায়গাটা আগাছায় ভরে গিয়েছে।

বৃদ্ধা রান্নাঘর থেকে বলল, 'আমার মনে হয় এই পাথরের খনি থেকে কাঁকর টানা হত যখন রেলগাড়ী তৈরী হয়।'

—সেটা কবে নাগাদ?

—যুদ্ধের আগে।

—কোন যুদ্ধ?

—প্রথম মহাযুদ্ধ, জারের আমলে।

—তার পরে?

—মনে হয় পরে রাস্তা তৈরীর সময় তারা সেই কাঁকর ব্যবহার করেছিল।

আলেক্সেই উঠে কোট পরতে পরতে বলল, 'ঠাকুমা, না জান ত শুধু শুধু গুলিয়ে ফেল না। আমরা কাঁকর টেনেছি রাস্তার জন্য "বাঁকা উপত্যকা" থেকে। উনি যে পাথরের খনির কথা বলছেন সেটা এখান থেকে দশ মাইল হবে। অতদূর থেকেই বা কেন আমরা টানব?'

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বলল, 'কে আমাকে সঠিক করে বলতে পারবে? আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে।'

আলেক্সেই চিন্তিতভাবে বলল, 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে এখানে কেউই আপনাকে বলতে পারবে না...'

অল্‌গা বাধা দিয়ে বলল, 'যারা খনিজ জিনিসের খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তারা কেউ কেউ আমাকে ঐ পাথরের

খনির কথা বলেছিল। তারা এখন সদর জেলায় আছে। এক বুড়ো তাদের নেতা, তিনিই এ কথা বলেছিলেন।'

—তিনিও কি সদর জেলায়?

—মনে হয় তাই...

—তাঁর নাম কি?

—তাঁর নাম? সে আমার মনে নেই...

বৃদ্ধা রান্নাঘর থেকে বলল, 'ও, সে সেই শুকনো হাতওয়ালা লোকটি তো? তার নাম মসক্যুইটোভ না? আমার মনে হচ্ছে যেন মসক্যুইটোভ।'

আলেক্সেই বলল, 'ঠাকুমা, সব জিনিস তুমি গুলিয়ে ফেল না। না জেনে থাকলে মিশিয়ে ফেল না।' তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, 'সেই শুকনো হাতওয়ালা যে লোকটি এভ্‌গ্রাফভের সাথে থাকত সেই লোকটির কথা বলছ তো?'

—হ্যাঁ, তাঁর কথাই।

—আচ্ছা একমিনিট অপেক্ষা করুন। আমি গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করছি।

আলেক্সেই বেরিয়ে গিয়ে দশ মিনিটের ভেতর ফিরে এল, সঙ্গে করে নিয়ে এল একটি দাড়িওয়ালা

লোককে। তার কাঁধের ওপর সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত কোট।

আলেক্সেই বলল, 'তাঁর নাম হচ্ছে ন্যাটোভ্। ভাসিলি ইগ্‌নাতিয়েভিচ ন্যাটোভ্।

দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, 'এক মিনিট দাঁড়াও। আমি নিজেই এঁকে বলব।' সে তার কোট খুলে ফেলে তার ওপর ভিজে হাতদুটি মুছে টেবিলে বসল। সশ্রদ্ধভাবে বলল, 'আপনি কি সেতু থেকে আসছেন? আচ্ছা, তাহলে একটুকরো কাগজ নিয়ে লিখে ফেলুন যাতে ভুলে না যান: ন্যাটোভ্ ভাসিলি ইগ্‌নাতিয়েভিচ, রোড-ইঞ্জিনিয়র। চমৎকার লোক। এ অঞ্চলটা উনি তন্ন-তন্ন করে জানেন। দেশটার বিষয়, রাস্তা ঘাট, সমস্ত সেতু এমনকি ক্ষুদ্রতম জিনিসটি শুদ্ধ ইনি জানেন। আপনি যা জানতে চাইবেন সব তিনি বলতে পারবেন। তিনি এখন সহরে বাস করছেন, সেটা সোভিয়েত স্কোয়ার থেকে মোটেই দূর নয়। আপনি স্কোয়ার অতিক্রম করে সিনেমাটা পেরিয়ে ডান দিক ধরে যাবেন যতক্ষণ-না দ্বিতীয় বাঁকে এসে পেঁছিন। বাড়িটা হবে বাঁ-হাতে চতুর্থ কিংবা পঞ্চম। খুঁজে পাওয়া বেশ সোজা। ঢোকবার দরজাটিতে লোহার ছাত দেওয়া...'

দাড়িওয়ালা লোকটি ন্যাটোভ্‌কে কি করে পাওয়া যাবে তা বোঝাবার জন্য এত সময় ব্যয় করল যে যে-কেউ ভাবতে পারত যে তারই ন্যাটোভ্‌কে প্রয়োজন, ভালেন্তিনা গেওর্গি-য়েভ্‌নার নয়।

—এখান থেকে সহর কতদূর?—সে জিজ্ঞেস করল।

—সদর রাস্তা ধরে বার মাইল।

—বেশ ত, আমি এখনই ফিরে গিয়ে আমার অধিকর্তা বলব।

আলেক্সেই বলল, 'আমি মেশিন ট্রাক্টর স্টেশনে যাচ্ছি। আপনি ইচ্ছে করলে আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি, আমার পথেই পড়বে।'

গাড়ীতে ঘোড়া জুড়বার পর ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। তখন আটটা বেজে গেছে। বৃষ্টি তখন তোড়ে পড়ছিল না, পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা, ঠাণ্ডা আর তীক্ষ্ণ। তার আওয়াজ দিনের চেয়ে রাতের অন্ধকারেই সুস্পষ্ট শোনা গেল। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না গাড়ী পর্যন্ত রাস্তাটা অনুভব করে এল, তারপর ভিজে খড়ের উপর বসে পড়ল। আলেক্সেই বলল, 'পা তুলে বসুন, এখানে একটা খুঁটি আছে।' তারপর গাড়ী ছেড়ে দিল। দাড়িওয়ালা

লোকটি তাদের পাশে পাশে চলতে চলতে কেমন করে ন্যাটোভ্কে পাওয়া যাবে তাই বোঝাতে বোঝাতে চলল। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্নাও তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল যে সে ভাল করেই বুঝতে পেরেছে। তারপর সে তাদের ছেড়ে গেল। প্রায় অর্ধেক পথের ওপর ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না সেই স্বল্পভাষী আলেক্সেইয়ের সাথে গেল। কিন্তু তার মনে হল গাড়ীতে এভাবে যাওয়া ঠিক হাঁটার মতই ক্লান্তিকর। গাড়ী তাকে বার বার এদিকে-ওদিকে গড়িয়ে দিচ্ছিল। শেষের চার-পাঁচ মাইল সে হেঁটেই গেল। ভাবতে লাগল যে কাজের ঘণ্টা এবার শেষ হয়ে গেল। সে এখন বাড়িতে বেশ আরামে গরমের মধ্যে থাকবে। সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করত টাট্কা এক ভাঁড় গরম দুধ, তার ভাঁজ করা বিছানা আর চেখভের একটি গ্রন্থখণ্ড।

অদূরে স্পষ্ট হয়ে উঠল আপিসের আলো। কুয়াশার কুহেলি ভেদ করে ইলেক্‌ট্রিকের আলো সার্চ-লাইটের মত তীব্র দীপ্তি ছড়িয়ে দিল। গোড়ার ঘরটিকে এই সব প্রথম তার বেশ আরামের আর অতিথিপরায়ণ বলে মনে হল। সে রবারের জুতো খুলে চটিজুতো পরল, তারপর অধিকর্তার আপিস-ঘরে ঢুকল।

লেখা বন্ধ করে সে অধৈর্যের মত প্রশ্ন করল, 'কি, খোঁজ পেলেন?'

—না, কেউ জানে না।

—খুব খারাপ!—ফস্ করে বলল অধিকর্তা, তারপর লিখতে লাগল।

—সহরে ন্যাটোভ নামে এক ইঞ্জিনিয়র আছেন।—তার লোমশ হাতদুটির দিকে চেয়ে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বলতে লাগল।—লোকে বলে অনেক বছর ধরে তিনি একদল খনি-বিশেষজ্ঞের নেতা ছিলেন...

—এই ন্যাটোভ কি বলেন?

—আপনাকে ত বললাম তিনি সহরে থাকেন।

—আপনি তাঁর সাথে দেখা করেননি?

—নিশ্চয়ই না... গ্রামে তারা শুধু বলল তিনি সহরে থাকেন।

অধিকর্তা এক মুহূর্ত চিন্তা করে শেষে বলল:

—আপনাকে তাঁর সাথে দেখা করতে হবে।

—বেশ ত।

—আমি লরি ডাকছি।

বিহ্বল ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বলল, 'আমাকে কি এখনই যেতে হবে? আমি...'

—নয় কেন? সহর পর্যন্ত সবটাই ভাল রাস্তা আছে... হ্যালো, আমাকে গ্যারাজ দাও... একঘণ্টা যেতে, একঘণ্টা আসতে। আপনি ড্রাইভারের পাশে বসে যাবেন। হ্যালো, কে কথা বলছে? তিমফেইয়েভ? একটা হালকা লরিতে তেল ভরাও... ঠিক আছে... সহরে...—সে রিসিভারটি নামিয়ে রাখল।—ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না, আপনি যদি ভাল খবর নিয়ে আসেন তাহলে আমাদের সমস্ত লরি একসাথে যে কাজ করছে, সেতুটির কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনি তার চেয়ে অনেক বেশী করবেন। বুঝলেন?

—আচ্ছা,—জবাব দিল ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না, তারপর চটি খুলে আবার সেই রবারের বুটজোড়াটি পরতে গেল।

লরির ড্রাইভারটি ছোকরা, অসহ্যরকমের বকবক করতে পারত। সে তাকে একটির পর একটি ফিল্মের গল্প বলে যেতে লাগল। শেষ যে করবে তার মনে হল না। প্রথমে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না চেষ্টা করল তার কথা শুনতে তারপর ঝিমোতে লাগল। জেগে উঠে আবার শুনতে লাগল।

বৃষ্টি পড়তে লাগল, লরির হেড-লাইটের আলোতে রেডিয়েটারের গায়ে ফোঁটাগুলো বুলেটের মত উড়ে উড়ে পড়ছিল।

খুব তাড়াতাড়ি লরি চলছিল। ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে লরির পেছনে রাখা একটি বাড়তি চাকা সশব্দে লাফিয়ে উঠছিল। মাঝরাত পেরিয়ে তারা সহরে পৌঁছল। রাস্তাঘাট তখন প্রায় শূন্য।

ড্রাইভার বলল, 'এবার আমরা কোথায় যাব?'

ঘুমচোখে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বলল, 'আমি নিজেই তা জানি না, সোভিয়েত স্কোয়ারের দিকে কোথাও।'

ড্রাইভার দরজা খুলে অন্ধকারে অদৃশ্য কাউকে ডাকতে লাগল: 'এই শোন, শোন!' তারপর যেতে যেতে তারা একটি চৌমাথায় এসে পৌঁছল, যেখানে হেড-লাইটের আলোয় দেখা গেল একটি চুল কাটার সেলুন, একটি মুদীখানা, ফটোর দোকান, আর একটি সিনেমা — সব বন্ধ। সিনেমায় ঢোকবার ঠিক মুখটিতে একটি বিল-বোর্ড, তার ওপরকার নীল হরফের লেখা বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেছে। একটি তিনতলা বাড়ির টানা পর্দার পেছনে একটি উজ্জ্বল হলদে রঙা বাতির শেড দেখা গেল। আর যে কোন কারণেই হোক ভালেন্তিনা

গেওর্গিয়েভ্না অনুমান করল যে সেখানে লোটো খেলা বেশ জমে উঠেছে।

ড্রাইভার আবার জিজ্ঞেস করল, 'এবারে কোন দিকে যাব?'

— সিনেমা থেকে দ্বিতীয় বাঁকে, — ক্লান্ত ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বলল, — ইঞ্জিনিয়র ন্যাটোভের বাড়ি এ অঞ্চলেই কোথাও, কিন্তু আমি ত বাপু কল্পনা করতে পারছি না এই রাতে কি করেই বা খুঁজে বার কোরব।

ড্রাইভার বেশ প্রত্যয়ের সাথে বলল, 'এ অঞ্চলে হলে নিশ্চয়ই খুঁজে বার কোরব।'

একটি অন্ধকার গলিতে তারা মোড় ঘুরল। ড্রাইভার লরি থেকে লাফ দিয়ে নেমে কোনও শিষ্টাচার না দেখিয়ে প্রথম বাড়িটায় ধাক্কা দিল। আলো দেখা দিল, জানালা খুলে গেল, কে যেন কী বলল। জানালাটা আবার ধড়াস করে বন্ধ হয়ে গেল। ড্রাইভার বাড়ি বাড়ি ধাক্কা দিতে লাগল। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না আবার ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবল, 'গোটা রাস্তাটাকেই লোকটা আজ জাগিয়ে তুলবে।' নাড়া খেয়ে সে আবার জেগে উঠল।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কোথায় চলেছি?'

ড্রাইভার বলল, 'ন্যাটোভের কাছে। দুটো জানালায় আলো দেখতে পাচ্ছেন, ওটাই তাঁর বাড়ি। আপনি গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলুন। আমি আমার স্পার্ক-প্লাগ পরিষ্কার করি।'

দরজার গোড়ায় ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নার সাথে দেখা হল ড্রেসিং-গাউন ও টুপি-পরা ছোটখাটো চটপটে এক বৃদ্ধলোকের। তাকে অনুসরণ করে একটি বড় ঘরের মধ্যে দিয়ে এল। যেতে যেতে তার ম্যাকিনটশ্ বেঁধে গেল একটি সাইকেলে, ঝুড়ি একটিতে আর কাপড় ঝোলাবার জায়গায়। দুজনে মিলে একটি ঘরে ঢুকল, তার মধ্যে একটি টেবিলের ওপর পরিষ্কার ঢাকনা পাতা ছিল। দেয়ালের গায়ে ছোট্ট একটি সোফায় ন্যাটোভ ঘুমোত, আর একটি দেয়ালের কাছে পর্দা, সেই পর্দার পেছন থেকে সমানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ আসছিল। মনে হল কেউ সেখানে ঘুমচ্ছে। টেবিলের ডিশের ওপর ছড়ানো ছিল একটি ভিজে টুপি।

উজ্জ্বল আলোয় চোখ পিটপিট করে বৃদ্ধ উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করে বলল:

—ভালোভাইয়া নদীর সেতু তৈরী হচ্ছে, তাঁরাই তাহলে আপনাকে পাঠিয়েছেন? আপনাকে দেখে খুশী হলুম... বসুন,

আপনাকে চা দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত... বাড়িওয়ালী ঘুমচেছন, আমি আপনারই মত ভবঘুরে।

নিচুগলায় ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না তাকে বুঝিয়ে বলল সে কেন এসেছে।

বৃদ্ধ হেসে বলল, 'ও! পাথরের খনির কথা নিশ্চয়ই আমার মনে আছে। আমিই সেটা প্রথমে দেখেছিলাম। সে সময় আমাদের ছাত্র-জীবন, ভালোভাইয়া নদীতে আমার এক বন্ধুর সাথে স্নান করছি, সে এখন লেনিনগ্রাদে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটে প্রফেসার। রেলের একটি শাখা লাইনের কন্‌ট্রাক্‌টর এই আবিষ্কারের জন্য তিন লিটারের এক বোতল ভদকা দিয়ে আমাকে পুরস্কৃত করল আর আজকের এই যৌথখামারের চাষীদের পূর্বপুরুষেরা আমাকে পুরস্কৃত করল মারধোর করে, হাত ভেঙে দিয়ে... এর অনেক পরে প্রায় ১৯২৬ সালে বাড়ি তৈরীর ভিত হিসেবে এই কাঁকর ব্যবহার হয় আমারই সুপারিশে।'

—কংক্রীট তৈরী করতে এটা ব্যবহার করা যায় কি?

—যান্ত্রিক উপাদানের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবেই ব্যবহারযোগ্য। অবশ্য এর গ্রানুলোমেট্রিক গঠন ঠিক শিল্পবিজ্ঞানের আদর্শ সম্মত নয় কিন্তু সেটা খুব বড়ো কথা নয়। আপনারা তা

চালুনি দিয়ে ছেঁকে কোন স্থূল উপকরণের সাথে মেশাতে পারেন... শুনুন, নিজে দেখবার জন্য আপনাকে বেশী দূর যেতে হবে না। এই বড় রাস্তাতেই ১৯৪ পিকেটে একটি কংক্রীট-এর সেতু আছে। আপনারা যে রকম সেতু তৈরী করছেন নিশ্চয়ই সেরকম সুন্দর নয় কিন্তু তিন খিলানের সেতু, প্রত্যেকটির মধ্যে আঠার ফুট ফাঁক আর সেতুটা এই কাঁকরে তৈরী — পাথরের মত শক্ত ... — বৃদ্ধ ফিসফিসিয়ে বলল।

হঠাৎ পর্দার অন্তরাল থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে শোনা গেল:

— আর 'বেলিয়ে ক্রেস্টিটি'!

— নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, — পর্দার দিকে চেয়ে মাথা হেলিয়ে ন্যাটোভ তার স্বাভাবিক গলায় বলল। — হ্যাঁ, সেটি হচ্ছে ২৪১ পিকেটে, তায়িসিয়া ইভানভ্না, যোগ ৪০ কিংবা ৫০, কোনটা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না উঠে পড়ে বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমাকে এখনই যেতে হবে। সবাইকে জাগিয়ে তোলবার জন্য ক্ষমা করবেন।'

— কাজে লাগতে পেয়ে খুশী হয়েছি। কিছু প্রয়োজন হলে আসবেন, — বৃদ্ধ চিন্তা না করেই গলা

নামিয়ে ফিসফিস করে বলল। — আপনার দর্শন পেয়ে আনন্দিত হলাম...

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বাইরে এসে ড্রাইভারের পাশে আবার উঠে বসল।

লরি নাড়া খেয়ে শীগ্‌গিরই সহর পেরিয়ে পাকা সড়ক ভেদ করে ছোট ছোট গর্তের কাদা ছিটতে ছিটতে চলল। তার হেড-লাইটে মুহূর্তের জন্য রাস্তার চিহ্ন, চূণকাম করা খুঁটি আর ঝোপঝাড়ের সজল পাতাগুলো আলোকিত হয়ে উঠল। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না ঘুমিয়ে পড়ল, স্বপ্নে সেই কাদার গর্তগুলো, চূণকাম করা খুঁটি আর লরির চাকার নিচে রাস্তা যেন স্রোতস্বিনী হয়ে ছুটে চলেছে, তার ছবি দেখল আর শেষে যখন আপিসের সামনে এসে লরি থামল তখন নিশ্চিত হল এই ভেবে যে সে নিশ্চয়ই ঘুমোয়নি।

নামবার সময় সর্বাঙ্গে ব্যথা অনুভব করল। সুমুখের ঘরটিতে ম্যাকিনটশ্‌টা খুলে ফেলল। বুট খুলতে তার ভীষণ ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল, সোজা অধিকর্তার ঘরে এসে ঢুকল।

সে বেরিয়ে গিয়েছিল। পাশা খুড়ি তার ডেস্কে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না জিজ্ঞেস করল, 'নেপেইভোদা কোথায়?'

— তিনি পাথরের খনিতে গেছেন। আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন।

— তুমি এখানে কী করছ?

— উনি বলে গেছেন টেলিফোন বাজলে কে টেলিফোন করছে, আমি যেন জিজ্ঞেস করে রাখি।

— বেশ, তুমি এখন যেতে পার। আমি তার জন্য অপেক্ষা করব। ভাল কথা, অধিকর্তার খবরের কাগজ পড়তে কে তোমায় অনুমতি দিয়েছে?

— কেউ না। আমি পড়লে এটা অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। যাবে কি?...

সম্মুখের ঘরটিতে টুলের ওপর এলিয়ে পড়ে ক্লান্ত ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না ভাবল, 'শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা তাহলে এই দাঁড়িয়েছে! পাশা খুড়িটা পর্যন্ত এমন ঠোঁটকাটা হয়ে উঠেছে!'

নিজের ওপর করুণা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল তার বুকের ভেতর। তাড়াতাড়ি সে এক টুকরো কাগজ নিয়ে টাইপরাইটারে পুরল। আঙুলে রবারের অঙ্গুস্থান পরে টাইপ করতে বসল:

'প্রিয় ইভান সেমিয়োনভিচ।'

এই লিখতে চেয়েছিল যে সবকিছু তার অসহ্য হয়ে উঠেছে, কেউ তার প্রতি কোনরকম বিবেচনা দেখায় না, কোন বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনই তার নেই, শুধু এই আশা নিয়ে আছে যে তিনি তাকে ডেকে পাঠাবেন। সেও নিশ্চয় করে বলতে পারে যে আর কোন সেক্রেটারীর চেয়ে তাকে সেক্রেটারী হিসাবে নিলে ইভান সেমিয়োনভিচ জীবনকে অনেক সহজ বলে মনে করবেন।

কিন্তু সে লিখল যা তা হল এই:

'আমি শুধু আপনাকে বলতে চাই যে আপনি যদি আপনার মনোমত কাউকে না পেয়ে থাকেন, তাহলে আমি আপনার কাছে গিয়ে কাজ করতে এখনও ইচ্ছুক। কিন্তু আমাকে একটি ঘর না দিলে ত আমি মস্কো যেতে পারি না। অনুগ্রহ করে যথাশীঘ্র জানান ঘর পাবার সম্ভাবনা কতদূর, কারণ আমি এখানে শরৎকালে আর থাকতে চাই না। আরও স্থায়ী কোন সংগঠনে কাজ করতে চাই।

এখানে সবশেষ সংবাদ: দ্বিতীয় ও তৃতীয় খিলানে কংক্রীটের কাজ শেষ হয়ে গেছে, প্রথম খিলানেও প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আসছে কাল সেতুটিতে ভারা বাঁধা হচ্ছে।

শীগ্‌গিরই আমরা নদীতীরের পাথরের ঘাট থেকে কাঁকর টেনে তুলব। লাইনে লরিগুলো পরিকল্পনার শতকরা নব্বুইভাগ পূর্ণ করেছে।

আপনার অনুগত

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না।'

৫

ভোর তিনটের সময় নেপেইভোদা বিভিন্ন বিভাগের নেতাদের নিয়ে ন্যাটোভ ১৯৪ পিকেটে যে সেতুটির কথা উল্লেখ করেছিল, সেই সেতুটিতে গাড়ী করে গেল। তিনটি পকেট টর্চের আলোয় জাত কামারের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সেতুটির উপরে হাতুড়ি চালাতে লাগল। কংক্রীট লোহার চেয়েও শক্ত মনে হল। নেপেইভোদা বলল, 'এই হল ল্যাবোরেটরি বিশ্লেষণ।' তারপর তারা ফিরে গেল।

ভোর ছ'টার সময় স্ক্রেপার-সমেত একটি ট্রাক্‌টর নদীতীরের সেই পাথরের খনিটিতে পাঠান হল। তারা খনিতে কাজ করতে লাগল। সামনেটা পরিষ্কার করে কাঁকর সরাবার কাজে যন্ত্রগুলি নিযুক্ত হল। মধ্যাহ্নেই প্রথম লরিগুলি নতুন

পাথর-খনি থেকে নির্মাণকাজের জায়গায় কাঁকর টেনে নিয়ে এল।

পরদিন প্রাত্যহিক কাঁকর-টানার কাজ বেশী পরিমাণেই পূরণ করা হল। যে ড্রাইভারদের সেতু রচনায় দেরী হওয়ার জন্য সবচেয়ে দোষ দেওয়া হয়েছিল, তারা উৎসাহের চোটে বেপরোয়া হয়ে উঠল। যারা মাল বোঝাই করছিল তাদের সাথে তর্ক করতে লাগল যে তাদের লরিতে আরও মাল ধরবে। তাদের চূড় করে ভর্তি করবার জন্য জেদ করতে লাগল, বোঝাতে লাগল যে লরিতে মাল যত বেশী ভর্তি করবে তত তাদের পিছলানোর সম্ভাবনা কম।

ইতিমধ্যে বৃষ্টিও পড়তে লাগল। তিনদিন ধরে প্রায় অবিরত বৃষ্টি পড়ছিল, মানুষ প্রায় অভ্যস্ত হয়ে নিজেদের তারই মধ্যে মানিয়ে নিচ্ছিল। তিমফেইয়েভ দেয়ালপত্রের জন্য একটি মজার কার্টুন এঁকেছিল। তাতে দেখান হয়েছিল যে নির্মাণকাজের এই আপিসটি সমুদ্রের নিচে যেন একটি রাজ্য আর তার সমস্ত কর্মচারী এমনকি নেপেইভোদা পর্যন্ত এক একটি মাছ। একমাত্র ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না মাছ নয়, সে হচ্ছে একজন জলপরী।

সেই সন্ধ্যেয় নেপেইভোদা তাকে ডেকে পাঠিয়ে একটি কাগজ হাতে দিল:

— অনুগ্রহ করে এটি কপি করে টাইপ করুন, একটি ফাইলের জন্য, একটি নোটিশ-বোর্ডের জন্য, তৃতীয়টি হিসাব রক্ষক বিভাগের জন্য। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

কারণ জানতে না পেরেও ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না তার হাতটি হাতের মধ্যে নিতে দিল। হাতটি বেশ আরামদায়ক ঠাণ্ডা, কারণ সেই সবে সে হাত ধুয়েছে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

টাইপ করার জন্য কাগজ তৈরী করল: ওপরের কাগজটি সবচেয়ে ভাল কাগজ, অধিকর্তা সেটিতে সই করবে। আর দুটো কাগজ একটু নিম্নস্তরের — হিসাব রক্ষক বিভাগ ও নোটিশ-বোর্ডের জন্য। কিন্তু সে টাইপ শুরু করবার আগেই ধুলো-মাখা তিমফেইয়েভ সগর্বে ঘরে ঢুকল। শুধোল, 'আপনার খনি থেকে আমার লোকেরা কত কাঁকর আজ টেনেছে জানেন?'

ঝট করে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বলল, 'আমার তাতে একটুও আগ্রহ নেই।' চোখ কুঁচকিয়ে যেন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে এমন কোন কারণ নেই যাতে করে অন্যদের মাছ বলে আঁকা হয়েছে আর তাকে করা হয়েছে জলপরী।

একেবারে দমে যেয়ে তিমফেইয়েভ বলল, 'যা বলেছেন, জোর করে এতে আপনার আগ্রহ ত জাগান যায় না।' তারপর অধিকর্তার সাথে কথা বলতে ভেতরে চলে গেল।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না কাগজ নিয়ে পড়ে দেখল নেপেইভোদা তার বড়ো দৃঢ় হাতে কি লিখেছে। প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট করে লেখা, যেমন স্পষ্ট ছিল তার প্রত্যেকটি আওয়াজের উচ্চারণ:

'আদেশনামা

নির্ধারিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য, অর্থাৎ ভালোভাইয়া নদীতীরে পাথরের খনির কাঁকর কিরকম তা নির্ধারণ, যার ফলে প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও কাঁকর-টানা পরিকল্পনাকে মাত্রাধিক পরিমাণে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে — নির্মাণ অধিকর্তার সেক্রেটারী ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না অস্ত্রোভ্স্কাইয়াকে তার একমাস বেতনের সমান অর্থ পুরস্কার দেওয়া হল।'

সে একটু তিক্ত হাসি হাসল। আঙুলে রবারের অঙ্গুস্থান পরে টুলটি আর একটু আরামদায়ক জায়গায় সরিয়ে রাখল। পুরস্কারের প্রতি তার অবজ্ঞা অধিকর্তাকে দেখাবার জন্য অন্যান্য নোটিশের একটি বড় তালিকার মধ্যে এই নোটিশটি

টাইপ করল। এটা ছাপল একটি অনুচ্ছেদের মাঝে যে অনুচ্ছেদে লেখা ছিল যে গ্যারাজ মেকানিক মাৎভেইয়েভ অমুক অমুক দিনে ছুটি থেকে ফিরল আর একটি অনুচ্ছেদে টেক্‌নিশিয়ান রুম্যান্‌ৎসেভা চাইছে যে তার স্বামীর পদবী স্মিব্‌নোভ বলে তাকেও স্মিব্‌নোভা পদবীতে ডাকা হোক্।

অধিকর্তা কাগজটি সই করল, সেক্রেটারী অন্যান্য সবগুলির মাঝে এটি টাঙিয়ে দিল...

একদিন তিমফেইয়েভ অধিকর্তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে এমন সময় ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না তাকে থামিয়ে বলল :

—কেন্দ্রীয় পরিচালন দপ্তর থেকে একটি টেলিগ্রাম এসেছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে কংক্রীট তৈরীর কাজে এই কাঁকর ব্যবহার করা যেতে পারে।

তিমফেইয়েভ জবাব দিল, 'আমরা নিজেরাই তা জানি, কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের মুখ আবার উল্‌টো দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে। ফিরতে হবে আবার সেই পুরনো পাথরের খনিতে।'

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না চটাবার জন্য বলল, 'আবার সেই পুরনো খনিতে? আমি সারারাত খুঁজে ঐ পাথরের

খনিটা বার করলাম, আর আপনারা আবার পুরনোটি ব্যবহার করবেন?'

—জানি, কিন্তু নদীর বাঁধের উপর দিয়ে আমরা এ খনি থেকে আর কাঁকর টানতে পারব না। ওটা ধুয়ে মুছে গেছে, যে কোন মিনিটে ধ্বসে যাবে। আপনার সেই খনিতে যাবার আর কোন পথ নেই।

—আর একটি পথ তৈরী করুন।

—আপনার টাইপরাইটারে সেটি লেখা সহজ, কিন্তু তৈরী করা অন্য জিনিস। তিনমাইল রাস্তা তৈরী করা ঠাট্টার কথা নয়।

—তবে নদীর ধার দিয়ে নিচে নামান।

—এর পর আপনি জলের ওপর দিয়ে আমাদের লরি চালাবার পরামর্শ দেবেন...

—আমি মোটেই তামাশা করছি না...

হঠাৎ তিমফেইয়েভের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ছুটে অধিকর্তার আপিস-ঘরে ঢুকল।

—কমরেড্ নেপেইভোদা।—ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না শুনল তার উত্তেজিত চীৎকার।—ঐ খনি থেকে কাঁকর আনবার জন্য আমাদের এখন একটি বজরা দরকার... আমরা

একবারেই ৩৫,০০০ কিউবিক ফুট কাঁকর টেনে তুলতে পারব!...

শান্তভাবে অধিকর্তা শুধোল, 'আপনি কি মনে করেন যে আমরা বজরা থেকে খিলানের লোহার কাজ তুলে নেব?'

—গোল্লায় যাক এখন লোহার কাজ। আমরা সেগুলো পরে লাগাতে পারি।

—কিন্তু সেটা টেনে নেবার জন্য বাষ্পপোত কোথায় পাওয়া যাবে?

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না টাইপ বন্ধ করে শুনতে লাগল। সে বুঝল যে তিমফেইয়েভের প্রস্তাব অবিলম্বে যাতায়াতের সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে, আর এ সমাধান দ্রুত হবে আর হবে সস্তায়। তার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছিল।

তিমফেইয়েভ হতাশভাবে বলল, 'সত্যিই আমাদের বাষ্পপোত দরকার।'

—আমরা বাষ্পপোত হয়ত পেয়ে যাব। আমি লাম্বার-ক্যাম্পে টেলিফোন করব, তারা আমাকে বাষ্পপোত দেবে। কিন্তু নদীগর্ভে তেমন খাল কোথায়? একটা মালভর্তি বজরা কি নদীর যে-কোনো জায়গা দিয়ে যেতে পারে?

—পারবে। আপনি যদি বলেন আমি এখনই নদীগর্ভের গভীরতা দেখে আসতে পারি।

—ভাল, দেখে আসুন, তারপর খনি নিয়ে কি করা যায় আমরা দেখব।

তিমফেইয়েভ সজোরে আপিস থেকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না ভাবল, 'কেন নয়? দশদিনে আমাদের সমস্ত লরি যত মাল টানতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী আমরা এক দিনে বজরায় টানতে পারব। কী সুন্দরই না হবে!' ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না যেন তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখল: তার খনি থেকে কাঁকর বোঝাই একটি বজরা যাচ্ছে সেই সেতুটির দিকে। শ্রমিক, ফোরম্যান ও তিমফেইয়েভের আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখতে পেল। 'দারুণ চমকপ্রদ ব্যাপার হবে নাকি!'

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না দশমিনিট অপেক্ষা করল। ভাবল, 'ইনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন, আমাকে মনে করিয়ে দিতেই হবে।'

সে আপিস-ঘরে গেল, অধিকর্তা একগ্লাশ চা পান করছিল।

জিজ্ঞেস করল, 'লাম্বার-ক্যাম্পে টেলিফোন করতে আপনি ভুলে যাননি, গিয়েছেন কি?'

অধিকর্তা বলল, 'কিসের জন্য?' তারপর চা ঢালতে লাগল, পান্থশালায় লোকে যেমন একটি বড় ও একটি ছোট কেটলি থেকে চা ঢালে তেমনি।

—সেই বাষ্পপোতের জন্য।—হঠাৎ ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বুঝতে পারল যে তার কথায় প্রমাণিত হয় যে সে আড়ি পেতে শুনছিল। তার মুখ রক্তিম হয়ে উঠল।

—ও, এই ব্যাপার?—অধিকর্তা তার দিকে চেয়ে অল্প একটু হাসল। —জলের গভীরতা কতখানি তা দেখবার পর আমরা ঠিক কোরব। যদি সব ঠিক থাকে তাহলে আমরা সবাইকে তখনই খবর দেব। আপনার খনি নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন, না?

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না মর্যাদার সাথে বলল, 'সমস্ত নির্মাণকাজটার জন্যই উদ্বিগ্ন।' সে বেশ রাগতভাবে মাথা দুলিয়ে আপিস থেকে বেরিয়ে এল, নিজের ওপর যথেষ্ট বিরক্তি নিয়ে।

আর বৃষ্টিও পড়তে লাগল, বিষাদময় বৃষ্টির ধারা। গোড়ার ঘরটিতে ছিল একটিমাত্র জানালা। বৃষ্টির ফোঁটা তার কাঁচের গায়ে আঁকা-বাঁকা পথ এঁকে দিয়েছিল। আকাশ অন্ধকার আর থমথমে। দিনশেষ হয়ে এল তবু তিমফেইয়েভ নদীর

গভীরতা পরীক্ষা করে তার ফলাফল নিয়ে ফিরল না। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না ভাবল, 'হায় ভগবান, এ বৃষ্টি কী জীবনভোর চলবে?'

—পাশা খুড়ি, তুমি ত এই অঞ্চলের তাই নয়?—সে জিজ্ঞেস করল।

পাশা খুড়ি বলল, 'হ্যাঁ।'

—এখানে নদী কী গভীর?

—ও বাবা, ভয়ানক গভীর, কয়েকটি জায়গায় বিশেষ করে।

—অগভীর জায়গাও আছে ত?

—অগভীর জায়গাও আছে, কেন বলুন ত? আপনি কি সাঁতার দেবার কথা ভাবছেন?

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর তিমফেইয়েভের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। পরদিন সকালে সে এল। ফলাফল বেশ মনোমত হয়েছে। নেপেইভোদা ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্নাকে ডাকল লাম্বার-ক্যাম্পে টেলিফোন করবার জন্য। বাষ্পপোতের বিষয়ে তারা কোন পাকা জবাব দিল না, কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই টেলিফোন করে জানাবে বলে কথা দিল। এই ডাকের জন্য ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না

অপেক্ষা করতে লাগল, ঘড়িতে প্রায় প্রত্যেক মিনিট লক্ষ্য করছিল।

অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য সে ডাক দেখতে লাগল। একটি খাম ছিল কেন্দ্রীয় পরিচালন দপ্তর থেকে। কাঁচি দিয়ে কেটে তা খুলে ফেলে খড়খড়ে এক পাতা কাগজ বার করে পড়ল:

'নির্মাণকাজের অধিকর্তার সেক্রেটারী ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না অস্ত্রোভ্স্কাইয়াকে একটি নতুন পদে যোগ দেবার জন্য কর্মচারী বিভাগে পাঠান হোক।'

এই ত এসে গেছে! ইভান সেমিয়োনভিচ হাজার হলেও তাকে ভোলেননি।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না ভেবেছিল সে খুব খুশী হয়ে উঠবে, কিন্তু উঠল না ত।

ভাবল, 'চিঠিটা পরে অধিকর্তাকে দেখাব, এখন তার মন অনেক কিছুর মধ্যে পড়ে আছে।'

আর সত্যিই ত তার ভাবনার বিষয় কত ছিল। লাম্বার-ক্যাম্প এই নির্মাণকাজে একটিও বাষ্পপোত দিতে অস্বীকার করল, কাজেই নেপেইভোদাকে জেলা কার্যকরী কমিটিতে টেলিফোন করতে হল। কিন্তু তারাও এবার তার জন্য কিছু করতে পারল না।

সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না তাকে চিঠিটি দেখাল।

সে বলল, 'বেশ, আপনি যাবার জন্য বরং তৈরী হয়ে নিন, কাজকর্মের ভার স্মির্নোভাকে দিন।' তারপর পরের চিঠিটি তুলে নিল।

মিনিটখানেক ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না কোন কথা না বলে তার ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

তার পরিষ্কার হাতদুটির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবল, 'চলে যাচ্ছি বলে ইনি খুশী, না দুঃখিত?'

সেটা অনুমান করতে না পেরে জিজ্ঞেস করেই বসল, 'স্মির্নোভা ত চিরকালের মত আপনার সেক্রেটারী হতে পারেন না?'

— নিশ্চয়ই নয়।

— কাকে আপনি তাহলে পাবেন?

— ওঃ, সে আমি খুঁজে নেব... এখন আমি সে-বিষয় ভাবতেই পাচ্ছি না।

আরও একমিনিট ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বেরিয়ে গেল।

যে ড্রাইভারটি তাকে ন্যাটোভকে খুঁজে বার করতে

সাহায্য করেছিল সে তাকে স্টেশনে নিয়ে এল। পথে সে একটি কথাও বলল না, আর ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বোধ করল যে তার চলে যাওয়াটা সে পছন্দ করছে না। অধিকর্তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার তার আর কোন সম্ভাবনা রইল না কারণ সে বাষ্পপোত পাবার চেষ্টায় তখন সহরে। সেই ছোট স্টেশনে আসামাত্র ড্রাইভার তাকে বিদায় জানিয়ে কাঁকরের বোঝা টানতে চলে গেল। মস্কোয় যাবার ট্রেনের জন্য খুব অল্প লোকই স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তাদের প্রত্যেককে বিদায় দিতে বন্ধুরা এসেছিল। ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নাই একমাত্র তার ব্যাগ আর পুঁটলিনিয়ে একা বসেছিল।

ট্রেন আসবার প্রায় পনের মিনিট আগে নেপেইভোদা ওয়েটিং-রুমে এসে ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌নার খোঁজ করে তার কাছে এল।

—আপনার কাছে একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। আমার ছেলেমেয়েদের জন্য এই আপেলগুলো নিয়ে যেতে কি কিছু মনে করবেন? —একটি মাঝারি আকারের মোড়ক যা-তা করে কালো সূতো দিয়ে সেলাই করা, সম্ভবত সেই সেলাই করেছে। —আমি এটি ডাকে পাঠাতে চেয়েছিলাম কিন্তু

ওরা নিল না... বলল, এটা নাকি ভালভাবে সেলাই করা হয়নি...

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি এটা নিয়ে যাব।'

—উঠবেন না, আমি আর আপনার অধিকর্তা নই,—একটু হেসে সে বলল।—আর এই নিন পোস্টকার্ড, আমি জায়গা রেখেছি আপনার ঠিকানা লেখার জন্য, তারপর এটাকে চিঠির বাক্সে ফেলে দেবেন। আমার স্ত্রী মোড়কটির জন্য আসবেন...

যে কোন কারণেই হোক ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্না বিস্মিত হয়েছিল শুনে যে এই মানুষটিরও স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আছে, সেও আবার আপেল উপহার দেবার কথা ভাবে, সেও পোস্টকার্ড স্থুরু করছে এইভাবে: 'আমার আদরের ধনেরা!' ইত্যাদি বলে।

সে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি আপনাকে বাষ্পপোত দেবে?'

—হ্যাঁ, আমরা ইতিমধ্যেই খনিতে কন্ভেয়র পাঠিয়েছি, আসছে কাল আমরা বজরা এনে ভর্তি করতে স্থুরু কোরব।

ট্রেন এল, নেপেইভোদা গাড়ীতে জিনিসপত্তরগুলো

তুলে মালপত্রের শেল্‌ফে রেখে দিল। তারপর বেরিয়ে এসে প্ল্যাট্‌ফর্‌মে দাঁড়িয়ে রইল, সিগারেট ধরাল বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না বলল, 'এখন বাড়ি যান, মিছিমিছি এখানে দাঁড়িয়ে কেন ভিজবেন?'

— ঠিক আছে। ও আমার অভ্যাস আছে।

বিদায়ের মুহূর্তে কয়েকটি কথায় ভালেন্তিনা গেওর্গিয়েভ্‌না তার হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করতে চাইছিল যাতে তার প্রতি সে যে উদাসীন ও আমলাতান্ত্রিক ভাব দেখিয়েছে তা মুছে যায়, কিন্তু কোন কথাই এল না। তাই যখন ট্রেনের বাঁশী বেজে উঠল, সে শুধু তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল:

— বাঁ হাতের টানায় আমি আমার ফোল্‌ডারটি ফেলে এসেছি, তার ওপর 'রিপোর্ট' কথাটি লেখা। আপনি আপনার নতুন সেক্রেটারীকে সেটি দিতে পারেন।

— ধন্যবাদ,— নেপেইভোদা বলল।

জানবার আগেই ট্রেন চলতে সুরু করে দিল। আর যদিও সে চলে যাচ্ছিল আর নেপেইভোদা রয়ে গেল তবু তার মনে হল যেন সেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, আর নেপেইভোদা, আর সেই ছোট্ট স্টেশনটি, সেই পাকা সড়ক

যেখান দিয়ে সে সহরে এসেছে, জলে চিকচিক করা গাছ আর বৃষ্টিতে ভেজা সুগন্ধি মাটি, কোল-ছোঁওয়া নরম আকাশ — এ সব কিছু চলতে সুরু করেছে, খুব ধীরে ধীরে তারা তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল পাশা খুড়ি আর বুদ্ধিমান অথচ উদাসীন তিমফেইয়েভকে, কৌতূহলী ব্রিগেড-নেত্রী অল্‌গা, সৈনিকের পরিত্যক্ত-কোট-পরা দাড়িওয়ালা সেই বৃদ্ধ, ইঞ্জিনিয়র ন্যাটোভ আর সেই ড্রাইভারটিকে যে তার চলে যাওয়াটা পছন্দ করেনি। সে তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ করল যে এই সব মানুষরা যারা সবে তার প্রতি একটু শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠছিল, তারা দ্রুত, আরও দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে, সম্ভবত তাদের একজনকেও আর কখনও দেখতে পাবে না।

মনে পড়ল তার সেই বাষ্পপোত, বজরা, তার খনি, আর সব-কিছুর কথা যা এত দেরীতে তার কাছে প্রিয় আর প্রয়োজনের হয়ে উঠছিল। কিন্তু তাদের সকলের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে ট্রেন চলতে লাগল।

১৯৫১

নীনা ক্রাভ্‌ৎসোভা
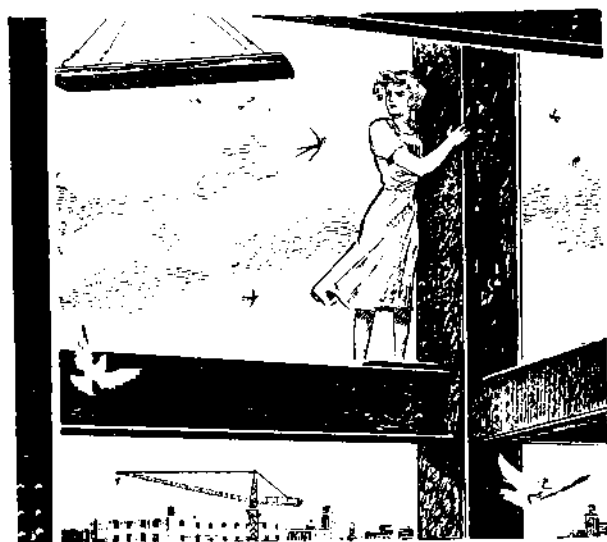
ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটে পড়া শেষ করার সাথে সাথেই নীনা ক্রাভ্‌ৎসোভাকে পাঠান হল একটি অনেক-তলা বাড়ি তৈরীর কাজে। নীনা তার বাপমায়ের সঙ্গে মস্কোর একটি পাথর দিয়ে তৈরী চুপচাপ গলিতে থাকত। গ্রাজুয়েশনের

উপাধি-প্রবন্ধ পেশ করার ক'দিন বাদে তার ২৩ বছরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু যারা তাকে এই প্রথম দেখল, তারা তাকে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বার্ষিকীর ছাত্রী বলে ধরে নিল, মনে করল তার বয়স বুঝি তখনও কুড়ি বছর পেরোয়-নি। কেন তা বলা কঠিন। হতে পারে যে ইন্‌স্টিটিউটে পড়তে পড়তে স্কুলের মেয়েদের মত ধরণধারণ সে হারিয়ে ফেলেনি। তখনও পর্যন্ত গোঁফদাড়ি-ওঠা ছাত্রদের বলত 'আমাদের বাছারা', কিংবা হতে পারে যে তার ভাসা-ভাসা চোখ আর ওপর দিকে তোলা ফুট-ফুট-দাগওলা নাক তার শৈশবকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু নীনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বিস্মিত হল দেখে যে কত তাড়াতাড়ি তার মন পরিণত হয়ে উঠেছে, সুন্দর বিবেচনা শক্তি আর তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি আয়ত্ত করেছে সে।

যে নীনাকে এই নির্মাণকাজে পাঠিয়েছিল, সে বলল, 'এ বাড়িটা হাতে নতুন নেওয়া হয়েছে। আর এখনও পর্যন্ত আমরা ইঞ্জিনিয়র ও টেক্‌নিক্যাল বিশেষজ্ঞদের সবাইকে পাইনি। ইঞ্জিনিয়র ক্রাভ্‌ৎসোভা, আমরা আপনার ওপর অনেকটা নির্ভর করছি।' নীনা তার কথার মাঝে পরিচিত শ্লেষের আভাস পেয়েও এ সময় কিছু মনে করল না।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সে ভাবল, 'ভাল কথা, একবার কাজ সুরু করে দিলে ওরা ভিন্ন সুরে আমার সঙ্গে কথা বলবে। নির্মাণকাজের অধিকর্তা আশা করেছেন যে একমাসের মধ্যেই আমি কিছু দেখাব। তিনি যখন জানবেন যে আমি আমার ছাত্রীজীবনের শেষ ছুটিটা শুদ্ধু ছেড়ে দিচ্ছি তখন বেশ একটা চমক পাবেন।'

পরদিন সকালে সে একটি হালকা সিল্কের পোশাক, আর গরমকালের চটিজোড়া পরল, আর সাদা হাতব্যাগটি তুলে নিল। একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে সেই বাড়িটার দিকে রওনা হল। জীবনে এই প্রথম তার ট্যাক্সি ভাড়া করা। সাদা ব্যাগটির মধ্যে তার সমস্ত দলিল-পত্তর ছিল, কমসোমলের সদস্যপত্র ছিল একটি সেলুলয়েডের কৌটোর মধ্যে, পাস্‌পোর্টে তখনও তাকে সনাক্ত করা হয়েছিল ছাত্রী বলে আর সে যে অনার্সসহ গ্রাজুয়েট উপাধি পেয়েছে তা আর নতুন-পাওয়া ডিপ্লোমায় লাল অক্ষরে ছটি সংখ্যায় উল্লেখিত ছিল।

অদূরে দাঁড়িয়েছিল বাড়িটার আকাশ-ছোঁয়া ইস্পাত কাঠামো, একটি দাঁড়িয়ে-থাকা বইয়ের শেল্‌ফ-এর মত। যাত্রাটা চলল বেশ কিছু সময় ধরে, আর রাস্তার মোড় ঘুরতে ঘুরতে

বাড়িটাকে কখনও মনে হচ্ছিল একেবারে হাতের কাছে, আবার কখনও যেন অনেক দূরে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ওখানে কাজ করছ?'

একমিনিট ভেবে নীনা বলল, 'হ্যাঁ।'

—ওটা কত তলা উঁচু হবে?

নীনা জানত না তবুও উদাসীনভাবে বলে দিল, 'ছাব্বিশ তলা।' তারপর পাছে সেই ড্রাইভার আরও কিছু প্রশ্ন করে সে তাই তাড়াতাড়ি জুড়ে দেয়, 'গম্বুজটা বাদ দিয়ে।'

শেষ পর্যন্ত তারা সেখানে পৌঁছুল আর নীনাও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মস্ত মস্ত লরি ভেতরে ঢুকছিল আর বেরুচ্ছিল। ক'জন মেয়ে ক্যাম্বিশের পাজামা পরে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। খাটো জ্যাকেট গায়ে একজন বৃদ্ধ দরজার গোড়ায় তাকে সম্ভাষণ করল, তারপর তাকে নমস্কার করে সবিনয়ে বলল যে সে বাইরের লোককে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারবে না। এবারে নীনা চটে গেল। সে তাড়াতাড়ি তার ডিপ্লোমা দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল যে সে বাইরের লোক নয়।

—ওরকম দলিলে আমাদের কোন কাজ হয় না,—

নিঃশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বলল। —রেজিস্ট্রেশন আপিসে গিয়ে একটি পাশ চেয়ে নিন।

আরও বিরক্ত হয়ে নীনা ভাবল, 'বা রে, কেনই বা আমার পাশ লাগবে যখন এসব লোকদের তা দরকার হচ্ছে না।'

নিস্ফল কঠোরতার সঙ্গে সে জবাব দিল, 'এই নির্মাণ-কাজের অধিকর্তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।'

—সে একই কথা, অধিকর্তাই হোন আর যেই হোন না কেন। পাশ আপনার লাগবেই, —বিষণ্নভাবে বৃদ্ধ বলল। —সাইত্রিশ নম্বরে টেলিফোন করুন।

তাকে একটি গোলাপি রঙের পাশ দেওয়া হল। তখন সে সেই নির্মাণকাজের জায়গায় ঢুকতে পেল, কিন্তু সকালের সেই বিজয়গর্ব আর রইল না।

ইস্পাতের সেই কাঠামোটি খাড়া ও আড়াআড়ি কড়ি-বরগা নিয়ে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। নিচ থেকে মোটেই বইয়ের শেল্‌ফ-এর মত মনে হচ্ছিল না। আকাশের নীলে বিলীয়মান সেই সৌধটিকে মনে হচ্ছিল যেন শূন্যপটে আকীর্ণ একখানি চিত্র। মেঘের দল উড়ে উড়ে যাচ্ছে আর মনে হচ্ছে এই বিরাট কাঠামোটা যেন ধীরে ধীরে হুমড়ি খেয়ে

পড়ছে। ঝন্ ঝন্ খট্ খট্ শব্দে বিরাট বিরাট লরিগুলো বস্তা বস্তা বালি, কংক্রীট, কংক্রীট ব্লক ও লোহার পাইপ আনছিল। নীনার ঠিক মাথার ওপর লাউড স্পীকার মুখর হয়ে উঠল আর একটি নারী-কণ্ঠস্বর উক্রাইনীয় উচ্চারণে বলে উঠল: 'তিন নম্বর ইউনিটের ফোরম্যানকে ডাকা হচ্ছে। তিন নম্বর ইউনিটের ফোরম্যানকে ডাকা হচ্ছে। ইভান পাভ্‌লভিচ, অনুগ্রহ করে অবিলম্বে স্থানান্তরে বয়ে নিয়ে যাবার একটি পারমিট চীফ ইঞ্জিনিয়রকে পাঠান। ইভান পাভ্‌লভিচ, অনুগ্রহ করে পাঠান ...' এই পর্যন্ত বলে স্বরটি ডুবে গেল: কে একজন অনেক উঁচুতে বিরাট এক হাতুড়ি দিয়ে কড়ি পিটতে সুরু করেছিল, সমস্ত কাঠামোটাই ঠিক গিটারের মত বেজে উঠল। নীনা দেখল কত লোকই না কাজ করছে। সঙ্কেতজ্ঞাপক লাল ফ্ল্যাগ হাতে একটি যুবক তার পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, পেছন পেছন এল একজন ইলেক্‌ট্রিসিয়ান। হাতে তার একটি পরখ করবার বাতি, তা থেকে তার ঝুলছে, যেন সে দেয়াল থেকে সেটাকে উপড়ে নিয়ে এসেছে। পেতলের দুলপরা একটি মেয়ে স্টেনসিলে লেখা একটি বিজ্ঞাপন পেরেক দিয়ে গাঁথছিল। তাতে লেখা: 'মিস্ত্রীরা সাবধান কাজের জায়গাটা যেন সুশৃংখল থাকে।' 'সাবধান' শব্দটির পরে

কোনও কমা ছিল না। এই বিরাট নির্মাণকাজে নানারকম চমকপ্রদ জিনিস থাকা সত্ত্বেও মেয়েটা কি নগণ্য কাজ করছে ভেবে তার প্রতি নীনার করুণা হল। সে এগিয়ে গেল কেন্দ্রীয় আপিস-ঘরটির দিকে।

অধিকর্তা ভেতরে ছিল না। কম-বয়সী এক সেক্রেটারী নীনাকে উদাসীনভাবে উপদেশ দিল বাঁ দিকে তৃতীয় দরজায় কর্মীবণ্টন বিভাগে গিয়ে একটি প্রশ্নপত্রের জবাব দিতে। নীনার আগমনে সেই সেক্রেটারীর মতই কর্মীবণ্টন বিভাগের কর্তারও এমন কিছু ভাবান্তর হল না। সে লোহার দেরাজ থেকে একটি প্রশ্নপত্র নিয়ে নীনাকে সতর্ক করে দিল যেন সে কাটাকুটি না করে সমস্ত প্রশ্নের পুরোপুরি জবাব দিয়ে পরের দিন তার পুরো মুখের দুটি ফটো নিয়ে আসে। নীনা মনে মনে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করল, 'এটাই ত স্বাভাবিক। প্রতিদিন এরা নতুন নতুন লোক নিচ্ছে। আমার প্রতি বিশেষ নজর দেবে তা তো আমি এদের কাছে আশা করতে পারি না।' তারপর সে ওয়েটিং-রুমে গিয়ে বসে রইল যতক্ষণ না সেক্রেটারী তাকে চীফ ইঞ্জিনিয়র রমান গাভ্রিলভিচের সাথে কথা বলবার জন্য দেখা করতে উপদেশ দিল। নীনা

অর্থসূচকভাবে ঠোঁট চেপে বলল, 'আমি কে সেটা আপনি বলে দিলে ভাল করতেন না?'

--আমি কেন বলব? আপনি সোজা ভেতরে যান।

চীফ ইঞ্জিনিয়রের ঘরে বাস্তবিকপক্ষে কোন আসবাবই ছিল না। তার টেবিলের ওপর একটি ইট ছাড়া আর কিছুই ছিল না—একটি মামুলি লাল ইট, তার গায়ে কতগুলি ফুটো। ডেস্কে বসা মানুষটি লম্বা আর পাতলা গড়নের। রোগা রোগা রোদে-ঝলসানো তার হাত। সে টেলিফোন করছিল। মনে হচ্ছিল খড়ের টুকরোর মত তার কালো চুলে গুচ্ছ গুচ্ছ ধূসর ডোরা দাগ যেন ঝুলছে। নীনার চোখে পড়ল সারি বাঁধা কতগুলো কাগজের ক্লিপ শিকলির মত জোড়া লাগিয়ে রাখা হয়েছে। সে ভাবল, 'খুব ঘাবড়ে-যাওয়া লোক দেখছি!'

টেলিফোনের রিসিভার হাতে চীফ ইঞ্জিনিয়র নীনার দিকে বেশ অভিনিবেশ সহকারে চেয়ে থাকতে থাকতে ভাঙা গলায় বলল, 'এখন দেখুন কে-আর দুশ'বাহাত্তর নং ব্লু প্রিণ্টখানা ... তাড়াতাড়ি করুন দিকি ... পেয়েছেন? বাঁ দিকে বারে-চল্লিশ সংখ্যা দেখেছেন যে জায়গাটায় জানালার জন্য ফাঁকা রাখা হয়েছে। আচ্ছা, যার উপর সেটা দাঁড়িয়ে আছে তার উচ্চতা

যোগ করুন দিকি, তাতে তক্তাগুলো কত লম্বা বোঝা যাবে। না না, ওগুলোকে ছোট করা চলবে না। চার ইঞ্চিও নয়।' চীফ ইঞ্জিনিয়রের নজর পড়ল নীনার হাতব্যাগটির ওপর; মোটা ভুরু কুঁচকাল। নীনা সেটি আনবার জন্য মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করল। 'কোন ঠেকা না দিয়েই ওটাকে ছাড়বেন কি করে? ওহে বন্ধু, একটু বুদ্ধি খাটান। এখন ব্লু প্রিণ্টখানা দেখুন দিকি কে-আর দুশ' একুশ ... ঠিক হয়েছে।'

চীফ ইঞ্জিনিয়র রিসিভারটি নামিয়ে রাখল। একটু বিস্ময়ের সাথে তাকে শুধোল, 'আমার সাথে তুমি দেখা করতে চেয়েছ?'

— হ্যাঁ .... — নীনার ইচ্ছা ছিল তার প্রথম ও পৈতৃক নামটি ধরে সম্বোধন করবার, কিন্তু তার পৈতৃক নামটি ভুলে গিয়েছিল। — আমাকে এখানেই কাজ করতে পাঠান হয়েছে।

সে তার ডিপ্লোমা খুলে বিভিন্ন বিষয়ে তার নম্বরগুলি দেখতে লাগল।

— ডিপ্লোমা দেখে তো মনে হচ্ছে কোন ত্রুটি নেই। আশা করি এমনিই থাকবে, সে বলল।

— আমিও তাই মনে করি, — নীনাও জোর দিয়ে বলল।

— অত সহজ নয়। — প্রশ্নপত্রের ওপর চোখ বুলতে বুলতে চীফ ইঞ্জিনিয়র পুনরাবৃত্তি করল : — অত সহজ নয়, নীনা ভাসিলিয়েভ্না! আজকাল উচ্চশিক্ষা পেয়ে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা অনেক কিছুই চায়। তারা এটা পছন্দ করে না, ওটা পছন্দ করে না, তাই একাজ ছেড়ে ওকাজে ঘুরছে। ডিপ্লোমা ঘুরিয়ে বলে অনার্স নিয়ে তারা গ্রাজুয়েট হয়েছে ... স্বভাবতই ডিপ্লোমাগুলো এ-হাত সে-হাত হয়ে ময়লা হয়ে যায় ...

— আমার মনে হয় ... — নীনা বলতে সুরু করল।

বাধা দিয়ে চীফ ইঞ্জিনিয়র বলল, 'তোমার স্টুডেণ্টস্ প্র্যাক্‌টিস কোথায় হয়েছে?' — আর তার সুর থেকে নীনা ধরতে পারল যে ইতিমধ্যেই সে একজন অধীনস্থ কর্মচারী আর ও তার উপরওয়ালা বনে গেছে।

— ইয়ারস্লাভ্‌লে আমাকে ডিগ্রীর প্রবন্ধের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছিল তাই আমি ওদের বলেছিলাম কোন দায়িত্বশীল কাজে আমাকে না দিতে। কাজে কাজেই সরাসরি নির্মাণের সাথে সম্পর্ক নেই এরকম কাজ তাঁরা আমায় দিয়েছিলেন ... আমি তাই লজ্জিত ...

— কাজটি কি?

— নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

টেলিফোনের ঘণ্টা আবার বেজে উঠল।

— একটু পরে, আমি এখন ব্যস্ত, — বলেই চীফ ইঞ্জিনিয়র রিসিভারটি নামিয়ে রাখল।

— সৌভাগ্য বলতে হবে।

— সৌভাগ্য? — নীনা প্রশ্ন করল।

— ব্যাপার হচ্ছে, আমরা সাধারণত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়রদেরই নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভার দিই। বেশ পাকা-চুলওলা মাথা কিংবা টেকো মাথা যাদের। কিন্তু এখানে যে ইঞ্জিনিয়রটির ওপর এর ভার ছিল তার হঠাৎ অসুখ করেছে আর তোমাকে সেই কাজটা দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

— ক্ষমাহীন ভুলে ভর্তি পোস্টার টাঙাতে হবে তো?

— অন্য জিনিসের সাথে তাও টাঙাতে হবে বইকি, তবে নির্ভুলভাবে। তোমার বোঝা উচিত যে একাজে কোনরকম ভুলই চলতে পারে না।

নীনা ভাবল: 'এখনই যদি আমি একাজটা নিতে সরাসরি অস্বীকার না করি তাহলে ভবিষ্যতে সত্যিকারের নির্মাণকাজ পেতে আমাকে মুস্কিলে পড়তে হবে।' তাই সে

হাতব্যাগটি নিয়ে এমন স্বরে কথা বলল যা কোন রকমেই নিয়ম-সম্মত নয় :

—ওরে বাস্‌রে ! ... ও কাজ আমি নিতেই পারি না, ওটা আমি ঘেন্না করি।

চীফ ইঞ্জিনিয়র জিজ্ঞেস করল, 'কেন?' তার ভুরু জোড়া প্রায় মিশে গেল আর সরু সরু আঙুলগুলো কাগজ ক্লিপের সারির ওপর দ্রুত নাড়াচাড়া করতে লাগল।

—রমান গাভ্‌রিলভিচ, আপনি নিজেই বিচার করুন! —চীফ ইঞ্জিনিয়রের পৈতৃক নামটি হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল কিন্তু উত্তেজনায় তা সে লক্ষ্যই করল না। —আমাকে নির্মাণকাজ শেখান হয়েছে আর আমি নির্মাণকাজই করতে চাই। ওরকম কাজে করবার কিছু নেই শুধু শত্রু বাড়ানো ছাড়া। ইস্, আমার যা ওতে ঘেন্না ...

ক্লান্ত হাসি হেসে চীফ ইঞ্জিনিয়র বলল, 'তাহলে তোমার প্রথম দাবী হচ্ছে এই। আচ্ছা, একটা আপোষের ব্যবস্থা করি না কেন? যতদিন না আমাদের পুরনো ইঞ্জিনিয়র হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় ততদিন কাজটা নাও। ইতিমধ্যে দেখেশুনে যে কাজ তোমার পছন্দ হয় বেছে নিতে পার, আমিও শপথ করছি যে তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা অবশ্যই

বিবেচনা করা হবে। এখন পর্যন্ত তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা আমাদের কাছে অজানা। এখন পর্যন্ত তোমার গুণাগুণ কি তা আমরা জানি না। আর সত্যি বলতে কি তুমিও জান না।'

—আপনি আপনার কথা রাখবেন তো?

—নীনা ভাসিলিয়েভ্না, তুমি আর আমি নিশ্চয়ই আর এখন কিণ্ডারগার্টেনের শিশু নই।

তারা বাইরে বেরিয়ে এল। ছাতশূন্য বিরাট একটি হলঘরে চীফ ইঞ্জিনিয়রকে অনুসরণ করে যাবার সময় নীনা খুব সাবধানে চলছিল পাছে রেলিং থেকে কোন কুচি তার গায়ে এসে না লাগে। সবে মরচে-ধরা কড়ি শূন্যে উঠছিল। চটচটে ইন্স্যুলেশন বেষ্টিত তার ইদিক-সেদিক ফাঁস তৈরী করেছিল আর চারধারে স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল ভিজে বালি। একদিকে একটা বিরাট প্যাকিং বাক্সের গায়ে কাগজ সাঁটা, সেই কাগজ ভর্তি সাবধান বাণী: 'এই কোণ পর্যন্ত', 'সাবধানে ব্যবহার করবে', 'ভঙ্গুর' ইত্যাদি। এককোণে একটি চালা, তার গায়ে নির্দেশ ঝুলছে: 'বেশী টানের তার, সাবধান'। পালিশ-না-করা বোর্ড দিয়ে খুব তাড়াহুড়া করে সেটা তৈরী, সেই বোর্ডের উপর মড়ার খুলি আর হাড়ের

ছাপ। টুপিটা মাথার পেছনে ঠেলে একটি লোক এসে ঢুকলে চীফ ইঞ্জিনিয়রের সামনে। নীনার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে সে বলল :

—কংক্রীট মেশাবার যন্ত্র নিয়ে আমরা এখন কি করব, রমান গাভ্রিলভিচ?

—একটি ট্রেলার জোগাড় করে সেটি নিয়ে এস,—চীফ ইঞ্জিনিয়র বলল।

চাকার ওপর লোহার বাক্সের মতো জিনিসটার পাশে নীনা দাঁড়াল, তারপর উপরে তাকাল। তাকালেই যেন মাথা ঘুরে যায়। একটি ইস্পাতের কড়ি দুলছিল একটি ক্রেনের শিকল থেকে। হঠাৎ বাক্সটা ঘড় ঘড় করে এমন নাড়া দিয়ে উঠল যেন শীতে কাঁপুনি ধরেছে। নীনা চমকে সরে এল।

চীফ ইঞ্জিনিয়র হেসে বলল, 'ভয় পেও না, ওটা হচ্ছে ওয়েল্‌ডিং ট্রান্সফরমার। ওয়েল্‌ডারের কাজ যখন হয় তখন এটা চলে।'

কথাটা ঘুরিয়ে নীনা বলল, 'মোটে ভয় পাইনি আমি। সরে এসেছি শুধু...'

—এটা হচ্ছে খানাপিনার ঘর,—বলতে লাগল চীফ ইঞ্জিনিয়র। দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল স্তূপীকৃত বালি ও মরচে-

ধরা কড়ির ওপর। —ওখানে অর্কেস্ট্রা বসবে। বরফ দেওয়া শ্যাম্পেন আর সব ভাল ভাল খাবার জিনিস এখান থেকে পরিবেশন করা হবে। এটা হচেছ্ তিন নম্বর ইউনিট, বর্তমানে সমস্ত কাজকর্মের প্রাণকেন্দ্র ...

নীনার কানে আসে মৃদু শীসের আওয়াজ আর সাথে সাথেই কি একটা এসে প্যাকিং বাক্সের গায়ে এমন জোরে আঘাত করে যে সেটা সরাসরি তার ভেতর চলে যায়।

অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি?'

চীফ ইঞ্জিনিয়র জবাব দিল, 'নিরাপত্তা ইঞ্জিনিয়র না থাকলে যা হয় আর কি। ষোলতলার ঐ ওয়েল্ডারকে দেখতে পাচছ্? সে একটা নতুন ইলেক্ট্রড পরিয়ে পোড়া টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলেছে।'

—কিন্তু লোকটাতো দেখছি কাউকে মেরে ফেলত? ...

—তা পারত... নীনা ভাসিলিয়েভ্না, এখনকার মত আমাদের কথাবার্তা একটু বন্ধ করতে হবে। এ ধরনের জিনিস নজর না করে তো আমরা চলে যেতে পারি না।

—আপনি কি ওয়েল্ডারের সাথে কথা বলতেন?

—না, ঐ ইউনিটের ফোরম্যানের সাথে।

—তাহলে আমিই গিয়ে ঐ ওয়েল্ডারের সাথে কথা বলব। বলব কি?

সিঁড়িটা চোখে পড়ায় নীনা সবেগে চলল ওপরে যাবার জন্য। ভারী তারের জাল দেওয়া সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে নিচে কি কি ঘটছে সে দেখতে পাচ্ছিল। নিঃশ্বাস নেবার জন্য একটু দাঁড়াতে গিয়ে ভাবল, 'হয়ত ষোলতলা ছাড়িয়ে এসেছি।' পেতলের দুল-পরা মেয়েটা একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

নীনা বলল, 'এটা কয় তলা?'

—নয় তলা। তুমি কত চাও?

—ষোলতলা। ওয়েল্ডারেরা ওখানে কাজ করছে?

—একমাত্র আর্সেন্তিয়েভ ষোলতলায় কাজ করছে।

ওপরে কোথা থেকে লাউড স্পীকারের আওয়াজ ভেসে এল: 'তিন নম্বর ইউনিটের ফোরম্যানকে ডাকা হচ্ছে। তিন নম্বর ইউনিটের ফোরম্যানকে ডাকা হচ্ছে, ইভান পাভ্‌লভিচ, আপনার আপিসে চীফ ইঞ্জিনিয়র আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন ...'

গুণতে গুণতে নীনা ষোলতলায় এসে পৌঁছুল। তারপর এসে থামল সংকীর্ণ ল্যাণ্ডিংটির মুখে।

খাটো জ্যাকেট আর পুরু ক্যান্‌ভাসের পাৎলুন-পরা একটি তরুণ দুদিকে পা দিয়ে দুই পরিসর জায়গার একটি কড়ির ওপর বসেছিল। নিচ দিয়ে পাখীরা উড়ে যাচ্ছিল। লোকটির মুখ ছিল মুখোশের মত চামড়া দিয়ে ঢাকা, মুখোশে জানালার মত চশমা। গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা জয়েণ্ট-এর ওপর উবু হয়ে ওয়েল্‌ডার দিয়ে ধরেছিল। তার কোমরে একটি চওড়া সেফ্‌টি-বেল্‌ট, সেটি একটি কড়ির চারদিকে বাঁধা আর মনে হচ্ছিল এত উঁচুতেও সে ভালোভাবেই আছে। তার টুপিটা ঝোলান আছে খাড়া একটা লোহার গায়ে একটি খিলের সাথে। আর একটি খিলের গায়ে ছিল ইলেক্‌ট্রড ভর্তি ব্যাগ।

নীনা বলল, ‘কেমন আছেন?’

যুবকটি তার চামড়ার মুখোশ তুলে ধরল আর নীনা দেখল তার ধূসর কুঞ্চিত চোখ, পাতলা ঠোঁটের অস্থির রেখা, সূক্ষ্ম নাক আর বিশৃংখল চুল। বিদ্রূপ মেশান চাহনিতে সে চাইল নীনার দিকে:

—এই শুভ দিনটি বারবার ঘুরে ঘুরে আসুক। আপনি কি এখানে বেড়াতে এসেছেন?

—না, আমি বেড়াতে আসিনি। আপনার নাম কি?

— পেত্রোভ।

— নামের আদ্যক্ষর আর পৈতৃক নাম?

— পিওত্র্ পেত্রোভিচ। জন্ম উনিশ শ' আটাশ। হোয়াইট গার্ডদের সেনাদলে কখনও কাজ করিনি, কখনও জরিমানা দিতে হয়নি...

— আপনি আপনার কাজের ধারা না বদলালে আমার ভয় হচ্ছে জরিমানা আপনাকে দিতেই হবে, কমরেড্ আর্সেন্তিয়েভ, — নীনা তার ভুরুজোড়া চীফ ইঞ্জিনিয়রের মত ভয়ানক করে তোলবার চেষ্টা করল। — তখন আপনার জীবন বৃত্তান্ত শুনতে আর অত মনোরম লাগবে না।

ইলেক্ট্রড হোল্ডারটি নিচু করে আর্সেন্তিয়েভ সবিস্ময়ে বলল, 'আপনি কে বলুন দিকি?'

—ওটা তুলে ধরুন... — নীনা একটু দ্বিধা করল, যন্ত্রটির নাম কি তা সে জানত না... — কারও মাথায় ওটা পড়লে তার জন্য জবাবদিহি করবে কে?

আর্সেন্তিয়েভের অনুসন্ধিৎসা গেল আরও বেড়ে। সে আরও জেদ করে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আপনি কে?'

— তাতে কিছু যায় আসে না। আমি হচ্ছি নতুন নিরাপত্তা ইঞ্জিনিয়র।

—ও আচ্ছা!... আপনাকেই তাহলে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে,—ওয়েল্‌ডার প্রশান্তভাবে জবাব দিল।—আপনার জাল টাঙান উচিত।

—আমাকেই কেন জবাবদিহি করতে হবে? প্রথমত কথা হচ্ছে আজই আমার চাকরীর প্রথম দিন,—এইভাবে শুরু করে নীনা ভাবল তার কথায় যেন কৈফিয়তের সুর। তাই হঠাৎ সে তা থামিয়ে দিল,—দ্বিতীয়ত আপনি একটি পোড়া ইলেক্‌ট্রড নিচে ফেলেছেন। তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

—ঠাট্টা করছেন নাকি?

—ঠিক আর এক ফুটের মধ্যে হলে চীফ ইঞ্জিনিয়রের মাথায় পড়ত।

—নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন। আমি আমার সমস্ত ইলেক্‌ট্রডের মাথাগুলো থলির মধ্যে ফেলেছি।

—তবে আমার মনে হচ্ছে ওটা আকাশ থেকেই পড়েছে

—তা হবে নিশ্চয়ই। সব মাথাগুলোই আমার থলির মধ্যে আছে। বিশ্বাস না হলে আপনি গিয়ে গুণে দেখতে পারেন।

রাগে সাদা হয়ে নীনা ভাবল, 'ও ভাবছে নাকি আমি

কড়ি পেরোতে ভয় পাচ্ছি? ওকে দেখিয়ে দিই না!' ভেবে সে তার ওপর এগিয়ে এল।

পাখীরা উড়ে যাচ্ছিল কড়ির নিচু দিয়ে। আর নিরাপত্তার নিয়মকানুন সম্পর্কে ওয়েল্ডার মিস্ত্রীর বিপজ্জনক উপেক্ষা ও হাল্কা ভাবসাব দেখে তার মেজাজ যদি চটে না উঠত তাহলে নীনা কখনও সেই কড়ি পেরোবার চেষ্টা করত না। সে তাড়াতাড়ি প্রথম ধাপ শেষ করে সোজা ওপরে উঠে গেল। তারপর দ্বিতীয়টিতে এগিয়ে গেল আর বেশ ঠিকই আসত যদি না হঠাৎ তার নজরে পড়ত অনেক অনেক নিচে একটি ইট ভর্তি খেলনার মত গাড়ী আর একটি খেলনার মত মানুষ, কাকে যেন নমস্কার করছে। হঠাৎ তার মাথা ঘুরে গেল, দ্বিতীয় খাড়াইটা সে দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। তার প্রথম চিন্তা হল আর সে কখনই ফিরতে পারবে না। যতদিন না এই তলার গাঁথনিটা হয় ততদিন তাকে সেখানেই থাকতে হবে।

—কড়িটা অমন করে জড়িয়ে ধরবেন না, আপনার জামায় দাগ লেগে যাবে,—যুবকটি সতর্ক করে দিল।

নীনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'আমার পোশাক নিয়ে আর আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

উঁচু জায়গায় তাকে অভ্যস্ত হতে হবেই, এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে জোর করে তার চারদিকে চেয়ে দেখল। চোখে পড়ল অগণিত ছাত—লাল, কালো, সবুজ, রূপোলি, আর হাজার হাজার চুণকাম-করা চিমনি আর বাড়ির ভেতর দিকে উজ্জ্বল শ্যামলা গাছপালা আর সুন্দর করে সাজান আঙিনা আর গ্রহমন্দিরের রূপোলি চুড়ো। একটি চওড়া রাস্তা কোণাকুণিভাবে বেরিয়ে গেছে সেতুর ওপর থেকে, তার ওপর ভীড়-নিয়ন্ত্রণের চিহ্ন আঁকা রয়েছে। নীনা বুঝতে পারল যে এই হচ্ছে সেই রাস্তাটা যেখানে সে প্রতিদিন রুটি কেনে। উজ্জ্বল হলদে ছাতওয়ালা ট্রলিবাসগুলো এপার ওপার যাওয়া আসা করছে, আর লম্বা সারি বাঁধা কতগুলি লরি সহরতলীর দিকে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। মাঝে মাঝে কোন কোন ট্রাম এক একটি কোণের পেছন থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। যে কোন কারণেই হোক এতদূর থেকে তাদের রঙ কালো দেখাচ্ছিল। খুব ধীরে ধীরে তারা রাস্তা পেরুচ্ছে যেন কেউ তাদের দড়ি ধরে টানছে; ঝাঁকে ঝাঁকে মোটর গাড়ী রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াচ্ছে। সেতুর ওপর নীনা দেখল একটি ট্রেলার আর ভাবল এটাকেই হয়ত কংক্রীট মেশাবার জন্য পাঠান হয়েছে। সেতুর অদূরে রেল স্টেশনের

কাঁচের ছাত সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল। স্টেশন থেকে অনেক দূরে বাড়ি ও কারখানাগুলো পেরিয়ে আকাশে জেগেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ্র সৌধরেখা। ভয় পাবার কথা মোটেই নয়, বাস্তবিকই দূর থেকে চেয়ে দেখতে তার ভাল লাগছে। কিন্তু যে মুহূর্তে তার দৃষ্টি এসে পড়ল অনেক নিচে গেটের ওপর, রেজিস্ট্রেশন আপিস আর সেই বুড়ো লোকটির দিকে, অমনি তার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। পড়ে যাবার ভয়ে কাবু হয়ে সে চোখ বুজল।

ইতিমধ্যে আর্সেন্তিয়েভ থলি থেকে তার থলি নিয়ে কতগুলি ইলেক্‌ট্রড টেনে বার করল।

—কমরেড্‌ ইঞ্জিনিয়র, দেখুন দিকি, আমাকে দেওয়া হয়েছিল পঁচিশটি। আপনি এর রসিদটি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যদি বিশ্বাস না হয়। এখানে যেগুলো এখনও ব্যবহার করা হয়নি সেগুলো আছে...—সে সেগুলো গুণতে লাগল। চোখ না খুলেই নীনা ভাবল, 'কি করে আমি সিঁড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছুব?'

আর্সেন্তিয়েভ বলল, 'দেখছেন, সবশুদ্ধ ১৯ টি আর ৫ টি—এই হচ্ছে শেষেরটা। দেখুন: এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ

আর একটি আছে হোল্ডারে। কোন ভেল্কি দেখান নয়—সব হাতে হাতে প্রমাণ।'

নীনা প্রশ্ন করল, 'তবে কে ফেলল সেটা?'

—কি জানি? মিত্যা হতে পারে।—আর্সেন্তিয়েভ ওপরের দিকে চেয়ে দেখল।

তার ওপরের তলায় কটা-চুলওয়ালা একটি লোক মাথার টুপিটা পেছন থেকে সামনে টেনে এনে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করছিল।

আর্সেন্তিয়েভ ডাকল, 'মিত্যা।' লোকটি তার মুখোশ তুলে নিচে চাইল। তার মুখ বেশ চওড়া, ভালোমানুষি মেশানো, প্রশস্ত নাক, চোখজোড়া একটু ফুলো ফুলো, বেশীর ভাগ ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্ডারদের যা হয়।

—কী চাই?—সে জিজ্ঞেস করল।

—তুমি কি অধিকর্তার দিকে ইলেক্‌ট্রডের মাথাগুলো ছুঁড়েছ?

—তার মানে?

নীনার দিকে চোখ ঠেরে আর্সেন্তিয়েভ বলল, 'ওরা একজন উকিল পাঠিয়েছে যে। একটু দাঁড়াও, ইনি নিচে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে বিবরণ জানাবেন। তারা তোমার জীবনের

দশটি বছর কেটে নেবে। দুটো একটা শিক্ষা ত তারা তোমাকে দেবে।'

বন্ধুর গলার স্বরে কৌতুক ধরতে পেরে মিত্যা বলল, 'অনেক অনেক ক্ষমা চাইছি। কখনও কখনও আমরা একটু অসাবধান হয়ে পড়ি। গত বছর আমাদের সঙ্গে এফিম খুড়ো কাজ করত। ওপরে উঠলেই সে এমনভাবে কথা বলত যেন সবকিছু তার কাছ থেকে পড়ে যাবে, সে যেন একটা মরা গাছ। বিশ্বাস কর আর নাই কর, সে সবকিছু বেঁধে রাখত: তার টুপি, পেন্সিল, সূতী রুমাল, সিগারেট, দেশলাই—সবকিছু, দেখাত যেন একটি ক্রিশমাস গাছ। ইলেক্ট্রডের মাথা ফেলবার জন্য বকাবকি করছ কিন্তু এখানে বসে কেউ আর কিছু ভাবতে পারে না। শুধু ভাবে কাজ আর নিজের কথা। সমস্ত খুঁটিনাটির দিকে নজর দিতে গেলে দুর্ঘটনা ত ঘটবেই। কাজেই এরা যদি চায় যে তাদের মাথায় কিছুই পড়বে না তাহলে এই ফাঁকটায় জাল টাঙিয়ে দিক এটাই তাদের বল। তাদেরই কাজ এ সব ভাবা।'

আর্সেন্তিয়েভ নীনাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি নিচে যাচ্ছেন?'

—আ-মি, আমি জানি না ...

—ইউনিট তিন নম্বরে জালের কথা বলুন।

—বেশ তো।

—কিংবা সোজা চীফ ইঞ্জিনিয়রের কাছে যান।

—বেশ তো, পিওত্র্ পেত্রোভিচ।

—আমার নাম আন্দ্রেই। আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম শুধু... আপনাকে ডাকতে হলে আমিই বা কি নামে ডাকব?

—নীনা ভাসিলিয়েভ্না।

—বেশ, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি বেড়াতে এসেছেন কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি কড়িটা পার হলেন সেই মুহূর্তে আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। সকলে এটা করবে না... জালটির কথা ভুলবেন না, কেমন তো?...—সেই কাঁচ-লাগান মুখোশটি পরে সে আবার কাজ করতে লাগল।

নীনা ভাবতে থাকল, 'এবারে আমি কি করব? ইঞ্জিনিয়র ক্রাভ্‌ৎসোভা, এবারে তোমাকে ফিরতেই হবে... তুমি পার আর নাই পার... মনে হয় না কর্মচারীদের মধ্যে তোমার নাম রেজিস্ট্রি করার সময় পর্যন্ত তাদের হয়েছে।' নিচের দিকে চেয়ে যাদের পায়ের তলায় মাটি তাদের ওপর সে ঈর্ষা বোধ করল। কড়ি থেকে নিজেকে মুক্ত করার ভীষণ

চেষ্টা করল। কিন্তু মাথা আবার ঘুরে গেল। গোড়ালির কাছটা সুড় সুড় করে উঠল আর সেই সাথে বুঝতে পারল যে সে এক পা-ও আর এগোতে পারবে না।

তার চারপাশে লোকেরা তেমনি শান্তভাবে কাজ করে চলেছিল : অনেক নিচ থেকে ভেসে আসছিল মোটর গাড়ীর হর্ণের আওয়াজ, ধাতুতে ধাতুতে সংঘর্ষের আর্তনাদ, বাষ্পীয় হাতুড়ির দ্রুত খটখট আওয়াজ। একটি ক্রেনের কাঁচের আধারে প্রায় তিরিশ ফুট দূরে নীনা দেখল নীল-চোখওয়ালা একটি মেয়ে। সে যে দণ্ডযন্ত্রে কাজ করছে তাতে ক্রেনের মস্ত মস্ত হাত ঠিক যেন এরোপ্লেনের মত ঘুরছে আর তার ছায়া এসে পড়েছে বাড়িটার ইস্পাতের কাঠামোর গায়ে।

আর্সেন্তিয়েভ তার মুখোশটি তুলে বলল, 'আপনি এখনও এখানে?'

ওপর থেকে নিত্যা চীৎকার করল, 'আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলব ও ভয় পেয়েছে!' খুব জোরে হেসে বলল, 'আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি...'

মরিয়া হয়ে নীনা বলল, 'এতে মজা পাওয়ার কিছু নেই।'

—নিশ্চয়ই নয়, শুধু করতে হবে এই—মনে মনে ভাবতে হবে দাঁড়িয়ে আছি নিচে মাটির ওপর। তাহলে

সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। একবার একজন আমেরিকান দুটি আকাশ-ছোঁয়া ছাতের মধ্যে তক্তা ফেলে বাজি ধরল যে চোখ বন্ধ করে ওটা পেরোবে। বলল যে চোখ বন্ধ করলে তক্তাটা মাটিতেই হোক কিংবা ছ'শ ফুট ওপরেই হোক তাতে তার কিছুই এসে যায় না। চোখ বেঁধে দিলে সে রওনা হয়ে চটপট নেমে এল...

রূঢ়ভাবে আর্সেন্তিয়েভ বলল, 'তোমার বলা শেষ হল?'

—তার মানে?

একটু ব্যাকুলভাবে আর্সেন্তিয়েভ নীনার দিকে তাকাল, তারপর একমুহূর্ত ভেবে বলল:

—আপনি কি ওখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?

—আমি জানি না।

—আমি কি আপনাকে নিচে নিয়ে যাব?

—না, না।... অনুগ্রহ করে আর কিছু ভাবুন।

—ঘটনাটা এত বিপজ্জনক না হলে আমি ঠিক আপনাকে নিচে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এতখানি দায়িত্ব তো নিতে পারি না।— মিত্যার দিকে চেয়ে বলল,— তুমি তো বেশ রূপকথা বলতে পার, এখন আমাদের কিছু উপদেশ দিতে পার কি?

কিছুক্ষণ তারা এ ওর দিকে চেয়ে বসে থাকল।

নীনার চোখের পাতা কাঁপছিল। চোখ বুজবার চেষ্টা করে অস্পষ্টভাবে বলল, 'একমিনিটের মধ্যেই আমি পড়ে যাব।'

শেষ পর্যন্ত মিত্যা বলল, 'মেঝেটা করা থাকলে অনায়াসেই ও পার হতে পারত।'

ফস্ করে আর্সেন্তিয়েভ বলল, 'তুমি শুধু এই বলতে পারলে?' হঠাৎ একটা কথা তার মনে হল। নীল-চোখের যে মেয়েটি ক্রেনে কাজ করছিল তার দিকে চেয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'মারুস্যা। সিগ্‌নালারকে বল আমাকে দুটি পাঁচ নম্বরের পাথর পাঠাতে। নিচে নেমে আমি কারণটি জানাব।'

নীনা দেখল মেয়েটি ঘাড় নাড়ল তারপর টেলিফোনে কি বলে আবার দণ্ডযন্ত্রটি টানতে লাগল। সাথে সাথেই সেই বিরাট ইস্পাতের হাতটি দুলে উঠল আর একটি চারকোণা কংক্রীটের পাথর আর্সেন্তিয়েভের মাথার ওপর ঝুলতে থাকল।

হাত নেড়ে সে বলল, 'নামাও, আরও নামাও।'

পাথরটি নেমে এল খুব পরিষ্কারভাবে সেই ইস্পাতের কড়ির ওপর আর নীনা হঠাৎ নিজেকে দেখতে পেল একটি প্রশস্ত কংক্রীটের মেঝের ওপর। সেই মেঝের গায়ে কায়েমী

করে আঁকা রয়েছে কার একটি বিরাট পদচিহ্ন। পাঁচমিনিট বাদে আর একটি পাথর দ্বিতীয় ফাঁকটিতে এসে পড়ল আর নীনা আর্সেন্তিয়েভের দৃষ্টি এড়িয়ে তার ওপর দিয়ে দৌড়ে এসে নামল তারের সিঁড়ি বেয়ে।

সে ভাবল, 'এই মুহূর্তেই আমি চীফ ইঞ্জিনিয়রকে বলে আর দেরী না করেই কাজটা নিতে অস্বীকার করব।'

কিন্তু নিচে কঠিন মাটির ওপর দেখল সবাই ব্যস্ত। কেউ আর তার দিকে নজর দিচ্ছে না আর সেই ঠাণ্ডা বারান্দায় ইতিমধ্যেই একটি নোটিশ খাটান হয়ে গেছে। তাতে লেখা: 'নীনা ভাসিলিয়েভ্না ক্রাভ্ৎসোভাকে সেফ্টি টেক্নিকের ইঞ্জিনিয়রের দায়িত্বে একমাসের জন্য পরখ করতে রাখা হল।'

* * *

পরের দিন নীনার বেশীর ভাগ সময় কাটল তার কার্যসূচীর তালিকা অনুশীলন করে। এগুলির সাথে যুক্ত ছিল দীর্ঘ ব্যাখ্যাত্মক বিবরণ আর ডজন ডজন বিরাট সব ব্লু প্রিণ্ট, সেগুলো খুলে ফেলা সহজ কিন্তু আবার মুড়ে ভাঁজ করা প্রায় একেবারেই অসম্ভব। চীফ ইঞ্জিনিয়র তার সাথে বসে যখন সব বোঝাচ্ছিল সে সময় আর কারও সাথে দেখা করতে অস্বীকার করল। তাকে বোঝাচ্ছিল যে নড়বড়ে ভারা,

অসাবধানে তৈরী-করা দড়াদড়ি আর জাল রেলিং না-দেওয়া রেলিংগুলোর বিপদ কত; নীনার প্রথম মনে হয়েছিল যে তার কাজের গুরুত্ব সে একটু বাড়িয়ে বলেছে, কিন্তু তাদের কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবার পর চীফ ইঞ্জিনিয়র তার হাত ধরে বলল, 'আশা করি তোমার তত্ত্বাবধানে একটি দুর্ঘটনাও ঘটবে না।' হঠাৎ সে বুঝতে পারল যে শত শত লোকের জীবনের দায়িত্ব রয়েছে তার ওপর। তার বড় ভয় করতে লাগল।

পরদিন একটা নোটবুক ও একটা পেন্সিল নিয়ে বাড়িটার অবস্থিতি দেখতে সে প্রথম তার পরীক্ষা কাজে বেরুল।

দোতলার সেই খানাঘরটিতে তার নজরে পড়ল খুব তাড়াতাড়ি করে তৈরী-করা একটি ভারা, বোঝা গেল যে এটা ইলেক্‌ট্রিক ওয়েল্‌ডারদের ব্যবহারের জন্য, কারণ আর্সেন্তিয়েভ কাছেই একটি তারের জট খুলছিল। তার স্টুডেণ্টস্‌ প্র্যাক্‌টিসের সময় নীনা খুব যত্ন করে ভারা তৈরী-করা শিখেছিল, তাই সাথে সাথেই তার মনে হল যেমনটি হওয়া উচিত এটা ঠিক তেমনটি নয়। ৩ নং ইউনিটের ফোরম্যান ইভান পাভ্‌লভিচ কথা বলছিল এক ছুতোর-মিস্ত্রির সাথে, সে সেই নড়বড়ে কাঠামোতে শেষ পেরেকটি লাগাচ্ছিল। নীনা ভাবল, 'এদের সাথে কি কথা বলব?

না, বলব না।' আবার ভয় পেল যে আর্সেন্তিয়েভ সেই ষোলতলার ঘটনা নিয়ে আবার কোন উপহাসসূচক মন্তব্য করে না বসে। 'একে তো আর চিরদিন এড়িয়ে যেতে পারব না, তাহলে এখনই সামনা-সামনি হওয়া ভাল।' এই ভেবে সে ইভান পাভ্‌লভিচের কাছে গেল। তীক্ষ্ণভাবে বলল, 'এটাকে আপনারা কি বলেন?'

—নীনা ভাসিলিয়েভ্‌না, এটা একটা অস্থায়ী কাঠামো, এর নাম 'ভারা',—ফোরম্যানটি উদ্ধতভাবে বলল।—এগুলো হচ্ছে আপ্‌রাইট, এগুলো ক্রস্‌-পিস্‌...

আর্সেন্তিয়েভের চোখ এড়িয়ে নীনা বাধা দিয়ে বলল, 'ওটা হচ্ছে ল্যাথ, ক্রস্‌-পিস্‌ মোটেই নয়।'

সবচেয়ে পুরু ক্রস্‌-পিস্‌টির গায়ে থাপ্পড় মেরে ইভান পাভ্‌লভিচ তেমনি উদ্ধতভাবে বলল:—

—নিশ্চয়ই আপনি একে ল্যাথ বলতে পারেন না! অঙ্কনপ্রণালীতে তো এমনিই উল্লেখ করা হয়েছে।

অমনোনীত বোর্ডগুলির গায়ে দাঁড়ি টানতে টানতে নীনা বলল, 'এটা হচ্ছে ল্যাথ। এটাই তাই...—তারপর অনুভব করল যে তার মেজাজ চড়ে যাচ্ছে,—অনুগ্রহ করে এটা পাল্‌টে দিন।'

—আসুন দিকি, নীনা ভাসিলিয়েভ্‌না, আপনি এখনও আমাদের কাজের মধ্যে ঢোকেননি!

—কিন্তু এই আপ্‌রাইটগুলো সোজা নয়। সমস্ত জিনিসটাই হচ্ছে নড়বড়ে।

—কি করে আপনি বলছেন যে এগুলো সোজা নয়?

—এখান থেকে তাদের দেখুন দিকি।

—সে তো ওখান থেকে বলছেন। এখান থেকে দেখুন কেমন সোজা ছাঁচের মত।

আর্সেন্তিয়েভ আর ছুতোর-মিস্ত্রিটি চলে যেতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু ঝগড়ার পরিসমাপ্তি কি হয় তা দেখবার জন্য তারা অপেক্ষা করল।

নীনা বলল, 'বেশ, আপনি যা মনে করেন, করুন কিন্তু কেউ যদি সাহস করে এই ভারায় ওঠে তাহলে আমি সে আদেশ লংঘন করছে বলে রিপোর্ট করব।'

ইভান পাভ্‌লভিচ সাথে সাথেই গম্ভীর হয়ে বলল, 'নীনা ভাসিলিয়েভ্‌না, আপনাকে তা করতে হবে না। আমরা সব ঠিক করে দেব। ভাস্যা, তুমি কি করে ল্যাথগুলোর গায়ে পেরেক মারলে?'

ছুতোর-মিস্ত্রিটি অপ্রসন্ন হয়ে বলল, 'আমাকে যে বোর্ড দিয়েছেন, তাই আমি ব্যবহার করেছি।'

—ড্রয়িং-এর জন্য যে-যে জিনিস প্রয়োজন তা তোমার চাওয়া উচিত ছিল। এই আপ্‌রাইটগুলোও। তুমি কি এগুলোকে আপ্‌রাইট বল? একঘণ্টার মধ্যে সব পাল্‌টে যায় আমি দেখতে চাই।

ছুতোর-মিস্ত্রিটি ক্রস্‌-পিস্‌গুলো খুলতে থাকল। ম্লান হয়ে আর্সেন্তিয়েভ বলল:

—আর এক ঘণ্টায় আমাকে কি করতে হবে?

নীনা চলে গেল। যতক্ষণ না সে দৃষ্টির আড়ালে গেল ইভান পাভ্‌লভিচ তাকে লক্ষ্য করতে লাগল, তারপর ছুতোর-মিস্ত্রির কাছে গেল। রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'থাম।'

ঘাড় ফিরিয়ে ছুতোর-মিস্ত্রিটি তার দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাইল।

—ওগুলো আবার পেরেক দিয়ে আঁট। ও যতবার কাঁদবে ততবার তো আর আমরা ডাক্তারের কাছে দৌড়তে পারি না। আর্সেন্তিয়েভ, ওঠ দিকি।

আধঘণ্টা বাদে নীনার লাউড স্পীকারে ডাক পড়ল সেই খানাপিনার ঘরে। সেখানে সেই ভারার পাশে দেখে চীফ ইঞ্জিনিয়র আর আর্সেন্তিয়েভ দাঁড়িয়ে।

চীফ ইঞ্জিনিয়র নীনাকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা দেখেছ?'

—দেখেছি।

— দেখ, — বলে পা দিয়ে একটি ক্রস্-পিস্ সে দুটুকরো করে ভাঙল। — এ ধরনের জিনিস তো তোমার দৃষ্টি এড়াতে পারে না।

হতবাক নীনা বলল, 'কমরেড্ আর্সেন্তিয়েভ, আপনি এর কি ব্যাখ্যা করবেন?' লোকে তার সামনে মিথ্যে কথা বলছে কিংবা তাকে বঞ্চনা করছে দেখলে সে সব সময়ই এমনি হতবাক হয়ে যেত।

চীফ ইঞ্জিনিয়র বলল, 'তোমাকেই তো এর ব্যাখ্যা করতে হবে। তোমার দৃষ্টি আরও প্রখর করে তুলতে হবে। তোমার দৃষ্টি কতদূর তার ওপর মানুষের জীবন নির্ভর করছে। বুঝতে পেরেছ?'

কোমল সুরে নীনা বলল, 'বুঝেছি।'

আর্সেন্তিয়েভ সুরু করল, 'রমান গাভ্রিলভিচ, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন।' কিন্তু নীনা তাকে থামিয়ে দিল।

সে ক্রুদ্ধস্বরে বলল, 'সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল। ইউনিটের ফোরম্যানের কাছে গিয়ে বলুন যে একঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরে এসে ভারাটি পরীক্ষা করব।

* * *

যে কঠিন কাজের দায়িত্ব তার ওপর দেওয়া হয়েছিল তা বুঝে নিতে নীনার বেশী সময় লাগেনি। এটা ঠিকই যে কাজটিকে সে অস্থায়ী বলে ধরে নিয়েছিল, তাই

অনুপস্থিত ইঞ্জিনিয়রের ডেস্কের ওপর ছড়ানো জিনিসপত্রে হাত দিল না। এমনকি তার ক্যালেণ্ডারের খোলা পাতাগুলোয়, যার গায়ে অতীত দিনের সব নোট ছিল, সেটিতে পর্যন্ত হাত দিল না। একমাত্র পরিবর্তন সে করেছিল, সেটা হচ্ছে এক গেলাস জলে কতগুলো ফুল রেখে। কিন্তু তার সহযোগীরাও বলত যে অস্থায়ী কাজের জন্য সে যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে কাজ করছে না এমন নয়।

প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়রের আপিসটি ছিল ছোট, তাতে একটি মাত্র জানালা। জানালা দিয়ে দেখা যেত সমস্ত কর্মস্থানটি আর সেখান থেকে একটু ঝুঁকে পড়লেই সমস্ত বাড়িটা শুধু নজরে আসত। কিন্তু নীনা আপিসে থাকত এত কম যে নানা ধরনের পরিদর্শকেরা সব সময়েই তাকে লাউড স্পীকারে ডাকত কারণ তারা নিশ্চিত ছিল যে টেলিফোনে তাকে পাওয়া যাবে না। নীনার আপিসে না থাকার একটি কারণ যে সে নিজে দেখতে চাইত তার আদেশ কিভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে, আর একটি কারণ যে সে সরবরাহ বিভাগের টেক্‌নিক্যাল বিশেষজ্ঞ আখাপ্‌কিনকে এড়াতে চাইত। কারণ খার্‌কভ ওয়ার্কস তাদের ৯২ নং ব্লকের অর্ডার পাঠায়নি এই নিয়ে নিত্য অভিযোগ করে সে তাকে উত্যক্ত করে

তুলেছিল। দু'সপ্তাহের মধ্যে সে কাজে এত অভ্যস্ত হয়ে গেল যে নির্মাণকাজের সিঁড়ি দিয়ে ওপর-নিচ করতে করতে যে-সব তারগুলো বেরিয়ে পড়েছে তাদের যান্ত্রিকভাবে হেলিয়ে দিত সে।

যাই হোক না কেন দু'সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও প্রথম দিনের মতই সে রয়ে গেল — নিঃসঙ্গ। কোন বন্ধুই তার হল না। ফোরম্যানরা মনে করত বৃষ্টি কিংবা ঝোড়ো হাওয়ার মত এই আপদটা তো দুদিনের, শীগ্‌গিরই এর কাজ ফুরোবে। কড়ির ওপর তার হাঁটাহাঁটি নিয়ে ওরা ঠাট্টা-তামাশা করত, তাদের মিটিং-এ ভদ্রভাবেই তাকে বকাবকি করত। শ্রমিকেরাও এসব অনুমান করতে পেরে তার প্রতি শ্রদ্ধাভাব পোষণ করত না আর আড়ালে নীনা ভাগিলিয়েভ্‌নার বদলে তাকে 'সেফ্‌টি-টেক্‌নিক' বলে ডাকত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সমস্ত ফাঁকগুলো রেলিং দিয়ে রক্ষা করা আর জাল ও বোর্ড দিয়ে ঘেরা হল — এখানেই হল নীনার সাফল্য।

তবুও ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছিল। অনেক সময় শ্রমিকদের হস্টেলে গিয়ে নীনা মিটিং মারফত নিরাপত্তার বিধি সব ব্যাখ্যা করত কিন্তু কমসোমলের সহযোগিতা সত্ত্বেও কেউই এই মিটিংগুলোয় আসত না। সে বিরক্তি

বোধ করতে লাগল, বলল, এই সব কমবয়সী লোকেদের নিয়মানুবর্তিতার কোন বালাই নেই। হস্টেলের তত্ত্বাবধানে ক্সেনিয়া ইভানভ্‌না নামে যে প্রবীণাটি ছিল তাকে বলল ঠিক পন্থা অবলম্বন করতে। ক্সেনিয়া ইভানভ্‌না একটু বিষণ্ণ হেসে বলল, সত্যিকারের নিয়মানুবর্তিতার অভাব বলতে কি বোঝায় নীনা তা জানে না। কারণ সময় সময় এই সব কমবয়সীরা এতদূর এগোয় যে 'শ্রমকল্যাণ সংসদ' দোষীর বাপ মাকে পর্যন্ত জানাতে বাধ্য হয়: সেটা এইসব ছেলেমানুষ শ্রমিকরা বেশী ভয় পায়। সব শেষে ক্সেনিয়া ইভানভ্‌না প্রস্তাব করল যে তারা বরঞ্চ একটা নাচের আসর করে নিরাপত্তার ওপর দু'চার কথা বলে শুরু করুক।

নীনা চটে গেল, বলল যে নিরাপত্তার আইনকানুন শেখাবার জন্য কোন প্রলোভন দেখানো উচিত নয়, তারপর বাড়ি চলে গেল। ক্সেনিয়া ইভানভ্‌না কোন সাহায্য করতে পারল না বলেই সে সারা কর্মস্থানটিতে নির্দেশ আঁটবে বলে ঠিক করল। আথাপ্‌কিনকে একথা বোঝাল যে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে নির্দেশ আঁটা নেই, আর যাও বা আছে তা খুব খারাপভাবে ছাপা। নির্দেশগুলো খুব ভাল করে তৈরী করতে হবে, টিনের ওপর হলে ভালো হয়,

আর শব্দগুলো তেলচিত্রে আঁকা হবে সংক্ষিপ্ত আর চমকপ্রদ করে। 'সেগুলো কবিতাতেও লেখা হতে পারে',—সে দ্বিধান্বিতভাবে বলল।

আখাপ্‌কিন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ক'টি দরকার?'

—কম করে তিনশ' পঞ্চাশ।

—কত?।

—তিনশ' পঞ্চাশ।

—ঠাট্টা করছেন নাকি? ... জানেন কত খরচা পড়বে? —মেমো খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে বিড়বিড় করতে থাকল: 'টিন—একশ' সিট, তেল... শুকনো রঙ... মেহনত... যাতায়াত... ইত্যাদি ইত্যাদি।' সে বলল:—কম করে একটা নোটিশে তের রুব্‌ল পড়বে।

নীনা প্রশ্ন করল, 'একজন মানুষের মূল্য কত?'

—একজন মানুষ, তার মানে?

—আমাদের দেশে একজন মানুষের মূল্য কত?

—একজন মানুষের কত মূল্য তা আমি জানিনে। কিন্তু তিনশ' পঞ্চাশের তের গুণ হবে প্রায় পাঁচ হাজার রুব্‌ল। এসব বাজে কাজে অত টাকা কেউ আপনাকে জলে দিতে দেবে না।

হিসেব নিয়ে নীনা গেল চীফ ইঞ্জিনিয়রের কাছে। টাকা খরচা করতে সে অনুমতি দিল কিন্তু নির্দেশগুলো

কবিতায় করাতে তার আপত্তি ছিল। কয়দিন বাদে পেতলের দুল পরা সেই মেয়েটি (ন্যুরা তার নাম) নির্দেশ আঁটতে লাগল, বেড়ার গায়ে নয়, যে সব জায়গায় লোক কাজ করছিল নীনা সে-সব জায়গা বেছে দিয়েছিল। দু'রাত্তির ধরে পছন্দমত নির্দেশ বেছে নিয়ে নীনা সেই নিয়মাবলী তৈরী করেছিল—সেগুলো সংক্ষিপ্ত আর ঠিক উদ্দেশ্যমত হয়েছিল: 'তোমার যন্ত্রগুলো ভাল করে মেরামত কর, ভাঙা যন্ত্র বিপজ্জনক', 'ওয়েল্ডারের ঝলসানির দিকে চেয়ে থেক না'...

কিন্তু কিপ্‌টে সরবরাহ বিভাগ এবার তার ক্ষমতা দেখাল: ৩৫০টি নোটিশের বদলে মাত্র ৫০টির অনুমতি দিল আর প্রত্যেকটির নিচে, কোণে ছাপা হল '১৩ রুল্‌ল'। আখাপ্‌কিন এটা করিয়েছিল মনে হল।

পরদিন সকালে নির্দেশগুলো আঁটা হলে নীনা একবার পর্যবেক্ষণের জন্য ঘুরতে লাগল। ইতিমধ্যে সে উঁচু জায়গায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখনো সে কড়ি থেকে পা বাড়াতে ভয় পেত। তার চোখে পড়ল সাততলায় কটা-চুল মিত্যা গ্যাস ওয়েল্ডার নিয়ে কাজ করছে।

সতর্ক করে নীনা বলল, 'দেখ বাপু, কাজ করতে করতে জেনারেটারে যেন একটুও কারবাইড ফেলে যেও না।

মুখ ফিরিয়ে মিত্যা বলল, 'আমি কখনই তা করি না।'

—ও মা! দেখ দিকি আবার গগ্‌ল্‌স ছাড়াই কাজ করছ?

মিত্যা হেসে বলল, 'ভেঙে ফেলেছি। আজ সকালবেলা ওটা যে আমার পকেটে ছিল তা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। তার মধ্যে পাইলার পুরে রেখেছিলাম, কাঁচটা গেল ভেঙে... এই দেখ।'

গগ্‌ল্‌স বের করল, একটা কাঁচ ফাটা।

নীনা বলল, 'ওতে এখনও কাজ চালাতে পারতে।'

মিত্যা আপত্তি করল, 'কেন আমার চোখে যদি কাঁচের টুকরো এসে লাগে? তুমি কি জান না যে ভাঙা যন্ত্রপাতি বিপজ্জনক?'

নীনার মেজাজ গেল বিগড়ে, কবে যে এই শ্রমিকরা তার কাজে একটু গুরুত্ব দেবে! তার আদেশগুলো নিয়ে আর উপহাস করবে না।

—চোখে কাঁচ ঢোকবার এতই যদি তোমার ভয় তাহলে অনেক আগেই তোমার সরবরাহ বিভাগে একজোড়া নতুন চশমার জন্য যাওয়া উচিত ছিল,—নিজেকে শান্ত দেখাবার চেষ্টা করতে করতে সে বলল,—চশমা ছাড়া কাজ করতে তোমাকে বারণ করছি।

—তুমি কি মনে কর যে আমার আর কিছু করার নেই, শুধু এই সাততলা সিঁড়ি নামা-ওঠাই করব? ... পরিকল্পনা কি করেই বা পূর্ণ হবে, আমার রোজগারের বা কি হবে?

—তবে তুমি তোমার ইউনিট ফোরম্যানকে রিপোর্ট করতে পার যে আমি তোমাকে এই কাজ থেকে সরিয়ে নিয়েছি।—একখানি প্যাড নিয়ে নীনা একটি নিয়ম লংঘনের নোটিশ লিখতে সুরু করল।

—নীনা ভাসিলিয়েভ্না, এবারকার মত ভুলে যাও...

—না আমি ভুলব না। এই নিয়ে দুবার তুমি নিয়ম লংঘন করলে। তুমি এভাবে চললে আমি ... তোমার ব্যবহার সম্বন্ধে তোমার বাপ মাকে লিখব।

—আমি তাদের ঠিকানা তোমাকে বলব না।

—তোমাকে বলতে হবে না, কর্মীবণ্টন বিভাগ থেকে আমি নিয়ে নেব।

নীনার নিশ্চয়ই তার মা বাপকে লেখার কোন ইচ্ছা ছিল না। সে জানতই না কেন সে এমন করে ভয় দেখাচেছ্ কিন্তু কিছু বলার আগেই লাউড স্পীকারে আকাশবাণী শোনা গেল: 'দশমিনিটের মধ্যে একটি বেতার সম্মেলন হবে...

দশমিনিটের মধ্যে...' নীনা ছুটল ৩ নং ইউনিটের আপিসে। সেখানে ছিল একটি ট্রানস্‌মিটার।

আগে দেখেনি এমনি একটি মেয়ের সাথে তার পথে দেখা। মেয়েটি ধীরে ধীরে লোহার সিঁড়ি বয়ে উঠতে উঠতে রেলিং শক্ত করে ধরছিল, চারদিকে দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, সেই ক্রেনের দোদুল্যমান হাতটির দিকে চেয়ে যখন-তখন দাঁড়িয়ে পড়ছিল। নীনা দৌড়িয়ে যেতে যেতে ভাবল, 'নতুন লোক বুঝি।'

চারতলার অস্থায়ী আপিসে দেখা হল তার ইভান পাভলভিচের সাথে। তার মাথার পেছন দিকে সেই চিরপরিচিত টুপিটা হেলান। টুপিটা তার চ্যাটালো, রুক্ষ রোদ-পোড়া মুখে মোটেই মানাত না। তার পক্ষে ওটা খুব ছোট কিন্তু সে সেটা আপিসের ভেতরেও মাথাতেই রাখত যাতে যে-কোন মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে অভিশপ্ত টেলিফোনের ডাক নয়ত কোন কাগজ সই-করা থেকে পালাতে পারে।

ফোরম্যানের সামনে আর্সেন্তিয়েভ ছিল দাঁড়িয়ে। ওরা দুজন ক্লান্ত ও ক্রুদ্ধ।

নীনা তির্যকভাবে আর্সেন্তিয়েভের দিকে চাইল। সে আশা করেছিল ষোলতলায় তাদের যেভাবে পরিচয় হয়েছিল

সেই নিয়ে সে কোনরকম খারাপ মন্তব্য করবে কিন্তু ওয়েল্‌ডারের মনে অন্য আর কিছু ছিল।

সে ফোরম্যানকে বলল, 'চারজন লোক পেলেই আমাদের সবকিছু ঠিক হয়ে যায়...'

—কোথায়ই বা চারজন লোক পাব? বল দিকি... —ইভান পাভ্‌লভিচ শুকনো গলায় বলল।

—আমরা পুরুষ চাই না, চারজন মেয়েছেলে দিন দিকি। আমাদের ফরমাস ছুটোছুটি করে করবে, ট্রান্সফর-মারগুলো দেখাশোনা করে দেখবে তারের কাজ সব ঠিকমত আছে কিনা যাতে আমরা ওয়েল্‌ডারেরা ছুটোছুটি করে সময় নষ্ট না করি।

দরজা খুলে গেল আর যে মেয়েটিকে সিঁড়িতে নীনা দেখেছিল সে আপিস ঘরে উঁকি মারল।

ইভান পাভ্‌লভিচ আর্সেন্তিয়েভকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি চাই? স্যাণ্ডউইচ আনার লোক?

—কেনই বা নয়? আমাদের জন্য স্যাণ্ডউইচও তারা আনবে,—অবিচলিতভাবে আর্সেন্তিয়েভ জবাব দিল।

—ভেতরে আসতে পারি কি?—দরজাটি আবার খুলে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল। তারপর অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে ভেতরে ঢুকে ডেস্কের পাশে এসে দাঁড়াল।

মেয়েটিকে উপেক্ষা করে ইভান পাভ্‌লভিচ বলল, 'তুমি চাও কেউ তোমার সেবা করে। আমি ত তেমন কাউকে দেখছি না।'

—আপনি হলে আমার নজরে পড়ত।

—আমার জায়গাটা নাও, নিলে আমি খুশীই হব।

—আমাকে পাগল পেয়েছেন?...

ইভান পাভ্‌লভিচ আঙুলে পেন্সিল চেপে কথাটি চিন্তা করছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তার চিন্তাটা খুব আরামদায়ক নয় কারণ সে তাতে ছেদ টানল মেয়েটির ওপর ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে।

—তুমি কি চাও?—জিজ্ঞেস করল।

—আমাকে এখানে কাজ করতে পাঠান হয়েছে। কি কাজ আমাকে করতে হবে?

—ও হো, কাজ করতে! ভাল কথা, তা তোমার নাম কি?

—রদিওনভা, লীদা রদিওনভা।

—বেশ তো, লীদা রদিওনভা, সোফায় বসে একটু বিশ্রাম করো।

লীদা বলল, 'বিশ্রাম করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ট্রেন থেকে নামবার পর দুদিন ধরে আমি বিশ্রাম নিচ্ছি।'

—বেশ তো, তা না হয় সারিয়ে দেওয়া যাবে... আচ্ছা, আমাদের ছোট্ট নীড়টি কেমন লাগছে?

—মন্দ নয়, তবে বড্ডো বড়। পড়ে যাবে না তো?

—মোটেই না, তার কোন সম্ভাবনা নেই। আমরা যখন কিছু তৈরী করি তখন সেটা চিরস্থায়ী করবার জন্যই করি।

আর্সেন্তিয়েভ আবার জিজ্ঞেস করল, 'ইভান পাভলভিচ, সেই লোকেদের কি হল তাহলে?'

কিন্তু সেই মুহূর্তে চীফ ইঞ্জিনিয়রের কর্কশ গলা ভেসে এল: 'কন্‌ফারেন্স সুরু হয়েছে। এক নম্বর ইউনিটের ফোরম্যান শুনতে পাচ্ছেন কি?' এক নম্বর ইউনিটের ফোরম্যান জবাব দিল: 'এই যে আমি।' তারপর আরও অনেক কণ্ঠস্বর, ছেলেরা মেয়েরা জবাব দিল: 'আছি' কিংবা 'এই যে আমি'। যখন চীফ ইঞ্জিনিয়র ইভান পাভ্‌লভিচের কথা জিজ্ঞেস করল, সে তখন বলল, 'আমি এখানে। নীনা ভাসিলিয়েভ্‌নাও তাই', — বলে সে টেলিফোনের মুখে ফুঁ দিল।

বইয়ের কেসটির কাছে নীনা উঠে গেল, দরজার কাঁচে নিজের ছায়া দেখে রুমালটা আঁট করল।

আর্সেন্তিয়েভকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যদি আমার মধ্যাহ্ন ভোজন এখানে করি তাহলে কেউ কি আপত্তি করবে?'

— এখানে এরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে শুধু আপত্তি করে, — বলে তার পাশে সোফায় বসে পড়ল।

লীদা তার ব্যাগ থেকে বান্ ও চীজ নিয়ে হাঁটুর ওপর রুমাল বিছিয়ে দিল, তারপর খেতে শুরু করল।

আর্সেন্তিয়েভ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি সাইবেরিয়া থেকে এসেছ?'

— কি করে জানলে?

—আমাদের সাইবেরিয়ার বান্ কে ভুল করবে? সাইবেরিয়ার কোন অঞ্চলে?

—ওম্স্ক্ অঞ্চলে। আমি ইশিমের কাছে থাকি। তুমি কোন অঞ্চলের লোক?

— নভসিবীর্স্কের কাছে।

তাদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে নীনা ঈর্ষা বোধ করল, কেমন অসুখী মনে হল তার।

সে ভাবল, 'দুসপ্তাহ ধরে আমি কাজ করছি আর আমার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়র ও শ্রমিকের মনোভাব কমরেডসুলভ নয়, তবু কত সহজেই না এই মেয়েটি পরিচয় করে নিল, এখানকার মাটিতে পা দিয়েই কেমন ঘরোয়া ধরনের হয়ে গেল... হয়ত আসছে কালই ওর ডজন ডজন

বন্ধু হয়ে যাবে। এই বিচ্ছিরি কাজটা ছেড়ে দিয়ে সত্যি যদি কোন কাজ সুরু করতে পারতাম!...'

—লোকে বলে যে নভসিবীর্স্কের লোকদের রঙ কখনো তামাটে হয় না,—লীদা বল্‌ছিল,—কিন্তু তোমার রঙ টুপির মত কাল।

—কেন হবে না? আমরা ওয়েল্‌ডারেরা সূর্যের যত কাছে থাকি এমন ত আর কেউ থাকে না। সেই ছাতে বসে কাজ করতে হয়। তুমি কি কোন রকম পাঠ শেষ করেছ?

—না।

—বাড়ি তৈরীর ব্যাপার কিছু জান?

—না।

—ওয়েল্‌ডিং সংক্রান্ত কিছু নিয়ে কাজ করেছ?

—না।

—অন্য কথায় বলতে গেলে তুমি কিছুই জান না।

—কিছুই না।

—বেশ কথা। ওদের বল তোমাকে আমার সহযোগী নিযুক্ত করতে। তুমি পছন্দ করবে ত?

—সে আমি জানিনে। আমাকে যা করতে বলা হবে আমি করব... তোমার সহকারী হতে হলে আমাকে কি করতে হবে?

—বেশী কিছু না। নিচতলা থেকে আমাদের কিছু প্রয়োজন হলে আমরা তোমাকে পাঠাব... বলতে গেলে আমাদের... দূত হিসাবে, তুমি এখানে সেখানে ছুটোছুটি করবে, আমাদের জন্য জিনিস নিয়ে আসবে যাতে আমাদের কাজ বন্ধ করতে না হয়।

নীদা বলল, 'আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি বলতে চাও যে সিঁড়ি দিয়ে ওপর নিচে ছুটোছুটি করবার জন্য তুমি একজন দূত চাও?'

—নয়ত কি, প্রথম থেকেই কি তুমি ব্লুপ্রিণ্ট সই করতে চাও?

—এরা আমাকে জুতো দেবে ত?

—জুতো আর কাজ করবার জামা।

—আমি জানিনে... অপেক্ষা করে দেখি চীফ ইঞ্জিনিয়র আমাকে কোথায় পাঠান...

বাকি কথাবার্তা নীনা শুনতে পেল না কারণ ইভান পাভ্‌লভিচ মুখে চোঙ লাগিয়ে চীৎকার করছিল।

—ফিটাররা পুরো একঘণ্টা বসে আছে কড়ির জন্য, ইদিকে ক্রেন সরাসরি ইট টেনে তুলছে!—চোঙের দিকে আঙুল নাড়িয়ে নাড়িয়ে সে চীৎকার করছিল: এক নম্বর ইউনিট

এখন ইটের গাদায় চাপা পড়ে আছে কিন্তু প্রধান প্রধান কাজের দায়িত্ব যাদের ওপর তারা বসে বসে বুড়ো আঙুল চুষছে কারণ তারা ত বেকার বসে আছে... চীফ ইঞ্জিনিয়র কি মনে করেন যে কাজ করবার এই পথ?

১ নং ইউনিটের ফোরম্যানের গলা ভেসে এল, 'আপনি কি মনে করেন যে আমরা ইট ছাড়াই কাজ চালিয়ে যাব? ইভান পাভ্লভিচ বোধ হয় ভাবছেন যে কেন্দ্রীয় ক্রেনের ওপর তাঁরই একচেটিয়া অধিকার।'

—আজেবাজে মন্তব্য কোর না, এক নম্বর ইউনিট,—কর্কশভাবে চীফ ইঞ্জিনিয়র বলল। —তোমার দৈনিক কাজের পরিকল্পনাটি দেখ ত, পেয়েছ?

সে ইভান পাভলভিচের সাথে কথা বলছিল না। কিন্তু ইভান পাভ্লভিচ তার ডেস্ক থেকে পরিকল্পনাটি বার করল।

চীফ ইঞ্জিনিয়র বলতে লাগল, 'সমস্ত ক্রেনগুলো কোথায় আছে দেখ দিকি। পেয়েছ? দু নংটি দেখ ত। এখনও পর্যন্ত এই বাড়ীর সামনে বাঁ দিকে দেড়টন ক্রেন রাখবার জন্য জায়গা পরিষ্কার করা হয়নি। এর কি কৈফিয়ত দেবে?

১ নং ইউনিট জিজ্ঞেস করল, 'মালমশলার জায়গাটা কোথায় রাখব? আমি সেটি এক কোণে রাখতে চেয়েছিলাম

কিন্তু নীনা ভাসিলিয়েভ্না, আপত্তি করছেন... ও জায়গায় জিনিসটা রাখতে ইনি বারণ করছেন।'

ইভান পাভ্লভিচের হাত থেকে চোঙটি নিয়ে নীনা বলল, 'হ্যাঁ, আমি বারণ করেছি। কমরেড্ রেশেতভ, আইনগুলো পড়ে দেখুন। ক্রেনের নিচে কাজ করা বারণ।'

চীফ ইঞ্জিনিয়র বাধা দিল, 'এক মিনিট, নীনা ভাসিলিয়েভ্না। কমরেড্ রেশেতভ, একথা আমাকে আগে জানাননি কেন? ও-আর মার্কা ব্লু প্রিণ্ট নিয়ে দেখুন। ক্রেনটি কি পি-আর ও দশ-এগারর মাঝামাঝি রাখা যায় না? ক্রেনটি কি ভাবে লাগাতে হবে তা আপনার চিন্তার বিষয় আর কেন্দ্রীয় ক্রেনটি তিন নম্বর ইউনিটের ফোরম্যানকে দিতেই হবে।'

ইভান পাভ্লভিচ আঙুল মটকে নীনার দিকে চেয়ে চোখে চোখে ইসারা করল। সে বলল, 'কাজ করবার এই ত উপায়!'

চীফ ইঞ্জিনিয়র বলতে লাগল, 'ইভান পাভ্লভিচের মনে রাখা উচিত আমরা চাই যে কুড়ি দিনের মধ্যে সে কাঠামোটি শেষ করে। বুঝেছ ত?...'

ইভান পাভ্‌লভিচ চোঙটিতে ফুঁ দিল যেন সেটি সামোভার তারপর চীৎকার করে বলল, 'রমান গাভ্‌রিলভিচ, রমান গাভ্‌রিলভিচ, আমি আপনাকে বলেছি ত যে আমরা সম্ভবত কুড়ি দিনে শেষ করতে পারব না!'

—তুমি ঠিক বলছ?

—সবাই জানে আমরা পারব না। যে কোন শ্রমিককে জিজ্ঞেস করে দেখুন, এই ত আর্সেন্তিয়েভ আপিসে আছে...—চোঙটি আর্সেন্তিয়েভের হাতে দিয়ে ফিস্‌ফিস করে বলল,—নাও, কি মনে কর চীফকে তুমি বল দিকি।

—আমার সত্য ধারণা বলব কি?

—হ্যাঁ, ভয় পেও না। আমরা না পারলে পারব না, এই পর্যন্ত ব্যস্।

চীফ ইঞ্জিনিয়র জিজ্ঞেস করল, 'আর্সেন্তিয়েভ, তুমি কি মনে কর?'

আর্সেন্তিয়েভ চোঙ নিয়ে বলল, 'যাঁরা দায়িত্বে আছেন তাঁরা যদি আমাদের কথা অনুযায়ী কাজ করেন তাহলে আমরা সময় মত শেষ করতে পারব।'

নীনা ভাবল, 'বাঃ, বেশ বলছে ত!' আর হতবাক ইভান পাভ্‌লভিচ চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল।

সম্মেলন শেষ হবার পর নীনা তার আপিস ঘরে ফিরে এল। সেখানে দেখা হল মিত্যার সাথে। সে আখাপ্‌কিনের সাথে কথা বলছিল আর নীনার জন্য অপেক্ষা করছিল।

—কী বলছ, ছুটি নেব? আমি এখন ছুটি নিলে কেমন দেখায়? আমাদের ওয়েল্‌ডারদের ওপর যখন পরিকল্পনা পূর্ণ করা নির্ভর করছে! আমরা রাষ্ট্রের জন্য কাজ করছি, নয় কি?

—তোমাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কথা ভাব, রাষ্ট্র নিজের সম্বন্ধে মাথা ঘামাবে এখন, —আখাপ্‌কিন বলল।

—আমিও সেভাবে দেখি না যে, আমি আমার জন্য আর রাষ্ট্র—তার নিজের জন্য। আমি বরং রাষ্ট্র নিয়ে মাথা ঘামাব আর রাষ্ট্র ঘামাবে আমার জন্য।

নীনা জিজ্ঞেস করল, 'খেতে যাওনি কেন?'

মিত্যা বলল, 'আমার এখনও সময় আছে, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

—কি নিয়ে?

—আমার মাকে যদি চিঠি লেখো তাহলে লিখো না যে এত উঁচুতে উঠে আমাদের কাজ করতে হয়।

— কেন নয়?

— বলবে না, ব্যস্, — বিরসমুখে সে বলল। — কী লিখলে তাতে তোমার কিছু যায় আসে না। মায়ের ত কোন দোষ নেই

— মিত্যা, তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

— এতে বোঝার কি আছে? যুদ্ধের সময় তাঁর যথেষ্ট দুর্যোগের ভেতর দিন কেটেছে। সেই থেকে ভাল করে ঘুম হয় না। এর ওপর যদি শোনেন যে আমাকে এত উঁচুতে উঠে কাজ করতে হয় তাহলে আদৌ আর ঘুমবেন না। নানারকম আজগুবি চিন্তা হবে তাঁর।

নীনা শান্তভাবে বলল, 'তোমার বাবা নেই?'

— না। তিনটি বাচ্চা আর তাঁর নিজের দায়িত্ব মাকে নিতে হয়েছে। ওঁর নিজের শরীরও ভাল নয়, তিনি আর বেশী দিন কাজ করতে পারবেন না। এই হচ্ছে আমাদের পরিবারের ফটো। — মিত্যা তার থলি থেকে একটি ফটোগ্রাফ বার করল, তার কোণাগুলো ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। — এই যে আমার মা, যৌথখামারের ফসল বাছাই করার কাজে আছেন, এই হচ্ছে ল্যুস্কা, ঐ — ভাস্কা আর এই হচ্ছে সবচেয়ে বাচ্চা আলিওন্‌কা। — বাচ্চাগুলো সব রোগা-রোগা, তাই সবাইকে দেখাচ্ছে একরকম। —

ওদের আমি টাকা যতটা পারি পাঠাই, নিজের জন্য শুধু খাওয়া আর সিনেমা দেখার টাকাটা রাখি। জামাকাপড়ের জন্য কিছুই রাখি না, টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারি না... এরপর দাম কমলে আমি জামাকাপড়ের জন্য কিছু খরচা করব।

নীনা বলল, 'আমি তোমার মাকে লিখতাম না, মিত্যা। ঠাট্টা করছিলাম মাত্র।

—ভাল কথা। তোমাকে আর আমার জন্য ভাবতে হবে না: কেউ যদি মাটির ওপর দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটতে পারে তাহলে নিশ্চিন্ত থাকবে যে শূন্যে উঠলেও সে হোঁচট খাবে না।

ও চলে গেল। নীনা ডেস্কে বসে গ্লাসের ফুলগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবল মিত্যার ভাইবোনেদের কথা। তাদের সকলের মাথার চুল বোধ হয় তারই মত কটা, আর তাঁর মার কথা, যুদ্ধে তাঁর স্বামীকে তিনি হারিয়েছেন। আর সে কল্পনা করল প্রতিবার মাইনে পাওয়ার দিনে মিত্যা যাচ্ছে পোস্ট আপিসে মনি-অর্ডার করতে।

—আরও তিন শ' নির্দেশপত্র কখন তৈরী হবে?—হঠাৎ এমন ফস করে সে আখাপ্‌কিনকে প্রশ্ন করে বসল যে সে চমকে গেল।

— কিছু টিন পেলে তাড়াতাড়িই হবে।

— শুনুন, কমরেড্ আখাপ্কিন, এই বাড়িটা কার জন্য তৈরী হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়? — সে রাগ চাপতে না পেরেই আবার জিজ্ঞেস করল।

— মস্কো সোভিয়েতের জন্য।

— জনসাধারণের জন্য, মস্কো সোভিয়েতের জন্য নয়। আপনি মানুষকে ভালবাসেন ত?

— সেটা নির্ভর করে কে সেই মানুষ। আপনি কি আশা করেন যে আমি খার্কভের ডিরেক্টর, যিনি আমাদের বিরানব্বই নম্বরটা দিচেছন না, তাঁকে পছন্দ করব?

— আমি বিশেষ কোন লোকের কথা বলছি না, আমি সমস্ত জনসাধারণের কথা বলছি, মানুষ হিসাবে সকলের জন্য... আপনি, আমি আর সকলেই নিশ্চয়ই মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করব।

— আমার ওপর তড়পাবেন না।

— তড়পাচিছ না ত। কিন্তু ঐ নির্দেশপত্রগুলো কখন তৈরী হবে?

— আমি তো আপনাকে বলেইছি যে টিন পেলে নির্দেশপত্রগুলো তৈরী হবে।

—বেশ ত, আমি চীফ ইঞ্জিনিয়রকে বলব।

ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠল আর চীফ ইঞ্জিনিয়র নীনাকে তার আপিসে একবার আসতে বলল।

বারান্দা পেরিয়ে সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল, ঠিক করল তাকে মিত্যা ও তার মার কথা বলবে। সরবরাহ বিভাগ যে সেই নির্দেশপত্রগুলো তৈরী করতে দেরী করছে তাও তাকে বলবে আর বলবে তার নিজের কাজে কেমন অতৃপ্তি বোধ করছে।

চীফ ইঞ্জিনিয়রের মনটাও ছিল কি নিয়ে ভারাক্রান্ত।

অন্যমনস্কভাবে সে একটি চিঠি পড়ছিল আর আঙুল দিয়ে আয়ত একটি রবার স্ট্যাম্প দুমড়াচ্ছিল।

শেষ করে সে বলল, 'শুনলাম তুমি আমাদের আর একজন শ্রমিককে কাজে জবাব দিয়েছ। নীনা ভাসিলিয়েভ্না, একটা জিনিস কখনই ভুলো না: সেটি হচ্ছে যে নিরাপত্তা দপ্তরের দায়িত্বে আছেন যে ইঞ্জিনিয়র তিনি যদি ঠিকমত কাজ করেন তাহলে শ্রম-উৎপাদন তিনি বাড়িয়েই চলবেন...' বাড়িয়ে চলবেন কথাটার ওপর এত জোর দিল যেন সেই রবার স্ট্যাম্প থেকে শব্দটি নিঙড়ে বার করল।

উত্তেজিত নীনা বলল, 'ওদের পড়ে যেতে দেবার চেয়ে জবাব দেওয়া ভাল। শ্রম-উৎপাদন ব্যাপারটার কথা আপনি

অবশ্য ঠিকই বলছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউই আমাকে সাহায্য করেনি। আপনি পর্যন্ত নয়। কতবার আপনাকে শুদ্ধ এই নির্দেশপত্রগুলোর ব্যাপারে বলেছি, নিরাপত্তার কথা বলবার জন্য ডাকুন শ্রমিকদের ... আর তাছাড়া ...'

নীনাকে অভিনিবেশ সহকারে দেখতে দেখতে সে জিজ্ঞেস করল, 'এছাড়া আর কি?'

নীনার চোখ জলে ভরে উঠল, সে মুখ ফিরিয়ে নিল। চীফ ইঞ্জিনিয়র উঠে তার কাছে গিয়ে বলল, 'খুব মুস্কিলে পড়েছ নয় কি?'

নীনা তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকল, কোন জবাব দিল না।

সে বলল, 'নীনা ভাসিলিয়েভ্না, আমারও কেমন সুবিধে হচ্ছে না। ইস্পাতের এই ইমারতটি কেমন দাঁড়ায় তা আমি হিসেব করে দেখেছি। ফলাফল বিশেষ সুবিধের নয়। এখন আমরা ঠিক এক সপ্তাহ পিছিয়ে আছি। নির্মাণকাজের অধিকর্তাকে বললাম আমাকে আরও কিছু শ্রমিক পাঠাতে আর দেখ এই চিঠি হচ্ছে তার জবাব—প্রত্যাখ্যান করেছে। আর ইদিকে তুমি প্রতিদিন লোককে জবাব দিচ্ছ!'

নীনা বলল, 'আমি আর এমন করব না।'

— আমি ঠিক সেই অর্থে বলছি না। তোমার দাবী তুমি কমাবে না ... আর এছাড়া অন্য জিনিস ত আছেই। আমি তুমি হলে কখনই ঐ কড়িগুলো মাড়াতাম না।

— আপনি নিজেই ত তা করেন।

— আমার তা করা উচিত নয়। আর করলে তখন ধরে ফেল। — তারপর সে কঠিনভাবে বলল, — কিন্তু তোমাকে আমি তা করতে বারণ করছি।

নীনা আর দ্বিরুক্তি না করে মাথা হেলিয়ে আপিস থেকে বেরিয়ে এল।

* * *

হাল আমলে খুব উঁচু উঁচু বাড়ি তৈরী হচ্ছে মস্কোয়, এগুলি দেখতে হয়েছে খুব চমকপ্রদ। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যে, শহরের যে কোন অঞ্চল থেকে এগুলো দেখা যায়। মাঝরাতে যখন কাজের সব আওয়াজ গেছে থেমে, আর দৈত্যের মত ক্রেনগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে, বিরাট কাঠামোগুলি রাস্তায় মোটরগাড়ীর হর্ণের আওয়াজের মধ্যে ঢুলছে, তখন তাদের দিকে কেউ চেয়ে যদি দেখে আট কী ন' তলার কোন জানালায় একটি নিঃসঙ্গ বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে, তাহলে নিশ্চয়ই তার কল্পনা প্রখর হয়ে উঠবে সাদামাটা

ইটের দেয়ালের গায়ে শূন্য জানালা আর তার মাথার ওপর ইস্পাতের ছাতের কাঠামো, হয়ত গোটা কাঠামোটা অর্ধেক উঠেছে, হয়ত সেখানে একটিমাত্র জানালায় কাঁচের শার্সি তবু তার পেছনে অনেক রাত্তির অবধি আলো জ্বলছে। এর কারণ কী হতে পারে? বাড়ি ফেরবার সময় কোন ফোরম্যান কি আলোটি নেভাতে ভুলে গেছে? নয়ত কোন শ্রমিক কাজের তাড়ায় ওভারটাইম খাটছে কিংবা হয়ত শ্রমিকরা অধৈর্য হয়ে কোন ঘরের ভেতরটা আগে শেষ করে ফেলেছে, বাড়িটা শেষ হয়ে গেলে কেমন দাঁড়াবে তাই দেখতে?...

নীনা ক্রাভ্‌ৎসোভা যে বাড়িটায় কাজ করত সেই বাড়িটায় তেতলার একটি জানালায় এমনিই একটি আলো জ্বলছিল। হোটেল শেষ হলে ঘরটি দুটো-ঘরওয়ালা একটি ফ্ল্যাটের হত কিন্তু এখনকার মত কমসোমল সংগঠনটি এটাকে তাদের ক্লাবঘরে রূপান্তরিত করেছিল। নির্মাণের সময়, যারা তৈরী করে সুবিধে মত ঘরগুলো ব্যবহার করার অভ্যাস তাদের আছে। কাজেই এটা কিছু অসম্ভব নয় যে রাশীকৃত নল ও প্যাকিং বাক্স সামনে নিয়ে হয়ত কোন দরজার সামনে একটি বিজ্ঞাপন ঝুলছে: 'খাবার ঘর' কিংবা '৩ নং ইউনিটের আপিস'। আর ভবিষ্যতে এই হোটেল ঘরে কোন

পথিক যখন বাস করবে তখন তার কল্পনা করতেও মুস্কিল হবে যে তার এই ঘরে বসে একদিন লরি-চালকরা দুধ কিংবা লেমোনেড খেয়েছিল কিংবা ফোরম্যানেরা সেই ঘরে তাদের সম্মেলন করেছিল।

এক সন্ধ্যায় কমসোমল সভ্য ও সভ্যারা সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার বিষয়ে আলোচনার জন্য সেখানে মিটিং করেছিল। মিটিং শুরু হবার দশমিনিট আগে এসে নীনা এক কোণে বসেছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না। সভাপতিত্ব করবে যে কমিটি তাদের টেবিলে ঢাকা দেবার জন্য নুরা একটি টেবিল-ঢাকা এনেছিল, তার ওপর একটি গেলাস ও জলের কলসী বসিয়ে রেখে সে চলে গেল। শিগ্‌গিরই তরুণ-তরুণীরা আসতে লাগল। তারা আসছিল দুতিন জন করে, ছেলেরা আলাদা, মেয়েরা আলাদাভাবে। সবাই আসছিল খুব হৈ-হল্লা আর ফুর্তি করে। কিন্তু নীনার দিকে নজর পড়তেই তারা গলা নামিয়ে ফেলল। উদাসীনভাবে নমস্কার করে তার থেকে যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে তারা বসল। গত বছরে কমসোমল মিটিংগুলোর কথা মনে পড়ে নীনার বড় কষ্ট হল। মেয়েদের যে দলটি সবচেয়ে হল্লা করত নীনা ছিল সে দলের একজন। সবাই ছিল নীনার বন্ধু আর প্রত্যেকেই নিজের পাশে বসবার জন্য নীনাকে অনুরোধ করত।

দরজায় দেখা দিয়ে আর্সেন্তিয়েভ ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল, নীনাকে উদাসীনভাবে মাথা হেলিয়ে সামনের লাইনে বসে পড়ল। ঘরটা ভীড়ে ঠাসা, কিন্তু নীনার ডান ও বাঁয়ের আসনগুলো একেবারে ফাঁকা। শেষে লীদা রদিওনভা ভীড় ঠেলে এসে তার পাশে বসে পড়ল। বেদনাহত হৃদয়ে নীনা ভাবল, 'এক সপ্তাহের মধ্যে এও আমাকে এড়িয়ে চলবে অন্যেরা একে শিখিয়ে দেবে।'

লীদা সরু বেঞ্চির ওপর আরাম করে বসে জিজ্ঞেস করল, 'শ্রমিকদের ওপর নজর রাখেন আপনিই?'

—হ্যাঁ, কেন?

—আপনার আসল কাজটি কী?

—আসল কাজ কী অর্থে বলছ?

—হুঁ, কী করে পরিষ্কার করে বলি!... মানে আপনি কি কাজ করেন? কংক্রীট মেশান না ইট গাঁথেন?

কিছুটা লজ্জিত হয়ে নীনা বলল, 'আমি ওসব কিছু করি না, কিন্তু দুর্ঘটনা বন্ধ করার চেষ্টা করি। আমার কাজ হচ্ছে যাতে কেউ আহত না হয় তাই দেখা।'

—ভেবে দেখুন দিকি কী রকম কাজটা! —লীদা অনুকম্পার ভঙ্গীতে বলল, তারপর চুপ করে গেল।

কমসোমল-সম্পাদিকা উক্রাইনের একটি মেয়ে (সেই যে মেয়েটি খবর সরবরাহ কাজে নিযুক্ত ছিল, যে সব সময় লাউড স্পীকারে কাউকে না কাউকে ডাকত) টেবিলের পেছনে বসল, তারপর মিটিং শুরু হল। খুব কম সময়ের মধ্যে একটি সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত হল আর দুজন যুবক ছুটে এসে টেবিলের পেছনের আসনে বসে পড়ল। দুজনেই ব্যস্ত সভাপতি হিসাবে কাজ করতে, যাতে সম্পাদক হয়ে পুংখানুপুংখ বিবরণ লিখতে না হয়। সভাপতি হবার ভাগ্য যার হয়েছিল সে সেই উক্রাইনীয় মেয়েটির সাথে ফিসফিসিয়ে কি সব কথা বলাবলি করল, তারপর ঘোষণা করল যে মিটিং-এ কয়েকজন অতিথি এসেছে। ঐ যে অদূরে বিরাট অট্টালিকাটি তৈরী হচ্ছে তারই শ্রমিক এরা। তারা এদের সাথে একটি সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় চুক্তিবদ্ধ হতে এসেছে। সবাই দাঁড়িয়ে হাততালি দিল, একটি মেয়ে আর দুজন যুবক সলজ্জভাবে ঘরের সামনের সারিতে এসে দাঁড়াল। যুবক দুজন মেয়েটির দুপাশে দাঁড়াল, মেয়েটি চুক্তির খসড়াটি পড়তে লাগল। খসড়াটিতে কতগুলো পয়েণ্ট ছিল, যেমন কাজের উৎকর্ষ আর কর্মক্ষমতার ওপর প্রস্তাবগুলির সংখ্যা। চুক্তিটির উপসংহারে ছিল নির্দিষ্ট পরিকল্প-

নার ওপরে বিশ থেকে তিরিশ ভাগ বাড়ানোর শপথ নেবার প্রস্তাব।

সভাপতি জিজ্ঞেস করল, 'কারো কোন প্রশ্ন আছে?'

মিত্যা বলল, 'আমার একটি প্রশ্ন আছে। মাথার ওপর ঐ যে জোড় আছে তার ফুট প্রতি আপনারা কত পান?'

মেয়েটি জবাব দিল।

কিছুটা হতাশ হয়ে মিত্যা বলল, 'আমরাও ত ঐ একই পাই।'

সভাপতি জিজ্ঞেস করল, 'আর অন্য কোন প্রশ্ন আছে? কিন্তু প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হওয়া চাই।'

আর অন্য কোন প্রশ্ন না থাকায় আলোচনা শুরু হল। প্রথম শুরু করল আর্সেন্তিয়েভ। সে বলল—চুক্তিতে অবশ্যই স্বাক্ষর করা উচিত, বিশেষ করে যখন চুক্তিতে যোগ্যতার যে প্রস্তাব আছে তাদের শ্রমিকরা তা ইতিমধ্যে পেশ করেছে। অতিথিদের একটু ধাক্কা দেবার জন্য সে প্রস্তাব করল কোটা শতকরা আরও ৪০ ভাগ বাড়াতে। নীনা ছাড়া আর সকলেই উৎসাহভরে হাততালি দিয়ে উঠল।

গোলমাল থেমে গেলে নীনা বলল, 'কমরেড্ আর্সেন্তিয়েভ্‌কে আমার একটি প্রশ্ন আছে।' সবাই ফিরে তার দিকে চাইল।

--কেন আপনি শতকরা ষাট ভাগের বদলে শতকরা চল্লিশ ভাগ বলেছেন?

কমসোমল সভ্য-সভ্যারা চীৎকার করল, 'আহা, যেন আমরা কোটা পূর্ণ করেও শতকরা ষাট ভাগ বাড়াতাম। একটা সংখ্যা বলা এক কথা আর কাজ করা আর এক কথা ...'

নীনা বলল, 'বেশ ত! তাহলে শতকরা দশ ভাগ করছেন না কেন?'

হতবাক জনতা আর কিছু বলল না।

নীনা বলল, 'আমরা বেশ সুন্দর সুন্দর শপথ করি কিন্তু মনে হচ্ছে আমরা ভুলে গেছি পরিকল্পনা অনুযায়ী শেষ কড়িটি বসাতে হবে আজ থেকে উনিশ দিন বাদে। শতকরা চল্লিশ ভাগ স্থির করার আগে আমাদের বরং হিসাব করা উচিত যে তা পর্যাপ্ত কি না। সবচেয়ে জরুরী ব্যাপার হচ্ছে সময়মত শেষ করা।'

উদ্ধতভাবে আর্সেন্তিয়েভ জিজ্ঞেস করল, 'আর তা যদি পর্যাপ্ত না হয়?'

—তা না হলে আমাদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আপনি ত খুব সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন যে কোটা

পূর্ণ করেও শতকরা চল্লিশ ভাগ কাজ বেশী করবেন। শতকরা চল্লিশ ভাগ বেছে নিয়েছেন এই কারণে যে আপনি নিশ্চিত যে তা করতে পারবেন। কিন্তু এ সব দায়িত্ব নেওয়ার অর্থ এই নয় যে আপনি দেখাবেন আমরা কেমন বীরপুরুষ, অর্থ এই যে বাড়িটা সময়মত শেষ করা।

ক্রেন চালাত যে মেয়েটি সে বলল, 'আপনি ভুল করছেন। আমাদের অধিকর্তার উচিত আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক সরবরাহ করা। আমরা তাহলে সময়মত শেষ করতে পারব।'

উক্রাইনীয় মেয়েটি দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'শ্রমিক আমাদের যথেষ্টই আছে। প্রথম থেকে সবাই যতো কঠোর পরিশ্রম করা সম্ভব তা যদি করত তাহলে এখন আর শতকরা চল্লিশ ভাগ বাড়ানো নিয়ে এত লড়াই করতাম না। নীনা ভাসিলিয়েভ্‌নার সাথে আমি একমত। সময়মত শেষ করার অর্থে যদি শতকরা একশ' ভাগও খাটতে হয় তাহলে আমাদের তাই করতে হবে। আন্দ্রেই, আপনি কি মনে করেন?'

—ব্যাপারটি আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে।

—আপনি যে দেখছি রাজনীতিজ্ঞের মত কথা বলছেন।

—আপনি কি ভাবেন? খবরের কাগজ শুধু মোড়ক জড়াবার জন্যই কিনি?

নীনা বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমরা হয়ত শপথ পালন করতে পারব তবু আমরা সময়মত বাড়িটা শেষ করতে পারব না। এটা একেবারেই ফাঁকা কথা, কমরেড্ আর্সেন্তিয়েভ।'

—ফাঁকা কথা?—আর্সেন্তিয়েভ উঠে টেবিলের কাছে এল।—তাহলে আমাকে আর একটু ফাঁকা কথা বলতে দিন। আপনারা যদি গত দু'হপ্তার বেতন তালিকা দেখেন তাহলে দেখবেন যে অত উঁচুতে কাজ করছে যে-সব শ্রমিকরা তাদের রোজগার পড়ে গেছে। কারণ কি? কারণ অনেক আছে, কিন্তু প্রধান কারণ আমি দেখছি যে হালে কেউ কেউ আমাদের বেশী বেশী যত্ন নিচ্ছেন। তাঁরা আমাদের স্বাস্থ্য নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন যেন আমরা স্বাস্থ্যনিবাসে আছি।

কেউ একটা কথাও বলল না, শুধু নীনা কিছুটা বিবর্ণ হয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে রইল।

—এই সাবধানতার জন্য কতবার যে আমরা মাটিতে নেমেছি, আবার এই ষোলতলা সিঁড়ি বয়ে এসে শুধু শুধু বোকার মত অকারণে ফিরে গেছি তা যদি আমরা গুণে

রাখতাম তাহলে দেখতাম যে সব মিলে বেশ কতগুলো দিন নষ্ট হয়েছে। আমি এইভাবে দেখি: যদি কেউ স্যানাটোরিয়ামের কাজেই সত্যিকার দক্ষতা দেখান তাহলে সেখানেই তাঁর কাজ করা উচিত। তিনি সেখানে কেউ ছাতে উঠছে নাকি তার খবরদারি করে সময় কাটাতে পারবেন। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা সময়মত পূর্ণ করা নিয়ে তর্ক করা, যখন তিনি নিজেই... যাক্‌গে কী দরকার?... — আর্সেন্তিয়েভ বসে পড়ল আর তার নিজের জায়গা থেকে বলল: — আমার যা বলার ছিল তা বলেছি।

নীনা স্পষ্টই শুনল কে একজন বলছে, 'বড় ক্ষতিকর পেশা বাপু।'

সমস্ত জনতার ভেতর গুনগুন আওয়াজ শোনা গেল। মিত্যা এবার বলতে চাইল। সে শুরু করল এইভাবে:

— আগের বাড়ি থেকে আমাকে যখন এ বাড়িতে পাঠান হল, তখন আমি এই ঘরে কাজ করতাম। এই সব কড়িতে ওয়েল্‌ডিং-এর কাজ আমি করেছি। — ছাতের ভেতরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলল আর সবাই ওপরের দিকে চাইল। — আচ্ছা, আমি কাজ করছি এমন সময় রবারের জুতো-পরা এক বৃদ্ধ আমার কাছে এসে বললেন, 'তোমার ফোরম্যান

কে?’ স্বভাবতই আমি তাঁকে বললাম। তিনি তাঁর প্যাডে কি যেন লিখে চলে গেলেন। তিনঘণ্টা বাদে আমাকে অন্য একটি তলায় কাজ করতে পাঠান হল। সে সময় কাজের তেমন চাপ ছিল না, তখন দিনে একজন লোককে পাঁচটি বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান হত। কাজেই আমি যখন আর একটি তলায় কাজ করছিলাম তখন সেই রবারের জুতো-পরা লোকটি আবার এলেন। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, ‘তোমার ফোরম্যান কে?’ স্বভাবতই আমি তাঁকে বললাম। তৃতীয়বার হল যখন দিনের শেষে চলে যাবার আগে আমি ওয়েল্‌ডিং-এর কাজ করছিলাম তখন সেই রবারের জুতো-পরা লোকটি আবার এসে আমায় বললেন,—‘তোমার ফোরম্যান কে?’

—সংক্ষেপে বল,—সভাপতি বলল।—তুমি বলতে চাও ত যে তৃতীয়বারেও তিনি তোমায় চিনতে পারলেন না?

—বিশ্বেস করুন আর নাই করুন, আপনার যা ইচ্ছে। দিন শেষে ফোরম্যান ইভান পাভ্‌লভিচ এসে আমাকে বললেন, ‘দেখ দিকি, তোমার মত ওয়েল্‌ডারদের জন্য আমার বিরুদ্ধে তিনবার নিরাপত্তা বিধি লংঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। তোমরা সবাই খোলা তার নিয়ে কাজ করছ, আর মজা

হচেছ্ সবাই একই দিনে এমন কাজ করছে।' আমাদের নিরাপত্তার সেই বুড়ো ইঞ্জিনিয়রটি এইভাবে কাজ করতেন। — দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিত্যা বলল। — উনি শ্রমিকদের কিছু বলতেন না, তাদের নামও জিজ্ঞেস করতেন না। ফোরম্যানকে পর্যন্ত পরীক্ষা করতেন। মনে হয় নীনা ভাসিলিয়েভ্না তার কাজ পুরোপুরি বোঝেন না, তবে হতে পারে সময়ে তিনি শিখবেন।

সভাপতি নীনাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কিছু বলতে চাও?'

— হ্যাঁ, আমি কিছু বলতে চাই, — বলে সাজানো বেঞ্চিগুলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসে সে দাঁড়াল ঘরের সামনেটিতে।

— যে প্রস্তাব আমি করেছি তা ছাড়াও সেই চুক্তিতে আমি আর একটি পয়েণ্ট যোগ দিতে চাই: সমস্ত ইউনিটে কোন দুর্ঘটনা আর ঘটবে না তার চেষ্টা করা হবে। এটি পালন করা হয়েছে কিনা দেখবার ভার আমি নিচিছ্... — আর্গেন্তিয়েভের দিকে আড়চোখে চেয়ে কাঁপা গলায় সে বলল: — আমার এটা শুধু বলার ছিল।

* * *

এই বাড়ি তৈরীর কাজে যারা সেই সব তরুণ-তরুণীদের মতই আন্দ্রেই আর মিত্যা মস্কো থেকে ১০-১২ মাইল দূরে একটি হস্টেলে বাস করত। প্রত্যেক সন্ধ্যায় ৭টা থেকে ১০টার মধ্যে তরুণ-তরুণীদের একটি সজীব দল কীয়েভ স্টেশনে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের একটি চওড়া কামরায় ছুটে এসে উঠত। সহযাত্রীরা রাগ করত, প্রতিবাদ করত। সে সব গ্রাহ্য না করে তারা জানালার দিকে ঠেলাঠেলি করে আসত, পথরোধ করে দাঁড়াত কিংবা হয়ত অন্য কেউ তার বন্ধুবান্ধব আসবে বলে যে আসন অধিকার করে রেখেছে, অভদ্রভাবে সেই আসনে বসে পড়ত। মেয়েরা ছোট ছোট দল করে কেউ বা উল বুনত, কেউ কানাকানি করত নয়ত-বা এ ওর কাছে বাড়ি থেকে আসা চিঠি পড়ত। তারপর যাত্রার প্রায় অর্ধেক পথে একজন আর একজনের কাঁধে মাথা দিয়ে ঘুমোত, এমনকি অচেনা লোকের কাঁধেও মাথা দিয়ে। ছেলেরা প্রাণ খুলে হাসত, কেউবা মেয়েদের লক্ষ্য করে টুকরো টুকরো ঠাট্টা-তামাসা ছুঁড়ে দিত। আবার আইস-ক্রীম-বিক্রেতা যখন চেঁচিয়ে ফেরি করত, 'মাত্র এক রুব্‌লে পঁচিশটি, মধুর মত মিঠে, তাই মূল্য এর দ্বিগুণ দামের চেয়ে', তখন তারা সাথে সাথে ছটা একসাথে কিনে মেয়েদের

আপ্যায়ন করত। কণ্ডাক্টাররা এদের চিনত, এদের পরিচয় তাদের জানা ছিল বলেই কখনই তাদের টিকিট চাইত না। যারা ঘুমিয়ে পড়ত স্টেশনে পৌঁছাবার আগে তাদের ডেকে দিত। ছোকরাদের অনেককে আবার তুলে দেবার দরকার হত না কারণ সময়ের ঠিক পাঁচমিনিট আগে তারা নিজেরাই উঠে পড়ত, তাড়াহুড়ো করে টুপি, রুমাল সোজা করে, চুলে হাত বুলিয়ে, সেলাইয়ের সরঞ্জাম গুটিয়ে, বইয়ের পাতা বন্ধ করে, সিগারেট পকেট থেকে বার করে ফেলে লাইন করে দাঁড়াত।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা চুক্তির আলোচনা-সভা সেদিন এতক্ষণ ধরে চলেছিল যে কমসোমল সভ্যদের বাড়ি ফিরতে শেষের ট্রেন ধরতে হয়েছিল। গাড়ীটা ছিল প্রায় খালি। অদৃশ্য বাড়িগুলির জানালায় জানালায় আলো আর উপকণ্ঠের স্টেশনগুলির বাতি অন্ধকারে ঝলসে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিল। মিত্যা একা বসেছিল। কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যাবার পর সে উঠে যে-বেঞ্চিতে আন্দ্রেই চোখের ওপর টুপিটা টেনে বসে বসে ঢুলছিল সেখানে গেল। তারই অদূরে ন্যুরা বসে একটি রুমালে ক্রুশ বুনছিল। সেই গাড়ীতে শেষ আসনটির

তিনটি আসন আগে সেই একই রুমালে ন্যুরাকে কাজ করতে মিত্যা প্রায়ই দেখেছে।

ঠিক তার পাশে বসে পড়ে সে বলল, 'তুমি কি ভাবছ এটা উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে শেষ করবে?'

ন্যুরা জবাব দিল, 'তোমার মত একটি অকর্মার ধাড়ি যদি না আমার গুনতিতে ভুল করে দেয় তাহলে শেষ করব।'

—শোন কথা, সামান্য একটু গল্প-গুজবও সহ্য হয় না, যেন আমি এর সুতো ধরে টান দিয়েছি। সামান্য একটু কথাবার্তায় এর গুনতি গুলিয়ে যাবে। শোন, আমরা, ওয়েল্‌ডাররা কি করে কাজ করছি।

—আট, নয়, দশ ...—ন্যুরা বিড়বিড় করে বলল।

মিত্যা বলল, 'পরশু খুব ভোরবেলাই আমি ওয়েল্‌ডিং-এর কাজে লেগে গিয়েছিলাম। বেল্টের বকলস্ আঁটলাম। আঙটার শেকল ঝটাৎ করে খুলে ফেলতেই আঙটা এসে লাগল আমার পায়ে ঠিক একখানা তরোয়ালের মত। হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন আমায় 'কমরেড্ ইয়াকভ্‌লেভ' বলে ডাকছে। মুখ ফিরিয়ে দেখি আমাদের 'নিরাপত্তা টেক্‌নিক' ছাড়া কে আর হবে। নতুন ওভার্‌অল তার সারা গায়ে আর তার ওপর সাদা সাদা ফোঁড়, যেন ছবি তোলার জন্য সে কায়দা করে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে ভাবলাম, 'ইস্ এই সুরু

করলে বুঝি আমার কাছে তার নিরাপত্তার প্রচার-কাজ।' আর যা ভাবা ঠিক তাই। 'কমরেড্ ইয়াকভ্লেভ, ক্ষমা করো। অনুগ্রহ করে কি একমিনিটের জন্য এখানে আসবে।' সে দাঁড়িয়েছিল ঠিক এখান থেকে ঐ দরজাটা যতদূর হবে। আমি ভাবলাম, 'আমার চোখের গোল চশমাটা নিশ্চয়ই পরখ করবে।' ভাগ্যক্রমে আমার পকেটে ছিল দুজোড়া চশমা: একটা আমার আর একটি আন্দ্রেইয়ের। ওকে জব্দ করার জন্য আমি এত ব্যস্ত হয়েছিলাম যে আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। লাফাতে লাফাতে তার কাছে যেই যাচ্ছি অমনি শেকলে পা আটকে তার কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লাম। যা হোক উঠে পড়তেই সে বলল, 'কমরেড্ ইয়াকভ্লেভ, এটা কেন হল বলো ত?' আমি বললাম, 'আমার পা ছোট কিনা। শিশুকাল থেকেই আমার এমনি। আমার পেট যেমন স্বাভাবিকভাবে বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে আমার হাতদুটি, কিন্তু আমার পা আর বাড়ল না। মনে হয় সব সময় কুঁজো হয়ে থেকে থেকে এমনি হয়েছে।'

ন্যুরা বিড়বিড় করে বলল, 'আট, নয়, দশ...'

—'নিরাপত্তা টেক্নিক' বলল, 'কমরেড্ ইয়াকভ্লেভ, তা ঠিক নয়, তুমি শেকলটা ঠিকমত আঙটায় ল্যাগাওনি।'

তারপর বক্তৃতা দিতে লাগল যে উপরে আমি যদি কড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতাম তাহলে শেকলে পা লাগলে উল্‌টে একেবারে মাটিতে পড়তাম... ক্রমাগত ও বলতে থাকল, নিজেকে কঠিন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে। সময় চলে যেতে লাগল, একফোঁটা কাজও এগোল না! যতক্ষণ পারলাম ওর কথা শুনতে লাগলাম। ভাবলাম, 'এ আর বুঝি কখনও থামবে না।' তারপর বললাম, 'আমাদের ব্রিগেডের জন্য তোমার কি ছাই করবার আছে? তুমি চাইলে আমরা সবাই মিলে একটি কাগজে সই করে দেব, তাতে লেখা থাকবে: যদি আমাদের মৃত্যু ঘটে তার জন্য 'নিরাপত্তা টেক্‌নিকটি' দায়ী হবে না!' শুনে ও কি চীৎকার না করে উঠল: 'কমরেড্ ইয়াকোভলেভ!' আমি কিন্তু ঝপ্ করে শেকলটা আঙটায় গেঁথে বাঁদরের মত ঝুলে ঝুলে ওপরে উঠলাম। কিন্তু তোমাকে এসব বলছি কেন? ও হ্যাঁ, তুমি অনুযোগ করছিলে যে আমার কথায় তুমি ঘর গুণতে পারছ না, কিন্তু ভেবে দেখো, সে কথা বলে বলে আমাদের কাজের কোটা পূর্ণ করতে দেবে না, আমাদের মাটিতে বসিয়ে রাখবে তবু আমরা কোন অভিযোগ করি না... এই কথাই আমি বলতে চাই।

ন্যুরা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি নীনা ভাসিলিয়েভ্‌নার কথা বলছ?'

—তার কথাই বলছি। আমি জানি যে ওর বয়স এখনও কম, কোন অভিজ্ঞতাও নেই। যা হোক আমাদের সঙ্গে বলেই চলে যাচেছ। এটা স্বাভাবিক যে সবাইকেই খেটে খেতে হবে... যার যা কাজ। কাউকে উপরে গড়তে হবে, কাউকে নিচে হুড়োহুড়ি করে নামতে হবে, আর কেউবা শুধু অন্য লোকের কাজে বাধা দেবে, কিন্তু পরিকল্পনা পূর্ণ না করলে ত আর আমাদেরও রোজগার হচেছ না। এর আগের মাইনের দিনে আমি পেয়েছি মাত্র তিনশ'ষাট রুবল। এসব কিছুর জন্য সে-ই দায়ী... কী যে করি!...

—তোমরা ঠিক প্লেগের মত ওকে এড়িয়ে যাচছ কিন্তু তোমাদের কি করা উচিত জান? ওর সঙ্গে মিটমাট করে নেওয়া। এটা করলে নিরাপত্তার সব কথাবার্তা তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে।

—ঠাট্টা করছ?

—মোটেই না। ভদ্রজনের মত কেন তুমি ওকে সিনেমা কিংবা নাচে নেমন্তন্ন করো না?... তোমাদের বিশেষ বুদ্ধি নেই আমি বলব।

মিত্যা রাগতভাবে বলল, 'ভেবেছিলাম তোমার কাছে কিছু ভাল পরামর্শ পাব। ও যেন আমার সাথে যেখানে সেখানে যাবে আর কি! প্রথমত—আমার চুল হচ্ছে কটা। দ্বিতীয়ত—আমার পাদুটো বড্ডো ছোট, ও আমার চেয়ে লম্বা। ও যদি আমার সাথে টাঙ্গো নাচতে চায়, আমি কি নাচতে পারব?'

ন্যুরা বলল, 'টাঙ্গো না হতেও ত পারে। তুমি ওর সাথে শুধু কথাও ত বলতে পার। যেখানে দরকার নেই সেখানে কথা বলে বলে তুমি জ্বালিয়ে মারবে।'

—আমাদের কথায় কিছুই এসে যাবে না। সে এমন সব কথা ব্যবহার করে যা খালি পেটে কারও বোধগম্য হবে না। আমাদের আজকের মিটিং-এ ও কি বলল 'আড়ম্বর।' কথাটার অর্থ জান?

—আড়ম্বর অর্থ—কোন মূর্খ যদি নিজেকে খুব চতুর লোক বলে ভাবে,—অপ্রত্যাশিতভাবে আন্দ্রেই এসে কথাটা জুড়ে দিল।

মিত্যা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'এই হচ্ছে সেই লোক যার তার সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। তুমি বেশ লম্বা আর তোমার মুখেও বেশ কথা জোগায়।'

—তোমায় আর ঠাট্টা করতে হবে না, ধন্যবাদ।

—সত্যি বলছি, আন্দ্রেই সের্গেয়েভিচ, ভেবে দেখো, সমস্ত ব্রিগেডের তুমি কি উপকার করবে।

চোখের ওপর টুপিটা টেনে আন্দ্রেই বলল, 'ছেড়ে দাও ওকথা।'

সেই বাড়িটায় কাজ করত যে সব মেয়ে-পুরুষেরা তারা ক'দিন বাদে একটি সার্কাস দেখতে যখন গেল, আন্দ্রেইয়ের এই সব কথাবার্তা তখন মনে পড়ল। ব্যাপারটা ঘটল যে নীনা আর আন্দ্রেই ঠিক পাশাপাশি দুটি আসনে বসেছিল। নিশ্চয়ই টিকিট বিক্রীর ব্যাপারে মিত্যার কিছুটা হাত ছিল। আন্দ্রেই ভাবল, 'দাঁড়াও না, কাল ওকে আমি দেখাচ্ছি।...'

অনুষ্ঠান সুরু হল। একটা গোলের চারপাশ ঘুরে ঘুরে তেজী ঘোড়াগুলো দৌড়চ্ছিল, খুব আলতোভাবে বেড়ার গায়ে ধাক্কা খাচ্ছিল আর সামনের লাইনে যে সব দর্শকেরা বসেছিল তাদের কোলের উপর কাঠের কুঁচি এসে পড়ছিল। অর্কেস্ট্রা পরিচালক ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চেয়ে দেখছে, আর বিরতির ফাঁকে ফাঁকে ফরাসী-শিঙা-বাদকেরা তাদের যন্ত্রগুলো উল্টে সেগুলোর ভিতর থেকে থুতু বার করে ফেলছে।

কি একটা মৃদু গন্ধ নীনার কাছ থেকে আসছে, আন্দ্রেই তা টের পেল। সে একটু অস্বস্তির সঙ্গে অর্কেস্ট্রা থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে আনল অনুচরদের উপর, তারপর কটা-চুল-মাথা মিত্যার দিকে: ও সেই বেড়াটার অপরদিকে দ্বিতীয় লাইনে বসেছিল, কিন্তু একটি কথাও সে বলল না।

নীনা জিজ্ঞেস করল, 'এত বিষণ্ণ হয়ে আছেন কেন?'

—বিষণ্ণ হবার কারণ রয়েছে: পরিকল্পনা পূর্ণ করতে পারছি না মনে পড়লেই আনন্দ নষ্ট হয়ে যাচেছ...—সে অসন্তুষ্টভাবে বলল, তারপর চুপ করে গেল।

ফ্রক-কোটপরা একটি লোক গোলটার মধ্যে ঢুকে বলল, 'বিরাম।' অমনি সাথে সাথেই নীনা উঠে পড়ল বেরুবার জন্য। আন্দ্রেই ভাবল, 'ও নিশ্চয়ই বাড়ি যাচেছ। অত কর্কশ হওয়া আমার উচিত হয়নি।' পাঁচমিনিট বাদে মিত্যা তার কাছে এল। জয়োল্লাসিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'—'ভাল নয়' আন্দ্রেইয়ের জবাবে মিত্যা মুখ টিপে হেসে চলে গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় ওয়ার্নিং বেল পড়ে গেল তবু নীনা ফিরে এল না। তৃতীয়টির আওয়াজের সাথে সাথে নীনাকে হঠাৎ দেখা গেল হাতে একটি সাদা মোড়ক নিয়ে ঢুকেছে। নিজের আসনে এসে একটু হেসে বলল:

—আপনার আপত্তি না হলে আমরা ব্যাগ থেকে সোজা এগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারি।

ব্যাগটায় ছিল মিষ্টি, গুঁড়ো চিনি-মাখান ক্রেনবেরি। আন্দ্রেই বেশ কয়টির সদ্ব্যবহার করল যাতে ও দেখাতে পারে যে মোটেই আর তার ওপর চটে নেই।

নীনা জিজ্ঞেস করল, 'আপনিও কি হস্টেলে থাকেন?'

—হ্যাঁ।

—আপনি নাইট স্কুলে যান?

—ডাকযোগে শিক্ষা দেয় যে বিদ্যায়তন তার দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে আমি পড়ি। শীগ্‌গিরই আমরা স্নুরু করছি সামগ্রীর শক্তি নামক বিষয়। এটাই নাকি সব চেয়ে কঠিন বিষয়, অন্যগুলো বেশ সোজা।

—আর আমি যখন ঐ বিদ্যায়তনে ছিলাম তখন ছাত্ররা বলত সামগ্রীর শক্তি বিষয়ে যে পাশ করেছে সে বিয়েও করতে পারে,—আর যদিও নীনার কথায় কোন গোপন আভাস ছিল না তবু আন্দ্রেই লক্ষ্য করল যে নীনা লজ্জা পেয়েছে, আর দুজনেই কথা বলবার মত আর কিছুই খুঁজে পেল না। তারা নিঃশব্দে বসে রইল যতক্ষণ-না অনুষ্ঠানটি শেষ হয়ে গেল। কেবলমাত্র একবার যখন নাবিকদের

পোশাক আঁটা কয়েকজন লোক নিকেলের তারের ওপর দাঁড়িয়ে খেলা দেখাচ্ছিল তখন নীনা বলল, 'এরা দড়িগুলো কতবার পরখ করে তাই ভাবছি।' তার জন্য আন্দ্রেইয়ের দুঃখ হল।

সার্কাস শেষ হবার সাথে সাথেই তারা বেরিয়ে পড়ল।

আন্দ্রেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেব?'

ওরা হাঁটতে লাগল 'ৎস্বেৎনোই বুলভার' ধরে। ওর হাত ধরতেই আন্দ্রেই অবাক হয়ে গেল, কী পাতলা গঠনের সে, আর সেইসব সংকীর্ণ কড়িগুলোর ওপর থেকে হাওয়ায় কেন নীনা উড়ে যায় না ভেবে। কোন কথা না বলেই ওরা সাদোভাইয়া স্ট্রীটের মোড় ফিরল। তারাহীন আকাশ নেমে এসেছিল নগর ছুঁয়ে। একটি মন্ত্রীদপ্তরের সব জানালাগুলো আলোয় আলোকিত। তার সামনে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে কতগুলি গাড়ী সারিবদ্ধভাবে। ড্রাইভাররা গাড়ীর দরজা খুলে রেখেছিল, রেডিয়ো খুলে নিজেরা গুছিয়ে বসেছিল, মাঝরাত কিংবা তারও পরে যে-সব লোকেরা ডেস্কে বসে থাকবে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মাইয়াকভ্স্কি স্কোয়ারের অদূরে পেছনের একটি গলিতে নীনা থাকত। এখানকার রাস্তায় আলোগুলো

জ্বলছিল না, এখানকার বাড়িগুলোর গায়ে-গায়ে ধাতুর ফ্রেমে নম্বর আঁটা, তাতেই শুধু আলো জ্বলছিল।

—ঐ বাক্সটা কি?—নীনা জিজ্ঞেস করল।

আন্দ্রেই জবাব দিল, 'রোঁদে-বেরুনো প্রহরীদের টেলিফোন বাক্স ওগুলো। ফি শনিবারে আমাদের হস্টেলে সখের থিয়েটার হয়। আসুন না কেন একদিন।'

নীনা বলল, 'আচ্ছা, কিন্তু এদের টেলিফোনের কী দরকার?'

আন্দ্রেই বুঝল যে নিঃশব্দে হাঁটার বিড়ম্বনা লুকোবার জন্যই তারা কথা বলে যাচ্ছে, নীনাও বুঝল যে আন্দ্রেইও তা জানতে পেরেছে। এটা বুঝেই তাদের বিড়ম্বনা গেল আরও বেড়ে।

যে তেতলা বাড়িটায় নীনা থাকত, তার জায়গায় জায়গায় চুণবালি খসা। একতলায় একটি ধোবিখানা।

নীনা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ট্রেন কখন ছাড়বে?'

আন্দ্রেই ঘড়ির দিকে চাইল।

—প্রায় দেড়ঘণ্টার মধ্যে। ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন রাত্তিরে এ সময় কম চলে।

—তবে আসুন না কিছুক্ষণের জন্য, কেনই বা স্টেশনে অপেক্ষা করবেন?

—আসতে পারি?

—আমি নেমন্তন্ন করলে নিশ্চয়ই পারেন,—মুরুব্বিয়ানার স্বরে নীনা বলল।

যে ঘরটিতে তারা ঢুকল সেটি একটি ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় উজ্জ্বল, তার নিচে তৈরী ছিল রাত্রিরের খাবারের জন্য একটি টেবিল। সবে পাতা একটি টেবিল ঢাকার ওপর সুসামঞ্জস্যভাবে সাজান তিনটি রেকাবী আর ছুরি, কাঁটা প্রভৃতি হোল্ডারে গাঁথা। টেবিলের মাঝখানে আপেল-ভর্তি মস্ত একটি রেকাবী। প্রত্যেকটি আসনের সামনে গোল-গোলভাবে খাবার রুমাল সাজান।

অন্যঘর থেকে কে একজন জিজ্ঞেস করল, 'নীনা, তুই কি একা?'

—না মা, আমার সাথে এক বন্ধু আছেন।

বেঁটেখাট শুভ্রকেশী ক্ষীণদৃষ্টি মহিলাটি দোরগোড়ায় এসে অতিথিকে দেখবার আগে থেকেই হাসছিলেন।

প্রফুল্লস্বরে তিনি বললেন, 'আমার নাম ইরিনা মাক্‌সিমভ্‌না। ঠিক সময়ে তুমি এসেছ, আমাদের সাথে একটু চা খাবে।'

তাঁর পেছনে এলেন নীনার বাবা ভাসিলি ইয়াকভ্‌লেভিচ; তিনি সবে তখন কাজ থেকে ফিরেছেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতি, কঠিন ও অবিচলিত পুরুষ। তাঁর পরনে ছিল রেলে কাজ করবার পোশাক। টেবিলে বসেই রেকাবী আর ছুরি-কাঁটাগুলো কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তিনি সাজানোর সব সমতাটুকুই নষ্ট করে ফেললেন। আন্দ্রেইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ওর সাথে কাজ কর?'

আন্দ্রেই বুঝল, 'খুব কড়া লোক, নীনা কি করছে জানতে পারলে মজা দেখাবেন',—বলল, 'হ্যাঁ, আমি এঁর সাথে কাজ করি, ঠিক পাশাপাশি নয়, উনি আমার ওপরে।'

—ও, তা ও কেমন কাজ করছে? নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে ত?—ভাসিলি ইয়াকভ্‌লেভিচ এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন মনে হচ্ছিল নীনা বুঝি অনুপস্থিত।

উদ্বিগ্নভাবে নীনা আন্দ্রেইয়ের দিকে চাইল।

ওর দিকে আশ্বস্তপূর্ণভাবে চেয়ে সে বলল, 'ও নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমরা, সাইবেরিয়ার লোকেরা, বলি যে এক ধরনের গাছ আছে তাকে নোয়ানও যায় না, ভাঙাও যায় না...'

—ভাগ্যি ভাল, ওর বাপের মুখ হাসাচ্ছে না,—ভাসিলি ইয়াকভ্লেভিচ বললেন।

অন্যঘর থেকে ইরিনা মাক্সিমভ্নার গলা ভেসে এল, 'লেখাপড়ায় ও ত বরাবরই ভাল নম্বর পেত।'

—ঢের হয়েছে মা,—নীনা বলল আর আন্দ্রেই অবাক হয়ে গেল নীনার গলায় ঠিক তার বাবার মত কিছুটা প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বর আবিষ্কার করে।—পড়া আর কাজ দুটো ভিন্ন জিনিস... আন্দ্রেই সের্গেয়েভিচ, আপনি সাইবেরিয়া ছেড়ে এলেন কেন?

—আমি পড়াশুনো করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার ঠাকুমা হচ্ছেন ভয়ানক সেকেলে। তিনি আমাকে কিছুতেই পড়তে দিতেন না। আমাকে বই শুধু কিনতে দিতেন না। একটা বই কিনলেই আমি তার গায়ে লেবেল এঁটে রাখতাম যেন সেটা কোন লাইব্রেরীর। তাহলে তিনি আর কিছু বলতেন না... কিন্তু ধরা পড়তেই একদিন দিলেন সব জ্বালিয়ে, একমাত্র ওয়েল্ডারের একটি মামুলি বই ছাড়া। তাই আমাদের ঝগড়া হয়ে গেল। আমি কোটের লাইনিং-এ আমার টাকা সেলাই করে রাখলাম, রান্নাঘর থেকে একটা পাঁউরুটি চুরি করে রেলস্টেশনের দিকে চললাম।

ভাসিলি ইয়াকভ্লেভিচ তাঁর মস্ত হাত দিয়ে একটি আপেল দু'টুকরো করে ভাঙতে ভাঙতে বললেন, 'ঠিকই করেছিলে।'

—স্টেশনে এসে দেখি মস্কোতে যাবার কোন সাধারণ টিকিট আর বাকি নেই তাই লাইনিং-এর সেলাই খুলে একটা বেশী দামের টিকিটের জন্য সব টাকা খরচ করে বসলাম।

নীনা বলল, 'আপনার ত খুব মনের জোর, তাই নিশ্চয়ই আপনার অত উঁচুতে কাজ করতে ভাল লাগে?'

—মানুষের প্রকৃতিই ঠিক করে তার কাজ। আপনার ও কাজে কেন গণ্ডগোল হচ্ছে? তার কারণ ও ধরণের কাজের জন্য আপনি তৈরী হননি।

ভাসিলি ইয়াকভ্লেভিচ একটু হেসে বললেন, 'তাহলে ওর ওখানে মুস্কিল হচ্ছে নাকি?'

আন্দ্রেই তাড়াতাড়ি বলল, 'সবার মত ওরও ত ত্রুটি আছে। কিন্তু ওর কাজ আমাদের চেয়ে কঠিন। ওর কাজটা হচ্ছে একটা বিশেষ কাজ। যেমন এই ত বেশী দিনও নয় আমরা সময়মত পরিকল্পনাটি পুর্ণ করব বলে শপথ করেছিলাম। পরিকল্পনা পূর্ণ করা নিয়েই আমাদের সব চিন্তা—কিন্তু এঁর চিন্তা হচ্ছে আমাদের কারও গায়ে যেন একটি

পেরেকের আঁচড়ও না লাগে। দেখুন দিকি কারও-বা পরিকল্পনা, কারও-বা পেরেক—দুরকম চিন্তা।'

কিন্তু প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টায় নীনা বলল, 'কিন্তু একেবারে কপর্দকহীনভাবে আপনি কি করে মস্কো এসে পৌঁছলেন?'

—আপনাকে ত বলেইছি যে সঙ্গে ছিল আস্ত একটি পাঁউরুটি। যাত্রীদের কেউ কেউ আমাকে সাহায্য করেছিল। সকালে ঘুম ভাঙতে শুনি নিচের বার্থে কারা যেন কথা বলছে: কর্ম-নিয়োগ প্রতিনিধি তার নিজের কাজ নিয়ে অনুযোগ করছে। নিচে নামতে দেখি একটি চওড়া-কাঁধ লোক দাঁত দিয়ে একটা টিন খুলছে। সন্ধ্যেবেলা আমার ওয়েল্‌ডারের হ্যাণ্ডবইটা বার করলাম। সে ত আমায় দেখে বুঝে নিল। তার আপিসে যাতে কাজ করতে যাই তার জন্য সে আমার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করল। সোনার তাল নাকি আমি পাব, তাই বলে সে দিব্যি করল। স্যাণ্ডউইচ ও গরম চা আমাকে দেবার জন্য ছুটোছুটি করছিল। এইভাবে সে মস্কো পর্যন্ত চালাল। আমি কিন্তু তার সাথে গেলাম না। সে সবকিছু এত উজ্জ্বল রঙে আমার সামনে আঁকছিল যে দেখেশুনে আমার কেমন সন্দেহ হল। যা হোক একবার ত মস্কোয় এসে পৌঁছেছি...

ইরিনা মাক্‌সিমভ্‌না কেটলী হাতে ঘরে ঢুকে বললেন, 'চা তৈরী।'

আন্দ্রেইয়ের তখন মনে পড়ল তার ট্রেনের কথা। সে ঘড়ির দিকে চেয়েই লাফিয়ে উঠল।

নীনা তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

আন্দ্রেই বলল, 'দরজায় দাঁড়িয়ে করমর্দন করা কিন্তু অশুভ।'

নীনা হাত নেড়ে বলল, 'বাজে কথা, আমার আর খারাপ কী বা হবে?'

আন্দ্রেই ভাবল, 'এদের টেবিলের ওপর আঙটির মত করে রুমাল সাজান, কিন্তু জীবনযাত্রা এর সহজ নয়।'

• কয়েক পা পিছিয়ে বারান্দায় এসে সে বলল, 'ঘাবড়াবেন না। ভাল কাজ ঠিক ভাল ঘোড়ার মত আয়ত্তে আনতে হয়। আচ্ছা বিদায়!... আর অত ভাববেন না। যে সব ছেলেদের সাথে আমি কাজ করি, তাদের ওপর নজর রাখব।'

তার পেছনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নীনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল দুঃখ-সায়রে মুহ্যমান হয়ে। সে সেখানে দাঁড়িয়েই রইল যতক্ষণ-না সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে ঢোকবার ভারী দরজাটি দড়াম করে বন্ধ হল। তারপর সে খাবার ঘরে

যেয়ে খেতে বসল। বাপ-মা বিছানায় যাবার পরও জানালার চৌকাঠে বসে রইল—এ জায়গাটাই যতদূর তার মনে পড়ে সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার জীবনে। রঙ-বেরঙের তারারা গভীর আকাশের দিকে চেয়ে চিন্তায় ডুবে গেল। ঘড়ির মৃদুগম্ভীর টিক্ টিক্ আওয়াজ আর কোন লরি বাড়িটার পাশ দিয়ে গেলে ঝাড়লণ্ঠনের কাঁচে কাঁচে ঠুন ঠুন আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ ঘরে ছিল না। রাত হল। মন থেকে চিন্তা হটিয়ে দেবার জন্য নীনা ঠিক করল যে চীফ ইঞ্জিনিয়র তাকে তার পরদিন যে রিপোর্টটি পেশ করতে বলেছে, তার একটি খসড়া সে করবে। যে টেবিলে বসে সে প্রথম গুণ করা শিখেছিল, যেখানে বসে সে কত অমীমাংসিত অঙ্কের প্রব্লেম নিয়ে কান্নাকাটি করেছে আর ইন্‌স্টিটিউটে কাজের নানা খসড়া করেছে সেখানে বসল। ছিপি নেই একটি দোয়াত, তার গায়ে গোলাপ আঁকা—তার মধ্যে কলম ডোবাল, তারপর লিখতে স্বরু করল: '...বাড়িটির কেন্দ্রীয় বিভাগের নিচতলা সাফ করার সময় একজন শ্রমিক আহত হয়েছিল।' হঠাৎ সে বুঝল কেন তার এত দুঃখ হচ্ছে। 'কারণ এই যে আর্সেন্তিয়েভও আমার জন্য এত দুঃখ বোধ করেছে যে সে আমার বাবার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে, তাঁকে বোঝাতে

চেয়েছে যে আমি কাজ ভালই করছি। তার প্রতিবাদ না করে আমিও ভাবখানি এমন দেখালাম যে আমি সেই মিথ্যাকে সমর্থন করছি। এখন সে ভাববে আমি নেহাৎই ভীতু, ছেলেমানুষ, আর সেটা ভাবা ঠিকই।' জীবনের নানা হতাশার এমন একটি মুহূর্ত তাকে আচ্ছন্ন করল যখন মনে হয় সারা দুনিয়ায় একটি উজ্জ্বল স্থানও বুঝি কোথাও নেই।

—ও আমার সম্বন্ধে কি ভাবে সে নিয়ে আমারই বা এত মাথা ব্যথা হবে কেন?—সে জোর করে বলল। আর যদিও তা বলল যথেষ্ট দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে, তবুও বুঝল যে এখন থেকে আন্দ্রেইয়ের মতামত তার কাছে তার পুরনো বন্ধুদের চেয়ে অথবা তার চীফ ইঞ্জিনিয়র কিংবা তার বাবার মতামতের চেয়ে হবে অনেক বেশী মূল্যবান।

অলসভাবে রিপোর্টের মার্জিনে বৃত্ত আর ত্রিকোণ আঁকতে আঁকতে সে ভাবল, 'শনিবার সন্ধ্যেয় ওদের হস্টেলে একবার গেলে হয়। ওদের সখের থিয়েটার দেখতে নিশ্চয়ই মন্দ লাগবে না।'

* * *

আন্দ্রেইয়ের হস্টেলের ঘরে যে দুটি ছেলে থাকত তারা সার্কাস থেকে ফিরে সোজা কেউ বিছানায় গেল না।

টেবিলের ওপর এক টুকরো কাগজ বিছিয়ে মিত্যা তার ওপর সসেজ কাটছিল। জানালার পাশে বিছানায় শুয়েছিল একজন ইলেক্‌ট্রিক কারিগর। হাতদুটো মাথার নিচে মুড়ে ছাতের দিকে যন্ত্রণাদায়ক দৃষ্টিতে সে চেয়েছিল। রুটি ও সসেজের ওপর রাই ছড়াতে ছড়াতে মিত্যা বলল, 'না, না মোটেই সত্যি নয়। জেনে রাখ যে সার্কাসের পর আমি তাদের দুটো দুটো ব্লক পর্যন্ত অনুসরণ করে গেলাম। প্রথম ওরা এমনিই হাঁটছিল, তারপর ও মেয়েটির হাত ধরল। তখন সে বলল যে ঠিক ডানদিকে সে হাঁটছে না, তাই পাশ বদলে আবার তার হাত ধরল।'

ইলেক্‌ট্রিক কারিগরটি বলল, 'আলো নেভাতে তোমার আর কতক্ষণ লাগবে?'

—রাত্তিরের খাওয়া শেষ হলেই নেভাব। এখন আর একটি জিনিস বিবেচনা করার আছে। এখনও ও বাড়ি ফিরল না কেন? কি করছে তোমার মনে হয়, শুনি? একা একা সাদোভাইয়া স্ট্রীটে ঘুরে বেড়াচ্ছে? একটা ত ইতিমধ্যে বেজে গেছে।

ইলেক্‌ট্রিক কারিগরটি বলল, 'এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আলো নিভিয়ে দাও।'

— অপেক্ষা করলে দেখবে। শীগ্‌গিরই সব কাজ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ওর সমস্ত নজর এখন আন্দ্রেইয়ের ওপর পড়বে। বাজি?

কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক কারিগরটি শুধু একটি কাতর ধ্বনি করে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। ব্যাপারটি আরও কিছুক্ষণ ভেবে মিত্যা সসেজ, পাঁউরুটি, পকেট ছুরি আর রাই-সর্ষের বোত্‌ল, সবকিছু কাগজে জড়িয়ে সেগুলো আলমারিতে ঠেসে পুরে রাখল। তারপর হাত পা ধুয়ে কাপড় জামা খুলে, একটা ছোট আয়নায় নিজের দাঁতগুলো পরখ করে দেখে যেই আলো নেভাতে যাবে অমনি বারান্দার বাইরে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঝুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

আন্দ্রেই খুব ধীরভাবে ঘরে ঢুকে এক পেয়ালা চা নিয়ে বসল। তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কয়েক মুহূর্ত মিত্যাকে মনে হল বুঝি ঘুমন্ত, কিন্তু আর সে সহ্য করতে পারল না। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বলল:

— আচ্ছা আন্দ্রেই, কেমন হল?

— তুমি যদি নীনা ভাসিলিয়েভ্‌নার সম্বন্ধে একটি কথাও বলতে সাহস কর তাহলে আমি তোমাকে বিছানা থেকে বার করে দেব... — আন্দ্রেই শান্তভাবে জোর দিয়ে বলল।

—আর আমাদের শীগ্‌গির ঘর সাফ না করলেই নয়। একটা বাতির শেড কিনলে কোন ক্ষতি হবে না... নইলে কেউ যদি এসে পড়ে তাহলে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে।

ইলেক্‌ট্রিক কারিগরটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি শীগ্‌গিরই আলো নেভাবে?'

আন্দ্রেইয়ের স্বপক্ষে মিত্যা ওকালতি করে বলল, 'তুমি কি কাউকে এক পেয়ালা চাও খেতে দেবে না?' তারপর কম্বলের নিচে কুঁকড়ে যেতে যেতে রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'আমি বলিনি কি যে সব জিনিসই আবার ঠিক হয়ে যাবে?...'

* * *

সেই দুটো বাড়ির উঁচুতে যারা কাজ করত তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা যত অগ্রসর হতে লাগল উত্তেজনা তত বাড়তে লাগল।

একদিন নীনা প্রধান আপিস ঘরটির দিকে যেতে যেতে দেখল নোটিশ বোর্ডের সামনে একটি ভীড়।

সে বলল, 'কিসের মিটিং?'

লীদা বলল, 'আমরা কালকের ফলাফল টাঙানো হবে বলে অপেক্ষা করছি। নীনা ভাসিলিয়েভ্‌না, আপনার কেরাণীরা যাতে ওগুলো তাড়াতাড়ি টাঙায় তা করতে পারেন না?'

এ নিয়ে নীনা চীফ ইঞ্জিনিয়রকে বলল। আর তার পরের দিন থেকে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হত লাউড স্পীকার মারফৎ। এই বেতার ভাষণের সময় শ্রমিকরা লাউড স্পীকারের চারপাশে ভীড় করত, ড্রাইভাররা তাদের লরিগুলোর ইঞ্জিন থামিয়ে দরজা খুলত সংখ্যা গোণবার জন্য। নির্মাণকাজটার দিকে নিচে তাকিয়ে যেতে যেতে নীনার মুখে হাসি ফুটে উঠত এই ভেবে যে এরা যেন ফুটবল খেলার স্কোর গুণছে।

ইস্পাতের এই কাঠামোটি তৈরী করতে এদের কাজের গতি প্রতিদিনই বেড়ে চলল। আর চীফ ইঞ্জিনিয়র একদিন নীনাকে ডেকে গোপনে বলল যে দেখেশুনে মনে হচ্ছে যে তারা পরিকল্পনাটি নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগেই পূর্ণ করতে পারবে।

এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ এতদূর অগ্রসর হল যে যারা কাজ করছিল তারাও বুঝতে পারল যে সময়মত এটা শেষ করতে পারবে। ভাবনার কারণটা হল যে পাশের বাড়িতে তাদের যে সব কমসোমল কমরেড্‌রা কাজ করছে, নৈপুণ্য আর যোগ্যতায় তাদের আরও পেরিয়ে যাওয়া।

আর্সেন্তিয়েভ আর তার বন্ধুরা এখন খুব উদ্যম নিয়ে কাজ করছিল। আর ন্যুরা ও লীদা (অধিকর্তা যাদের নিয়োজিত করেছিল ওয়েল্‌ডারদের সাহায্য করবার জন্য) তাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হল এই উত্তেজনা। এরা ছুটোছুটি করে সবকিছু পরখ করত, ট্রান্সফরমারগুলি নিয়ন্ত্রিত করত। লাঞ্চ-কাউণ্টারে যে মেয়েটি কাজ করত সে যখন শুনল যে আর্সেন্তিয়েভ আর তার বন্ধুদের জন্য এরা কাজ করছে সে তখন তাদের জন্য সবার আগেই লেমনেড বয়ে নিয়ে যেতে দিল।

নীনার ভয় ছিল আর্সেন্তিয়েভের হয়ত তার সম্বন্ধে খুব নীচু ধারণা হবে, সেটি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হল। বরঞ্চ সার্কাস-ফেরতা সেদিনের বেড়ানোর পর সে তার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠল। তার সঙ্গে কথাবার্তায় বিন্দুমাত্র অনুকম্পার সুর ছিল না, আর নীনা সবচেয়ে বেশি খুশী হয়েছিল যে বন্ধুবান্ধবেরা নিরাপত্তার সমস্ত নিয়মাবলী মানবে বলে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা পালন করেছিল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে ও শুনল সে মিত্যাকে বকছে একটি ভাঙা সিঁড়ি ব্যবহার করার জন্য। মিত্যা জেদ করে বলল যে ঐ সিঁড়িটাতেই তার কাজ চলবে। নীনা কিন্তু একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঝগড়ার পরিসমাপ্তি কি হয় তা দেখবার জন্য অপেক্ষা

করল। আর্সেন্তিয়েভ বেশীক্ষণ তর্ক করল না। বলল, ‘সিঁড়িটা জোগাড় করে আনা যদি তোমার পক্ষে কঠিন হয় তবে আমি নিজেই যাব।’ তারপর চলে গেল। লজ্জিত মিত্যা তাকে লক্ষ্য করে অনাসক্তভাবে, আত্মসমর্পণ করে বিড়বিড় করে বলল:

—মনে হচ্ছে নিরাপত্তা টেক্‌নিককে ও বশ করেনি, নিরাপত্তা টেক্‌নিকই ওকে বশ করেছে। এতে আরও খারাপ হবে, এরা দুজনে মিলে দেখছি আমাদের জীবন নিঙড়ে নেবে।—ন্যুরার দিকে ফিরে সে বলল:—বাঃ বেশ বেশ, খুব ভাল উপদেশ আমাকে দিয়েছ!...

ও প্রত্যুত্তরে বলল, ‘অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিও না। কে সার্কাসের টিকিট দিয়েছিল শুনি?’

—কিন্তু কার অভিপ্রায়মত হয়েছে, ভুলে গেছ ট্রেনে কি বলেছিলে? তোমার ঐ রুমাল নিয়ে মুখ বুজে রইলে না কেন?...

—তোমাকে যা বলা হল তাই যে শুনতে হবে এমন ত নয়।...

টিকিট আর উপদেশের ব্যাপারটা যে কি নীনার সে-বিষয়ে কোন ধারণাই ছিল না, কিন্তু আর্সেন্তিয়েভের প্রতি

তার মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে রইল। ক'দিন বাদে আর্সেন্তিয়েভ একটি আবহাওয়ার রিপোর্ট নিয়ে তার কাছে এল, সেখানে ঝড় আর প্রচণ্ড হাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এমন অবস্থায় উঁচুতে কাজ করে যে মানুষগুলো তারা যাতে কাজে লেগে থাকে তার জন্য আর্সেন্তিয়েভ নীনাকে বলল। ও বলল :

—আন্দ্রেই সের্গেয়েভিচ, আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব, আপনি নিশ্চিত থাকুন।

কিন্তু উপায় বার করার চেয়ে শপথ করা সহজ। হাওয়া একটা বিশেষ বেগের হার গ্রহণ করলে উপদেশ অনুযায়ী ক্রেনগুলোকে কাজ থামাতে হবে, তার অর্থ দাঁড়ায় যে এদের আর কড়িগুলো দেওয়া সম্ভব হবে না। অনেক বিবেচনা করে নীনা এইসব উঁচুতলার কারিগরদের বলল কাজের জন্য হাজিরা দিতে। পরদিন সকালবেলা এত জোর হাওয়া হল যে পাশের বাড়ির কাজকর্ম বন্ধ করতে হল আর লোকজন সবাইকে বাড়ি পাঠান হল। কিন্তু আবহাওয়া-বিভাগকে টেলিফোন করে নীনা জানতে পেল যে হাওয়ার বেগ এত জোর নয় যে ক্রেন বন্ধ রাখতে হবে। কাজেই সে এদের বলল যে যদি তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, যে-মুহূর্তে তাদের

লাউড স্পীকারে ডাকা হবে সেই মুহূর্তে তারা নেমে আসবে, তাহলে তারা কাজে যেতে পারে।

প্রত্যেক পাঁচমিনিট অন্তর অন্তর নীনা সেদিন আবহাওয়া-বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখল। উঁচুতলার কারিগরদের দু'বার কাজ বন্ধ রাখতে হল কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অনেকগুলি কড়ি লাগিয়ে ফেলল। সেই সন্ধ্যেয় নীনাকে তার এই সব প্রয়াসের জন্য প্রকাশ্যভাবে ধন্যবাদ জানান হল, আর একজনের পর একজন এসে তাকে অভিনন্দন জানাল। এদের মধ্যে ছিল আর্সেন্তিয়েভ। সে একটু হেসে বলল, 'ধন্যবাদ জানান ত ভাল কথা, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে ওদের আমরা প্রায় ধরে ফেলেছি,—ঝাপসা দেখাচ্ছে পাশাপাশি সেই বাড়িটার দিকে সে মাথা হেলিয়ে বলল।—আর একদিনের স্বাভাবিক কাজকর্মের পর ওদের আমরা ছাড়িয়ে যাব।'

নীনা বোধ করল যে 'আমরা' বলতে সে তাকেও জুড়ে নিচ্ছিল আর বোধ হয় এই প্রথম তার এই চাকরী জীবনে সে নিজেকে সুখী মনে করে হাল্‌কা-মেজাজের হয়ে উঠল।

* * *

বাড়ী ফেরার পথে নীনার মনে পড়ে গেল যে আজ শনিবার — আজই ত হস্টেলে সেই সংঘের অভিনয় হবার কথা। সে গতি কমিয়ে দিল, তারপর রাস্তা পেরিয়ে চলল স্টেশনের দিকে। তার এই অভাবনীয় সিদ্ধান্তকে সমর্থন করল এই বলে যে ওয়েল্‌ডারদের সাহায্য করে যে-সব মেয়েরা তাদের কিছু বলতে হবে।

নীনা জানত না তারা কোথায় থাকে কিন্তু যেই ট্রেন থেকে বেরিয়েছে অমনি নজরে পড়ল লীদাকে। তাকে ও বলল ন্যুরার কাছে নিয়ে যেতে।

যে-ঘরটিতে ন্যুরা থাকত সেটি ছিল যেন আলপিনের মত ঝকঝকে। দেয়ালের গায়ে চারটি বিছানা : প্রত্যেকটিতে যে যে শোয় তার তার ব্যক্তিত্বের ছাপ। ন্যুরার খাটটিতে স্তূপীকৃত রয়েছে রঙ-বেরঙের ছোট ছোট বালিশ আর সেই লোহার খাটটি আপাদমস্তক লেসের বর্ডার দেওয়া একটি সাদা মস্‌লিনে ঢাকা; আর একটি বিছানা একেবারে সাদামাটা, শুধু আপিস থেকে দেওয়া কম্বল তার ওপর বিছানো সৈনিকসুলভ কঠোরতায় টান করে, আর তার মালিকের তোয়ালেটা বালিশের ওপর ভাঁজ করে রাখা, ঠিক একখানি খামের মত; তৃতীয় বিছানায় ঝাড়-দেওয়া একটি

বিছানার চাদর, তার গায়ে ছোট ছেলেদের চাদরে বাচচা-ভালুকের ছবি সেলাই করা; চতুর্থটি বিরাট একটি লেপে ঢাকা আর সেই বিছানার সংলগ্ন দেয়ালে অসংখ্য ফটোগ্রাফ। সবচেয়ে উঁচু ছবিগুলো ছাতের এত কাছাকাছি যে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। ন্যুরা একটি টুলে বসে সেই যে রুমালটায় ট্রেনে কাজ করছিল সেইটাই করছিল।

নীনা জিজ্ঞেস করল, 'ন্যুরা, তুমি কি ওয়েল্‌ডারদের সাহায্য করছ?'

—হ্যাঁ, লীদা আর আমি দুজনেই।

—আচ্ছা মেয়েরা, তবে শোন। ছেলেরা যেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে সুরু করেছে অমনি তারা হয়ে উঠেছে বেপরোয়া। বিশেষ করে আমি আজই তা নজর করেছি। তোমরা কোন ওয়েল্‌ডারকে বেল্ট ছাড়া কিংবা কোন শেকল দিয়ে আটকানো অবস্থা ছাড়া কাজ করতে দেখলে তক্ষুণিই আমাকে নিশ্চয়ই খবর দেবে... বুঝলে, এ শুধু আমাদের নিজেদের মধ্যে।

—আপনি এ-কথা মিত্যাকে বলে বলে মাথা খারাপ করতে পারেন কিন্তু সে আপনার কথা শুনবে না!—ন্যুরা বলল।

—আর্সেন্তিয়েভের সাথে কে কাজ করছে? — নীনার মুখে লজ্জার আভাস খেলে গেল।

নীদা বলল, 'আমি। সে সব সময় শেকল লাগায়। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না এ নিয়ে আপনি এত মাথা ঘামাচেছন কেন... আপনার কী বা এসে যায়?...'

— ন্যুরা যদি চব্বিশতলা থেকে পড়ে যায়, তাতে কি তোমার কিছুই এসে যায় না?

— কিন্তু এ হচেছ ন্যুরার কথা, ও আমার বন্ধু।

— এখানে একমাস কিংবা দুমাস কাজ করলে তোমার আরও বন্ধু হবে... কিন্তু ওটা কি? — হঠাৎ নীনা ভয় পেয়ে গেল।

— ও, তুমি জানতে না? ওটা হচেছ একটা চুষী আমাদের একটি খোকা আছে যে।

— খোকা?

ন্যুরা চাদর টেনে দিল আর নীনা দেখল মস্ত একটি বালিশের ওপর একটি ঘুমন্ত শিশু।

— এ কার?

— আমাদের, — রুমালটা আবার হাতে নিয়ে ন্যুরা বলল। — এ আমাদের সবার। মারুস্যা প্রসব করেছে।

এক্ষুণিই যে কোন সময় ও এসে পড়বে। এখানে অবিবাহিতা মায়েদের শিশুর জন্য একটি 'নার্সারি ঘর' আছে, কিন্তু আমরা ঠিক করেছি ওখানে আমাদের বাচ্চাকে আমরা রাখব না। এ এখানেই জন্মেছে আর আমরাই একে বড় করে তুলব। আমাদের চারজনের মধ্যে একজন না একজন বাড়ি থাকে... পদে পদে নিজের দিকে নজর রেখ, লীদা, পুরুষদের সাথে বেশী বন্ধুত্ব কোর না। মজা করবে, তবে বাড়াবাড়ি করবে না।

—সব শুনলাম, এখন অনুষ্ঠানে যাবার সময় হল।

—একটু অপেক্ষা কর, যে কোন মুহূর্তেই মারুস্যা এসে পড়বে।—ন্যুরা সমালোচনার দৃষ্টিতে চাইল লীদার দিকে। বলল:—তুমি অমনি যাবে?

—হ্যাঁ, নয় কেন?

—রুমালটা খুব চমকপ্রদ নয়...

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকল একটি মেয়ে, রোগা রোগা গড়নের, বয়স হবে বছর আঠার। লীনা তক্ষুণিই চিনল, এ সেই ক্রেন-অপারেটার যে সেই ষোলতলায় কংক্রীটের চাঁই এনে দিয়েছিল যাতে সে সিঁড়িতে যাবার

পথ পেয়েছিল। 'নমস্কার' না বলেই মেয়েটি সোজা বিছানার কাছে যেয়ে শিশুটির ওপর নীচু হয়ে দেখল:

—ও এখনও কাশছে?—জিজ্ঞেস করল।

ন্যুরা বলল, 'না, এখন একটু ভাল মনে হচ্ছে। আমরা অনুষ্ঠানে যাচ্ছি। তোমার রুমালটা পরতে পারি কি?'

মারুস্যা বলল, 'এই নাও, আমার এখন আর কোন দরকার নেই...'

বিছানায় বসে শিশুটিতে সে তুলে নিল। তাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে তার চোখ নিবদ্ধ হয়ে রইল একটি নিঃসঙ্গ গাছের দিকে। ন্যুরার মেজাজ ছিল পার্টিতে যাবার মত। সে একটি উচ্ছল সুর গুনগুন করে ভাঁজতে ভাঁজতে কাপড় পরছিল, তারপর নাকে পাউডার মাখল।

নীনা সতর্কভাবে বলল, 'বাচ্চার বাবা তোমাদের কখনও দেখতে আসে?'

—স্বেচ্ছায় আসে না। আমি ত আর তার গলায় দড়ি দিয়ে টেনে আনতে পারি না।—জানালার বাইরে চেয়ে সে বলল,—নাচঘরে বেশী গণ্ডগোল করতে ওদের বারণ কোরো।

একমুহূর্ত চুপ থেকে লীদা বলল, 'আমি ওর চোখ গেলে দেব।'

মারুস্যা বলল, 'কেন, ওর সঙ্গে ত আমার সব সম্বন্ধই শেষ হয়ে গেছে।' ক্লাবঘরের উচ্ছল আওয়াজ শুনতে শুনতে সে বলল।

ন্যুরা জুড়ে দিল, 'ওর সাথেই বা আমাদের কি দরকার? ওকে ছাড়াই আমাদের বেশ চলবে। এই ত, ঐ বাচচাটি যাতে আমাদের সাথে থাকতে পারে তার জন্য আন্দ্রেই সের্গেয়েভিচ আমাদের অনুমতি জোগাড় করে দিয়েছেন...'

নীনা অবাক হয়ে বলল, 'আর্সেন্তিয়েভ সাহায্য করেছেন?'

—হ্যাঁ, উনি করেছেন। জনকল্যাণ সংসদে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। আমাদের কাঁথা ত বেশী ছিল না। উনি করলেন কি, হস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে যেয়ে বললেন যে আমাদের এই ঘরে আমরা এখন পাচঁজন থাকি আর নতুন যে আগন্তুক এসেছে তার চাদর প্রভৃতি সব চাই। তাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদের কতগুলি চাদর দিলেন আর সেই থেকে আমরা কাঁথা তৈরী করলাম...—ন্যুরা নীচু গলায় বলল।

হঠাৎ হাসি এবং সেই সাথে একর্ডিয়ানের আওয়াজ খুব জোর শোনা গেল। নিশ্চয়ই ক্লাবঘরের জানালাগুলো খোলা হয়েছিল।

লীদা মারুস্যাকে বলল, 'তুমি যাও, একটু-আধটু তামাসা তোমার ভাল লাগবে। ওকে আমার কাছে দাও, আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব।'

সেই মুহূর্তে দরজায় টোকা পড়ল আর আর্সেন্তিয়েভ্ এসে ঘরে ঢুকল।

লীদাকে দেখে সে বলল, 'ও তুমি এখানে? এস দিকি। ওখানে ওরা কিভাবে নাচছে দেখ। দেখে তোমার ঘেন্না ধরে যাবে। আমরা ওদের দেখাব যে আমাদের দেশে লোকে কি ভাবে নাচে। নীনা ভাসিলিয়েভ্না, আপনি এখানে?. তাহলে আসুন, আমরা যাই।'

আর্সেন্তিয়েভ্ ও লীদাকে অনুসরণ করে নীনা একটি মস্ত বড় ঘরে এসে ঢুকল: জানালাগুলো খোলা থাকা সত্ত্বেও ঘরটা গুমোট। লোকে লোকারণ্য। লীদাকে সাথে নিয়ে আর্সেন্তিয়েভ ভীড় ঠেলে এল যেখানে দুটি মেয়ে একর্ডিয়ানের সাথে গাইতে গাইতে নাচছিল।

যন্ত্রের পর্দায় হাত রেখে সে বলল, 'এবার একটি সাইবেরিয়ান সুর বাজান।'

বাদক বলল, 'আমি জানিনে।'

—গুনগুন করে শোনাও ত, লীদা।

লীদা বাদকের পাশে বসে পড়ে তার কানের কাছে একটা সুর গুনগুন করল আর সে ধীরে ধীরে পর্দা ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেটি তোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

আর্সেন্তিয়েভ্ নীনার কাছে গেল। কয়েকটি ছেলে বেঞ্চির ওপর বসেছিল। সে তাদের তীক্ষ্ণভাবে বলল, 'তোমরা কি অন্ধ নাকি?'

নীনা বসে পড়ল।

আর্সেন্তিয়েভ দাঁড়িয়ে থাকল তার পেছনে।

বাদকটি সেই সহজ সুরটি শিখে ফেলে মন্ত্রমুগ্ধের মত বাজনায় চিবুক ঠেকাল। লীদা উঠে দাঁড়াল। সুর শুনে তার সুন্দর ঋজু দেহটির পেশী সঙ্কোচ করে, তারপর যে সুরের জন্য সে অপেক্ষা করছিল তা বাজতেই সে নাচতে সুরু করল। কিন্তু সুরুতে সে গুলিয়ে ফেলল, তারপর বিরক্তভাবে মাথা হেলিয়ে থাকল, অপেক্ষা করল তার সিগ্‌ন্যাল কর্ডটির জন্য। আবার সে যেন হাওয়ায় ভাসতে থাকল, গোড়ালি

দিয়ে সেই পরিচিত সুরটির সাথে সাথে আওয়াজ করল, তার রুমালের দুটি প্রান্ত যেন উদাসীনভাবে টানল, পরের পদক্ষেপটির জন্য তার কোন চিন্তাই নাই। সেই সংগীত স্পন্দিত হয়ে তাকে সমাহিত করে ফেলল, সে যেন তার পাশের মানুষ, টেবিল, চেয়ার আর নির্দেশ ও পোস্টারে শোভিত দেয়াল পেরিয়ে ভেসে গেল।

যদিও আর্সেন্তিয়েভ নীনার পেছনে আর নীনাও ঘাড় ফিরিয়ে তাকে চেয়ে দেখল না তবু সে তীব্রভাবে অনুভব করল যে সেই নৃত্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে লীদার প্রত্যেকটি ভঙ্গী অনুসরণ করে। ঈর্যার মত কি যেন একটা তার বুকে চাড়া দিয়ে উঠল। সে ভাবছিল লীদা কখন ক্লান্ত হবে আর এই নাচ শেষ হবে।

এই গ্রাম্য সুরের যাদুশক্তির আহ্বানে লীদা লীলাময় ভঙ্গিতে তার হাত দুখানাকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার সে দুখানাকে টেনে নিয়ে এল তার বুকের কাছে, সংগীতের মূর্ছনায় আর তালে তালে তার পা নেচে চলল, ফিস ফিস করে একর্ডিয়ান-বাদককে তার ঠোঁটজোড়া বলে উঠল: 'দ্রুত। আরও দ্রুত!' আর তার পোশাকের ভাঁজগুলো উড়ে উড়ে ইচ্ছেমত নাচতে থাকল।

খুব জমকালোভাবে একর্ডিয়ান-বাদক শেষ কর্ডটিতে মোচড় দিল আর নীনা হঠাৎ যেন তার সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সলজ্জভাবে ঘর থেকে দৌড়ে পালাল।

আর্সেন্তিয়েভ্ বলল, 'এই হচ্ছে আমাদের সাইবেরিয়ান নাচ, নীনা ভাসিলিয়েভ্না,—এমন গর্বিতভাবে বলল যেন সে নিজেই নেচেছে।—কেমন লাগল?'

—বেশ সুন্দর, তবে একটু একঘেয়ে,—নীনা বলল আর কেন শুধু-শুধু সে এখানে এসেছে ভেবে তার কষ্ট হল।

কিন্তু শেষে যখন আর্সেন্তিয়েভ তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিল তখন তার উৎসাহ আবার ফিরে এল।

—এও কি সম্ভব যে আমার ঈর্ষা হয়েছে? আচ্ছা বোকা!—ও ভাবল আর হাসল।

* * *

কয়েকদিন বাদে একটা খুব বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। বিশেষজ্ঞরা আবিষ্কার করল যে ঝড়ের সময় যে সোজা কড়িগুলি তোলা হয়েছে তাদের ন'টিতে কোন প্লাম্ব নেই। গত কয়দিন লোক যেভাবে খেটেছে তাতে এটা হতেই পারে; তবু এতে অসংখ্য কথা আর উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। তখন চেষ্টা হল দোষীকে খুঁজে বার করা। কড়িগুলোকে সোজা না

করা অবধি সব কাজ হল বন্ধ। দিনশেষে আর্সেন্তিয়েভ্ মেয়েদের ডেকে বলল যে পরের দিন কলকব্জাগুলো পরখ করবার জন্য খুব সকাল সকাল আসতে হবে, এটাও দেখতে হবে যে তারগুলো ঠিকমত ঝোলানো হয়েছে, আর সেগুলো মেঝের কোথাও ছোঁয়নি। সব শেষে বলল, 'যে সময় আমরা নষ্ট করেছি তা পুষিয়ে নেব। যেমন করে হোক আমাদের ধরে ফেলতেই হবে।'

ঝড়ের শেষে আবহাওয়া হল পরিষ্কার, মেঘশূন্য। পরদিন সকালবেলা ঠিক সাতটার সময় সূর্যের তাপ বেশ গায়ে লাগছিল। গরমে শ্বাস বন্ধ হবে বলে মনে হল। প্রথম কাজে এল লীদা আর ন্যুরা। পরখ করার সব কাজ শেষ করে তারা বাইশ তলার সিঁড়ির মুখটিতে বসে ওয়েল্ডারদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

আর্সেন্তিয়েভ্ আসতে তাকে কঠোর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখাচ্ছিল।

সে লীদাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি শিস দিতে পার?'

—না, কেন?

—তবে এই চাবিটা নাও, ইদিকে নীনা ভাসিলিয়েভ্না আসছেন দেখলে ঐ কড়ির ওপর টোকা দেবে।

—কেন ?

--যা বলা হচ্ছে করবে। কোন প্রশ্ন করবে না, বুঝলে?

—ঠিক, এটা এমন কিছু জটিল কাজ নয়,—লীদা জবাব দিল।

সে সেই সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল আর আর্সেন্তিয়েভের চারপাশে আগুনের নীল ফুলঝুরির দিকে চেয়ে থাকল।

এই বিরাট নির্মাণকাজটির দিকে প্রথম চোখ মেলে লীদার মনে হয়েছিল যে শুধু শুধু দৈত্যরাই অমানুষিক শক্তি ও জ্ঞানে এমনি সৌধ তৈরী করতে পারে। ওর নিশ্চিত ধারণা হল যে তাকে এখানে পাঠানই হয়েছে ভুল। আর এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে অন্য কাজে বদলি করা হবে। কিন্তু শীগ্‌গিরই সে তারই মত অন্য সাধারণ লোককে, অনেক মেয়েকে পর্যন্ত দেখল, দেখল যে তার মধ্যে সাইবেরিয়ার লোকও আছে। এতে সে বড় খুশী হয়ে উঠল। খাবার সময় এক-একটা তলা থেকে অন্য তলায় সে ঘুরত, মিত্যাকে জিজ্ঞেস করত ঐ পাইপগুলো কোথায় গেছে, কেনই বা কোন কোন দরজায় মড়ার খুলি আর আড়া-আড়িভাবে হাড় আঁকা রয়েছে।

এর আগে সে কক্ষণও দেখেনি এমনি সব যন্ত্রপাতি

দেখল। মস্ত এক পাইপের ভেতর দিয়ে একটি পাম্প কংক্রীট পাঠায় সাততলায়, রেলের কলের মত তার সাথে একটি দণ্ডযন্ত্র জোড়া। পাম্পটা চললেই তার চারপাশে সবকিছু কাঁপত, যেন দমকা হাওয়া লেগেছে। ও দেখল মাথার ওপর একটি তারের ওপর দিয়ে বাড়ি-তৈরীর মালমশলা বোঝাই গাড়ীগুলো আসছে। বৈদ্যুতিক তারকে না স্পর্শ করেই ওরা বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেত, যেন ওদেরও বুদ্ধিবৃত্তি জন্মেছে।

একদিন লীদা আটতলায় একটি তারের খাঁচা দেখেছিল, সেটি ঠিক একটি লিফ্‌ট ঘরের মত দেখতে। সে ওটার কাছে যেতেই দরজা খুলে গেল আর ইস্পাতের একজোড়া হাত খুব যত্ন সহকারে ইঁটের পাঁজা নামিয়ে দিল, পাঁজাটা যেখানে শ্রমিকরা অপেক্ষা করছিল সেখানে রোলারের ওপর দিয়ে চলে গেল। তখন সেই ইস্পাতের হাতজোড়া আবার সেই খাঁচার ভেতর ভাঁজ হয়ে ফিরে এল, আর মৃদু শিস দিতে দিতে সেই ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লীদা জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি?'

পাথর কাটে যে লোকটি সে বলল, 'ওটা হচ্ছে ভারোত্তোলন যন্ত্র। রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াও। পা ওতে আটকে গেলে

বুঝবে মজাটা!... আমাদের নিরাপত্তা ইঞ্জিনিয়রটির সাথে বোধ করি এখনও সাক্ষাত হয়নি।'

ভারোত্তোলন যন্ত্রের সুইচ্‌বোর্ডটি যেখানে ছিল লীদা সেখানে দৌড়ে নেমে এসে দাঁড়াল। ছোট ছোট আলো জ্বলছিল আর নিভছিল আর নিবিষ্ট চিত্তে একটি স্বল্পভাষী মহিলা ভারোত্তোলন যন্ত্রটি তুলতে আদেশ করছিল। যেই সে একটি বোতাম টিপল অমনি ইঁটের পাঁজাগুলো উপরে উঠে গেল।

লীদা জিজ্ঞেস করল, 'যেখানে থামা উচিত সেখানে কি এটা নিজে থেকেই থামবে?'

মহিলা জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই। এখান থেকে যাও দিকি। এখানকার তারগুলোয় অনেক পাওয়ার। নীনা ভাসিলিয়েভ্‌না তোমাকে ধরতে পারলে এমন ভাষা বলবেন যে নিজের নাম শুধু ভুলে যাবে...'

সকলের মুখে মুখেই সে নীনা ভাসিলিয়েভ্‌নার নাম শুনল। তার সম্বন্ধে কত কথাই না বলা হচ্ছিল, তবে বেশী কথাই হচ্ছিল খিটখিটে ভাবে কিম্বা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। ক্রমশ লীদার ধারণা হল যে নীনা ভাসিলিয়েভ্‌নার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করলেও হয়, সে সব-সময়ই খুঁত ধরে বেড়ায় আর খুব

সামান্য কারণেই লোককে কাজ থেকে জবাব দেয়। একটা জিনিস সে কিছুতেই বুঝতে পারে না যে কেন আন্দ্রেইয়ের তার সম্বন্ধে এত উৎসাহ।

কে যেন তাকে বলল, 'এই যে!' ওপরের দিকে চেয়েই দেখল নীনাকে আর লীদা তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবশত চাবিটা টিপল কিন্তু তখন যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে।

নীনা বলল, 'তোমাকে যা করতে বলেছিলাম তা ভুলে গেছ? দেখ দিকি আর্সেন্তিয়েভ তার নিরাপত্তা বেল্টটি ছাড়াই কাজ করছে। তোমার কি মনে হয় এটা ঠিক?'

—না তা নয়, কিন্তু তোমাকে বলতে ও বারণ করেছে।

—তার মানে, ও যা বলেছে তা তোমার কাছে আমার কথার চেয়ে মূল্যবান?

লীদা প্রত্যুত্তর করল, 'আমি ত আর সবার কথা শুনতে পারি না।'

আর কথা না বলে নীনা আর্সেন্তিয়েভের কাছে গেল। সে তাকে আগে লক্ষ্য করেনি। একটি নতুন ইলেক্‌ট্রেড পরাবার জন্য তার মুখোশটি তুলে ধরাতেই তার দিকে নজর পড়ল, অমনি লীদার দিকে চাইল বিরক্তিসূচক ভ্রূভঙ্গী করে।

নীনা জিজ্ঞেস করল, 'আন্দ্রেই সের্গেয়েভিচ, আপনি নিরাপত্তা বেল্ট ছাড়াই কাজ করছেন, এর মানেটা কি?'

ও বলল, 'ভয়ানক গরম, আমি বেল্ট পরে কাজ করতে পারব না। ফার কোটের চেয়েও এটা খারাপ।'

—তবে কাজ বন্ধ করুন।

—আচ্ছা, নীনা ভাসিলিয়েভ্না, আসুন দিকি। আপনি নিজেই জানেন আমাদের কিভাবে সময় নষ্ট হয়েছে, সেটা পোষাতে হবে ত?

—আন্দ্রেই, আমি জানি, তবে আপনাকে বেল্ট পরতেই হবে... কেন আপনাকে এত খোশামোদ করতে হচ্ছে?

—আচ্ছা বেশ, আমি পরব। অন্য স্তরটায় গিয়ে পৌঁছতে পারলেই আমি পরব। এই দেখুন না ওটা ওখানে ঝুলছে,—সে তাকে তুষ্ট করবার জন্য বলল।

নীনা বলল, 'না', আপনাকে এই মুহূর্তে পরতেই হবে।' কিন্তু সে তার মুখোশটি নিচু করে আবার ওয়েল্‌ডিং-এর কাজ করতে সুরু করল। 'আপনি কি আমার সাথে ঝগড়া করতে চাইছেন?'

নীনা কড়ির ওপর উঠে বৈদ্যুতিক হোল্‌ডারের দিকে গেল। আর্সেন্তিয়েভ তাড়াতাড়ি করে তার মুখোশটি তুলে

নিল। তারপর তাকে ভয় দেখিয়ে বলল, 'সাবধান, নইলে পড়ে যাবেন। আপনার জন্য কেউ আর পায়ের তলায় মেঝে তৈরী করে দেবে না।'

মিত্যা ওপরে কাজ করছিল। সে হেসে উঠল।

নীনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনার ঐ বন্ধুটিও ত বেল্ট ছাড়াই কাজ করছে। লীদা, নিচে যেয়ে ওদের বলবে যে আমি বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিতে বলেছি।'

লীদা সপ্রশ্ন দৃষ্টি আর্সেন্তিয়েভের দিকে চাইল।

সে চোখ নামিয়ে বলল, 'যেও না।'

নীনা বিবর্ণ হয়ে বলল, 'আমি বলছি, যাও।'

আর্সেন্তিয়েভ না চেয়েই বলল, 'আপনি ওকে হুকুম করতে পারেন না, আমিই কেবল ওকে হুকুম করতে পারি।'

নীনা বুঝল যে এই সংঘর্ষের পরিণতি বন্ধু-বিচ্ছেদে হতে পারে। শুধু এই বন্ধুত্বটুকু লাভ করবার জন্য তাকে কত চেষ্টা করতে হয়েছে, হয়ত এর চেয়ে আরও বেশী অনেক কিছু তার শেষ হয়ে যাবে, যেটা সম্বন্ধে সবে সে সচেতন হয়ে উঠেছে, যা স্বীকার করতে অবধি তার সাহসে কুলোয় না। কিন্তু সে তার হাতের কাগজটা টুকরোটা মুচড়ে স্থির গলায় বলল, 'লীদা, নিচে যাও।'

লীদা আবার আর্সেন্তিয়েভের দিকে চাইল, সে তার দিকে তুহিনদৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকল।

দৃঢ়ভাবে লীদা বলল, 'না, আমি যাব না।'

ন্যুরা শুনছিল, সে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠল। সে বলল, 'ঝগড়া কোর না, আমি যাব।'

নীনা সিঁড়ির মুখটিতে আবার ফিরে এল আর উত্তেজিতভাবে তার কাগজের ওপর আঙুল বুলাতে থাকল। লীদা ভাবল, 'ও যদি বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়, তাহলে কি কাণ্ড হবে?' দশমিনিট বাদে ওয়েল্‌ডিং-এর সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আর্সেন্তিয়েভ তার যন্ত্রপাতি ছুঁড়ে ফেলে মুখোশ তুলে ধরল।

—এ রকম মেয়েমানুষের সাথে কি করবে বল?—কাউকে লক্ষ্য না করে নীনার চোখের দিকে না তাকিয়েই সে চীৎকার করে বলল।

মিত্যা সুরু করল, 'যেমন ধর গত বছর ঐ বাড়িটার দরজায় ওরা একজন দারোয়ান ঠিক করেছিল। পরের দিন ড্রাইভাররা কেউ আর তাদের কোটা পূর্ণ করতে পারে না। যতবার শ্রমিকরা বাইরে আসবে, সে অমনি তাদের পাশ বার করতে বাধ্য করবে আর সে প্রতিবারই তা পরখ করে দেখবে। বলবে, 'ইভান ইভানভিচ, আপনার পাশটা

বার করুন দিকি। না, ওখানে নেই। আগের বার আপনার বুকপকেটে রেখেছিলেন।' আর কেউ তাকে কোন কথা বলতে পারত না। সে সব উপদেশই ঠিক পালন করছিল, কিন্তু ভালর চেয়ে মন্দই করছিল অনেক...'

—কিন্তু, কমরেড্ ইয়াকভ্লেভ, আমার ওপর মানুষের জীবনের দায়িত্ব রয়েছে যে!

আর্সেন্তিয়েভ চীৎকার করল, 'মানুষের জীবনের জন্য মাথা ব্যথা করে আমাদের কাজের ক্ষতি করতে পারবেন না!'

—মানুষের প্রাণের জন্য মাথা ঘামালে কোন ক্ষতি হয় না।

—কিন্তু আমাদের ক্ষতি করছেন, নিজে তা দেখতে পারছেন না?

চীফ ইঞ্জিনিয়র এসে পৌঁছল। তার কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'কে বিদ্যুৎ বন্ধ করেছে?'

—আমাকে এখানে নিরাপত্তার বেল্ট না পরে বসে থাকতে দেখে ইনি বন্ধ করেছেন।

নীনা সংশোধন করে বলল, 'এখানে বসে থাকতে নয়, কাজ করতে।'

চীফ ইঞ্জিনিয়র তীক্ষ্ণভাবে বলল, 'এই মুহূর্তে বেল্ট পর আর ইয়াকভ্লেভ, তুমিও।' তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামবার জন্য ফিরল কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে নেমে থামল। 'নীনা ভাসিলিয়েভ্না, ছুটি হলেই একবার আমার আপিস-ঘরে আসবে।' আর তার স্বরে প্রকাশ পেল যে নীনার অদৃষ্টে দুর্ভোগ রয়েছে।

* * *

নীনা যখন বাড়ি ফিরল তখন একেবারে ক্লান্ত। দেখল সব কিছু এক বিশৃংখলার মাঝে রয়েছে। নীনার বাবা কাজের জন্য বাইরে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন।

তিনি হাতের কাছে কিছু খুঁজে না পেয়ে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বকছেন। তাঁর স্ত্রী দুপুরের খাবারের পর বাজার করতে বেরিয়েছেন আর তখনও বাড়ি ফেরেননি। নীনা তাঁকে সাহায্য করতে চেষ্টা করল কিন্তু সব কিছুই তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে যেন ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মোজা গুণতে যেয়ে প্রথম দেখল সাতটা, তারপর দেখল ন'টা।

ভাসিলি ইয়াকভ্লেভিচ জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি, তুমি কি অসুস্থ?'

—না বাবা, আমি বড় ক্লান্ত, যদি সেই ইঞ্জিনিয়র ফিরে আসতেন। আমি এ ধরনের কাজ আর পারছি না।

—তোমার পক্ষে খুব বেশী বুঝি?

নীনা তার টেবিলে বসে গালে হাত দিয়ে চুপ করে থাকল।

—হ্যাঁ, আমার পক্ষে খুব বেশী,—অবশেষে ও বলল। বাবাকে ছাড়িয়ে ওর চোখ মেলে দিল।

—অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হয়ে তোমার এই ত হল!...—তাঁর এই মন্তব্য কঠিনতম শাস্তির চেয়েও নীনাকে বেশী আঘাত করল।

চোখের জল মুছতে মুছতে সে ভাবল, 'এঁর পক্ষে বলা খুব সহজ। কাল থেকে আমি সেই ইঞ্জিনিয়রের মতই কাজ করব। আমি শুধু ফোরম্যান আর অধিকর্তার কাছে অভিযোগ করব। ওরাই শ্রমিকদের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করুক। আর আর্সেন্তিয়েভ, ইয়াকভ্‌লেভ কিংবা তার মা আমার কে?... যাদের আমি আগে কখনও দেখিনি যাদের জন্য আমার কিছুই আসে যায় না, তাদের জন্য কেনই বা আমি ভাবব? একেবারেই অর্থহীন।...'

পরদিন ভোরবেলায় অনেক ডাকাডাকির পর ও বিছানা থেকে উঠল, আর ভারাক্রান্ত মনে কাজে এল। নিয়মিতভাবে দরজায় সেই বৃদ্ধটির সাথে দেখা হল। সে তাকে নমস্কার

জানাল, পাশটি দেখল না। তিক্ত হেসে নীনা ভাবল: প্রথমদিন কত আনন্দ নিয়ে সে এই গেটের সামনে এসেছিল, ভেবেছিল নির্মাণকাজের অধিকর্তা তার জ্ঞান ও উৎসাহ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। ব্যথাভরা হাসি একটু হেসে সে ভাবল: নেহাৎই বোকা ও, তাই পাশ দেখতে চাইলে সে আহত হয়েছিল। ওখানে পৌঁছে দেখল যে খিটখিটে মিত্যা নোটিশ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে সম্ভাষণ না করে সে তার চোখের ওপর টুপি টেনে আনল তারপর সিঁড়ির দিকে হাঁটল। দুটো দীর্ঘ সংখ্যাবাচক অঙ্কে আগের দিনের পরিকল্পনা পূরণের ব্যাপারটি দেখা গেল। 'আমরা শতকরা ১০০ ভাগও উঠতে পারিনি,—নীনা ভাবল,—আমরা প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছি, নিশ্চয়ই আমরা হেরে গিয়েছি।' সব ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য সে আবার বাড়ির ছাত পর্যন্ত পরিদর্শন করতে বেরুল। দোতলায় এসে শুনল ক'জন শ্রমিক খুব উত্তেজিতভাবে বিরাট হলঘরটির থামের আড়ালে কথা বলছে।

একজন বলল, 'পরিচালনা বিভাগেরই ত দোষ। ওর কাছে কি বা আশা করতে পার? ওর অভিজ্ঞতা ত একেবারেই নেই। সটান স্কুল বেঞ্চি থেকে এখানে এসেছে। কিছুদিনের মত ওর কোন দলে ভর্তি হয়ে কাজ করা দরকার।'

নীনা অনুমান করল তার সম্বন্ধেই বলা হচ্ছে আর হঠাৎ চারদিকে সবকিছুর ওপর সে একেবারেই ঔদাসীন্য বোধ করল। পিছু ফিরে সে ঠিক করল সারাটা দিন আপিস-ঘরেই কাটিয়ে দেবে।

আগের দিনের চেয়েও আবহাওয়া ছিল যেমন গরম তেমনি কষ্টদায়ক। খুব মিহি ধূলো তেতে উঠে জমাট বেধেছিল শ্বাসবন্ধ-করা হাওয়ায়। পাতলা পোশাকে মাথায় রুমাল বেঁধে মেয়েরা নল দিয়ে জল এ-ওর গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছিল। মোটর লরিগুলোর হর্ণের আওয়াজ শুদ্ধ কর্কশ মনে হচ্ছিল। অনেক ড্রাইভার তাদের গাড়ীর মাথার ঢাকা তুলে দিয়েছিল যাতে গাড়ীগুলো একটু ঠাণ্ডা হতে পারে। মস্কোর পক্ষে এরকম অস্বাভাবিক গরম নীনাকে আরও উদাসীন করে তুলল। আখাপ্‌কিন শুধু কোন সম্ভাষণ না জানিয়ে তার দিকে চাইল, সে সেটা স্বাভাবিক বলে মেনে নিল, বিন্দুমাত্রও আহত হল না।

খালি ডেস্কে বসে থাকতেও একঘেয়ে ও অর্থহীন বলে মনে হচ্ছিল।

ভাল কিছু বলবার মত খুঁজে না পেয়ে নীনা বলল, 'বাকি বিজ্ঞপ্তিগুলো কখন তৈরী হবে?'

আখাপ্‌কিন তার দিকে না চেয়ে বলল, 'ওগুলো তৈরী হবে না।'

নীনা উদাসীনভাবে বলল, 'আমারও মনে হয় তাই।'

দরজাটা হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল আর লীদা ছুটে এসে আপিস-ঘরে ঢুকল। তার গাল বেয়ে চোখের জল ঝরেছে।

— নীনা ভাসিলিয়েভ্‌না! শীগ্‌গির আসুন, নীনা ভাসিলিয়েভ্‌না!

— কী হয়েছে?

— তাড়াতাড়ি নীনা ভাসিলিয়েভ্‌না... আন্দ্রেই শূন্যে ঝুলছে।

— ঝুলছে?!...

— হ্যাঁ ঝুলছে... ও পড়ে গিয়ে ওর বেল্টের গায়ে ঝুলছে... কেউ জানে না কি করতে হবে...

নীনা লাফিয়ে ওঠাতে চেয়ারটা পড়ে গেল। তারপর আপিস থেকে দৌড়ে বেরুল। অনেক দূর থেকে শ্রমিকরা হাত নাড়তে নাড়তে আর চীৎকার করতে করতে নানা দিকে যাচ্ছিল। রুক্ষ মাটির ওপর সাদা সিল্‌কের পর্দা টাঙান একটি সাদা এম্বুলেন্স ছুটে গেল, বারবার হর্ণ বাজিয়ে। তাকে সেই সব

লরি, কংক্রীট মেশাবার যন্ত্র আর ক্রেনগুলোর মধ্যে বড়ই বেমানান মনে হচ্ছিল। নীনা সিঁড়ির দিকে দৌড়ে গেল, তার পেছনে শুনল লীদার কান্না — ঠিক পাগলের মত ও কাঁদছিল যেমন করে গেঁয়ো মেয়েরা কাঁদে। কিন্তু হঠাৎ মিত্যার কথা শুনে সে থামল, 'নীনা ভাসিলিয়েভ্না, দৌড়ুবেন না। সব ঠিক আছে, ওকে ইতিমধ্যেই ফার্স্ট-এড পোস্টে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে...'

ফার্স্ট-এড পোস্টের জানালা দিয়ে শ্রমিকরা ভীড় করে উঁকি মারতে চেষ্টা করছিল। পাকাচুল মাথায় একটি নার্স ভিজে হাতে নীনাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

জানালার ধারে একটি বিছানায় ভিজে চাদর জড়িয়ে মৃতের মত বিবর্ণ হয়ে আর্সেন্তিয়েভ শুয়েছিল।

নার্স বলল, 'সানস্ট্রোক, খুব বেশী তাপের দরুন।'

নীনা টুলের ওপর ভেঙে পড়ল। এম্বুলেন্স থেকে ডাক্তার এল, ঘরটিতে দৃষ্টি বুলিয়ে সব বুঝে নিল, মৃদু হেসে নার্সকে বলল: 'এখানে কে রোগী, ইনি না উনি?' — জবাবের অপেক্ষা না করেই আর্সেন্তিয়েভের পাশে বসে পড়ে তার নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগল।

নার্সকে বলল, 'তোমাদের নিরাপত্তার ইন্‌স্‌পেক্‌টার ত

বড় ঢিলেঢালা, এরকম গরমে মাথায় টুপি দিয়ে লোকজনেদের কাজ করা উচিত... আধঘণ্টার মধ্যেই ও ঠিক হয়ে যাবে।' কোন কারণে শেষ কথাগুলো নীনাকে লক্ষ্য করে বলল, তারপর নার্সের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

—যাও দিকি, নীনা ভাসিলিয়েভ্না, তুমি বিশ্রাম নাও। তোমাকে বেজায় খারাপ দেখাচ্ছে,—নার্স তাকে উপদেশ দিল।

—বিশ্রাম?—নীনা বলল। নিজেকে নাড়া দিয়ে যেন সে কাজের জন্য উঠে পড়ল।—এই মুহূর্তেই আমাকে গিয়ে কি হচ্ছে দেখতে হবে...

ফার্স্ট-এড পোস্ট থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে তার মনে হল বুঝিবা কৈশোরের সব উৎসাহ ফিরে এসেছে। নিঃশ্বাস নেবার জন্য না থেমেই সে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠতে থাকল। 'এখন আমি ওদের যে ভাবে কাজ করা উচিত তেমনি করে কাজ করাব,—সে উত্তেজিতভাবে নিজে নিজে বলল।—চীফ ইঞ্জিনিয়র আমাকে বকতে পারেন আর উঁচুতে কাজ করে যে-কারিগরেরা তারা আমাকে ঠাট্টা করতে পারে কিন্তু আমি তাদের কাছে একটুও দমব না, একেবারে একটুও না!... মানুষের জীবনের দায়িত্ব নেওয়া অত সহজ নয়। একদিন আন্দ্রেই এ কথা বুঝবে... কিংবা নাও বুঝতে

পারে... আমি কিন্তু কিছুতেই ছাড়ব না!' আর সে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে দৌড়ে উঠতে থাকল, একবারও থামল না যতক্ষণ না এল বিশতলায়। সেখানে উঠে সে শুধু বুঝতে পারল যে কি করেছে। নিঃশ্বাস নিয়ে শুনল কে একজন তার পেছনে নাক ঝাড়ছে—সে লীদা।

লীদা বলল, 'কি করে আপনি দৌড়চ্ছেন? আমি যে আপনাকে ধরতেই পারছি না... নীনা ভাসিলিয়েভ্‌না, আপনাকে ধন্যবাদ!...'

—কেন?

—আন্দ্রেইয়ের জন্য!—তারপর লীদা তার হাতদুটো দিয়ে নীনার গলা জড়িয়ে তার কাঁধে মুখ লুকোল।

নীনা ক্লান্তভাবে ভাবল, 'এ আমি জানতাম!'—তারপর লীদার পিঠে বুলাতে বুলাতে আর-একবার মনে হল দুর্বলতা ও ঔদাসীন্যের ঢেউয়ে ভেসে যায়।

—প্রথম প্রথম ওকে আমি ভয় পেতাম, ওর সাথে যেতে চাইতাম না... অন্য মেয়েরাই আমাকে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু কাল আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। যাই ঘটুক না কেন ওর সাথে একটা ফিল্‌ম দেখবই বলে ঠিক করলাম। আমি ওর জন্য পাগল...। ও এত অপূর্ব! আমি শুধু কী

করব বুঝতেই পারছি না...—বলে নীনার কাঁধের ওপর আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

নীনার ভেতর ভেতর দুটো জিনিসের লড়াই চলছিল: একটি মেয়েটির প্রতি শত্রুতা আর একটি তার প্রতি মায়ের মত অনুকম্পা। ভয় পেল দুটি চেতনার মধ্যে কোনটি বড় হয়ে উঠবে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে শূন্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকল। শত্রুতার ভাবই ওর মধ্যে যেন জোরদার হয়ে উঠল, কিন্তু সেই মুহূর্তে তারের সিঁড়িটা কার দ্রুত পদক্ষেপে বেজে উঠল আর সাথে সাথেই মিত্যাকে দেখা গেল।

সে বলল, 'নীনা ভাসিলিয়েভ্না! ইঞ্জিনিয়র ফিরে এসেছেন।'

—কোন ইঞ্জিনিয়র?—একটু অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

—যিনি হাসপাতালে ছিলেন।

—যাক্ আমার সব যন্ত্রণা শেষ হল,—ও বলল, কিন্তু কথাগুলো ওর সচেতন মন ভেদ করে এল না।

ধীরে স্পষ্টভাবে পুনরাবৃত্তি করল, 'আমার সব যন্ত্রণা শেষ হয়ে গেল।' কিন্তু এই দীর্ঘ-অপেক্ষিত প্রত্যাশা তাকে একটুও আনন্দ দিচ্ছে না আবিষ্কার করে বিস্মিত হল। ওর

মন পূর্ণ হয়েছিল মিত্যা, আন্দ্রেই, ন্যুরা, লীদা, সকলের জন্য চিন্তা-ভাবনা নিয়ে। বোধ করল যে এই সব বেপরোয়া লোকগুলোর জীবনের ভার আর কারও ওপর ত দেওয়া সম্ভব নয়। নিজেকে মনে মনে গালাগালি করল—'বেশ কিছু দিন ধরে এর জন্যই ও অপেক্ষা করছিলে। এখন পিছিয়ে পড়ছ? তুমি ত আর এখন কিণ্ডারগার্টেনে নেই, নীনা ভাসিলিয়েভ্না!'

লীদা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সব ভাবছেন?'

—বেশী কিছু নয়, লীদা, লক্ষ্মী মেয়ে। আমি অন্য কাজে চলে যাব, কাজে-কাজেই তোমাকে নজর রাখতে হবে...

—আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন বলছেন?

—তা নয়। যে ইঞ্জিনিয়রের বদলে আমি কাজ করছিলাম, তিনি ফিরে এসেছেন। উনি হচ্ছেন। বৃদ্ধ আর অনেক অভিজ্ঞতাও তাঁর। আমার মত স্কুলের বেঞ্চি থেকে সোজা আসেননি। কিন্তু উনি এখানে উঠবেন কদাচিৎ, কাজেই লীদা, আমি তোমাকে বলছি যে ছেলেদের ওপর নজর রেখ। দেখ রোদ্দুরের সময় ওরা যেন ঠিক টুপি মাথায় রাখে। আর তুমিও সাবধান হবে। যেমন কক্ষণো রেলিং-এর ওপর ঝুঁকবে না। আর তারের ওপর হেঁটনা, বলা যায় না ত কখন কি হয়।

তার গালের ওপর লীদার চোখের জলের রেখা মুছে ফেলে সে আপিসে গেল।

ডেস্কে সে দেখল বসে আছেন অপ্রসন্ন এক বৃদ্ধ, তাঁর কোটের হাতার উপরে কাল সাটিনের হাফ-হাতা। ফুলভর্তি গেলাসটা জানালার তাকে রাখা হয়েছে। তাঁর অবর্তমানে যে সব কাগজ সই করা হয়েছে তার পাতা তিনি উল্টাচ্ছিলেন। নীনা ভেতরে এলে তিনি নিষ্প্রভ চোখে তার দিকে চেয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকলেন। কাজ শেষ হলে তিনি কষ্ট করে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, তার সাথে করমর্দন করে নিজের নাম বললেন।

বললেন, 'নীনা ভাসিলিয়েভ্না, আপনি ঠিক ফোল্ডারে প্রস্তাবগুলো গেঁথে রাখেননি।'

নীনা তাঁকে বলতে চেয়েছিল যে এই বাড়ি নির্মাণের ব্যাপারে পরিস্থিতি কি রকম জটিল হয়ে উঠেছে, স্বেচ্ছাধীন নিরাপত্তা ইন্‌স্‌পেকটার নিযুক্ত করা উচিত। দড়িগুলোকে আরও বেশী টেনে তোলা দরকার আর তাদের আরও বেশী নির্দেশের প্রয়োজন। কিন্তু এ সবকিছুর বদলে সে যা বলে ফেলল তার জন্য নিজেই অবাক হয়ে গেল:

— কাজটা ছাড়তে আমার মোটেও ইচ্ছে নেই ...

বৃদ্ধটি উল্লসিত হয়ে বললেন, 'তবে একাজ তুমি ছেড়ে

না। তুমি যদি চীফকে বলে তোমাকে এখানে রাখবার ব্যবস্থা করতে পার, তাহলে আমি খুব খুশী হব। টেক্‌নিক্যাল বিভাগে বদলি হবার জন্য আমি দুবার অনুরোধ করে লিখেছি।'

দুজন মিলে তার অধিকর্তাকে বলতে গেল কিন্তু কমবয়সী সম্পাদকটি বলল যে তিনি একটি সম্মেলনে যোগ দিতে গেছেন, আর সন্ধ্যে আটটার আগে ফিরবেন না। নীনা বাড়িতে টেলিফোন করে বলল তার খাবার যেন না রাখে, কারণ সে দ্বিতীয় শিফ্‌টের জন্য অপেক্ষা করবে।

খবর পরিবেশন করে যে-মেয়েটি তাকে নীনা বলল যেই অধিকর্তা ফিরে আসবেন অমনি যেন তাকে লাউড স্পীকারে ডাকা হয়, তারপর সে বাইশতলায় উঠে গেল। ঝন্‌ঝনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবল, 'জানি না, এরা, আমাকে এ কাজে আর রাখবে কিনা। যদি চীফ আপত্তি করেন তাহলে বলব যে আমি কাজে থাকাকালীন একটিও আসল দুর্ঘটনা ঘটেনি। যদি বলেন যে আমি কাজে ব্যাঘাত দিই বলে অনেক অভিযোগ এসেছে, তাহলে বলব যে তা সত্যি নয়। চীফ ইঞ্জিনিয়র নিজেই আমাকে শ্রমিকদের উপর কঠোর হতে বলেছেন... উনি বলতে পারেন যে আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমি বলব যে এখানে আসার পর আমি

অনেক কিছু শিখেছি , আমি এইসব শ্রমিকদের চিনেছি , আমি তাদের বুঝতে পারি আর এবার থেকে আমার কাজ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে ... আর তারপর আমি বলব যে এরা আমাকে অন্য কাজে বদলি করে দিলেও আমি আমার উঁচুতলার কারিগরদের জন্য সবসময়ই বড় উৎকণ্ঠিত থাকব , ওদের কথা আমি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না ...'

সে নিজেই হঠাৎ অবাক হয়ে গেল যে যে-কাজটির জন্য তার এত অশান্তি হয়েছে , যা তার ভালবাসার পথে অন্তরায় হয়েছে , তা বজায় রাখতে সে এত উদ্‌গ্রীব কেন ?

একেবারে ছাতের ওপর গিয়ে ভাবল , 'হয়ত ভালই হল যে সব শেষ হয়ে গিয়েছে ?'

রাত্রির মস্কোর একটি সুন্দর দৃশ্য সেখান থেকে দেখল।

বড় বড় ছোট ছোট আলো দিক্‌চক্রবাল পর্যন্ত ঝিকমিক করছে যেন তারায় ভরা আকাশ মর্তভূমির কোল এসে ছুঁয়েছে। দেখতে দেখতে পুশ্‌কিন স্কোয়ারের ওপর আলোর নক্ষত্রপুঞ্জ কোনগুলি তাও সে বুঝতে পারল। সেই নক্ষত্রপুঞ্জ রেল স্টেশনের নিশানা — সেখানে তারাগুলো খসে পড়ছে এখানে সেখানে। বেশ বোঝা যাচ্ছে ট্রলিগুলো সুইচের সংস্পর্শে এসে জ্বলে উঠছে , সংস্কৃতি ও বিশ্রামের পার্কের

মাথায় ছায়াপথ, খুব উঁচু উঁচু অট্টালকাগুলোর মাথায় লাল তারা আর ক্রেম্‌লিনের মাথায় চুণি জ্বলছে। অন্য আলোগুলো থেকে বিচ্ছুরিত নীল আভার ছটায় দিক্‌চক্রবাল রঞ্জিত—মনে হচ্ছিল এই পার্থিব আকাশের আর বুঝি শেষ নেই।

বাড়ির জানালায় জানালায় যে আলোগুলো আবাহন জানাচ্ছিল তারাই ছিল সবচেয়ে ছোট্ট আর সে-দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নীনার মানসপটে সমস্ত সহরটাই মূর্ত হয়ে উঠল: সংস্কৃতি ও বিশ্রামের পার্কের ফুলের বাগানের বেঞ্চিগুলি, পুশ্‌কিন স্কোয়ারে 'আমরা শান্তির স্বপক্ষে' এই ফিল্‌মের বিজ্ঞাপন, কার্পেট ও আসবাব ভর্তি সুন্দর সুন্দর অনেক-তলা বাড়ি, আর অতিথি-পরায়ণতার জন্য উন্মুখ সহরটি, তার সমস্ত সহরবাসীর কল্যাণের প্রতি সজাগ-দৃষ্টি। আর, হঠাৎ সে উপলব্ধি করল যে কিছুই শেষ হয়ে যায়নি বরং তার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনগুলি রয়েছে সামনেই।

১৯৫২

Сергей Антонов

ВЕСНА

Рассказы

на языке бенгали

Перевод сделан по книге
Сергей Антонов „Избранное"
Издательства ВЛКСМ „Молодая
гвардия" 1954 г.